সচিত্র

রামায়ণ।

সুন্দরকাণ্ড।

মহর্ষি বাল্মীকি প্রণীত।

মূল সংস্কৃত গ্রন্থ হইতে অনুবাদিত।

শ্রীঅঘোরনাথ বরাট

কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

বরাট প্রেস, কলিকাতা।

১২৯০

সচিত্র

রামায়ণ।

কিষ্কিন্ধাকাণ্ড।

মহর্ষি বাল্মীকি প্রণীত

মূল সংস্কৃত গ্রন্থ হইতে অনুবাদিত।

শ্রীঅঘোরনাথ বরাট

কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

বরাট প্রেস, কলিকাতা।

১২৮৯

আরণ্যকাণ্ডের সূচীপত্র।

আরণ্যকাণ্ডের সূচী সমাপ্ত।

কিষ্কিন্ধাকাণ্ডের সূচীপত্র।

কিষ্কিন্ধাকাণ্ডের সূচী সমাপ্ত।

সুন্দরকাণ্ডের সূচীপত্র।

সুন্দরকাণ্ডের সূচী সমাপ্ত।

রামায়ণ।

আরণ্যকাণ্ড।

প্রথম সর্গ।

শ্রীরামের দণ্ডকারণ্যে প্রবেশ।

অনন্তর মহাবল রামচন্দ্র ঋষিদর্শিত পথ অবলম্বন পূর্ব্বক দণ্ডকারণ্যে প্রবেশ করিলেন। ক্রমে ক্রমে তাপসগণের আশ্রম সকল তাঁহার দৃষ্টিগোচর হইতে লাগিল। গমনকালে দেখিতে পাইলেন স্থানে স্থানে কুশ ও চীরাদি পড়িয়া রহিয়াছে। দিনকর প্রখর কিরণজাল বিতরণ করিলে যেমন গগনমার্গে দৃষ্টিপাত করা যায় না সেইরূপ ব্রহ্মবিদ্যার প্রভাবে সকলই দুর্নিরীক্ষ্য। সর্ব্বভূতের শান্তিপ্রদ পবিত্র আশ্রমগুলি অপূর্ব্ব শোভায় শোভিত রহিয়াছে। মৃগগণ যথা ইচ্ছা বিচরণ করিতেছে ও পক্ষিগণ নীড়ে বসিয়া কলরব করিতেছে। জলপূর্ণ কলস ফলমূলে পরিশোভিত রহিয়াছে, ঋষিগণ সর্ব্বদা বেদধ্বনি করিয়া বলি প্রদান ও হোম কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেছেন। কোথায় কমলদলপূর্ণ সরোবর শোভমান, কোথায় বা নির্ম্মল

কুসুমদল পরিক্ষিপ্ত রহিয়াছে। ঐ পরম পবিত্র আশ্রমগুলি সূর্য্য ও অনলের ন্যায় তেজস্বী মুনিগণে পরিপূর্ণ। এমন কি ব্রহ্মবিদ্‌ ব্রাহ্মণগণ নিয়ত বেদধ্বনি করাতে ঐ প্রদেশ ব্রহ্ম ভবনের ন্যায় প্রতীয়মান হইতেছিল।

রঘুবীর রামচন্দ্র তাপসাশ্রমের এই প্রকার শোভা সন্দর্শন করিলেন এবং পাছে আশ্রমবাসী ঋষিগণ ভীত হয়েন এই ভাবিয়া নিজ শরাসন লুক্কায়িত করিয়া আশ্রমমধ্যে প্রবেশ করিলেন। মুনিগণ প্রিয়দর্শন রাম, লক্ষ্মণ ও পতিপরায়ণা জানকীকে দর্শন করিয়া পুলকিতান্তঃকরণে বিবিধ প্রকারে আশীর্ব্বাদ করিতে লাগিলেন। বনবাসীগণ রাম, লক্ষ্মণ ও সীতার অলোকসামান্য সৌন্দর্য্য ও অনুপম কান্তি দর্শনে বিস্মিত হইয়া অনিমেষ্‌ নয়নে তাহাদিগের প্রতি চাহিয়া রহিল। মুনিগণ রামচন্দ্রকে পরম সমাদরে পর্ণ কুটীরে উপ-বেশন করাইয়া যথাবিধি সৎকার করত বনজাত ফলমুল পুষ্প ও সুশীতল জল প্রদান করিলেন এবং আশীর্ব্বাদ করিয়া কহিলেন, "রামচন্দ্র! তুমি রাজপুত্র, রাজা সকলের মান্য এবং সর্ব্বত্র পূজনীয় রাজা ভিন্ন দুষ্টের শাসন হয় না। রাজাই ইন্দ্র হইতে উৎপন্ন হইয়া ধর্ম্মানুসারে প্রজাগণের পালন করেন। অতএব রাম! তুমি নগরবাসী হও বা বনবাসী হও তুমি সকলেরই ঈশ্বর। আমরা জিতেন্দ্রিয় হইয়া বনে বাস করিতেছি বটে; কিন্তু আমাদিগের ও দণ্ড রক্ষার ভার তোমার হস্তে। পুরুষোত্তম সনাতন বিষ্ণুর অংশে রাজার জন্ম। জননী গর্ভস্থ সন্তানকে যেরূপ রক্ষা করেন তদ্রূপ নরদেবই সর্ব্বজীবের রক্ষক।" এই বলিয়া তাপসগণ বিবিধ বন্য

ফলমূল ও কুসুম অর্পণ পূর্ব্বক রাম লক্ষ্মণের তৃপ্তি সাধন করিলেন।

সূর্য্যদেব উদিত হইলে রামচন্দ্র মুনিগণের নিকট বিদায় লইয়া অরণ্যের শোভা দর্শনার্থ পর্ণ কুটীর হইতে বহির্গত হই-লেন এবং বনমধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন স্থানে স্থানে বিবিধ মৃগ, ভল্লুক ও ব্যাঘ্র বিচরণ করিতেছে। দুরন্ত রাক্ষসদিগের গতায়াতে কোন কোন স্থানের বৃক্ষ ও গুল্ম ভগ্ন ও ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছে। জলাশয় সকল মলিন হইয়া রহিয়াছে, পক্ষিগণের মধুর কলরব শুনা যায় না, কেবল ঝিল্লিরবে বনভূমি পরিপূর্ণ। রাম, লক্ষ্মণ ও জানকীর সহিত সেই ভয়ানক বনে উপস্থিত হইলে, পর্ব্বত শৃঙ্গের ন্যায় এক উন্নত বিকট রাক্ষস তাঁহাদিগের নয়ন গোচর হইল। দেখিলেন সেই দুষ্ট, গভীর গর্জ্জন করিতে করিতে আগমন করিতেছে। উহার চক্ষুর্দ্বয় যেন কূপের ন্যায় নিম্নগত, অঙ্গ প্রত্যঙ্গের কোন অংশ অত্যুচ্চ ও কোন অংশ অতি নিম্ন, উদর বিকৃত, পরিধেয় শোণিতাক্ত ব্যাঘ্রচর্ম্ম, দর্শন মাত্রেই জ্ঞান হয় যেন সাক্ষাৎ কাল মুখব্যাদান করিয়া আগমন করিতেছে। দুষ্টের স্কন্ধে, শূলনিবদ্ধ তিনটি সিংহ, চারিটি ব্যাঘ্র, দুইটি বৃক এবং দশটি মৃগ লম্বমান রহিয়াছে। নিশাচর এইরূপ ভয়ঙ্কর বেশে কালান্তক যমের ন্যায় মেদিনী কম্পিত করত গভীর গর্জ্জন করিতে করিতে তাঁহাদিগের সম্মুখীন হইল এবং সীতাদেবীর হস্তাকর্ষণ পূর্ব্বক কিয়দ্দূরে গমন করিয়া কহিল "তোরা কে? ক্ষীণজীবি হইয়া কেন ভার্য্যার সহিত দণ্ডকারণ্যে আগমন করিয়াছিস? জটাচীর ধারণ করিবার কারণ কি? আবার

কেনই বা ধনুঃশর ও অসি ধারণ করিয়া তপস্বিবেশের বিপরীতাচরণ করিতেছিস্? তোরা অবশ্যই অধর্ম্মচারী পাপাত্মা, আমি তোদিগকে নিশ্চয়ই বধ করিব, জানিস আমার নাম বিরাধ রাক্ষস। এই বনই আমার দুর্গ। আমি ঋষিমাংস ভোজন করি এবং অস্ত্র শস্ত্র লইয়া এই বনে ভ্রমণ করিয়া থাকি। এই পরম রূপবতী নারী আমার ভার্য্যা হইবে। সত্বরেই আমি সমরে তোদের শোণিত পান করিব।"

দুষ্ট নিশাচরের এই নিদারুণ বাক্য শ্রবণ করিয়া জনকনন্দিনী বাতাহত কদলীর ন্যায় ভয়ে কাঁপিতে লাগিলেন। প্রিয়তমাকে রাক্ষসক্রোড়ে ভয়-বিহ্বলা দেখিয়া রামচন্দ্রের মুখকমল শুষ্ক হইল। তখন তিনি দুঃখিতান্তঃকরণে লক্ষ্মণকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "ভাই লক্ষ্মণ! ঐ দেখ, প্রিয়তমা জানকী নিশাচরের ক্রোড়ে কাঁপিতেছেন। ভাই রে! যে বিমাতা কৈকেয়ী পিতার নিকট আমার চতুর্দ্দশবর্ষ বনবাস ও নিজ পুত্রের রাজ্যলাভ এই দুই বর প্রার্থনা করিয়া আমাদিগকে এই ভয়ঙ্কর বনে প্রেরণ করিয়াছেন, আজ বুঝি তাঁহার মনস্কামনা পূর্ণ হইল! লক্ষ্মণ রে! প্রাণাধিকা জানকীকে আজ অন্যে স্পর্শ করিল ইহার পর দুঃখ আর কি আছে? পিতৃমরণে ও রাজ্যহরণেও আমার এরূপ দুঃখ হয় নাই।"

রামচন্দ্র সকাতরে এইরূপ বলিতে বলিতে অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন, লক্ষ্মণ সর্পের ন্যায় ক্রুদ্ধ হইয়া নিঃশ্বাস পরিত্যাগপূর্ব্বক কহিলেন, "আর্য্য! আপনি ইন্দ্রতুল্য সকলের ঈশ্বর হইয়া অনাথের ন্যায় এ কি বলিতেছেন? ভৃত্য নিকটে

থাকিতে অনুতাপ কেন! দুরাত্মা এখনি এই শর প্রহারে নিহত হইয়া ভূতলশায়ী হইবে। অচিরেই পৃথিবী উহার শোণিত পান করিবেন। রাজ্যকামুক ভরতের প্রতি আমার যে ক্রোধ হইয়াছিল, দুষ্ট রাক্ষসকে বধ করিয়া আজ সেই ক্রোধের শেষ করিব। এই শর আমার ভুজবেগে চালিত হইয়া দুরাত্মার বক্ষঃস্থল ভেদ করিয়া দুরাত্মার প্রাণসংহার করিবে।" এই বলিয়া লক্ষ্মণ ক্রোধে কম্পিত হইতে লাগিলেন।

দ্বিতীয় সর্গ।

বিরাধ কর্ত্তৃক রাম লক্ষ্মণের হরণ।

অনন্তর বিরাধ ভয়ঙ্কর রবে বনভূমি প্রতিধ্বনিত করিয়া কহিল, "তোরা কে? কোথায় গমন করিবি? শীঘ্র বল্।" রামচন্দ্র রাক্ষসের এই কথা শুনিয়া উত্তর করিলেন, "ইক্ষ্বাকুকুলে আমাদিগের জন্ম, বিশেষ কারণে বনে আসিয়াছি এক্ষণে বল্ তুই কে? কি কারণে দণ্ডকারণ্যে বিচরণ করিতেছিস্?" সত্যপরাক্রম রামচন্দ্রের এই বাক্য শুনিয়া নিশাচর কহিল, "আমার নাম বিরাধ, আমি জবরাক্ষসের পুত্র, আমার মাতার নাম শতহ্রদা। বহুদিন আমি ব্রহ্মার তপস্যা করিয়াছিলাম তাঁহার প্রসাদে আমার এই দেহ অভেদ্য ও

অচ্ছেদ্য হইয়াছে। এখন যদি তোদের জীবনের ইচ্ছা থাকে এ নারীর আশা পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন কর্।"

বিকৃতাকার নিশাচর এইরূপ কহিলে রামচন্দ্র রোষ-কষায়িত লোচনে কহিলেন, "দুরাত্মন্! তোকে ধিক্, নিশ্চয়ই তোর মৃত্যু নিকট হইয়াছে। এখনি তোকে যমালয়ে প্রেরণ করিব এই বলিয়া তিনি শরাসনে শরযোজনা করিয়া সুবর্ণপুচ্ছ শাণিত সপ্ত বাণ রাক্ষসের প্রতি নিক্ষেপ করিলেন। সেই অনলতুল্য তেজঃপুঞ্জ শর সকল তৎক্ষণাৎ নিশাচরের শরীর ভেদ করিয়া ভূতলে পতিত হইল। তখন বিরাধ শরবিদ্ধ হইয়া সীতাকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক ক্রোধভরে ইন্দ্রধনুর ন্যায় মুখ বিস্তার করিয়া শূলহস্তে ভীষণ রবে রাম লক্ষ্মণের প্রতি ধাবমান হইল। শ্রীরাম ও লক্ষ্মণ কালান্তক যমের ন্যায় দুরাত্মাকে সমাগত হইতে দেখিয়া তাহার প্রতি শরজাল বর্ষণ করিতে লাগিলেন। সর্ব্বাঙ্গ শরবিদ্ধ হইলে রাক্ষস হাস্য করিয়া যেমন একবার মুখব্যাদান করিল অমনি বাণ সকল তাহার শরীর হইতে স্খলিত হইয়া ভূতলে পতিত হইল। তখন সে বজ্রতুল্য শূল উত্থিত করিয়া আগমন করিতে লাগিল। বীরাগ্রগণ্য রাম দুই বাণে গগনমার্গে সেই শূল ছেদন করিলেন। ছিন্ন হইয়া শূল সুমেরু শৃঙ্গের ন্যায় ভূতলে পতিত হইল। রাম লক্ষ্মণ উভয়ে তৎক্ষণাৎ কৃষ্ণ সর্পাকার খড়্গ উদ্যত করিয়া নিশা-চরের বিনাশার্থ আগমন করিতে লাগিলেন। ঐ সময়ে রাক্ষস উভয় ভ্রাতার বাহুযুগল ধারণ পূর্ব্বক বেগে প্রস্থান করিতে লাগিল। তখন রাম নিশাচরের অভিপ্রায় জানিয়া

লক্ষ্মণকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, "ভাই লক্ষ্মণ! দুষ্ট রাক্ষস আমাদিগকে লইয়া যথা ইচ্ছা বহন করুক। ইহার শক্তি অনুসারে আমাদিগের বনগমনের পথ আবিষ্কৃত হইবে।" রামচন্দ্র এইরূপ বলিলে বিরাধ বলপূর্ব্বক তাঁহাদিগকে স্কন্ধে নিক্ষেপ করিয়া ভয়ঙ্কর শব্দে হিংস্র জন্তু পরিপূর্ণ মেঘবৎ নিবিড় বনে প্রবিষ্ট হইতে লাগিল।

তৃতীয় সর্গ।

বিরাধ বধ।

বিরাধ রাক্ষস রাম ও লক্ষ্মণকে এইরূপে হরণ করিলে সীতা, "হায়! কি হইল দুষ্ট নিশাচর আর্য্যপুত্রকে ও দেবর লক্ষ্মণকে হরণ করিল! এই বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিয়া কহিলেন, হে রাক্ষসরাজ! তুমি উহাদিগকে ত্যাগ করিয়া আমাকে লইয়া যাও।" জানকী কাতরস্বরে এইরূপ কহিলে রাম ও লক্ষ্মণ উভয়ে দুরাত্মা বিরাধের বধসাধনে উদ্যত হইলেন। সৌমিত্রি তাহার বাম বাহু ও রাম তাহার দক্ষিণ বাহু ভগ্ন করিলেন। তখন নিশাচর মূর্চ্ছিত হইয়া বজ্রভগ্ন পর্ব্বতের ন্যায় ভূতলে নিপতিত হইল। রাম ও লক্ষ্মণ উভয়ে তাহার দেহে মুষ্টি ও পদাঘাত করিয়া বারংবার

তাঁহাকে ভূমিতে ঘর্ষণ করিতে লাগিলেন। এইরূপে পুনঃ পুনঃ প্রপীড়িত হইলেও তাহার প্রাণ বিয়োগ হইল না। তৎকালে শ্রীরাম লক্ষ্মণকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, "ভাই! শস্ত্রাঘাতে এই রাক্ষসের মৃত্যু হইবে না। ইহাকে ভূতলে প্রোথিত করিতে হইবে। অতএব তুমি শীঘ্র একটি বিবর প্রস্তুত কর।" এই বলিয়া রাম বিরাধের কণ্ঠে পদবিন্যাস করিয়া দণ্ডায়মান রহিলেন।

এই সময়ে বিরাধের শাপ মোচনের কাল উপস্থিত হওয়াতে পূর্ব্ব-বৃত্তান্ত সমুদায় তাহার স্মৃতিপথে আরূঢ় হইল। তখন সে শ্রীরামকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিল, "প্রভো! আমার অন্তিমকাল উপস্থিত। মোহবশতঃ পূর্ব্বে আপনাকে চিনিতে পারি নাই, এখন শাপান্তকাল উপস্থিত হওয়াতে সমস্তই জানিতে পারিয়াছি। আপনি বৈকুণ্ঠনাথ, ভূভারহরণার্থ কৌশল্যাগর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, সীতা লক্ষ্মীরূপা এবং লক্ষ্মণও আপনার অংশজাত। দয়াময়! দারুণ অভিশাপে আমি এই রাক্ষসদেহ প্রাপ্ত হইয়াছি। পূর্ব্বে আমি তুম্বুরু নামক গন্ধর্ব্ব ছিলাম, নিয়মিতরূপে আমাকে যক্ষরাজ কুবেরের কার্য্য করিতে হইত। একদা আমি বিদ্যাধরী রম্ভার সহিত ক্রীড়াসক্ত থাকাতে কার্য্যকালে যক্ষরাজনিকটে উপস্থিত হইতে পারি নাই, তাহাতে তিনি আমাকে এই দারুণ অভিশাপ প্রদান করেন। আমি অভিশপ্ত হইয়া তাঁহার চরণ ধারণ পূর্ব্বক বিস্তর অনুনয় করিলে তিনি দয়া করিয়া বলিয়াছিলেন, যৎকালে রাজা দশরথের পুত্র রাম তোকে বিনাশ করিবেন সেই সময়ে তুই

শাপমুক্ত হইয়া এই স্বর্গধামে আগমন করিবি' প্রভো! এখন আমার সেই সময় উপস্থিত। আপনার প্রসাদে আমি শাপমুক্ত হইয়া স্বধামে গমন করিব। অতএব আমাকে মুক্ত করিতে আর বিলম্ব করিবেন না। এস্থান হইতে অতি-দূরেই মহর্ষি শরভঙ্গের আশ্রম। আপনি আমাকে বিবরে নিক্ষেপ করিয়া সেই সূর্য্যের ন্যায় তেজস্বী তপোধনের নিকট গমন করুন। তিনি আপনার মঙ্গল করিবেন।"

বিরাধ এইরূপ কহিলে রামচন্দ্র লক্ষ্মণকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "ভাই! আমি নিশাচরের কণ্ঠদেশে পদবিন্যাস করিয়াছি, তুমি বিবর খনন কর।" আজ্ঞামাত্র লক্ষ্মণ খনিত্র লইয়া পতিত বিরাধের পার্শ্বে বিবর প্রস্তুত করিলেন। গর্ত্ত প্রস্তুত হইলে উভয় ভ্রাতা সেই বৃহৎকায় বিরাধকে আকর্ষণ করিতে লাগিলেন। পরে সে গর্ত্তমধ্যে নিক্ষিপ্ত হইয়া ভীষণরবে গর্জ্জন করিতে লাগিল। রামচন্দ্র বিরা-ধের মুখেই শুনিয়াছিলেন যে ব্রহ্মার বরে অস্ত্রাঘাতে তাহার প্রাণত্যাগ হইবে না, সুতরাং তাহাকে প্রোথিত করাই কর্ত্তব্য বিবেচনা করিলেন। অতঃপর রাম ও লক্ষ্মণ উভয়ে প্রীতমনে ঐরূপে বিরাধকে নিপাতিত করিলে সে শাপমুক্ত হইয়া স্বর্গারোহণ করিল। তাঁহারাও তদবধি সেই মহারণ্যে গগনস্থ চন্দ্রসূর্য্যের ন্যায় নিরুদ্বেগে বিচরণ করিতে লাগিলেন।

চতুর্থ সর্গ।

শরভঙ্গের অগ্নিপ্রবেশ।

মহাবল পরাক্রান্ত বিরাধ এইরূপে বিনষ্ট হইলে, রাম প্রণয়িনী সীতাকে সান্ত্বনা করিয়া লক্ষ্মণকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, "ভাই! এস্থান অতিশয় কষ্টজনক। আমাদিগের এরূপ দুর্গম বনে কখন বাস করা হয় নাই। অতএব আইস, আমরা তপোধন শরভঙ্গের আশ্রমে গমন করি।" এই বলিয়া রামচন্দ্র, সীতা ও লক্ষ্মণের সহিত মহর্ষি শরভঙ্গের আশ্রমে গমন করিলেন। তিনি তথায় উপস্থিত হইবামাত্র দেখিলেন মহাত্মা শরভঙ্গের আশ্রমের উপরিভাগে দেবগণবেষ্টিত দেবরাজ দিব্য বসন ভূষণে ভূষিত হইয়া হরিদ্বর্ণ অশ্বে সুশোভিত দিব্যরথে অবস্থান করিতেছেন, সূর্য্য ও অগ্নির ন্যায় তেজ তাঁহার দেহ হইতে নির্গত হইতেছে, দিব্যপুরুষগণ বিবিধরূপে তাঁহার পূজা করিতেছেন। বিচিত্র শল্যখচিত, শ্বেতচ্ছত্র চন্দ্রমণ্ডলের ন্যায় তাঁহার মস্তকোপরি শোভা পাইতেছে। দুইটী রূপবতী রমণী তাঁহার উভয় পার্শ্বে সুবর্ণ-মণ্ডিত চামর ব্যজন করিতেছেন। দেব, গন্ধর্ব্ব ও সিদ্ধগণ বিবিধ প্রকারে তাঁহার স্তব করিতেছেন এবং মহর্ষি শরভঙ্গের সহিত তাঁহাদের কথোপকথন হইতেছে।

রামচন্দ্র এই অদ্ভুত ব্যাপার দর্শনে বিস্মিত হইয়া লক্ষ্মণকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, "ভাই। ঐ দেখ, গগনমার্গে সূর্য্যের

ন্যায় জ্যোতির্ম্ময় দিব্যরথ, ঐ রথে কেমন হরিদ্বর্ণ অশ্ব সকল যোজিত রহিয়াছে। পূর্ব্বে আমরা ইন্দ্রের অশ্বের বিষয় যেরূপ শুনিয়াছিলাম, এই বিমানেও সেইরূপ দেখিতে পাইতেছি। অতএব ঐ সমুদায় যে দেবরাজের অশ্ব তাহাতে আর সন্দেহ নাই। আরও ঐ দেখ, বলয়ধারী অসংখ্য যুবাপুরুষ রক্তবর্ণ বসন পরিধান করিয়া অসিহস্তে দুর্দ্দান্ত ব্যাঘ্রের ন্যায় ভীষণবেশে অবস্থান করিতেছেন। উঁহাদিগের বাহু অর্গলের ন্যায় দীর্ঘ এবং বিশাল বক্ষঃস্থলে অগ্নিতুল্য জ্যোতির্ম্ময় অস্থি সকল দোদুল্যমান। আকার দর্শনে পঞ্চবিংশতি বর্ষের অধিক বয়ঃক্রম অনুভব হয় না। দেবগণের এইরূপ বয়ঃক্রমই চিরস্থায়ী, সুতরাং উঁহারা নিশ্চয়ই দেবতা হইবেন। ভাই লক্ষ্মণ! তুমি কিয়ৎক্ষণ এইস্থানে থাকিয়া জানকীকে রক্ষা কর। ঐ যে রথের উপরিভাগে পরম সুন্দর পুরুষবর উপবিষ্ট রহিয়াছেন, উনি কে, জ্ঞাত হইয়া আমি সত্বরেই প্রত্যাগমন করিব।" এই বলিয়া রামচন্দ্র শরভঙ্গের আশ্রমাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন।

তখন দেবরাজ রামচন্দ্রকে আগমন করিতে দেখিয়া শরভঙ্গের নিকট বিদায় গ্রহণপূর্ব্বক দেবগণকে কহিলেন, "ঐ দেখ, রামচন্দ্র এই দিকে আসিতেছেন। এখন উনি বনচারী, উঁহাকে অতি দুষ্করকর্ম্ম নির্ব্বাহ করিতে হইবে। যখন উনি সমস্ত বিপদ হইতে উত্তীর্ণ হইবেন, তখন আমি উঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিব।" এই বলিয়া দেবেন্দ্র শরভঙ্গের নিকট বিদায় লইয়া দেবগণের সহিত রথারোহণে দেবলোকে গমন করিলেন। ঐ সময়ে রামচন্দ্র মহর্ষির নিকট সমাগত হইয়া তাঁহার

চরণ বন্দনা করিলেন এবং লক্ষ্মণ ও জানকীও তাঁহার আদেশানুসারে তথায় আগমন করিয়া ঋষির চরণে প্রণত হইলেন। মহর্ষি তাঁহাদিগের আগমনে প্রীত হইয়া পরম সমাদরে তাঁহাদিগকে উপবেশন করাইলেন। তখন রামচন্দ্র ঋষির নিকট দেবরাজের আগমন বিষয় জিজ্ঞাসা করায় তিনি মধুরসম্ভাষণে কহিলেন, "শ্রীরাম! আমি তপোবলে ব্রহ্মলোক পর্য্যন্ত জয় করিয়াছি। দেবরাজ আমাকে সেই ব্রহ্মলোকে গমন করিতে উপদেশ দিয়াছিলেন। আমি যোগবলে তোমাকে নিকটস্থ জানিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, তোমার মধুরমূর্ত্তি না দেখিয়া ব্রহ্মলোকে গমন করিব না, আজি আমি তোমার দর্শনলাভে কৃতার্থ হইলাম। তপোবলে মৎকর্ত্তৃক স্বর্গলোক ও ব্রহ্মলোক জিত হইয়াছে সত্য বটে, কিন্তু তোমার দর্শনলাভ অপেক্ষা তাহা সামান্য বলিয়া গণ্য করি। আমি সমস্ত তপস্যার ফল তোমাতে অর্পণ করিলাম।"

মহর্ষি শরভঙ্গ এইরূপ কহিলে রামচন্দ্র তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "মুনিবর! আপনার অভীষ্টলোক অক্ষয় হইল, নিশ্চয়ই আপনি স্বীয় কর্ম্মফলে ইষ্টলোকে গমন করিবেন। এখন আমরা কোন্ বনে নির্ব্বিঘ্নে বাস করিতে পারিব উপদেশ প্রদান করুন।" সুবিজ্ঞ শরভঙ্গ রামচন্দ্রের এই কথা শুনিয়া কহিলেন, "রাম! নিকটেই ধর্ম্মাত্মা সুতীক্ষ্ণের আশ্রম। তথায় গমন করিলে তিনি তোমার মঙ্গল করিবেন। ঐ যে মন্দাকিনী নদী প্রবাহিতা হইতেছেন, উহাঁর স্রোতের বিপরীত দিকে অল্পদূর গমন করিলেই সুতীক্ষ্ণের তপোবন প্রাপ্ত হইবে। রাম! এখন মুহূর্ত্তমাত্র অপেক্ষা

কর। সর্প যেমন জীর্ণ ত্বক্ ত্যাগ করে, তদ্রূপ আমিও তোমায় দেখিতে দেখিতে জীর্ণদেহ পরিত্যাগ করি।” এই বলিয়া মহর্ষি শরভঙ্গ অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করিলেন এবং মন্ত্রপাঠ পূর্ব্বক হোম করিয়া রামরূপ দেখিতে দেখিতে সেই জ্বলন্ত অনলে প্রবেশ করিলেন। অগ্নিপ্রবেশমাত্র তাঁহার রোম কেশ, ত্বক্, অস্থি, মাংস ও শোণিত দগ্ধ হইতে লাগিল। তৎপরে মুনিবর অনলের ন্যায় তেজোময় কুমার হইয়া অগ্নিকুণ্ড হইতে উত্থিত হইলেন এবং সাগ্নিক ঋষিদিগের লোক ও দেবলোক অতিক্রম করিয়া ব্রহ্মলোকে গমন পূর্ব্বক লোক-পিতামহ ব্রহ্মার স্নেহপাত্র হইয়া পরম সুখে তথায় বাস করিতে লাগিলেন।

পঞ্চম সর্গ।

শ্রীরামের সুতীক্ষ্ণ মুনির আশ্রমে গমন।

মহর্ষি শরভঙ্গ ব্রহ্মলোকে গমন করিলে দণ্ডকারণ্যবাসী মুনিগণ রামচন্দ্রের নিকটে আগমন করিতে লাগিলেন। ক্রমে ক্রমে তথায় বৈখানস, বালখিল্য, সংপ্রক্ষাল, মরীচিপ, অশ্মকুট্ট, পত্রাহার, দন্তোলূখল, উন্মজ্জক, গাত্রশয্যা, অশয্য, অনবকাশিক, সলিলাহার, বায়ুভক্ষ, আকাশ-নিলয়, স্থণ্ডিলশায়ী, ঊর্দ্ধবাসী ও

আর্দ্র পটবাস নামক মুনিগণের * সমাগম হইতে লাগিল। ঐ সমস্ত ঋষিগণ ব্রহ্মতেজসম্পন্ন। তাঁহারা ধর্ম্মাত্মা রামচন্দ্রের নিকট আগমন করিয়া কহিতে লাগিলেন, "শ্রীরাম! তুমি ইক্ষ্বাকুকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছ, দেবরাজের ন্যায় তুমি সর্ব্ব লোকের ঈশ্বর। তোমার যশ ও বিক্রম ত্রিলোকে বিখ্যাত হইয়াছে। তুমি যখন পিতৃসত্য পালনার্থ সমস্ত ভোগসুখে বিসর্জ্জন দিয়া বনে বাস করিতেছ, তখন তোমার তুল্য ধার্ম্মিক দ্বিতীয় নাই। তোমাকে স্মরণ করিলে লোকের সম্পূর্ণ ধর্ম্ম লাভ হয়। আজি আমরা তোমাকে প্রাপ্ত হইয়া যাচকভাবে যাহা বলিতেছি ক্ষমা করিবে। যে রাজা ষষ্ঠাংশ কর গ্রহণ করিয়া পুত্রবৎ প্রজাপালন না করে, তাহার ঘোরতর অধর্ম্ম

---

* বৈখানস—প্রজাপতির নখজাত।
বালখিল্য—প্রজাপতির রোমজাত।
সংপ্রক্ষাল—ভগবানের পাদ প্রক্ষালনে জাত।
মরীচিপ—চন্দ্র সূর্য্য কিরণে যাহারা জীবিত থাকে।
অশ্মকুট্ট—যাহারা অপক্ক মিষ্টান্ন ভোজন করে।
পত্রাহার—যাহারা বৃক্ষের পত্রমাত্র ভোজনে জীবিত থাকে।
দন্তোলূখল—দন্ত দ্বারা যাহাদের উদূখলের কার্য্য হয়।
উন্মজ্জক—যাহারা আকণ্ঠ জলমগ্ন হইয়া তপস্যা করে।
গাত্রশয্যা—যাহারা ভূমিশয্যায় শয়ন করে।
অশয্যা—নিদ্রা রহিত।
অনবকাশিক—যাহারা এক পদে দণ্ডায়মান হইয়া তপস্যা করে।
সলিলাহার—যাহারা জলমাত্র পান করিয়া থাকে।
বায়ুভক্ষ—যাহারা কেবল বায়ু ভক্ষণ করিয়া থাকে।
আকাশনিলয়—যাহারা অনাবৃত স্থানে থাকে।
স্থণ্ডিলশায়ী—যাহারা লিপ্ত অনাচ্ছাদিত স্থানে থাকে।
উৰ্দ্ধবাসী—যাহারা পর্ব্বত-শিখর হইতে উচ্চ স্থানে বাস করে।
আর্দ্র পটবাস—যাহারা নিয়ত আর্দ্রবস্ত্রে তপস্যা করে।

হয়। কিন্তু যে রাজা স্বীয় প্রাণের ন্যায় ও প্রাণাধিক পুত্রের ন্যায় ধর্ম্মানুসারে প্রজাসমূহকে পালন করেন, তিনি ইহলোকে অতুল কীর্ত্তিলাভ করিয়া দেহান্তে ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হন। আর মুনিগণ ফল মূল ভোজন করিয়া কঠিন নিয়মে যে ধর্ম্ম উপার্জ্জন করেন, তাহার চতুর্থাংশে রক্ষাকর্ত্তা রাজার অধিকার আছে। ধীমান্! এই বনে যে সকল বানপ্রস্থাশ্রমী বাস করেন, তন্মধ্যে ব্রাহ্মণই অধিক। ক্ষত্রিয়, ও বৈশ্যের সংখ্যা অল্প। তুমি সে সকলেরই প্রভু। অতএব আমাদিগকে রক্ষা করা তোমার উচিত কর্ম্ম। রাক্ষসগণ আমাদিগকে নানা প্রকার ক্লেশ প্রদান করিতেছে। এই বনের স্থানে স্থানে রাক্ষসা-হত মুনিগণের যে সকল মৃতদেহ পতিত রহিয়াছে, তাহা তোমাকে দেখাইতে পারি। পম্পা ও মন্দাকিনী নদী এবং চিত্রকূটে যে সকল নিশাচর বাস করে, তাহারাই নানা উপ-দ্রব করিয়া থাকে। আর আমরা রাক্ষসের অত্যাচার সহ্য করিতে না পারিয়া তোমার শরণাপন্ন হইলাম। তুমিই আমাদিগের একমাত্র গতি, অতএব রাক্ষসভয় নিবারণ করিয়া আমাদিগকে পরিত্রাণ কর।”

মুনিগণ এইরূপ কহিলে রামচন্দ্র তাঁহাদিগকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, “তাপসগণ! আমি পিতৃসত্য পালনে বনে আসিয়াছি বটে, কিন্তু আপনাদিগকে রক্ষা করাও আমার প্রধান উদ্দেশ্য। সত্বরেই আমি আপনাদিগের রাক্ষসভয় নিবারণ করিব। যদৃচ্ছাক্রমে বনে বিচরণ পূর্ব্বক আপনাদিগের ভয় নিবারণ করিলে আমার মহৎ ফললাভ হইবে। আর আমায় কিছুই বলিতে হইবে না। শীঘ্রই আপনারা আমা-

দিগের উভয় ভ্রাতার পরাক্রম দেখিতে পাইবেন।” এই বলিয়া রামচন্দ্র, সীতা ও লক্ষ্মণের সহিত সেই মুনিগণ সমভিব্যাহারে মহর্ষি সুতীক্ষ্ণের আশ্রমাভিমুখে যাত্রা করিলেন।

ষষ্ঠ সর্গ।

সুতীক্ষ্ণের সহিত রামচন্দ্রের কথোপকথন।

অতঃপর রামচন্দ্র সীতা ও লক্ষ্মণের সহিত মুনিগণ সমভিব্যাহারে নানা নদী পার হইয়া গমন করিতে করিতে সুমেরুর ন্যায় উন্নত এক পর্ব্বত দেখিতে পাইলেন। ক্রমে ক্রমে সেই পর্ব্বত অতিক্রম করিয়া বিবিধ কুসুমিত ও পল্লবিত বৃক্ষে পরিপূর্ণ কানন মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া দেখিলেন, ঐ বনের এক দেশে চীরধারী মহর্ষি সুতীক্ষ্ণ পদ্মাসনে উপবিষ্ট হইয়া ইষ্ট সাধন করিতেছেন। তদ্দর্শনে রামচন্দ্র তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে ভক্তিপূর্ব্বক সম্বোধন করিয়া কহিলেন, “ভগবন্! আমি অযোধ্যাধিপতি রাজা দশরথের পুত্র। আমার নাম রাম। আপনার সাক্ষাৎ লাভের বাসনায় এখানে আগমন করিয়াছি।” রামচন্দ্রের এই কথা শুনিয়া ধর্ম্মাত্মা সুতীক্ষ্ণ তাঁহাকে আলিঙ্গনপূর্ব্বক মধুর সম্ভাষণে কহিলেন, “রাম! সুখে আগমন করিয়াছ? তোমার আগমনে আমার আশ্রম পবিত্র

হইল। এতদিন আমি তোমার প্রতীক্ষায় কালহরণ করিতেছি, তোমাকে দেখিয়া দেহ পরিত্যাগ করিয়া দেবলোকে গমন করিব, ইহাই আমার ঐকান্তিক বাসনা। যখন তুমি চিত্রকূট পর্ব্বতে আসিয়াছ, আমি তখনই তোমার রাজ্যনাশের কথা শুনিয়াছি। তোমার আগমনের কিয়ৎকাল পূর্ব্বে দেবরাজ আমার আশ্রমে আগমন করিয়াছিলেন। আমার তপোবলে সমস্ত লোক জিত হইয়াছে এই সংবাদ তাঁহার নিকট প্রাপ্ত হইয়াছি। আমার বিজিত লোক সমুদায়ে তোমার অধিকার, তুমি ভার্য্যার সহিত পরমসুখে ঐ সমুদায় লোকে কালযাপন কর।"

তাপস প্রধান সুতীক্ষ্ণ এইরূপ কহিলে ব্রহ্মার নিকটে যেমন ইন্দ্র অবস্থান করেন, তদ্রূপ রামচন্দ্র মুনির নিকটে থাকিয়া তাঁহাকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, "মুনিবর! গৌতমবংশজাত মহর্ষি শরভঙ্গের নিকট আমি আপনার তপোবলের বিষয় শুনিয়াছি। আমার বাক্যে আপনি অভীষ্টলোকে গমন করিবেন। আপনার তুল্য সাধু ও দয়াবান্ প্রায় নাই। এখন আপনি কৃপা করিয়া আমার উপযুক্ত বাসস্থানের বিষয় নির্দ্দেশ করুন।"

রামচন্দ্রের এই কথা শুনিয়া সুতীক্ষ্ণ পুলকিত হইয়া মধুরবাক্যে কহিলেন, "বৎস! তুমি আমার আশ্রমে সুখে বাস কর। এস্থানে বিবিধ ফলমূল প্রাপ্ত হওয়া যায়। ঋষিগণ সর্ব্বদা এই স্থানে আগমন করেন। এ বনে কোন ভয় নাই। এস্থানে মৃগগণ নিয়ত অকুতোভয়ে বিচরণ করে।" রামচন্দ্র সুতীক্ষ্ণের এই কথা শুনিয়া কহিলেন, "মহর্ষে! আমি এই স্থানে মৃগয়ায়

প্রবৃত্ত হইলে আমার শাণিত শর প্রহারে মৃগগণ বিনষ্ট হইবে, তাহাতে আপনি ব্যথিত হইবেন, সুতরাং দীর্ঘকাল এস্থানে বাস করা আমার উচিত নহে,” এই বলিয়া রামচন্দ্র মৌনাবলম্বন করিলেন। ক্রমে সায়ংকাল উপস্থিত হইল। রামচন্দ্র সায়ংসন্ধ্যার উপাসনা করিয়া সীতা ও লক্ষ্মণের সহিত সুতীক্ষ্ণের আশ্রমে থাকিলেন। রজনী উপস্থিত হইলে মহর্ষি সুতীক্ষ্ণ তাপসযোগ্য ফলমূলাদি প্রদান পূর্ব্বক তাঁহাদিগের আতিথ্য সৎকার করিলেন।

সপ্তম সর্গ।

রামচন্দ্রের দণ্ডকারণ্যে প্রবেশ।

অতঃপর রাত্রি প্রভাত হইলে রামচন্দ্র সীতা ও লক্ষ্মণের সহিত গাত্রোত্থান ও প্রাতঃকৃত্য সমাপন করিয়া পদ্মগন্ধযুক্ত সুশীতল জলে স্নান করিয়া অবস্থানুরূপ অগ্নি ও দেবগণের অর্চ্চনা করিলেন। ক্রমে দিনমণির উদয় হইল। তাঁহারা মহর্ষি সুতীক্ষ্ণের নিকট গমন করিয়া মৃদুবাক্যে কহিলেন, “ভগবন্! আপনার আশ্রমে আমরা পরমসুখে রাত্রি যাপন করিয়াছি। এখন ঋষিগণ আমাদিগকে ত্বরান্বিত করিতেছেন, দণ্ডকারণ্যবাসী মুনিগণের তপোবন দর্শনে আমাদিগেরও নিতান্ত ইচ্ছা।

অতএব আপনি আজ্ঞা করুন। আমরা এই অনলতুল্য তেজস্বী মহর্ষিগণের সহিত গমন করিব।” এই বলিয়া তাহারা মহর্ষি সুতীক্ষ্ণের চরণবন্দনা করিলেন।

তখন মুনিবর সুতীক্ষ্ণ শ্রীরামচন্দ্রকে সস্নেহ-সম্ভাষণে কহিলেন, “রামচন্দ্র! ছায়ার ন্যায় অনুগামিনী সীতা ও লক্ষ্মণের সহিত তুমি এই পথ দিয়া গমন করিলেই নিরুদ্বেগে দণ্ডকারণ্যে উপস্থিত হইবে। ঐ দেখ, দণ্ডকারণ্যবাসী মুনিগণের আশ্রম দৃষ্ট হইতেছে। ঐ স্থান অতি রমণীয়। স্থানে স্থানে বৃক্ষ সকল বিবিধ ফলমূল ও কুসুমে সুশোভিত, মৃগগণ দলে দলে বিচরণ ও পক্ষিগণ সুমধুর কলরব করিতেছে। কোথাও বা অপূর্ব্ব সরোবর নির্ম্মল জলে পরিপূর্ণ এবং তাহাতে পদ্ম সকল বিকসিত রহিয়াছে ও হংসাদি জলচর পক্ষিগণ ক্রীড়া করিতেছে। কোন স্থানে রমণীয় প্রস্রবণ এবং কোথাও বা ময়ূরগণ কেকারব করিতেছে। বৎস লক্ষ্মণ! তুমিও এখন রামের অনুগমন কর। ঋষিদিগের তপোবন দর্শন করিয়া পুনরায় তোমরা আমার আশ্রমে আগমন করিও।”

মহর্ষি সুতীক্ষ্ণ এইরূপ কহিলে রামচন্দ্র ও লক্ষ্মণ ঋষিকে প্রদক্ষিণ ও প্রণাম পূর্ব্বক স্বীয় স্বীয় বিশাল ধনু ও তূণীর গ্রহণ করিলে জানকী তাঁহাদিগের করে শাণিত খড়্গ প্রদান করিলেন। তখন উভয় বীর ঋষির আজ্ঞা গ্রহণ পূর্ব্বক ধনুর্ধারণ ও তূণবদ্ধ করিয়া সীতার সহিত তথা হইতে বহির্গত হইলেন।

অষ্টম সর্গ।

রামচন্দ্রের সহিত সীতার কথোপকথন।

রঘুবীর রাম, লক্ষ্মণের সহিত সুতীক্ষ্ণের আশ্রম হইতে বহির্গত হইলে, সীতা তাঁহাকে মধুরবাক্যে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "আর্য্যপুত্র! শুনিয়াছি ধর্ম্মাচরণের বিধি অতি সূক্ষ্ম। কামজ ব্যসনের নিবৃত্তি না হইলে তাহা লাভ করা যায় না। ঐ কামজ ব্যসন তিন প্রকার, মিথ্যাকথন, পরস্ত্রী হরণ ও বিনা কারণে পরপীড়ন। এই ত্রিবিধ ব্যসনের মধ্যে শেষোক্ত দুইটি অত্যন্ত পাপজনক। আর্য্যপুত্র! আপনি কখন মিথ্যাবাক্য বলেন নাই এবং কখনও বলিবেন না। ভ্রমেও পরনারী হরণের ইচ্ছা আপনার মনে উদয় হয় নাই। স্বদারেই আপনার রতি আছে। আপনি সত্যবাদী ধার্ম্মিক ও পিতৃসত্য পালনে তৎপর। ধর্ম্ম ও সত্য উভয়ই আপনাতে বর্ত্তমান রহিয়াছে। ইন্দ্রিয় সকল আপনার বশীভূত ও আপনি সকল প্রাণির প্রিয়। কিন্তু নাথ। আপনি প্রাণি-হিংসনরূপ উগ্রভাব ধারণ করিলেন কেন? মোহান্ধ ব্যক্তিগণই বিনাপরাধে জীবহিংসা করে, কিন্তু আপনাকেও সেই কার্য্যে প্রবৃত্ত দেখিতেছি। আপনি মুনিগণের পরিত্রাণার্থ ধনুর্ব্বাণ ধারণ করিয়া দেবর লক্ষ্মণের সহিত রাক্ষস বধের জন্য দণ্ডকারণ্যে প্রবেশ করিতেছেন, তাহাতে আমার মন নিতান্ত চিন্তাকুল হইয়াছে। এরূপ কার্য্যে কিছুমাত্র সুখ নাই বরং

পদে পদে নানা বিপদের সম্ভাবনা। ধনুর্ব্বাণধারণ করিয়া বনে বিচরণ করিলে ঘোররূপী নিশাচরগণের সহিত বিরোধ ঘটিতে পারে। অতএব এ ভাবে গমন করা উচিত নহে। ধনুর্ব্বাণ ধারণ যে উগ্রভাবের কারণ তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

আর্য্যপুত্র! এই সম্বন্ধে একটি উপাখ্যান আমার বিদিত আছে, তাহা আমি আপনার নিকট কহিতেছি, শ্রবণ করুন। পূর্ব্বে মৃগপক্ষিগণে পরিব্যাপ্ত কোন বনে এক ঋষি বাস করিতেন। একদা দেবরাজ তাঁহার তপোবিঘ্ন করিবার মানসে খড়্গ গ্রহণ পূর্ব্বক যুদ্ধার্থী বীরের ন্যায় সেই আশ্রমে আগমন করিলেন এবং সেই খড়্গখানি ঋষিকে অর্পণ করিয়া কহিলেন, 'মুনিবর! এখন এই অসি আপনার নিকট থাকিল। সময়ান্তরে পুনরাগমন করিয়া গ্রহণ করিব।' এই বলিয়া তিনি যথাস্থানে গমন করিলেন। ঋষিও সেই ন্যাসভূত অসি রক্ষা করিতে লাগিলেন। তিনি যে স্থানে যান খড়্গখানি সঙ্গেই থাকে। যখন ফলমূলাদি আহরণের আবশ্যক হয়, পরকীয় অস্ত্র আশ্রমে রাখিতে সাহস না হওয়াতে তাহা সঙ্গে লইয়া যান। এইভাবে সর্ব্বদা অসি ধারণ করাতে ক্রমে ক্রমে ঋষির ভাবান্তর উপস্থিত হইল। আর পূর্ব্বের ন্যায় শান্তভাব থাকিল না; তপস্যায় জলাঞ্জলি দিয়া অসিহস্তে ভীষণবেশে বনে বনে প্রাণিহিংসা করিতে আরম্ভ করিলেন। এইরূপে অস্ত্রসংসর্গে ঘোরতর অধর্ম্ম সঞ্চয় হওয়াতে দেহান্তে তাঁহার নরকবাস হইয়াছিল।

নাথ! আপনি কিছু মনে করিবেন না। আপনাকে শিক্ষাদান করি নাই। আমি গৌরব ও স্নেহ বশতঃ এই

পুরাবৃত্তটি আপনার নিকট কীর্ত্তন করিলাম। অস্ত্রসংসর্গে যখন অধর্ম্ম ঘটিতে পারে তখন আপনি এভাবে দণ্ডকারণ্যে গমন না করেন ইহাই আমার একমাত্র উদ্দেশ্য। আপনার রাক্ষস বধের বাসনা পরিত্যাগ করা উচিত। বিনা অপরাধে প্রাণিহত্যা করা মহাপাপ। আর্ত্তজনের পরিত্রাণার্থ শাস্ত্র ও ধনুর্ধারণ করা ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম, কিন্তু তাহা এ সময়ের উপযুক্ত নহে। এখন সে শাস্ত্র, সে ক্ষাত্রধর্ম্ম কোথায়? এখন আমরা তপস্বীবেশে বনে বনে বিচরণ করিতেছি। এ অবস্থায় ক্ষত্রধর্ম্মানুসারে অস্ত্রাদি গ্রহণ করিলে নানা বিঘ্ন ঘটিবার সম্ভাবনা। অতএব আপনি আমার অনুরোধ রক্ষা করুন। পুনর্ব্বার অযোধ্যায় গমন করিয়া ক্ষাত্রয়ধর্ম্ম পালন করিবেন। নাথ! পিতৃসত্য পালনার্থ রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া বনে আসিয়াছেন, যদি মুনিবৃত্তি অবলম্বন করিয়া কালযাপন করেন, তাহা হইলে আমার শ্বশ্রু ও স্বর্গীয় শ্বশুরের পরম প্রীতি লাভ হইবে। ইহলোকে ধর্ম্মই একমাত্র সার পদার্থ। ধর্ম্ম হইতে অর্থ, সুখ সমস্তই প্রাপ্ত হওয়া যায়। অতএব আপনি পবিত্র ভাবে অহিংসা ধর্ম্ম আশ্রয় করিয়া ঋষিগণের তপোবনে বিচরণ করুন। আর অধিক কি বলিব, ত্রিলোকের সমস্ত তত্ত্বই আপনার বিদিত আছে। নারী জাতির স্বাভাবিক চপলতায় যাহা বলিলাম ক্ষমা করিবেন, আমি আপনার নিকট ধর্ম্মের কথা কি বলিব। দেবর লক্ষ্মণের সহিত যুক্তি করিয়া যাহা বিচারসিদ্ধ হইবে আপনি তাহাই করুন।"

নবম সর্গ।

সীতার প্রতি রামের উপদেশ।

পতিপরায়ণা সীতা এইরূপ কহিলে, রামচন্দ্র তাঁহাকে মধুর সম্ভাষণে কহিলেন "প্রিয়ে! তুমি ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম সম্বন্ধে যাহা যাহা কহিলে সমস্তই হিতজনক। আর্ত্তজনের পরিত্রাণ করা যে ক্ষত্রিয়ের প্রধান কার্য্য, এ কথাও তুমি বলিয়াছ। দণ্ডকারণ্যবাসী মুনিগণ রাক্ষসভয়ে কাতর হইয়া আমার শরণাপন্ন হইয়াছেন তাহা তোমার অবিদিত নাই। সেই ফলমূলাহারী ধার্ম্মিক তাপসগণ রাক্ষসগণের ভয়ে সুখে কালযাপন করিতে পারেন না। নরমাংসভোজী দুরাত্মারা তাঁহাদিগের প্রতি নানা প্রকার অত্যাচার করে। এই জন্যই দণ্ডকারণ্যবাসী ঋষিগণ আমার নিকট আসিয়া আমাকে বিস্তর অনুনয় করেন। আমিও তাঁহাদিগের বিনীত বাক্যে লজ্জিত হইয়া বলিয়াছিলাম, 'আপনারা পূজ্য, আমার নিকট এরূপ বিনয় করিতেছেন কেন? আমাকে আপনা-দিগের কোন্ কার্য্য সাধন করিতে হইবে আজ্ঞা করুন।' আমার এই কথা শুনিয়া সকলে একবাক্যে কহিলেন, 'রাম! কামরূপী নিশাচরগণ নানারূপে দণ্ডকারণ্যে বিচরণ পূর্ব্বক আমাদিগকে নিতান্ত পীড়িত করিতেছে।' অতএব তুমি আমাদিগকে রক্ষা কর। হোমকালে ও পর্ব্বকালে পামরগণ আমাদিগের প্রতি নানা উপদ্রব করে, আমরা রাক্ষসভয়ে

অতি কাতর হইয়াছি। এখন তুমিই আমাদিগের একমাত্র গতি। আমরা তপোবলে নিশাচরগণকে বিনাশ করিতে পারি সত্য, কিন্তু রামচন্দ্র! আমরা বহুক্লেশে বহুদিনে তপোবল প্রাপ্ত হইয়াছি। তপস্যাই আমাদিগের পরম ধন, সুতরাং শাপপ্রদানে তাহা ক্ষয় করিতে পারি না। আমরা এখন তোমার শরণাগত, অতএব তুমি ভ্রাতা লক্ষ্মণের সহিত মিলিত হইয়া আমাদিগকে রক্ষা কর।'

দেবি! দণ্ডকারণ্যবাসী মহর্ষিগণের এইরূপ বিনয়পূর্ণ সকাতর বাক্য শুনিয়া তাঁহাদিগের সমক্ষে প্রতিজ্ঞা করিয়াছি যে রাক্ষস বিনাশ করিয়া তাহাদিগকে বিপদ্ হইতে মুক্ত করিব। এখন সে প্রতিজ্ঞা কিরূপে লঙ্ঘন করি? সীতে! তুমি কি জান না, বরং আমি প্রাণত্যাগ করিতে পারি, প্রাণাধিক লক্ষ্মণকে ও তোমাকেও ত্যাগ করিতে পারি, কিন্তু সত্য কথনও ভঙ্গ করিতে পারি না। বিশেষতঃ ব্রাহ্মণের নিকট যখন প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, তখন তাহা অবশ্যই পালন করিতে হইবে। সুতরাং এ বিষয়ে আর মন্তব্য কি আছে? প্রিয়ে! তুমি আমার প্রতি প্রীতি ও সৌহার্দ্দ বশতঃ যে যে কথা বলিয়াছ তাহাতে আমি অত্যন্ত পরিতুষ্ট হইয়াছি। তোমার যেমন বংশে জন্ম, কথাগুলিও তদনুরূপ হইয়াছে। প্রাণাধিকে! ভয় নাই। রাক্ষস বধে কোন অনিষ্টাশঙ্কা করিও না।" এই বলিয়া সীতাকে সান্ত্বনা পূর্ব্বক তিনি ধনুর্ব্বাণ লইয়া লক্ষ্মণের সহিত মুনিগণের আশ্রমাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন।

দশম সর্গ।

রামচন্দ্রের অগস্ত্যের আশ্রমে গমন।

গমনকালে রামচন্দ্র অগ্রসর হইলেন; মধ্যস্থলে সীতা এবং লক্ষ্মণ ধনুর্দ্ধারণ করিয়া পশ্চাতে চলিলেন। পথিমধ্যে সারস, চক্রবাক প্রভৃতি জলচর পক্ষিগণে পরিপূর্ণ কমল শোভিত সরোবর, বিবিধ পর্ব্বত, নদী এবং মদোন্মত্ত মহিষ বরাহ ও হস্তী তাঁহাদিগের দর্শনপথে পতিত হইতে লাগিল। ক্রমে ক্রমে তাঁহারা অনেক দূর অতিক্রম করিলেন। এবং সায়ংকালে কমলদল পরিপূর্ণ একটি অপূর্ব্ব সরোবরের নিকট উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, উহাতে হংস, সারস প্রভৃতি জলচর পক্ষী ও হস্তীগণ জলক্রীড়া করিতেছে। ঐ রমণীয় জলাশয়ের নিকটস্থ হইয়া তাঁহারা বাদ্যের শব্দ ও সুমধুর সঙ্গীত শুনিতে পাইলেন, কিন্তু তথায় কাহাকেও দেখিতে পাইলেন না।

তখন রামচন্দ্র এই অদ্ভুত ব্যাপারে বিস্মিত হইয়া নিকটস্থ ধর্ম্মভৃৎ নামক ঋষিকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, "মুনিবর! এস্থান জনশূন্য, অথচ গীত ও বাদ্যের শব্দ হই-তেছে ইহা অত্যন্ত আশ্চর্য্যের বিষয়। এই অদ্ভুত ঘটনার কারণ জানিবার জন্য আমার মন নিতান্ত উৎসুক হইয়াছে, অতএব আপনি উহার আদ্যোপান্ত আমার নিকট কীর্ত্তন করুন।"

ধর্ম্মাত্মা ধর্ম্মভৃৎ রামের এই কথা শ্রবণ করিয়া কহিলেন, "রাম! এই সরোবরের প্রভাব তোমার নিকট বলিতেছি শ্রবণ কর। ইহার নাম পঞ্চাপ্সর। মাণ্ডকর্ণী নামক মুনি তপোবলে এই সরোবরের সৃষ্টি করিয়াছেন। পূর্ব্বে মুনিবর মাণ্ডকর্ণী এই জলাশয়ে অবস্থান পূর্ব্বক বায়ুভক্ষণ করিয়া দশ সহস্র বৎসর কঠোর তপস্যা করেন। তাঁহার তপস্যায় দেবগণ ভীত হইয়া পরস্পর মন্ত্রণা করিলেন "এই মুনি হয় ত আমাদিগের মধ্যে একজনের পদগ্রহণের মানসে তপস্যা করিতেছেন।" এইরূপ উদ্বিগ্নচিত্ত হইয়া তাঁহারা বিদ্যুতের ন্যায় দীপ্তিমতী পরম-সুন্দরী প্রধান পঞ্চ অপ্সরাকে তাঁহার তপোভঙ্গ করিতে আজ্ঞা করিলেন। আদেশমাত্র অপ্সরাগণ দেবগণের কার্য্য-সিদ্ধির জন্য মহর্ষি মাণ্ডকর্ণীর নিকট আগমন পূর্ব্বক কাম-ভাবে তাঁহার মনোহরণ করিয়া তাঁহাকে পতিত্বে বরণ করিল। ঋষি তাহাদিগের সহিত বিহারার্থ তপোবলে যুবাপুরুষ হইয়া এই সরোবরের জলমধ্যে বাসগৃহ প্রস্তুত করিলেন। তদবধি তিনি এইস্থানে অপ্সরাদিগের সহিত পরম সুখে বিহার করিতেছেন। রাম! সেই অপ্সরাদিগের বাদ্যধ্বনি ও অলঙ্কারের শব্দমিশ্রিত মনোহর গীত শ্রবণগোচর হইতেছে।"

রামচন্দ্র মুনির নিকট এই আশ্চর্য্য বিবরণ শ্রবণ করিয়া চমৎকৃত হইলেন। তৎপরে গমন করিতে করিতে তিনি একটি তেজঃপুঞ্জ চীরব্যাপ্ত আশ্রম দেখিতে পাইলেন। রামচন্দ্র, সীতা ও লক্ষ্মণের সহিত তথায় গমন করিয়া আশ্রমবাসী ঋষিকে অভিবাদন পূর্ব্বক পরম সমাদরে সেই আশ্রমে কিছুকাল বাস করিলেন। পরে তিনি পর্য্যায়-

ক্রমে নানা মুনির তপোবন দর্শন করিতে লাগিলেন। একবার যে আশ্রমে বাস করিয়াছেন পুনর্ব্বার সে স্থানেও তাঁহার আগমন হইতে লাগিল। রামচন্দ্র এইরূপে দশ বৎসর কাল অসংখ্য তপোবনে বাস করিয়া পুনর্ব্বার সুতীক্ষ্ণের আশ্রমে আগমন পূর্ব্বক সেই স্থানে বাস করিতে লাগিলেন।

একদা রামচন্দ্র মহর্ষি সুতীক্ষ্ণকে সবিনয়ে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "ঋষিবর! শুনিয়াছি মহর্ষি অগস্ত্য এই বনে বাস করেন, কিন্তু এই গহন বনের কোন্ ভাগে তাঁহার আশ্রম, তাহা জানিতে পারি নাই। সেই মহাত্মার চরণ দর্শন ও তাঁহাকে অভিবাদন করিতে আমাদিগের নিতান্ত বাসনা হইয়াছে। অতএব আপনি কৃপা করিয়া তাঁহার আশ্রম কোথায় আমাকে বলিয়া দিন।"

মহর্ষি সুতীক্ষ্ণ রামচন্দ্রের এই কথা শ্রবণ করিয়া প্রীত-মনে কহিলেন, "রামচন্দ্র! আমি মুনিবর অগস্ত্যের কথা তোমার নিকট বলিতে ইচ্ছা করিয়াছিলাম, ভাগ্যক্রমে তুমিই তাঁহার বিষয় জিজ্ঞাসা করিয়াছ। আমার এই আশ্রম হইতে চারি যোজন দূরে অগস্ত্যভ্রাতা ইধ্মবাহের আশ্রম। সেই স্থান পিপ্পলী বনে শোভিত। তত্রত্য বৃক্ষ সকল ফলপুষ্পে পরিশোভিত। নির্ম্মল জলপূর্ণ সরোবর সকল পদ্মকুসুমে সজ্জিত রহিয়াছে এবং তাহাতে হংস ও চক্রবাক সকল ক্রীড়া করিতেছে। রামচন্দ্র! তুমি ইধ্মবাহের আশ্রমে এক রাত্রি যাপন করিয়া ঐ বনের পার্শ্ব দিয়া দক্ষিণ দিকে এক যোজন গমন করিলেই মহর্ষি অগস্ত্যের আশ্রমে উপস্থিত হইবে। সে স্থান অতি রমণীয়। তুমি সীতা ও লক্ষ্মণের

সহিত তথায় পরম সুখে বাস করিতে পারিবে। যদি মুনি-বর অগস্ত্যকে দর্শন করিতে নিতান্ত উৎসুক হইয়া থাক তাহা হইলে অদ্যই গমন করিতে পার।”

মহর্ষি সুতীক্ষ্ণের নিকট এইরূপ উপদেশ প্রাপ্ত হইয়া রামচন্দ্র, সীতা ও লক্ষ্মণের সহিত অগস্ত্যাশ্রমে গমন করিবার বাসনায় তথা হইতে বহির্গত হইলেন। পথিমধ্যে বিবিধ বিচিত্র বন, শ্বেত পর্ব্বত, নদী ও সরোবর সকল দৃষ্ট হইতে লাগিল। ক্রমে ক্রমে রামচন্দ্র সুতীক্ষ্ণের উপদেশানুসারে অনেক দূর গমন করিয়া লক্ষ্মণকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, “ভাই! ঐ দেখ একটি অপূর্ব্ব তপোবন দেখা যাইতেছে। বোধ হয় উহাই মহাত্মা ইধ্মবাহের আশ্রম। ঋষিবর সুতীক্ষ্ণ আগমনকালে আমাদিগকে যাহা যাহা বলিয়াছিলেন সে সমস্তই প্রত্যক্ষ হইতেছে। ঐ দেখ বৃক্ষ সকল পুষ্প ও ফলভরে নত হইয়া রহিয়াছে। বোধ করি নিকটেই পিপ্পলী বন। সুপক্ক পিপ্পলী ফলের গন্ধ আসিতেছে। স্থানে স্থানে সঞ্চিত কাষ্ঠ ও ছিন্ন কুশ পতিত রহিয়াছে। নীলবর্ণ পর্ব্বতচূড়ার ন্যায় আশ্রম হইতে ধূমশিখা উঠিতেছে। ব্রাহ্মণগণ স্নান করিয়া স্বহস্তে পুষ্পচয়ন পূর্ব্বক দেবার্চ্চনা করিতেছেন। অতএব লক্ষ্মণ! নিশ্চয়ই উহা অগস্ত্যভ্রাতা ইধ্মবাহের আশ্রম। মহাত্মা অগস্ত্য প্রাণিহিংসা নিবৃত্তির জন্য এক যমতুল্য দৈত্যকে বিনাশ করিয়া দক্ষিণদিক লোকের বাসোপযোগী করিয়াছেন। শুনিয়াছি ইল্বল ও বাতাপি নামক দুই রাক্ষস ঐ আশ্রম অধিকার করিয়াছিল। উহারা দুই ভ্রাতা মিলিত হইয়া অনেক ব্রহ্মহত্যা করিয়াছিল।

ইল্বল মায়াবলে ব্রাহ্মণ-রূপী হইয়া শ্রাদ্ধের আয়োজন পূর্ব্বক ব্রাহ্মণগণকে নিমন্ত্রণ করিত। এবং বাতাপিও মেষরূপ ধারণ করিলে ইল্বল তাহাকে ছেদন করিয়া সেই মেষমাংস পাক করিত। তৎপরে নিমন্ত্রিত ব্রাহ্মণগণ আগমন করিলে তাঁহাদিগকে ঐ মাংস ভোজন করাইয়া বলিত 'বাতাপে! নিষ্ক্রান্ত হও।' ইল্বল এই কথা বলিবামাত্র বাতাপি মেষের ন্যায় শব্দ করিতে করিতে ব্রাহ্মণগণের উদর ভেদ করিয়া বিনির্গত হইত। এইরূপে সেই ব্রহ্মমাংসভোজী পামরদ্বয় মায়াবলে অসংখ্য ব্রহ্মহত্যা করিয়াছিল।

একদা দেবগণ মহর্ষি অগস্ত্যের নিকট আগমন করিয়া ঐ বৃত্তান্ত বর্ণন পূর্ব্বক মায়াবী রাক্ষসদ্বয়ের অত্যাচার নিবারণের অনুরোধ করাতে মহর্ষি অগস্ত্য অতিথিরূপে ইল্বল ও বাতাপির আশ্রমে আগমন করিলেন। ব্রাহ্মণরূপী ইল্বল তাঁহাকে যথেষ্ট সমাদর করিয়া শ্রাদ্ধের আয়োজন পূর্ব্বক মেষরূপধারী বাতাপিকে ছেদন করিল এবং পাক করিয়া মহর্ষি অগস্ত্যকে ভোজন করাইল। পরে সে শ্রাদ্ধ সমাপন কালে হস্তোদক দান পূর্ব্বক কহিল, 'বাতাপে! নির্গত হও।' দুরাত্মা ইল্বলের এই কথা শ্রবণে মহর্ষি অগস্ত্য হাস্য করিয়া কহিলেন, 'পামর! বাতাপি আর কোথা হইতে নিষ্ক্রান্ত হইবে। সে আমার উদরে জীর্ণ হইয়া যমলোকে গমন করিয়াছে।' ইল্বল ভ্রাতার এইরূপ নিধন বৃত্তান্ত শুনিয়া ক্রোধভরে অগস্ত্যকে আক্রমণ করিতে উদ্যত হইলে, তাঁহার নয়ন হইতে অনলের ন্যায় জ্যোতিঃ নির্গত হইল। সেই তেজে দুরাত্মা ইল্বল দগ্ধ হইয়াছে। লক্ষ্মণ! মহর্ষি অগস্ত্য

এইরূপ প্রভাব-সম্পন্ন। তাঁহার ভ্রাতা ইধ্মবাহ এখন নিশ্চয়ই ঐ আশ্রমে বাস করিতেছেন।”

রামচন্দ্র লক্ষ্মণের নিকট ইল্বল ও বাতাপির নিধন বৃত্তান্ত বর্ণন করিলেন। ক্রমে সায়ংকাল উপস্থিত হইল। তখন তিনি সায়ংসন্ধ্যার উপাসনা করিয়া সীতা ও লক্ষ্মণের সহিত অগস্ত্যভ্রাতা ইধ্মবাহের আশ্রমে গমন পূর্ব্বক তাঁহার চরণবন্দনা করিলেন এবং তৎকর্ত্তৃক সমাদৃত হইয়া সে রাত্রি সেই স্থানেই যাপন করিলেন।

অতঃপর রজনী প্রভাত হইলে দিনমণি উদিত হইলেন। রামচন্দ্র মহর্ষি ইধ্মবাহকে অভিবাদন করিয়া তাঁহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, “ভগবন্! আপনার আশ্রমে সুখে রাত্রি যাপন করিয়াছি। এক্ষণে আজ্ঞা করুন, আপনার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা মহাত্মা অগস্ত্যের আশ্রমে গমন করিব।” রামচন্দ্রের এই কথা শুনিয়া মুনিবর প্রীতমনে তাঁহাকে বিদায় দিলেন। তখন রামচন্দ্র, সীতা ও লক্ষ্মণের সহিত বিজন বনের মধ্য দিয়া তদুপদিষ্ট পথে গমন করিতে লাগিলেন। যাইতে যাইতে জলকদম্ব, সাল, অশোক, তমাল, বিল্ব প্রভৃতি নানা বন্যবৃক্ষ তাঁহাদিগের নয়ন-গোচর হইতে লাগিল। দেখিলেন ঐ বৃক্ষ সকল পুষ্পিত ও লতাজালে বেষ্টিত রহিয়াছে, হস্তিগণ কর্ত্তৃক কোন কোন বৃক্ষের শাখা ভগ্ন হইয়াছে, বানরগণ লম্ফ প্রদান পূর্ব্বক বৃক্ষ হইতে বৃক্ষান্তরে গমন করিতেছে এবং পক্ষিগণের কলরবে বনভূমি প্রতিধ্বনিত হইতেছে। রামচন্দ্র এইরূপ বনশোভা দর্শন করিয়া লক্ষ্মণকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, “ভাই!

বোধ হয় আমরা অগস্ত্যদেবের আশ্রমের নিকটে আসিয়াছি। তিনি স্বীয় কর্ম্মবলে সর্ব্বত্র খ্যাতিলাভ করিয়াছেন। ঐ তাঁহার শান্তিপ্রদ আশ্রম দেখা যাইতেছে। ঐ দেখ, তপোবন হইতে যজ্ঞীয় ধূম উত্থিত হইতেছে, কুশচীর সকল ইতস্ততঃ বিকীর্ণ রহিয়াছে, মৃগগণ নির্ভয়ে দলে দলে বিচরণ ও পক্ষিগণ কলরব করিতেছে। অতএব নিশ্চয়ই উহা মহাত্মা অগস্ত্যের তপোবন। ভগবান্ অগস্ত্যদেব লোকহিতার্থ রাক্ষস বধ করিয়া দক্ষিণদিকের উৎপাত শান্তি করিয়াছেন। তদবধি নিশাচরগণ আর এই দিকে অত্যাচার করিতে সাহস পায় না। ঋষির ভয়ে এখন তাহারা শান্তভাব ধারণ করিয়াছে। শুনিয়াছি অগস্ত্যদেবের নাম স্মরণ করিলে এই দক্ষিণদিকে রাক্ষসভয় নিবারণ হয়। মুনিবরের অতুল প্রভাব। পুরাকালে বিন্ধ্যগিরি বর্দ্ধিত হইয়া সূর্য্যের পথরোধ করিবার উপক্রম করিয়াছিল, কিন্তু অগস্ত্যদেবের আজ্ঞায় তাহাকে নত থাকিতে হইয়াছে। আমরা সেই সুবিখ্যাত মহাপ্রভাব তপোধনের নিকটে আসিয়াছি। অতএব আইস, শীঘ্র সর্ব্বলোক পূজিত ধর্ম্মাত্মা অগস্ত্যের পাদবন্দনা করি। তিনি আমাদিগের মঙ্গল করিবেন। আমরা তদীয় আশ্রমে থাকিয়া বনবাসের অবশিষ্ট কাল তাঁহার সেবা করিব। দেব, গন্ধর্ব্ব, সিদ্ধ, ও মহর্ষিগণ ঐ তপোবনে আসিয়া সর্ব্বদা অগস্ত্যের পূজা করেন। মিথ্যাবাদী, ক্রূর, শঠ, নিষ্ঠুর, ও পাপাত্মারা এই স্থানে জীবিত থাকিতে পারে না। এ স্থানে দেব, যক্ষ, ও পন্নগগণ পরিমিতাহারে সর্ব্বদা ধর্ম্মাচরণ করেন, ঋষিগণ এই স্থানে তপঃ-

সিদ্ধ হইয়া দেহত্যাগ পূর্ব্বক স্বর্গারোহণ করিয়া থাকেন। যে কেহ এই স্থানে দেবগণের আরাধনা করে সেই সিদ্ধ হয় এবং আরাধিত দেবের বরে যক্ষত্ব, অমরত্ব, বা রাজ্য যাহা ইচ্ছা প্রাপ্ত হয়। লক্ষ্মণ! এই আমরা অগস্ত্যদেবের আশ্রমসমীপে উপস্থিত হইয়াছি। অগ্রে তুমি তপোবনে প্রবেশ করিয়া মুনিবরকে আমার ও জানকীর আগমন সংবাদ প্রদান কর।"

একাদশ সর্গ।

শ্রীরামচন্দ্রকে অগস্ত্যদেবের অস্ত্র প্রদান।

অতঃপর লক্ষ্মণ অগস্ত্যদেবের আশ্রমে প্রবেশ করিয়া তাঁহার এক শিষ্যকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, "ভগবন্! অযোধ্যাধিপতি রাজা দশরথের জ্যেষ্ঠ পুত্র রামচন্দ্র ভার্য্যার সহিত মহর্ষি অগস্ত্যের দর্শনার্থ আগমন করিয়াছেন। আমি তাঁহার কনিষ্ঠ, এবং অনুগত ভৃত্য, আমার নাম লক্ষ্মণ। বোধ হয় আমাদিগের বিষয় আপনারা শুনিয়া থাকিবেন। আমরা পিতৃসত্য পালনে এই দুর্গম বনে আসিয়াছি। ইচ্ছা ভগবানের চরণ দর্শন করি।"

অগস্ত্যশিষ্য লক্ষ্মণের এই কথা শুনিয়া অগস্ত্যদেবকে এই বিষয় নিবেদন করিতে অগ্নিহোত্র গৃহে প্রবেশ করিয়া

কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, "গুরুদেব! রাজা দশরথের পুত্র রাম, অনুজ লক্ষ্মণ ও ভার্য্যা সীতা সমভি-ব্যাহারে আপনার পাদবন্দনা আমাদিগের তপোবনে আগমন করিয়াছেন। আপনার আজ্ঞা হইলে নিকটে আগমন করেন।" মহর্ষি শিষ্যমুখে রাম, লক্ষ্মণ ও সীতার আগমন সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া শিষ্যকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, "বৎস! আমি মনে মনে রামদর্শনের বাসনা করিয়াছিলাম, ভাগ্যক্রমে আজি তিনিই ভ্রাতা ও ভার্য্যার সহিত আমার তপোবনে আগমন করিয়াছেন। আর বিলম্ব করিও না, শীঘ্রই তাঁহাদিগকে আমার নিকট আনয়ন কর।" শিষ্য গুরুদেবের এই আজ্ঞা পাইয়া লক্ষ্মণের নিকটে আগমন পূর্ব্বক কহিলেন, "মহাশয়! রামচন্দ্র কোথায় আছেন, তাঁহাকে লইয়া আসুন।" অগস্ত্য-শিষ্য এইরূপ কহিলে লক্ষ্মণ তাঁহাকে লইয়া রাম ও সীতার নিকট লইয়া গেলেন। মুনিশিষ্য রামের নিকট অগস্ত্য-দেবের অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়া কহিলেন, "গুরুদেব আজ্ঞা করিয়াছেন, আপনারা তাঁহার নিকটে আগমন করুন।" এই বলিয়া তিনি তাঁহাদিগকে সঙ্গে লইয়া চলিলেন। রামচন্দ্র সীতা ও লক্ষ্মণের সহিত তপোবনে প্রবিষ্ট হইলে ক্রমে ক্রমে ব্রহ্মা, অগ্নি, বিষ্ণু, ইন্দ্র, সূর্য্য, চন্দ্র, কুবের, বায়ু প্রভৃতি সমস্ত দেবগণের স্থান তাঁহার নয়নগোচর হইল। রামচন্দ্র এইরূপে দেবস্থান দর্শন করিতে করিতে অগ্রসর হইতেছেন এমন সময়ে মহর্ষি অগস্ত্য শিষ্যগণ সমভি-ব্যাহারে আগমন করাতে তদীয় ব্রহ্মতেজে তপোবন আলোকময় হইয়া উঠিল। রামচন্দ্র মুনিবর অগস্ত্যকে অগ্রসর

হইতে দেখিয়া লক্ষ্মণকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, "ভাই লক্ষ্মণ! মূর্ত্তিমান্ তপোরাশির ন্যায় ভগবান্ অগস্ত্যদেব আগমন করিতেছেন। অতি বিনীতভাবে উহাঁর নিকট গমন করিতে হইবে।" এই বলিয়া তিনি তেজঃপুঞ্জ অগস্ত্যের নিকট গমন করিয়া তাঁহাকে অভিবাদন পূর্ব্বক কৃতাঞ্জলিপুটে দণ্ডায়মান হইলেন। সীতা ও লক্ষ্মণও প্রণাম করিয়া নম্র-ভাবে দণ্ডায়মান রহিলেন। তখন মহর্ষি অগস্ত্য তাঁহাদিগের কুশল জিজ্ঞাসা করিয়া বসিতে আসন প্রদান করিলেন। তাঁহারাও তদীয় আজ্ঞানুসারে আসনে উপবিষ্ট হইলে মুনিবর হোম ও অর্ঘ্যদান কার্য্য সমাপন করিয়া বানপ্রস্থ ধর্ম্মানুসারে তাঁহাদিগের আতিথ্য বিধান করিলেন।

অতঃপর রামচন্দ্র কৃতাঞ্জলিপুটে ঋষির নিকটে উপবেশন করিলে মুনিবর তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "রামচন্দ্র! যে ব্যক্তি বিহিতবিধানে অতিথি সৎকার না করে, লোকান্তরে তাহাকে কূটপক্ষীর ন্যায় স্বীয় মাংস ভোজন করিতে হয়। তুমি ধার্ম্মিক ও মহারথ, বিশেষতঃ রাজা বলিয়া সর্ব্ব লোকের পূজ্য ও মান্য। আজি আমি প্রিয় অতিথিরূপে তোমাকে প্রাপ্ত হইয়াছি।" এই বলিয়া তিনি রামচন্দ্রকে বিবিধ ফল মূল ও পুষ্প প্রদান করিয়া মধুর সম্ভাষণে কহিলেন, "রামচন্দ্র! এই দেখ আমার নিকট বিশ্বকর্ম্মার নির্ম্মিত, সুবর্ণ ও বজ্রভূষিত, ইন্দ্রপ্রদত্ত অপূর্ব্ব বৈষ্ণবধনু; সূর্য্যের ন্যায় জ্যোতির্ম্ময় ব্রহ্মদত্ত নামক অব্যর্থ শর ও জ্বলন্ত অগ্নিতুল্য শরজালপূর্ণ অক্ষয় তূণদ্বয় এবং সুবর্ণ কোশাবদ্ধ স্বর্ণভূষিত অসি বিদ্যমান রহিয়াছে। পূর্ব্বে বিষ্ণু এই শরাসনে মহা-

সুরগণকে বিনাশ করিয়া দেবগণের মধ্যে অপূর্ব্ব শ্রীধারণ করিয়াছিলেন। বৎস রামচন্দ্র! দেবরাজ যেমন বজ্র ধারণ করেন, তদ্রূপ তুমিও এই ধনুর্ব্বাণ ও অসি গ্রহণ কর।" এই বলিয়া অগস্ত্যদেব তাঁহাকে সেই অস্ত্রগুলি প্রদান করিলেন।

দ্বাদশ সর্গ।

রামচন্দ্রের পঞ্চবটীতে গমন।

তৎপরে মুনিবর অগস্ত্য, রাম ও লক্ষ্মণকে মধুরবাক্যে কহিলেন, "তোমরা দুই ভ্রাতা সীতার সহিত আমাকে অভিবাদন করিতে আমার তপোবনে আগমন করিয়াছ, ইহাতে আমি তোমাদিগের প্রতি অতিশয় প্রীত হইলাম। এখন তোমরা পথশ্রমে কাতর হইয়াছ। বিশেষতঃ জানকী নিতান্ত শ্রান্তা হইয়া বিশ্রামার্থ ব্যস্ত হইয়াছেন। আহা! কোমলাঙ্গী সীতা কখন দুঃখের লেশমাত্র সহ্য করেন নাই। কেবল পতি ভক্তিতেই এই দুঃখজনক দুর্গম বনে আসিয়াছেন। অতএব যাহাতে ইনি সুস্থ থাকেন তাহাই করা কর্ত্তব্য। রামচন্দ্র! ইনি তোমার সহিত বনগামিনী হইয়া অতি দুষ্কর কার্য্য করিয়াছেন। পূর্ব্বাপর নারীজাতির স্বভাব এই যে, তাহারা সম্পন্ন ব্যক্তিকে আশ্রয় ও বিপন্নকে ত্যাগ করে। তাহা-

দিগের মত বিদ্যুতের ন্যায় চঞ্চল। এমন কি তাহারা স্নেহ-চ্ছেদন বিষয়ে শাস্ত্রের তীক্ষ্ণতা ও শীঘ্র গমনে গরুড় ও পবনের ধর্ম্ম আশ্রয় করে, কিন্তু এই সীতা সকল দোষ শূন্য। ইহাঁর তুল্য পতিব্রতা নারী আর নাই। দেবলোকে অরুন্ধতীর ন্যায় ইনি সর্ব্বজনের পূজনীয়া। রামচন্দ্র! তুমি এই পতি-প্রাণা নারী ও লক্ষ্মণের সহিত যেখানে থাকিবে সেই স্থান পবিত্র হইবে।"

রামচন্দ্র তেজস্বী অগস্ত্যের এই বাক্য শুনিয়া কৃতাঞ্জলি-পুটে তাঁহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, "দেব! আপনি যখন আমাদিগের প্রতি প্রসন্ন হইয়াছেন, তখন আমরা ধন্য ও কৃতার্থ হইলাম। এক্ষণে আজ্ঞা করুন, কোন্ স্থানে কুটীর নির্ম্মাণ করিয়া নিরুদ্বেগে কালহরণ করিতে পারিব।" অগস্ত্যদেব রামচন্দ্রের এই কথা শ্রবণে মুহূর্ত্তকাল চিন্তা করিয়া কহিলেন, "রামচন্দ্র! এস্থান হইতে দুই যোজন দূরে পঞ্চবটী নামে এক রম্য স্থান আছে। তথায় নানা মৃগ বিচ-রণ করে এবং বহুবিধ ফলমূল প্রাপ্ত হওয়া যায়। তুমি যে পিতৃসত্য পালনে বনে আগমন করিয়াছ, তপোবলে তাহা আমার বিদিত হইয়াছে। কৈকেয়ীকে তোমার পিতার বরদান ও তোমার প্রতি তাঁহার স্নেহের বিষয় আমি জানিতে পারি-য়াছি এবং তোমারও অভিপ্রায় আমার অজ্ঞাত নাই। পূর্ব্বে আমার তপোবনে বনবাসের অবশিষ্টকাল বাস করিতে তোমার বাসনা হইয়াছিল, কিন্তু এ স্থানে রাক্ষস বধের সঙ্কল্প সিদ্ধ হইবার সম্ভাবনা না থাকাতে স্থানান্তরে বাস করিতে ইচ্ছা করিতেছ। অতএব তুমি পঞ্চবটীতে গমন করিয়া

বাস কর। সে বন এখান হইতে অধিক দূর নয়। সেই পবিত্র ও রমণীয় ভূভাগের নিকটে গোদাবরী নদী প্রবাহিতা হইতেছে। তথায় বাস করিলে সীতার পরম প্রীতি লাভ হইবে। তুমিও সদাচারী হইয়া মুনিগণকে পালন করিতে পারিবে। ঐ দেখ অদূরেই মধুক বন। ন্যগ্রোধাশ্রমের অভিমুখে যাইয়া তুমি উহার কিঞ্চিৎ উত্তরাংশে গমন করিও। তথায় একটি পর্ব্বত আছে, ঐ পর্ব্বতের নিকটেই পবিত্র পঞ্চবটী বন দেখিতে পাইবে।"

মহাত্মা অগস্ত্য এইরূপ উপদেশ প্রদান করিলে রামচন্দ্র বীরাগ্রগণ্য লক্ষ্মণ ও সীতার সহিত তাঁহার চরণে প্রণাম করিয়া তদীয় আজ্ঞাক্রমে তূণদ্বয় ও ধনুর্ব্বাণ লইয়া আশ্রম হইতে বহির্গত হইলেন এবং ঋষিপ্রদর্শিত পথ অবলম্বন পূর্ব্বক পঞ্চবটী অভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন।

ত্রয়োদশ সর্গ।

রামচন্দ্রের পঞ্চবটী গমনকালে জটায়ুর পরিচয় প্রদান।

রামচন্দ্র পঞ্চবটী অভিমুখে গমন করিতে করিতে পথিমধ্যে এক পরাক্রমশালী বৃহৎকায় পক্ষী দেখিতে পাইলেন। দর্শনমাত্র তিনি রাক্ষস জ্ঞান করিয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করি-

লেন, "তুমি কে, পরিচয় প্রদান কর।" পক্ষী তাঁহার এই কথা শুনিয়া মধুরবাক্যে কহিল, "বৎস রামচন্দ্র! আমি তোমার পিতৃসখা।" রামচন্দ্র পক্ষীর এই কথা শুনিয়া তাহাকে অভিবাদন পূর্ব্বক তাহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন।

পক্ষী রামের এই কথা শুনিয়া আত্মকুল বর্ণন প্রসঙ্গে সর্ব্ব প্রাণির উৎপত্তির বিষয় উল্লেখ পূর্ব্বক কহিল, "বৎস! পূর্ব্বকালে যাঁহারা প্রজাপতি হইতে উৎপন্ন হয়েন এই প্রসঙ্গে তাহা আদ্যোপান্ত কহিতেছি শ্রবণ কর। প্রথমে কর্দ্দম নামক প্রজাপতি জন্মগ্রহণ করেন। তৎপরে বিকৃত, শেষ, সংশ্রয়, বলবান বহুপুত্র, স্থাণু, মরীচি, অত্রি, ক্রতু, পুলস্ত্য, অঙ্গিরা, প্রচেতা, পুলহ, দক্ষ, বিবস্বান্, অরিষ্টনেমি ও কশ্যপের উদ্ভব হয়। এই সপ্তদশ প্রজাপতির মধ্যে দক্ষের ষাটটি সুলক্ষণা কন্যা উৎপন্ন হইয়াছিল। কশ্যপ তন্মধ্যে অদিতি, দিতি, দনু, কালকা, তাম্রা, ক্রোধবশা, মনু ও অনলা নামক আটটি কন্যার পাণিগ্রহণ করেন। একদা তিনি পত্নীগণের প্রতি প্রীত হইয়া বলিয়াছিলেন, তোমরা আমার তুল্য প্রজাপতি পুত্র সকল প্রসব কর। ভর্ত্তার এই বাক্যে অদিতি, দিতি, দনু ও কালকা সম্মতা হইলেন, কিন্তু অন্য নারীগণ স্বীকার করিলেন না। তদনুসারে অদিতির গর্ভে দ্বাদশ আদিত্য, অষ্ট বসু, একাদশ রুদ্র ও অশ্বিনীকুমারদ্বয় এই ত্রয়োদশ দেবের জন্ম হইল। দিতি পরাক্রান্ত দৈত্যগণকে প্রসব করিলেন। পূর্ব্বে সেই দৈত্যগণ এই সসাগরা পৃথিবী অধিকার করিয়াছিল। দনু হইতে অশ্বগ্রীব ও কালকা হইতে নরক ও কালকের উদ্ভব হইল এবং তাম্রা হইতে ক্রৌঞ্চী, ভাসী,

শ্যেনী, ধৃতরাষ্ট্রী ও শুকী নামক পাঁচ কন্যা জন্মগ্রহণ করিলেন। এই পাঁচ কন্যার মধ্যে ক্রৌঞ্চী হইতে উলূকগণের, ভাসী হইতে ভাসগণের, শ্যেনী হইতে শ্যেনগণের, ধৃতরাষ্ট্রী হইতে হংস, কলহংস ও চক্রবাকের এবং শুকী হইতে নতা নামক এক কন্যার জন্ম হয়। ঐ নতা হইতে বিনতা জন্মগ্রহণ করে। পরে ক্রোধবশার গর্ভে মৃগী, মৃগমদা, হরী, ভদ্রমদা, মাতঙ্গী, শার্দ্দূলী, শ্বেতা, সুরভী, সুলক্ষণা সুরসা ও কদ্রু এই দশটি কন্যা হয়। তন্মধ্যে মৃগী মৃগগণকে, মৃগমদা ভল্লুক সৃমর ও চমরগণকে এবং ভদ্রমদা ইরাবতী নামক এক কন্যাকে প্রসব করে। সেই ইরাবতী হইতেই ঐরাবত হস্তীর উদ্ভব হয়। সিংহ ও বানরগণ হরীর গর্ভে, গোলাঙ্গুল ও ব্যাঘ্রগণ শার্দ্দূলীর গর্ভে, মাতঙ্গ মাতঙ্গীর গর্ভে এবং দিক্‌হস্তী শ্বেতার গর্ভে জন্মগ্রহণ করে। সুরভি হইতে রোহিণী ও গন্ধর্ব্বী নামক দুই কন্যার জন্ম হয়। তন্মধ্যে রোহিণী হইতে গো ও গন্ধর্ব্বী হইতে অশ্ব জন্মিয়াছে। সুরসা বহু ফণাযুক্ত সর্পের ও কদ্রু অন্যান্য সর্পের জননী। অনন্তর মনু হইতে মানবগণের সৃষ্টি হইয়াছে।

বৎস রামচন্দ্র! মনুষ্য চারি বর্ণে বিভক্ত। ব্রহ্মার মুখ হইতে ব্রাহ্মণ, বাহু হইতে ক্ষত্রিয়, ঊরু হইতে বৈশ্য ও পদদ্বয় হইতে শূদ্রের উৎপত্তি হইয়াছে। ফলবান্ পবিত্র বৃক্ষ সকল অনলার পুত্র। এইরূপ গরুড় অরুণ, শুকী ও পৌত্রী বিনতার গর্ভজাত। সেই অরুণের পুত্র আমি, আমার নাম জটায়ু এবং আমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার নাম সম্পাতি। রামচন্দ্র! তোমার ইচ্ছা হইলে আমি বনবাসে তোমার সাহায্য করিতে

প্রস্তুত আছি। লক্ষ্মণের সহিত কোন স্থানে গমন করিবার আবশ্যক হইলে আমি সীতাকে রক্ষা করিতে পারিব।”

রামচন্দ্র জটায়ুর এইরূপ পরিচয় প্রাপ্ত হইয়া তাঁহাকে আলিঙ্গন করিলেন এবং তাঁহার সহিত পিতার বন্ধুতার বিষয় জ্ঞাত হইয়া যারপরনাই প্রীতি লাভ করিলেন। তৎকালেই তিনি তাঁহার প্রতি সীতার রক্ষার ভার দিয়া ঋষিগণের পালন ও রাক্ষস বধার্থ পঞ্চবটীতে গমন করিলেন।

চতুর্দ্দশ সর্গ।

পঞ্চবটীতে প্রবেশ।

অতঃপর রামচন্দ্র নানা মৃগপূর্ণ পঞ্চবটীতে গমন করিয়া লক্ষ্মণকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, বৎস! মহাত্মা অগস্ত্য যে স্থানের কথা বলিয়াছিলেন এই সেই পঞ্চবটী। ঐ দেখ, বন্যবৃক্ষ সকল কুসুমিত হইয়াছে। এখন এই পঞ্চবটীর মধ্যে আমাদিগের উপযুক্ত বাসস্থান দেখিতে হইবে। যে স্থানে জানকীর প্রীতি লাভ হয়, যে স্থানের নিকটে উৎকৃষ্ট জলাশয় আছে; সমিধ্, পুষ্প, কুশ ও জল অনায়াসে প্রাপ্ত হওয়া যাইবে এবং বনেরও শোভা আছে, সেই স্থানেই বাস করা উচিত। অতএব তুমি ঐরূপ স্থান নির্ব্বাচন কর।

লক্ষ্মণ রামচন্দ্রের এই কথা শুনিয়া সীতার সমক্ষে কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন, "আর্য্য! আমার প্রতি এরূপ আজ্ঞা করিবেন না। আপনি বিদ্যমানে শত বর্ষেও আমি রম্য বাসস্থান স্থির করিতে পারিব না। আপনি উত্তম স্থান মনোনীত করিয়া আমার প্রতি আশ্রম নির্ম্মাণের ভারার্পণ করুন।" লক্ষ্মণের এই কথা শুনিয়া রামচন্দ্র প্রীতমনে স্বয়ং সর্ব্বগুণযুক্ত একটি রম্য স্থান স্থির করিয়া লক্ষ্মণের কর ধারণ পূর্ব্বক কহিলেন, "বৎস! এই স্থান সর্ব্বোৎকৃষ্ট। চারিদিকে পুষ্পবৃক্ষ এবং মধ্যস্থলটি সমতল ও সুন্দর। অতএব তুমি এই স্থানেই আশ্রম নির্ম্মাণ কর। ঐ দেখ, নিকটেই অপূর্ব্ব সরোবর, সূর্য্য কিরণে উজ্জ্বল এবং সুরভি কমলদলে সুশোভিত রহিয়াছে। অগস্ত্যদেব যে গোদাবরীর কথা বলিয়াছিলেন ঐ সেই গোদাবরী নদী প্রবাহিতা হইতেছে। উহার তীরে পুষ্পবৃক্ষ শোভমান এবং মৃগগণ পিপাসার্ত্ত হইয়া সমাগত হইয়াছে, বক্ষঃস্থলে হংস ও চক্রবাকগণ জলক্রীড়া করিতেছে। ঐ দেখ বহু কন্দরযুক্ত অত্যুচ্চ পর্ব্বত সকল দেখা যাইতেছে। উহাতে ময়ূরগণ কেকারব করিতেছে। ঐ পর্ব্বতশ্রেণীর স্থানে স্থানে প্রচুর পরিমাণে সুবর্ণ, রজত ও তাম্র থাকাতে নীল পীতাদি বিবিধ বর্ণে চিত্রিত হস্তীর ন্যায় উহার শোভা হইয়াছে। শাল, তাল, তমাল, খর্জ্জুর, জলকদম্ব, আম্র, অশোক, চন্দন, কদম্ব, কিংশুক প্রভৃতি নানা বৃক্ষে এই স্থান শোভিত এবং মৃগপক্ষীও যথেষ্ট দেখিতেছি, অতএব এই স্থানেই আমরা এই পক্ষীন্দ্র জটায়ুর সহিত বাস করিব।"

রামচন্দ্র এইরূপ কহিলে লক্ষ্মণ সেই স্থানে একটি

স্তম্ভযুক্ত বিস্তীর্ণ পর্ণকুটীর নির্ম্মাণ করিলেন। উহার ভিত্তি মৃত্তিকা দ্বারা গঠিত এবং দীর্ঘ বংশে বংশকার্য্য সম্পন্ন হইল। পরে উহা শমীশাখা, কুশ, কাশ, শর ও পত্র দ্বারা আচ্ছাদিত হইল। এইরূপে সমতল সুরম্য পর্ণশালা নির্ম্মিত হইয়া অপূর্ব্ব শোভা বিস্তার করিল। অতঃপর লক্ষ্মণ গোদাবরীতে স্নান করিয়া পদ্ম ও ফল আহরণ করিয়া কুটীরে আগমন করিলেন এবং পুষ্পবলি প্রদান ও শান্তিকার্য্য সমাপন করিয়া রামচন্দ্রকে সেই পর্ণশালা দেখাইলেন। সেই সুরম্য কুটীরখানি দেখিয়া রামচন্দ্রের ও জানকীর আনন্দের সীমা রহিল না। রামচন্দ্র পুলকিতচিত্তে লক্ষ্মণকে গাঢ় আলিঙ্গন করিয়া মধুর সম্ভাষণে কহিলেন, "বৎস! আশ্রমটি অতি সুন্দর হইয়াছে। তোমার কার্য্যে আমি পরিতুষ্ট হইয়া পুরস্কার স্বরূপ তোমাকে আলিঙ্গনমাত্র করিলাম। তুমি বিলক্ষণ ভাবগ্রাহী, কৃতজ্ঞ ও ধার্ম্মিক। তুমি বিদ্যমানে পিতা যেন স্বর্গস্থ হইয়াও জীবিতবৎ রহিয়াছেন।" এই বলিয়া রামচন্দ্র লক্ষ্মণকে আলিঙ্গন করিলেন। তৎপরে রামচন্দ্র লক্ষ্মণ ও জানকীর সহিত, স্বর্গলোকে যেরূপ দেবগণ বাস করেন, সেইরূপ সেই রমণীয় পর্ণশালায় পরম সুখে বাস করিতে লাগিলেন।

পঞ্চদশ সর্গ।

শীতঋতু বর্ণন।

অনন্তর শরৎকালের অবসান ও হেমন্ত ঋতু উপস্থিত হইল। একদা প্রভাতে রঘুকুলতিলক রামচন্দ্র স্নানার্থ গোদাবরীতে গমন করিতেছেন, লক্ষ্মণও জলকলস গ্রহণ পূর্ব্বক জানকীকে সঙ্গে লইয়া তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইতেছেন। পথিমধ্যে লক্ষ্মণ বিনীতভাবে রামচন্দ্রকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "আর্য্য! আপনার প্রিয় ঋতু হেমন্তের আবির্ভাব হইয়াছে। নানা প্রকার শস্যাদি সুপক্ক হওয়াতে বোধ হইতেছে যেন পৃথিবী নানা অলঙ্কারে ভূষিতা হইয়া হাস্য করিতেছেন। হিমস্পর্শে লোকের দেহ কর্কশ হইয়া উঠিয়াছে। এখন জলস্পর্শ করা দুষ্কর ও অগ্নির উত্তাপ সুখজনক। লোক সকল নব অন্নদ্বারা পিতৃ ও দেবগণের তৃপ্তিসাধন করিয়া নিষ্পাপ হইতেছে। গ্রামবাসিগণ প্রচুর শস্য ও যথেষ্ট গব্য বস্তুর উপভোগে সুখে কালাতিপাত করিতেছে। জয়লাভার্থী রাজগণ গ্রাম দর্শনে যাত্রা করিতেছেন। এক্ষণে সূর্য্যদেব ক্রমেই দক্ষিণাভিমুখে গমন করাতে উত্তরদিক্ তিলকহীনা নারীর ন্যায় মলিন হইয়াছে। হিমালয় পর্ব্বত স্বভাবতঃই হিমময়, তাহাতে আবার সূর্য্য দূরবর্ত্তী, সুতরাং এখন "হিমালয়" নাম সম্পূর্ণ সার্থক হইয়াছে। এখন মধ্যাহ্নকালের রৌদ্রও সুখজনক, জলস্পর্শ করা কঠিন এবং ছায়ার নিকটেও গমন

করা যায় না। হিমে সূর্য্য কিরণ মৃদু হইয়া গিয়াছে। জীবমাত্রেই শীতার্ত্ত, হিমপবনে বৃক্ষের পত্র সকল পতিত হওয়াতে বনভাগ শুষ্কপ্রায় জ্ঞান হইতেছে। এ সময়ে রাত্রি অতি দীর্ঘ হয়, রাত্রিকালে কেহ অনাবৃত স্থানে শয়ন করিতে পারে না ও হিমজালে সমস্ত দিক্ অরুণ বর্ণ ধারণ করে। নক্ষত্র সকল দীপ্তিহীন হওয়াতে পুষ্পের ন্যায় জ্ঞান হইতে থাকে এবং চন্দ্রালোক নিঃশ্বাস মলিন দর্পণের ন্যায় প্রভাশূন্য হইয়া পড়ে। জ্যোৎস্না ও বাষ্পতে আচ্ছন্ন হওয়াতে পৌর্ণমাসীতেও চন্দ্রের প্রভা থাকে না। এখন জ্যোৎস্না আতপ বিবর্ণা সীতাদেবীর ন্যায় মলিন হইয়া গিয়াছে। পশ্চিমদিকের বায়ু স্বভাবতঃ শীতল, তাহাতে আবার এখন প্রাতঃকালে দ্বিগুণ শীতল হইয়া প্রবাহিত হইতেছে। অরণ্যানী বাষ্পেতে আচ্ছন্ন হইয়াছে ও সূর্য্যোদয়ে ক্রৌঞ্চ সারসগণ কলরব করিতেছে। সুপক্ক ধান্য খর্জ্জুরপুষ্পের ন্যায় তণ্ডুলভারে নত হইয়া শোভা পাইতেছে। সূর্য্যদেব হিমরাশিতে এরূপ আবৃত হইয়াছেন যে, তাঁহাকে চন্দ্রের ন্যায় জ্ঞান হইতেছে। এখন সূর্য্যকিরণ পাণ্ডুবর্ণ, পূর্ব্বাহ্নে উহার স্পর্শানুভব হয় না কেবল মধ্যাহ্নে সুখস্পর্শ বলিয়া জ্ঞান হয়। আর্য্য দেখুন, প্রভাতের রৌদ্র শ্যামবর্ণ শস্যক্ষেত্রে পতিত হওয়াতে শস্যগুলির কেমন শোভা হইয়াছে! পিপাসার্ত্ত হস্তী শুণ্ড দ্বারা শীতল জল স্পর্শ করিতে সঙ্কোচিত হইতেছে। জলচর পক্ষিগণ তীরে উপবিষ্ট রহিয়াছে, ভীত ব্যক্তির যেমন যুদ্ধে গমন করিতে ভয় হয়, তদ্রূপ উহারা জলে অবগাহন করিতে সাহস করিতেছে না। পুষ্পহীন বনশ্রেণী হিমান্ধকারে আচ্ছন্ন

হইয়া নিদ্রিতের ন্যায় স্থিরভাবে দণ্ডায়মান রহিয়াছে, নদীর জল বাষ্পে আবৃত, তীরের বালুকাও হিমপতনে আর্দ্র হইয়া গিয়াছে। হিমপতন, রৌদ্রের মৃদুতা ও শীতলত্ব প্রযুক্ত, পর্ব্বতস্থিত জলও মধুর হইয়াছে এবং হিমসেকে পদ্মপত্র সকল গলিত হওয়াতে মৃণাল মাত্র অবশিষ্ট আছে।

আর্য্য! ধর্ম্মাত্মা ভরত আপনাকে যেরূপ ভক্তি করেন, হয়ত তিনিও এই সময়ে নন্দীগ্রামে তপস্বীর ব্রত আশ্রয় করিয়া বিষম ক্লেশে দিনযাপন করিতেছেন। তিনি রাজ্য, মান এবং সমস্ত ভোগসুখে বিসর্জ্জন দিয়া এই দারুণ শীতে ভূমিশয্যায় শয়ন করিয়া আছেন। বোধ হয় এই তাঁহার স্নানের সময়, না জানি তিনি রাত্রিশেষে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক শীতার্ত্ত হইয়া কিরূপে সরযূতে গমন করিতেছেন! সেই শ্যামকলেবর, কমলনয়ন, আর্য্য ভরতের ন্যায় ধর্ম্মনিষ্ঠ, সত্যবাদী, বিনীত, জিতেন্দ্রিয়, উদারস্বভাব ও প্রিয়বাদী দ্বিতীয় নাই। তিনি অকপটে সমস্ত ভোগসুখ পরিত্যাগ করিয়া আপনাতে আত্মসমর্পণ করিয়াছেন। আপনি বনবাসী হওয়াতে যখন তিনি আপনার ন্যায় মুনিবৃত্তি আশ্রয় করিয়াছেন, তখন নিশ্চয়ই তৎকর্ত্তৃক স্বর্গলোক জিত হইয়াছে। মনুষ্য পিতৃগুণ প্রাপ্ত হয় না, প্রায়ই মাতৃস্বভাবের অনুকরণ করে, কিন্তু আর্য্য ভরতে মাতৃস্বভাবের একাংশও নাই। হায়! রাজা দশরথ যাঁহার পতি এবং যিনি মহাত্মা ভরতকে গর্ভে ধারণ করিয়াছেন, সেই কৈকেয়ী ক্রুরবুদ্ধিতে কিরূপে এই কার্য্য করিয়াছেন বলিতে পারি না।”

লক্ষ্মণ করুণস্বরে এইরূপ কহিলে রামচন্দ্র তাঁহাকে

সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, "বৎস! তুমি প্রাণাধিক ভরতের বিষয় যাহা বলিতেছ তাহাই বল। মাতা কৈকেয়ীর নিন্দা করিও না। বনবাসে আমার দৃঢ়প্রতিজ্ঞা থাকিলেও ভরতের কথা শুনিয়া আমার মনে হইতেছে, আবার তাহার সেই অমৃত-ময় মধুর বাক্যগুলি শ্রবণ করিয়া কর্ণ জুড়াই। হায়! আবার কত দিনে প্রাণাধিক ভরত ও শত্রুঘ্নের সহিত মিলিত হইব!" এইরূপ খেদ করিতে করিতে রামচন্দ্র সীতা ও লক্ষ্মণের সহিত গোদাবরীতে গমন করিয়া স্নান করিলেন এবং স্নানান্তে দেবতা ও পিতৃগণের তর্পণ করিয়া সূর্য্যদেবের উপাসনা করিলেন। তৎকালে, নন্দী হরপার্ব্বতীর নিকটস্থ থাকিলে যেমন শোভা হয়, লক্ষ্মণ নিকটে থাকাতে রাম সীতার ও সেই রূপ শোভা হইল।

ষোড়শ সর্গ।

পঞ্চবটীতে শূর্পনখার আগমন।

অতঃপর রামচন্দ্র, সীতা ও লক্ষ্মণের সহিত গোদাবরী হইতে স্বীয় পর্ণকুটীরে আগমন ও প্রাতঃসন্ধ্যাদি সমাপন পূর্ব্বক ঋষিগণ কর্তৃক সমাদৃত হইয়া কিয়ৎক্ষণ সুখে যাপন করি-লেন। তৎপরে সীতার সহিত উপবিষ্ট হইলে, চিত্রার



পঞ্চবটীতে শূর্পণখার আগমন।

সহিত মিলনে চন্দ্রের যেমন শোভা হয়, সেই রূপ তাঁহার শোভা হইল। তখন তিনি লক্ষ্মণের সহিত নানা কথা প্রসঙ্গে অন্যমনস্ক হইয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন।

ঐ সময়ে এক কামচারিণী রাক্ষসী যদৃচ্ছাক্রমে তথায় উপস্থিত হইল। ঐ নিশাচরী রাবণের ভগিনী, নাম. শূর্পনখা। দুষ্টা ক্রমে ক্রমে নীলপদ্মের ন্যায় শ্যামবর্ণ, কন্দর্প সদৃশ রূপবান, রাজলক্ষণসম্পন্ন মুনিবেশধারী, কমল-পত্রাক্ষ রামচন্দ্রের নিবট আগমন করিয়া তাঁহার অনুপম রূপ দর্শনে নিতান্ত কামপীড়িত হইল। রামচন্দ্রের সহিত রাক্ষসীর বিপরীত ভাব। রামচন্দ্র প্রসন্নবদন, রাক্ষসী বিকৃত-মুখী; রামচন্দ্র ক্ষীণমধ্য, তাহার মধ্যদেশ স্থূল; রামচন্দ্রের আকর্ণনয়ন, সে বিরূপাক্ষী; রামচন্দ্র সুকেশ, পামরীর কেশ তাম্রবর্ণ; রামচন্দ্র প্রিয়রূপ, সে বিরূপা; রামচন্দ্রের মধুর-স্বর, তাহার ভয়ঙ্কর শব্দ; রামচন্দ্র যুবা, সে বৃদ্ধা; রামচন্দ্র মিষ্টভাষী, সে কর্কশা; রামচন্দ্র ন্যায়বান্, সে অতি দুর্ব্বৃত্তা এবং রামচন্দ্র প্রিয়দর্শন, সে বিকটরূপা। ঐ রাক্ষসী রামরূপ দর্শনে কামমোহিতা হইয়া কহিল, "পুরুষবর! তুমি কে? তোমার হস্তে ধনুর্ব্বাণ দেখিতেছি। কি কারণে তুমি মস্তকে জটাধারণ করিয়া তপস্বীর বেশে নারীর সহিত রাক্ষসের অধিকৃত বনে আগমন করিয়াছ?"

নিশাচরী এইরূপ কহিলে রামচন্দ্র সরল স্বভাবে বলি-লেন, "আমি দেবতুল্য পরাক্রমশালী রাজা দশরথের জ্যেষ্ঠ পুত্র, আমার নাম রামচন্দ্র। আমার কনিষ্ঠ ভ্রাতা, ইনি লক্ষ্মণ নামে বিখ্যাত এবং ইনি আমার ভার্য্যা, নাম সীতা।

পিতামাতার আজ্ঞাপালনে আমরা বনে আগমন করিয়াছি। এক্ষণে বল তুমি কে, কাহার কন্যা এবং কোন্ বংশেই বা জন্মগ্রহণ করিয়াছ? তোমাকে কামরূপিণী দেখিতেছি বোধ করি তুমি কোন রাক্ষসী হইবে। যাহাহউক, এস্থানে তোমার আসিবার কারণ কি বিশেষরূপে ব্যক্ত কর।"

কামার্ত্তা শূর্পণখা শ্রীরামচন্দ্রের এই কথা শুনিয়া কহিল "রামচন্দ্র! আমি তোমার নিকট সত্য পরিচয় প্রদান করিতেছি শ্রবণ কর। আমি কামচারিণী রাক্ষসী, নাম শূর্পনখা। আমি একাই ভয়ঙ্কর বেশে এই বনে ভ্রমণ করিয়া থাকি। বোধ হয় লঙ্কাধিপতি রাবণের নাম শুনিয়া থাকিবে; আমি সেই রাবণের কনিষ্ঠা ভগিনী। সর্ব্বদা নিদ্রাচ্ছন্ন মহাবীর কুম্ভকর্ণ, ধার্ম্মিক বিভীষণ ও রাক্ষসশ্রেষ্ঠ পরাক্রান্ত খরদূষণ আমার ভ্রাতা। ঐ ভ্রাতৃগণ অপেক্ষাও আমার পরাক্রম অধিক। রামচন্দ্র! তোমার মনোহর রূপ দর্শনে মোহিত হইয়া আমি তোমার নিকট আসিয়াছি। তুমি আমার ভর্ত্তা হও। আমি তোমাকে সর্ব্বপ্রকারে সুখী করিতে পারিব। এ বিকৃতা বিরূপা নারী তোমার যোগ্য নয়, আমি তোমার অনুরূপিণী, আমাকে ভার্য্যারূপে গ্রহণ কর। আমি তোমার এই বিরূপা ভার্য্যাকে ও লক্ষ্মণকে ভক্ষণ করিব। তুমি স্বচ্ছন্দে আমার সহিত দণ্ডকারণ্যে বিচরণ পূর্ব্বক বিবিধ পর্ব্বতশৃঙ্গ ও বনের শোভা দেখিতে পাইবে।"

সপ্তদশ সর্গ।

শূর্পণখার নাসাকর্ণ ছেদন।

রামচন্দ্র কামপাশবদ্ধা শূর্পণখার এই কথা শুনিয়া সহাস্য-বদনে মধুরস্বরে কহিলেন, "সুন্দরি! আমি দারপরিগ্রহ করিয়াছি, ভার্য্যা আমার সঙ্গেই রহিয়াছে। তোমার ন্যায় রূপবতী নারীর সপত্নীর সহিত বাস করা বিড়ম্বনা মাত্র। ঐ দেখ, আমার কনিষ্ঠ ভ্রাতা লক্ষ্মণ পরম সুন্দর যুবাপুরুষ। ইনি অকৃতদার, অদ্যাপি দাম্পত্যসুখে বঞ্চিত আছেন, অতএব তুমি ঐ লক্ষ্মণকে ভজনা কর। উনিই তোমার যোগ্য বর। সূর্য্যপ্রভা যেমন সুমেরুকে শোভাযুক্ত করে, তোমার সহিত লক্ষ্মণেরও সেইরূপ শোভা হইবে। আরও দেখ তোমাকে সপত্নীসহবাসের যাতনাও সহ্য করিতে হইবে না।"

কামমোহিতা রাক্ষসী রামচন্দ্রের এই কথা শুনিয়া তাঁহাকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক সহসা লক্ষ্মণের নিকট গমন করিয়া কহিল, "পুরুষবর! তুমি যেরূপ রূপবান্, তাহাতে আমাকে বিবাহ করিলেই তোমার এ রূপের সার্থক হয়। আমাকে বিবাহ করিলে তুমি এই দণ্ডকারণ্যে আমার সহিত পরম-সুখে কালযাপন করিতে পারিবে।" চতুর লক্ষ্মণ রাক্ষসীর এই বাক্য শ্রবণে হাস্য করিয়া তাহাকে মধুরসম্ভাষণে কহি-লেন, "শোভনে! আমি আর্য্য রামচন্দ্রের দাস, তুমি দাসের ভার্য্যা 'দাসী' হইতে ইচ্ছা করিতেছ কেন? আর্য্য রূপবান্ ও

সর্ব্বগুণসম্পন্ন, উনি পতি হইলে তোমার সুখ ও সৌভাগ্যের সীমা থাকিবে না। যত্ন করিলে উনি নিশ্চয়ই ঐ স্থূলোদরী বিরূপা বৃদ্ধা ভার্য্যা পরিত্যাগ করিয়া তোমাকে বিবাহ করিবেন। তোমার যে অলৌকিক রূপ, তোমাকে পরিত্যাগ করিয়া কেহই মানুষীভার্য্যাতে অনুরক্ত হইতে পারে না।”

লক্ষ্মণ এইরূপ কহিলে কামোন্মত্তা শূর্পণখা তাঁহার পরিহাস বুঝিতে না পারিয়া তৎক্ষণাৎ রামচন্দ্রের নিকটে আগমন করিয়া কহিল, “রাজকুমার, আমি নিকটে থাকিতে আমাকে আদর না করিয়া তুমি এই কুৎসিতা স্থূলোদরী বৃদ্ধা নারীকে ক্রোড়ে ধারণ করিয়া রহিয়াছ! এখনি আমি উহাকে ভক্ষণ করিয়া সপত্নী শূন্য হইয়া তোমার সহিত পরম সুখে বিচরণ করিব।” এই বলিয়া অঙ্গারবর্ণা রাক্ষসী ক্রোধভরে, রোহিণীর প্রতি ধাবমানা মহা উল্কার ন্যায় মৃগাক্ষী সীতার অভিমুখে আগমন করিতে লাগিল। রামচন্দ্র সেই ভয়ঙ্করী রাক্ষসীকে ধাবমানা দেখিয়া সক্রোধে লক্ষ্মণকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, “লক্ষ্মণ! কি করিতেছ? নীচাশয়া রাক্ষসীর সহিত পরিহাস কি? দেখিতেছ না—জানকী ভয় পাইয়াছেন। অতএব শীঘ্র ইহাকে বিরূপা কর।”

রামচন্দ্রের এইরূপ আজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া লক্ষ্মণ খড়্গ গ্রহণ পূর্ব্বক তাঁহার সমক্ষে সেই ঘোররূপা শূর্পণখার নাসা-কর্ণচ্ছেদন করিলেন। তখন সেই রাক্ষসী বিকৃতস্বরে চীৎকার করিতে করিতে মহাবেগে বনমধ্যে পলায়ন করিল। বর্ষাকালে যেমন মেঘ গর্জ্জন হয়, তদ্রূপ সে বিবিধ ভয়ঙ্কর শব্দ করিতে লাগিল। নাসা কর্ণ ছিন্ন হওয়াতে তাহার

সর্ব্বাঙ্গ শোণিত সিক্ত হইল। এইরূপে সেই ঘোরদর্শনা নিশাচরী বাহুদ্বয় উন্নত করিয়া গভীর গর্জ্জনে জনস্থানে প্রবেশ করিল এবং রাক্ষসগণপরিবৃত ভীষণমূর্ত্তি ভ্রাতা খরের নিকটে যাইয়া পতিত হইল।

অষ্টাদশ সর্গ।

রাম নিকটে খর প্রেরিত রাক্ষসগণের আগমন।

নিশাচর খর, ভগিনী শূর্পণখাকে শোণিতাক্ত ও পতিত দেখিয়া ক্রোধাবিষ্টচিত্তে জিজ্ঞাসা করিল, "ভগিনি! গাত্রোত্থান পূর্ব্বক স্থির হইয়া বল, কে তোমাকে এমন বিরূপা করিয়াছে। বিনাপরাধে নিকটস্থ কাল সর্পকে অক্লেশে অঙ্গুলি দ্বারা তাড়না করিতে কোন্ ব্যক্তি সাহস করিয়াছে? কে মোহবশতঃ কণ্ঠে কালপাশ যোজনা করিল? কে আজ স্বহস্তে বিষ পান করিল? তুমি কামরূপিণী, কালান্তক যমের ন্যায় তোমার প্রবল পরাক্রম। দেব, গন্ধর্ব্ব ও ঋষিগণের মধ্যে কে এমন্ বীর্য্যবান্ যে তোমার এ দশা করিল? মনুষ্যলোকে এমন কেহই নাই যে, আমার সহিত শত্রুতা করে। দেবলোকে ইন্দ্রও আমার অনিষ্টাচরণে সাহস করে না। সারস যেমন নীর হইতে কেবলমাত্র ক্ষীর গ্রহণ করে আমিও আজ সেইরূপ প্রাণসংহারক

শরে শত্রুদল মধ্য হইতে কোন্ পরম শত্রুর জীবন নাশ করিব ? পৃথিবী আজি আমার শরবিক্ষত কোন্ ব্যক্তির সফেণ রক্ত পান করিবে ? আজি মাংশাসী পক্ষিগণ মিলিত হইয়া আমার শরে নিহত কোন্ ব্যক্তির দেহ হইতে মাংস আকর্ষণ পূর্ব্বক আনন্দে ভোজন করিবে ? যে আমার অপকার করিয়াছে, কি দেব, কি গন্ধর্ব্ব, কি পিশাচ, কি রাক্ষস, কাহারও সাধ্য নাই যে তাহাকে আজ রক্ষা করে। ভগিনি ! বনমধ্যে কে তোমার এ অবস্থা করিয়াছে আমাকে বল আর বিলম্ব করিও না।

রাক্ষস খর ক্রোধাবিষ্টচিত্তে এইরূপ কহিলে শূর্পনখা অশ্রুপূর্ণনয়নে কহিল, "দশরথের দুই পুত্র দণ্ডকারণ্যে আগমন করিয়াছে। এক জনের নাম রাম, অপরের নাম লক্ষ্মণ। উভয়েই রূপবান্, সুকুমার, যুবক, জিতেন্দ্রিয় ও পরাক্রমশালী। তাহাদিগের নয়ন পদ্মপত্রের ন্যায় বিশাল ও সুশোভীত। দেখিলে গন্ধর্ব্বরাজের ন্যায় জ্ঞান হয়, অঙ্গেও রাজচিহ্ন আছে। তাহারা চীর ও কৃষ্ণসার চর্ম্ম পরিধান ও ফলমূল ভোজন করিয়া ব্রহ্মচারীর বেশে অবস্থান করিতেছে। তাহারা দেব, কি মনুষ্য বলিতে পারি না। তাহাদিগের নিকটে এক সর্ব্বাভরণভূষিতা পরম রূপবতী যুবতী নারী আছে। সেই নারীর জন্যই রামের আজ্ঞায় লক্ষ্মণ অনাথা অসতীর ন্যায় আমার এই দুরবস্থা করিয়াছে। অতএব তুমি সেই নারীর সহিত তাহাদিগকে বিনাশ কর। আমি তাহাদিগের উষ্ণ শোণিত পান করিব।"

শূর্পণখা এইরূপ কহিলে নিশাচর খর ক্রুদ্ধ হইয়া মহাবল পরাক্রান্ত যমতুল্য চতুর্দ্দশ রাক্ষসকে আহ্বান করিয়া কহিল,

"ব্রহ্মচারীর বেশে দুই জন মনুষ্য এক সুন্দরী রমণীর সহিত সশস্ত্র দণ্ডকারণ্যে আগমন করিয়াছে। তোমরা অবিলম্বে তাহাদিগের প্রাণ সংহার করিয়া প্রত্যাগমন করিবে। আমার ভগিনী তাহাদিগের উষ্ণ শোণিত পান করিতে ইচ্ছা করিয়াছে। আর বিলম্ব করিও না, শীঘ্র গিয়া ভগিনীর মনোবাঞ্ছা পূর্ণ কর।" খর এইরূপ আজ্ঞা প্রদান করিলে, তাহার অনুচর চতুর্দ্দশ রাক্ষস বায়ুসঞ্চালিত মেঘের ন্যায় বেগে ধাবিত হইল।

ঊনবিংশ সর্গ।

খর নিকটে শূর্পণখার পুনরাগমন।

অনন্তর শূর্পণখা রামচন্দ্রের আশ্রম নিকটে আগমন করিয়া রাম, লক্ষ্মণ ও সীতাকে দেখাইয়া দিল। রাক্ষসগণ দেখিল মহাবীর রামচন্দ্র, সীতা ও লক্ষ্মণের সহিত পর্ণকুটীরে উপবিষ্ট রহিয়াছেন। অনন্তর রামচন্দ্র লক্ষ্মণকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, "বৎস! ঐ দেখ, দুষ্টা নিশাচরীর আত্মীয় রাক্ষসগণ আমাদিগের অভিমুখে আগমন করিতেছে। তুমি কিয়ৎক্ষণ জানকীকে রক্ষা কর, আমি উহাদিগকে সত্বরেই বিনাশ করিয়া আসিতেছি।" রামচন্দ্রের আজ্ঞামত লক্ষ্মণ সীতাকে রক্ষা

করিতে লাগিলেন। রামচন্দ্র ভীষণ শরাসন জ্যাযুক্ত করিয়া রাক্ষসগণকে কহিলেন, "আমি রাজা দশরথের পুত্র। ভ্রাতা ও ভার্য্যার সহিত এই দণ্ডকারণ্যে ফলমূল ভোজন করিয়া ব্রহ্মচারীর ন্যায় জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছি। তোমরা কি জন্য আমাদিগের প্রতি হিংসা করিতে উদ্যত হইয়াছ? ঋষিদিগের আজ্ঞানুসারে আমি তোমাদিগের প্রাণনাশার্থ ধনুর্ব্বাণ লইয়া দণ্ডকারণ্যে আগমন করিয়াছি। যদি পুত্রশোকে জননীকে কষ্ট দিবার ইচ্ছা না থাকে, তাহা হইলে প্রতিনিবৃত্ত হও, আর অগ্রসর হইও না, নতুবা ঐ স্থানেই থাকিয়া আমার পরাক্রম দর্শন কর।"

ব্রহ্মঘাতক ঘোরদর্শন রাক্ষসগণ রামচন্দ্রের পরাক্রম না জানিয়া ক্রোধাবিস্টচিত্তে শূল ধারণ পূর্ব্বক কহিল, "তুমি আমাদিগের প্রভু খরের ক্রোধ উৎপাদন করিয়াছ, আমরা এখনি সংগ্রামে তোমার প্রাণ বিনাশ করিব। তুমি একাকী আমাদিগের সহিত কিরূপে যুদ্ধ করিবে। আমরা এই শূল, পরিঘ ও পট্টিশ প্রভৃতি অস্ত্র দ্বারা নিশ্চয়ই তোমাকে বিনাশ করিব।" এই বলিয়া সেই চতুর্দ্দশ রাক্ষস অস্ত্র-শস্ত্র উন্মুক্ত করিয়া রামচন্দ্রের অভিমুখে ধাবমান হইল। রামচন্দ্র স্বুবর্ণ ভূষিত শরে সেই সকল অস্ত্র ছেদন করিয়া ধনুতে জ্যা রোপণ পূর্ব্বক তেজঃপুঞ্জ শিলাশাণিত চতুর্দ্দশ অস্ত্র যোজনা করিলেন এবং দেবরাজ ইন্দ্র যেমন বজ্রক্ষেপ করেন তদ্রূপ সেই চতুর্দ্দশ রাক্ষসের বক্ষঃস্থল লক্ষ্য করিয়া বাণ নিক্ষেপ করিলেন। অস্ত্র সকল রাক্ষসগণের বক্ষঃস্থল বিদারণ পূর্ব্বক রক্তাক্ত হইয়া, সর্পগণ যেমন বীবরমধ্যে

প্রবেশ করে, তদ্রূপ ভূগর্ভে প্রবিষ্ট হইল। নিশাচরগণও ভিন্নহৃদয় ও গতপ্রাণ হইয়া রক্তাক্ত দেহে বিকৃতভাবে ছিন্নমূল তরুর ন্যায় ভূতলে পতিত হইল।

রাক্ষসগণকে পতিত ও পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইতে দেখিয়া শূর্পণখার শোণিত শুষ্ক হইল। রাক্ষসী তখন অনন্যগতি হইয়া পুনর্ব্বার খরের নিকট আগমন করিল এবং ভূতলে পতিত হইয়া আর্ত্তস্বরে রোদন করিতে লাগিল।

বিংশতি সর্গ।

খরের প্রতি শূর্পণখার তিরস্কার।

নিশাচর খর পুনর্ব্বার অনর্থকারিণী শূর্পণখাকে পতিতা দেখিয়া সক্রোধে কহিল, "ভগিনি! আবার রোদন করিতেছ কেন? তোমার অভীষ্টসিদ্ধির জন্য আমি পরাক্রান্ত মাংসলোলুপ রাক্ষসগণকে আজ্ঞা প্রদান করিয়াছি। তাহারা আমার ভক্ত ও আমার প্রতি নিতান্ত অনুরক্ত। সর্ব্বদাই তাহারা আমার হিতকার্য্য করিয়া থাকে। পীড়ন করিলেও কখন আমার প্রতি অত্যাচার করে না। তবে বল কি কারণে ভূতলে পতিত হইয়া করুণস্বরে বিলাপ করিতেছ? নিশাচরগণ কি আমার বাক্য রক্ষা করে নাই? আমি বিদ্যমানে অনাথার

ন্যায় এরূপ বিলাপ করা তোমার উচিত হয় না, ভগিনি! বল কিজন্য তুমি এরূপ বিলাপ করিতেছ! তোমার এ দশা আর আমি দেখিতে পারিতেছি না; বিষাদ পরিত্যাগ করিয়া গাত্রোত্থান কর।”

খর শূর্পণখাকে এইরূপে সান্ত্বনা করিলে সে হস্তদ্বারা সজল নয়ন মার্জ্জনা করিয়া কহিল, “এই দেখ আমার নাসাকর্ণ ছিন্ন ও সর্ব্বাঙ্গে শোণিতস্রাব হইয়াছে। তোমার প্রবোধ বাক্য আর কি শুনিব, তুমি আমার প্রিয় কামনায় পরাক্রান্ত রাক্ষসগণকে রাম লক্ষ্মণের বিনাশার্থ প্রেরণ করিয়াছিলে, তাহারা শূল পট্টিশাদি অস্ত্রধারণ করিয়া ক্রোধভরে রামচন্দ্রের নিকটে উপস্থিত হইবামাত্র তাহার মর্ম্মভেদী বাণে প্রাণত্যাগ করিয়াছে। তাহাদিগকে সমরে পতিত দেখিয়া আমি পুনরায় তোমার শরণাগত হইলাম। রামচন্দ্রের ঐ অদ্ভুত কার্য্য দর্শনে আমি নিতান্ত উদ্বিগ্ন ও বিষণ্ণ হইয়া, চারিদিকেই ভয় দর্শন করিতেছি এবং লজ্জায় ও ঘৃণায় অত্যন্ত কষ্ট পাইতেছি। এরূপ লাঞ্ছনা সহ্য করা অপেক্ষা আমার মৃত্যুই শ্রেয়ঃ। তুমি কি আমাকে পরিত্রাণ করিবে না? রামচন্দ্র একাকী পদাতি হইয়া তোমার প্রেরিত নিশাচরগণকে শাণিত শরে নিহত করিয়াছে। অতএব যদি আমার ও রাক্ষসগণের প্রতি দয়া থাকে এবং রামচন্দ্রের সহিত যুদ্ধ করিতে ক্ষমবান্ হও, তাহা হইলে আর বিলম্ব করিও না। অদ্যই দণ্ডকারণ্যবাসী রাক্ষসকণ্টক রামচন্দ্রকে জয় কর। যদি তুমি আজি তাহাকে বিনাশ করিতে না পার, তাহা হইলে দেখিবে তোমার সমক্ষেই এ প্রাণ

পরিত্যাগ করিব। বোধ হয় তুমি সৈন্যগণে বেষ্টিত হইয়াও সংগ্রামস্থলে রামচন্দ্রের অগ্রে তিষ্ঠিতে পারিবে না। আজ জানিলাম তোমার বীরাভিমান মিথ্যা, তুমি কখনই বীর নও। আর তোমার বন্ধুবর্গের সহিত জনস্থানে থাকিবার আবশ্যক নাই। শীঘ্র এস্থান হইতে পলায়ন কর। দুর্ব্বলেরাই সমরে তোমার নিকটে পরাজিত হয়। কুলাঙ্গার! যদি তুমি মানুষ রাম লক্ষ্মণকে বিনাশ করিতে না পার, তাহা হইলে কোন্ লজ্জায় রাক্ষস সমাজে মুখ দেখাইবে! দশরথের পুত্র রামচন্দ্র মহাতেজস্বী এবং আমাকে যে বিরূপা করিয়াছে সে লক্ষ্মণও মহাবল পরাক্রান্ত। সুতরাং তাহাদিগের হস্তে তোমার কোন মতেই নিস্তার নাই। তুমি অল্পবীর্য্য ও দুর্ব্বল হইয়া কখনই তাহাদিগকে জয় করিতে পারিবে না।" এই বলিয়া রাক্ষসী শূর্পণখা বক্ষে করাঘাত করিতে করিতে ভূতলে পতিত হইয়া করুণস্বরে বিলাপ করিতে লাগিল।

একবিংশ সর্গ।

খর ও দূষণের যুদ্ধে যাত্রা।

রাক্ষসগণ বেষ্টিত খর এই অপমানসূচক কথা শুনিয়া রোষভরে শূর্পণখাকে বলিলেন, "ভগিনি! ক্ষতস্থানে ক্ষার

প্রদান করিলে যেরূপ অসহ্য যাতনা হয়, মনুষ্য কর্ত্তৃক তোমার অপমান তদ্রূপ বোধ হইতেছে। আমার ক্রোধ এত প্রবল হইয়াছে যে কিছুতেই তাহা সংবরণ করিতে পারিতেছি না। সেই ক্ষীণজীবী মানুষ রামকে আমি তৃণজ্ঞান করি, সে যখন তোমার প্রতি অত্যাচার করিয়াছে, তখন আর তাহার নিস্তার নাই। আমার দর্শনমাত্র তাহাকে প্রাণত্যাগ করিতে হইবে। ভগিনি! শান্ত হও, আর অশ্রুপাত করিও না। আজি আমি রাম ও লক্ষ্মণকে যমালয়ে প্রেরণ করিব। আজি সেই অল্প-প্রাণ রামচন্দ্র সমরে শয়ন করিলে নিশ্চয়ই তুমি তাহার উষ্ণ শোণিত পান করিয়া পরিতুষ্ট হইবে।”

শূর্পণখা খরের এইরূপ বীরদর্প শ্রবণে আহ্লাদে পুলকিতা হইয়া তাহার ভূয়সী প্রশংসা করিতে লাগিল। তখন খর, সেনাপতি দূষণকে কহিল “আমার প্রিয় যে চতুর্দ্দশ সহস্র নীল মেঘবর্ণ রাক্ষস আছে, তাহারা সকলেই পরাক্রান্ত, সংগ্রামনিপুণ ও লোকহিংসায় ক্ষমবান্। তুমি তাহাদিগকে স্ব স্ব অস্ত্রশস্ত্র গ্রহণ করিয়া প্রস্তুত হইতে অনুমতি কর। শীঘ্র রথ সজ্জিত করিতে এবং শরাসন, বিচিত্র শর, খড়্গ ও শাণিত শক্তি সমুদায় যথাস্থানে স্থাপন করিতে বল। আমি সেই দুর্ব্বিনীত রামচন্দ্রের বধার্থে গমন করিব।” খরের আজ্ঞামাত্র দূষণ সমস্ত কার্য্য নির্ব্বাহ করিল। বিচিত্র বর্ণ অশ্বে শোভিত, সুবর্ণভূষিত সুমেরু শৃঙ্গের ন্যায় উচ্চ ও সূর্য্যের ন্যায় উজ্জ্বল মহারথ আনীত হইল। ঐ রথের চক্র সুবর্ণময়, উহার স্থানে স্থানে সুবর্ণাঙ্কিত মৎস্য, পুষ্প, বৃক্ষ, পর্ব্বত, চন্দ্র, সূর্য্য, মাঙ্গল্য পক্ষী ও তারা সকল শোভমান এবং ধ্বজ ও কিঙ্কিণীজালে উহা অপূর্ব্ব

শোভায় শোভিত ছিল। নিশাচর খর কোপাবিষ্ট হইয়া সেই রথে আরোহণ করিলে, দূষণ রাক্ষসগণকে যুদ্ধযাত্রায় আজ্ঞা করিল। আজ্ঞামাত্র রাক্ষস সৈন্যগণ ভীষণ শব্দে মহাবেগে জনস্থান হইতে বহির্গত হইল। তাহাদিগের করে মুদ্গর, পট্টিশ, শাণিত শূল, পরশু, খড়্গ, চক্র, তোমর, শক্তি, পরিঘ, গদা, অসি, মূষল বজ্র এবং ভয়ঙ্কর শর ও শরাসন শোভা পাইতে লাগিল। এইরূপে খরের অনুচর চতুর্দ্দশ সহস্র নিশাচর ভয়ঙ্কর বেশে অগ্রসর হইলে রথারূঢ় খর যুদ্ধযাত্রা করিয়া সারথিকে রথ সঞ্চালনে আজ্ঞা করিল। আজ্ঞামাত্র সারথি কাঞ্চনভূসিত নানা বর্ণে চিত্রিত রথ সঞ্চালন করিলে ঘর্ঘর শব্দে দিক্ সকল প্রতিধ্বনিত হইল এবং খরও কালান্তক যমের ন্যায়, এবং শিলাবর্ষী মেঘের ন্যায় গভীর গর্জ্জনে শত্রু বধার্থ উৎসুক হৃদয়ে বারংবার সারথিকে শীঘ্র রথচালনে আজ্ঞা করিতে লাগিল।

দ্বাবিংশ সর্গ।

খরের যুদ্ধ যাত্রাকালে উৎপাত দর্শন।

নিশাচর খর যুদ্ধযাত্রা করিলে গর্দ্দভবৎ অরুণবর্ণ ঘোরদর্শন মেঘ হইতে অমঙ্গলসূচক রক্ত বর্ষণ হইতে লাগিল। রথ-

যোজিত বেগবান্ অশ্বগণ পুষ্পাকীর্ণ রাজপথেও পদস্খলিত হইয়া পতিত হইতে লাগিল। সূর্য্যমণ্ডলের নিকটে অঙ্গারচক্রের ন্যায় শ্যামবর্ণ মণ্ডল দৃষ্ট হইল। হেমদণ্ড মণ্ডিত উন্নত ধ্বজে ভীষণ গৃধ্রগণ আসিয়া উপবিষ্ট হইল। মাংশাসী পক্ষিগণ জনস্থানে বিকৃতস্বরে শব্দ করিতে লাগিল। শৃগাল সকল দক্ষিণ দিকে ভয়ঙ্কর শব্দে অমঙ্গলজনক চীৎকার করিতে লাগিল। মদস্রাবী হস্তীর ন্যায় মহামেঘ সমূহ নিবিড় অন্ধকারে গগনমণ্ডল আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল, বনস্থলী অকস্মাৎ ঘোরান্ধকারে আবৃত হইয়া উঠিল। দিক্ বিদিক্ কিছুই লক্ষ্য হয় না। অকালে শোণিতবসনা সন্ধ্যা উপস্থিত হওয়াতে দিঙ্মণ্ডল রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল। ভয়ানক হিংস্র জন্তুগণ খরের সম্মুখে আসিয়া চীৎকার করিতে লাগিল। অশুভজনক ঘোরদর্শন উল্কামুখী শিবাগণ মুখব্যাদান পূর্ব্বক শব্দ করিতে আরম্ভ করিল। অকস্মাৎ গগণমণ্ডলে ধূমকেতুর উদয় হইল। পর্ব্ব-কাল না হইলেও দিবাকর রাহুগ্রস্ত হইলেন। ঝঞ্ঝা বায়ু বহিতে লাগিল, দিবাভাগে খদ্যোতের ন্যায় দীপ্তিমান্ নক্ষত্র সকল পতিত হইতে লাগিল। সরোবরে সরোজদল মলিন হইল, জলচর পক্ষী ও মৎস্যগণ সঞ্চরণ বিরত হইয়া ভয়ে লুক্কায়িত হইল। প্রবল বায়ু না থাকাতেও আকাশপথ অরুণ-মেঘের ন্যায় ধূলিজালে আচ্ছন্ন হইল। শুক ও শারিকাগণের ভয়বিকম্পিত অস্ফুট ধ্বনিতে বনস্থল পরিপূর্ণ হইল। ভীষণরবে উল্কাপাত হইতে আরম্ভ হইল এবং বনপর্ব্বতময়ী পৃথিবী নিরন্তর কম্পিত হইতে লাগিলেন। খরেরও যুদ্ধযাত্রাকালে বামবাহু স্পন্দন হইতে লাগিল, কণ্ঠস্বর রোধ এবং দৃষ্টির হ্রাস

হইল ; তথাপি মোহবশতঃ সমর যাত্রায় নিবৃত্ত হইল না।

রাক্ষস খর যাত্রাকালে এইরূপ রোমহর্ষণ মহোৎপাত দর্শনে হাস্য করিয়া রাক্ষসগণকে কহিল "এই সমস্ত ভয়ঙ্কর উৎপাত দর্শনে আমি কিছুমাত্র ভীত নহি। বলবান্ ব্যক্তির আবার চিন্তা কি? আমি ক্রুদ্ধ হইলে তীক্ষ্ণ বাণে আকাশের তারাকে নিপতিত ও স্বয়ং মৃত্যুকে যমালয়ে প্রেরণ করিতে পারি। আজি শাণিত শরে সেই বলবান্ রাম লক্ষ্মণকে বিনাশ না করিয়া কখনই প্রত্যাগমন করিব না। আমার ভগিনী শূর্পণখা আজ নিশ্চয়ই তাহাদিগের রক্ত পান করিয়া মনস্কামনা পূর্ণ করিবে। আমি কোন কালে কাহারও নিকট পরাজিত হই নাই। আমার বাক্য মিথ্যা হইবে না। তোমাদিগের নিকট সত্য বলিতেছি, রাম লক্ষ্মণের কথা দূরে থাকুক, আমি ক্রুদ্ধ হইয়া ঐরাবতারূঢ় বজ্রপাণী দেবরাজকেও বিনাশ করিতে পারি।" নিশাচর সগর্ব্বে এইরূপ কহিলে মৃত্যুপাশাবদ্ধ রাক্ষস সৈন্যগণ পরম প্রীত হইয়া আহ্লাদ করিতে লাগিল।

ঐ সময়ে দেবতা গন্ধর্ব্ব এবং সিদ্ধচারণগণ আকাশপথে মিলিত হইয়া পরস্পর বলিতে লাগিলেন, "যিনি গো-ব্রাহ্মণ ও সাধুদিগের হিতকামনায় সর্ব্বদাই অনুরক্ত, তাঁহার মঙ্গল হউক। ভগবান্ বিষ্ণু যেমন চক্র ধারণ করিয়া সমস্ত অসুর বিনাশ করিয়াছিলেন সেইরূপ রামচন্দ্রও আজ রাক্ষসগণকে সংহার করুন।" এইরূপ বলিতে বলিতে তাঁহারা রাক্ষস-সৈন্য দর্শন করিতে লাগিলেন।

এদিকে পরাক্রান্ত খর বেগে রথচালন পূর্ব্বক সৈন্যগণের অগ্রবর্ত্তী হইল। শ্যেনগামী, পৃথুশ্যাম, যজ্ঞশত্রু, বিহঙ্গম,

দুর্জ্জয়, করবীরাক্ষ, পরুষ, কালকার্মুক, মেঘমালী, মহামালী, সর্পাস্য ও রুধিরাশন এই দ্বাদশ ভীমবল রাক্ষস তাহাকে বেষ্টন করিয়া চলিল। মহাকপাল, স্থূলাক্ষ, প্রমাথ ও ত্রিশিরা এই চারি রাক্ষস দূষণের পশ্চাদ্গমনে প্রবৃত্ত হইল। তৎকালে গ্রহগণ যেমন চন্দ্র সূর্য্যকে গ্রাস করিতে যায় তদ্রূপ সমরাভিলাষে ধাবমান রাক্ষসগণ রাম লক্ষ্মণের অভিমুখে আগমন করিতে লাগিল।

ত্রয়োবিংশ সর্গ।

যুদ্ধক্ষেত্রে অবতরণ।

মহাবীর খর রামচন্দ্রের আশ্রম নিকটে উপনীত হইলে রামচন্দ্র সেই দারুণ মহোৎপাত দর্শনে লক্ষ্মণকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "বৎস! ঐ দেখ রাক্ষসকুল ধ্বংসের জন্যই এই সকল উৎপাত উপস্থিত হইতেছে। গর্দ্দভবর্ণ মেঘ সকল গগনমার্গে উদিত হইয়া ঘোর গর্জ্জনে রক্তবর্ষণ করিতেছে; আমার বাণ সকল যুদ্ধার্থ আনন্দিত হইয়া তূণীরমধ্যে নৃত্য করিতেছে; পশু পক্ষীরা ভয়ঙ্কর স্বরে চীৎকার করিতেছে। এই দেখ, আমার দক্ষিণ বাহু বারম্বার স্পন্দিত হইতেছে। বুঝিতেছি নিশ্চয়ই রাক্ষসগণ বিনষ্ট হইবে। তোমার মুখ

প্রসন্ন ও প্রভাযুক্ত দেখিয়া আমাদিগের জয়লাভ ও শত্রুপক্ষের পরাজয়পক্ষে আমার অণুমাত্র সন্দেহ নাই। যুদ্ধার্থ উদ্যত রাক্ষসগণের মুখ মলিন হওয়াতে উহাদিগের আয়ুঃক্ষয়ের লক্ষণ প্রকাশ পাইতেছে। ঐ শুন নিশাচরগণ গভীর শব্দে সিংহনাদ তুল্য ভেরীধ্বনি করিতেছে। শীঘ্রই তুমুল সংগ্রাম উপস্থিত হইবে। বিপদ উপস্থিত না হইতে অগ্রে ভাবী দুর্ঘটনার প্রতিবিধান করা বিজ্ঞলোকের কর্ত্তব্য কর্ম্ম। এই সময়ে তুমি ধনুর্ব্বাণ গ্রহণ পূর্ব্বক জানকীকে লইয়া তরু লতাপূর্ণ দুর্গম পর্ব্বতগুহায় আশ্রয় গ্রহণ কর, আর বিলম্ব করিও না। লক্ষ্মণ! মনে করিও না যে তুমি রাক্ষস বধে অক্ষম বলিয়া আমি তোমাকে প্রেরণ করিতেছি। তুমি পরাক্রান্ত বীরপুরুষ; রাক্ষসগণকে নিশ্চয়ই বিনাশ করিতে পার, কিন্তু আমি স্বয়ং তাহাদিগকে সংহার করিতে ইচ্ছা করিয়াছি।"

রামচন্দ্র এইরূপ কহিলে, লক্ষ্মণ ধনুর্ব্বাণ লইয়া সীতার সহিত দুর্গম গিরিগুহায় প্রবেশ পূর্ব্বক তথায় তাঁহাকে রক্ষা করিতে লাগিলেন। এ দিকে বীরপ্রধান রামচন্দ্র অগ্নিতুল্য অক্ষয়কবচ পরিধান পূর্ব্বক অন্ধকারমধ্যে সহসা প্রজ্বলিত, দীপ্তিমান্ পাবকরাশির ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন এবং শর ও শরাশন গ্রহণ পূর্ব্বক ভীষণ টঙ্কার শব্দে দিক্ সকল প্রতিধ্বনিত করিলেন। এই সময়ে দেব, গন্ধর্ব্ব, সিদ্ধ, চারণ ও ব্রহ্মর্ষিগণ যুদ্ধদর্শনার্থ বিমানে মিলিত হইয়া পরস্পর বলিতে লাগিলেন, "যিনি ধার্ম্মিকদিগের রক্ষার্থ সর্ব্বদাই যত্নবান আজিকার যুদ্ধে তাঁহারই জয় হউক। চক্রধারী বিষ্ণু

যেমন অসুরগণকে বিনাশ করিয়াছিলেন তদ্রূপ রামচন্দ্রও আজ রাক্ষসগণের প্রাণসংহার করুন।" তৎপরে তাঁহারা একদিকে ঘোরদর্শন চতুর্দ্দশ সহস্র রাক্ষস ও অন্যদিকে রামচন্দ্রকে একাকী দর্শন করিয়া অত্যন্ত উৎসুক ও কৌতুহলাক্রান্ত চিত্তে আকাশপথে অবস্থান করিতে লাগিলেন। সংগ্রামোন্মুখ রামচন্দ্রের অতুল তেজ দর্শনে সর্ব্বপ্রাণীর অন্তরে ভয়ের সঞ্চার হইল। শান্তমূর্ত্তি হইলেও তিনি সেই সময়ে ক্রুদ্ধ রুদ্রের ন্যায় ভীষণ মূর্ত্তি ধারণ করিয়া সমরাঙ্গনে দণ্ডায়মান হইলেন।

এদিকে অস্ত্র শস্ত্রে সজ্জিত হইয়া রাক্ষস সৈন্য গভীর গর্জ্জনে রামচন্দ্রের চতুর্দ্দিক বেষ্টন করিল। সেনাগণ আপন আপন বল ও পরাক্রম প্রকাশ করিতে লাগিল, তাহাদের কোলাহলে বন-স্থলী প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিল। সেই শব্দে ত্রাসযুক্ত হওয়াতে অরণ্যের জীবজন্তুগণ প্রাণভয়ে ভীত হইয়া উঠিল এবং তথায় আর অপেক্ষা না করিয়া যে স্থানে কিছুমাত্র শব্দ নাই সেইদিকে ধাবমান হইল। তৎপরে অসংখ্য রাক্ষস সৈন্য নানা প্রকার অস্ত্রাদি লইয়া ভয়ঙ্কর বেগে রামচন্দ্রের দিকে অগ্রসর হইল। রণবিশারদ রামচন্দ্রও তাহাদিগকে সম্মুখে দেখিতে পাইয়া ধনুকে জ্যা যোজনা এবং তূণীর হইতে শর গ্রহণ করিলেন। অতিশয় ক্রুদ্ধ হওয়াতে তাঁহার মূর্ত্তি জ্বলন্ত অনলের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল। বনদেবতারা রামচন্দ্রকে তদবস্থা দেখিয়া নিতান্ত কষ্ট অনুভব করিতে লাগিলেন। রাক্ষস সৈন্যগণ অগ্নিবর্ণ বর্ম্ম ও নানা প্রকার অস্ত্রশস্ত্রাদি লইয়া দণ্ডায়মান হওয়ায় সূর্য্যোদয়কালীন সুনীল মেঘমালার ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল।

চতুর্ব্বিংশ সর্গ।

যুদ্ধ বর্ণন।

নিশাচর খর অনুচরবর্গের সহিত রামচন্দ্রের আশ্রমে আগমন করিয়া দেখিল, তিনি ক্রুদ্ধবেশে ধনুর্ব্বাণ হস্তে লইয়া দণ্ডায়মান আছেন। তাঁহাকে দেখিবামাত্র সে সারথিকে কহিল, "সারথে! অবিলম্বে আমাকে দুরাত্মা রামচন্দ্রের নিকট লইয়া চল।" আজ্ঞামাত্র সারথি সেইদিকে অশ্ব চালনা করিল। নিকটে উপস্থিত হইবামাত্র শ্যেনগামী প্রভৃতি রাক্ষসেরা মহা গর্জ্জন করিতে করিতে মহাবীর রামচন্দ্রকে পরিবেষ্টন করিল। তৎকালে রাক্ষসগণের মধ্যে খরকে দেখিয়া বোধ হইতে লাগিল, যেন তারাগণের মধ্যে মঙ্গলগ্রহের উদয় হইয়াছে। অনন্তর সে সহস্র সহস্র শরে মহাত্মা রামচন্দ্রের শরীর ক্ষতবিক্ষত করিয়া মহা গর্জ্জন করিতে করিতে রণস্থলে পরিভ্রমণ করিতে লাগিল। এদিকে অন্যান্য রাক্ষসেরাও ভীষণ রোষাবেশে দুর্জ্জয় রামচন্দ্রের উপরি নানাবিধ অস্ত্র বর্ষণে প্রবৃত্ত হইল। কেহ লৌহ মুদ্গর, কেহ শূল, কেহ প্রাস, কেহ খড়্গ, কেহ বা সুতীক্ষ্ণ পরশু প্রহার করিতে লাগিল। ঐ সমস্ত মহাকায় মহাবল রাক্ষসেরা কেহ পর্ব্বত তুল্য প্রমত্ত মাতঙ্গে, কেহ প্রকাণ্ড রথে, কেহ বা বেগবান অশ্বে আরূঢ় ছিল। মহাবীর রামচন্দ্রের উপরি তাহাদের অনবরত অস্ত্র বর্ষণে বোধ হইতে লাগিল, যেন

প্রলয়কালীন মহামেঘ সমূহ পর্ব্বতোপরি প্রবলবেগে অবিরল জলধারা বর্ষণ করিতেছে। তৎকালে ভীষণ দর্শন রাক্ষসগণ পরিবৃত রামচন্দ্রকে দর্শন করিয়া বোধ হইতে লাগিল; যেন ভগবান রুদ্রদেব ভূতগণে পরিবেষ্টিত হইয়া আছেন। সমুদ্র যেরূপ নদীর প্রবাহকে রোধ করে, সেইরূপ তিনি অব্যর্থ শরজালে রাক্ষসদিগের অস্ত্র নিবারণ করিতে লাগিলেন। নিশাচরদিগের অস্ত্রাঘাতে যদিও তাঁহার সমস্ত শরীর ক্ষতবিক্ষত ও শোণিতাক্ত হইয়াছিল, তথাপি তিনি তাহাতে কিছুমাত্র ব্যথা বোধ করেন নাই। কেনই বা করিবেন? মহাচল কখন সামান্য বায়ুর আঘাতে বিচলিত হয় না। সন্ধ্যাকালীন সিন্দুরবর্ণ মেঘসমূহে আবৃত দিবাকরের ন্যায় সেই সময়ে তাঁহার অধিকতর শোভা হইয়াছিল।

এদিকে সহস্র সহস্র ভীষণ রাক্ষস মধ্যে রামচন্দ্রকে একাকী দর্শন করিয়া দেব, গন্ধর্ব্ব সিদ্ধ ও মহর্ষিগণ উৎকণ্ঠিত চিত্তে অন্তরীক্ষে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। অনন্তর রামচন্দ্র ক্রোধাবেশে প্রকাণ্ড ধনু মণ্ডলাকার করিয়া এক একবারে শত সহস্র সুবর্ণভূষিত সুতীক্ষ্ণ বাণ বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন। সেই সমস্ত দুর্ব্বিসহ কালপাশ তুল্য শর রাক্ষসদিগের দেহ ভেদ করিয়া রক্তাক্ত হওয়াতে, অন্তরীক্ষে জ্বলন্ত অগ্নির ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। ক্রমে বহুসংখ্যক রাক্ষস কালগ্রাসে পতিত হইল। রামচন্দ্র সেই সমস্ত ভীষণ শরের দ্বারা কাহারও ধনু, কাহারও ধ্বজা, কাহারও চর্ম্ম, কাহারও কবচ, কাহারও আভরণ সহিত হস্ত, কাহারও বা হস্তীশুণ্ডের ন্যায় ঊরু ছেদন করিয়া রণস্থল পূর্ণ করি-

লেন। সুবর্ণ কবচ, অশ্ব, অশ্বের সহিত অশ্বারোহী, সমস্তই কোন্ দিকে ছিন্নভিন্ন হইয়া গেল। অসংখ্য অসংখ্য পদাতি যমালয়ে গমন করিল। রাক্ষসগণের ভয়ঙ্কর আর্ত্তনাদে রণস্থল প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। অধিক কি শুষ্কবনের দাবানল সংযোগে যেরূপ অবস্থা ঘটে, রামচন্দ্রের শরজালে রাক্ষসসৈন্যেরও সেই প্রকার অবস্থা হইয়া উঠিল। মধ্যে মধ্যে কোন কোন মহাবল নিশাচর অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া রামচন্দ্রের উপরি অনবরত বাণ, পরশু ও শূল নিক্ষেপ করিতে লাগিল বটে, কিন্তু রামচন্দ্র তাঁহার অব্যর্থ শরের দ্বারা সমুদায় নিবারণ করিয়া উহাদের প্রাণসংহার করিতে লাগিলেন। তাহারা ছিন্ন চর্ম্ম, ছিন্ন শরাসন ও ছিন্ন মস্তক হইয়া পবনাহত বৃক্ষের ন্যায় ক্রমে ক্রমে ভূতলে পতিত হইতে লাগিল। তদ্দর্শনে অবশিষ্ট নিশাচরগণ প্রাণভয়ে খরের শরণার্থ ধাবমান হইল। পথিমধ্যে দূষণ তাহাদিগকে আশ্বাস দিয়া কুপিত কৃতান্তের ন্যায়, ধনুক হস্তে রোষভরে রামচন্দ্রের অভিমুখে বেগে আগমন করিল। রাক্ষসেরাও পুনরায় সাহস পাইয়া শাল, তাল ও শিলা গ্রহণ পূর্ব্বক রামচন্দ্রকে আক্রমণ করিল। উভয় পক্ষে তুমুল সংগ্রাম উপস্থিত হইলে নিশাচরগণ ক্রোধে অন্ধ হইয়া শূল, মুদ্গর, প্রাস, বৃক্ষ, প্রস্তর প্রভৃতি যাহা পাইতে লাগিল তাহাই নিক্ষেপ করিতে লাগিল। অনন্তর মহাবীর রামচন্দ্র আপনাকে শরজালে আবৃত দেখিয়া, ভৈরব হুঙ্কার পূর্ব্বক ধনুকে প্রদীপ্ত গান্ধর্ব্ব অস্ত্র যোজনা করিলেন। তাঁহার শরাসন হইতে অসংখ্য অসংখ্য শর নির্গত হইতে

লাগিল। দশদিক্ শরজালে আচ্ছন্ন হইয়া গেল। নিশাচরেরা যে দিকে দৃষ্টিপাত করে, রামচন্দ্রের ভীষণ শর ভিন্ন আর কিছুই দেখিতে পায় না। রামচন্দ্র কখন্ তূণীর হইতে শর গ্রহণ করিতেছেন, কখনই বা যোজনা করিতেছেন এবং কখনই বা মোচন করিতেছেন তাহা তাহারা কিছুই দেখিতে পাইল না। তাহারা দেখিল তিনি ক্রমাগত শরাসন আকর্ষণ করিতেছেন। দেখিতে দেখিতে সূর্য্যদেব শরজালে অদৃশ্য হইলেন; চতুর্দ্দিক অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইয়া উঠিল। তত্রাচ রামচন্দ্র শরবর্ষণে ক্ষান্ত হইলেন না। শরপতনের সঙ্গে সঙ্গেই অসংখ্য অসংখ্য রাক্ষস ভূতলে পতিত হইতে লাগিল। তাহাদের কেহ মৃত, কেহ কণ্ঠাগত প্রাণ, কেহ ছিন্ন, কেহ বা বিদীর্ণ দেহ হইয়া ভূতলে বিলুণ্ঠিত হইতে লাগিল। বিস্তীর্ণ বনস্থলী, উষ্ণীষ সহিত মস্তক, প্রকাণ্ড বাহু, উরু, নানাবিধ ভূষণ, অশ্ব, হস্তী, রথ, চামর, ব্যজন, ছত্র, ধ্বজ, শূল ও পট্টিশ প্রভৃতি নানাবিধ দ্রব্যে এক ভয়াবহ আকার ধারণ করিল। অবশিষ্ট রাক্ষসেরা অনেককে এইরূপ নিহত হইতে দেখিয়া আর রামচন্দ্রের সম্মুখীন হইতে সাহসী হইল না।

পঞ্চবিংশ সর্গ।

দূষণ বধ।

সেনাপতি দূষণ রামচন্দ্রের ভীষণ শর বর্ষণে নিজের সমস্ত সৈন্য নিহত হইতে দেখিয়া পুনরায় সংগ্রাম-নিপুণ ভীষণ পরাক্রম পঞ্চ সহস্র রাক্ষসকে সমরক্ষেত্রে অবতরণ করিতে আদেশ করিল। এই সমস্ত রাক্ষস রণক্ষেত্র হইতে পলায়ন করা কাহাকে বলে তাহা জানিত না। সেনাপতির আদেশমাত্রে উহারা মহাশব্দে চতুর্দ্দিক হইতে রামচন্দ্রকে বেষ্টন করিয়া তাঁহার উপরি অনবরত শূল, পট্টিশ, খড়্গ, বৃক্ষ, প্রস্তর প্রভৃতি যাহা সম্মুখে পাইতে লাগিল, তাহাই নিক্ষেপ করিতে লাগিল। মহাবীর রামচন্দ্র, কিয়ৎকাল নিমীলিত নেত্রে দণ্ডায়মান থাকিয়া স্বীয় শরজালে তৎসমুদায় নিবারণ করিতে লাগিলেন। অনন্তর ক্রোধে উদ্দীপ্ত হইয়া রাক্ষসসৈন্য নির্ম্মূল করিবার জন্য দূষণ ও তাহার সেনাগণের প্রতি শরবর্ষণে প্রবৃত্ত হইলেন। নিশাচর দূষণও বজ্রসদৃশ শরের দ্বারা রামচন্দ্রের সমস্ত সন্ধান ব্যর্থ করিয়া ফেলিল। তদ্দর্শনে তিনি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া এক সুতীক্ষ্ণ শরের দ্বারা তাহার বৃহৎ ধনু, চারি শরে চারি অশ্ব এবং একটী অর্দ্ধ-চন্দ্রাকার শরের দ্বারা তদীয় সারথির মস্তক ছেদন করিয়া, কালপাশ তুল্য তিন শরে দূষণের বক্ষঃস্থল বিদ্ধ করিলেন। নিশাচর এইরূপে ধনুর্হীন, রথহীন, অশ্বহীন ও সারথি হীন

এবং রামচন্দ্রের ভীষণ শরে মর্ম্মপীড়িত হওয়াতে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া এক গিরিশৃঙ্গ তুল্য বৃহদাকার ভীষণ পরিঘ গ্রহণ করিল। ঐ পরিঘ সুবর্ণপট্ট শোভিত এবং উহাতে তীক্ষ্ণ লৌহ শঙ্কু সকল সন্নিবেশিত ছিল। উহা দেখিতে বৃহৎ কালভুজঙ্গের ন্যায় এবং হত শত্রুদিগের বসায় সংসিক্ত হওয়াতে অত্যন্ত ভয়ানক হইয়াছিল। নিশাচর দূষণ সেই ভয়ঙ্কর পরিঘ গ্রহণ করিয়া রামচন্দ্রকে আক্রমণ করিবার জন্য বেগে তাঁহার অভিমুখে আগমন করিল। তদ্দর্শনে রামচন্দ্র দুইটী মাত্র শরের দ্বারা তাহার আভরণ সহিত দুই বৃহৎ বাহু ছেদন করিয়া ফেলিলেন। রাক্ষসের হস্তস্থিত প্রকাণ্ড পরিঘ মহাশব্দে ভূতলে পতিত হইল। সঙ্গে সঙ্গে ছিন্নহস্ত দূষণও ভগ্নদন্ত মত্ত মাতঙ্গের ন্যায় আর্ত্তনাদ করিতে করিতে রণক্ষেত্রে শয়ন করিল।

দূষণকে পতিত দেখিয়া দেব, গন্ধর্ব্ব, প্রভৃতি সকলে অন্তরীক্ষ হইতে রামচন্দ্রকে সাধুবাদ প্রদান করিতে লাগিলেন। অনন্তর মহাকপাল, স্থূলাক্ষ ও প্রমাথী নামক তিন মহাপরাক্রম রাক্ষস ক্রোধান্ধ হইয়া শূল, শক্তি, পট্টিশ প্রভৃতি গ্রহণ পূর্ব্বক পতনোন্মুখ পতঙ্গের ন্যায় অনলাভিমুখে আগমন করিল। মহাবীর রামচন্দ্র অভ্যাগত অতিথির ন্যায় তাহাদিগকে তীক্ষ্ণ শরে অভ্যর্থনা করিলেন এবং অনায়াসে মহাকপালের প্রকাণ্ড মস্তক ছেদন করিয়া অসংখ্য শরে প্রমাথীকে চূর্ণ ও স্থূলাক্ষের চক্ষু পূর্ণ করিয়া ফেলিলেন। স্থূলাক্ষ রামশরে নিহত হইয়া শাখাযুক্ত প্রকাণ্ড বৃক্ষের ন্যায় রণক্ষেত্রে পতিত হইল। ইত্যবসরে রামচন্দ্র ক্ষণকাল মধ্যেই

দূষণের অনুচর পঞ্চ সহস্র রাক্ষসকে নিহত করিয়া যমালয়ে প্রেরণ করিলেন।

এ দিকে খর সসৈন্য দূষণের নিধনবার্ত্তা শ্রবণে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া অপরাপর মহাবল সেনাধ্যক্ষদিগকে সম্বোধন করিয়া কহিল, "দেখ! আজ মহাবীর দূষণ সামান্য মনুষ্যের সহিত যুদ্ধ করিয়া পঞ্চ সহস্র ভীমপরাক্রম রাক্ষসের সহিত রণস্থলে শয়ন করিয়াছে। তোমাদের ন্যায় বীররাক্ষস সকল আমার সহায় থাকিতে যে আজ মানুষের নিকট পরাজিত হইতে হইল, এ লজ্জা কিছুতেই যাইবার নহে। অতএব আর বিলম্ব করিও না। শীঘ্র নানাবিধ অস্ত্রে সজ্জিত হইয়া এ অপমানের প্রতিশোধ গ্রহণ কর।" এই কথা বলিতে বলিতে খর ক্রোধানলে প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠিল এবং গর্জ্জন করিতে করিতে বেগে রামচন্দ্রের অভিমুখে ধাবমান হইল। তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ শ্যেনগামী, পৃথুগ্রীব, যজ্ঞশত্রু, বিহঙ্গম, দুর্জ্জয়, করবীরাক্ষ, পরুষ, কালকামুক, হেমশালী, মহামালী, সর্পাস্য ও রুধিরাশন নামক মহাপরাক্রমশালী দ্বাদশ সেনাপতি সসৈন্যে শরবর্ষণ করিতে করিতে ধাবমান হইল। রামচন্দ্র খরের সৈন্যাবশেষ সমাগত দেখিয়া সুবর্ণ-নির্ম্মিত হীরকখচিত শরে তাহাদিগের বধে প্রবৃত্ত হইলেন। অন্তরীক্ষে গমনকালে পুচ্ছযুক্ত শরগুলি দেখিয়া বোধ হইতে লাগিল, যেন ধূমসহিত অগ্নিশিখা চলিয়া যাইতেছে। বজ্রাহত অসুরের ন্যায় রামচন্দ্রের এক একমাত্র শরে এক এক রাক্ষস ভূতলশায়ী হইতে লাগিল। তাহারা ছিন্নবর্ম্ম, ছিন্নাভরণ ও ছিন্নশরাসন হইয়া শোণিতাক্ত দেহে রণক্ষেত্রে শয়ন করিল।

তৎকালে পতিত রাক্ষসদিগের মুক্তকেশে রণস্থলী কুশাস্তীর্ণ বিস্তৃত যজ্ঞবেদীর ন্যায় বোধ হইতে লাগিল, তাহাদের মাংসশোণিতের কর্দ্দমে দণ্ডকারণ্য ভীষণ নরকের আকার ধারণ করিল। এইরূপে রামচন্দ্র একাকী পদাতি হইয়াও রথারূঢ় ভীমপরাক্রম চতুর্দ্দশ সহস্র রাক্ষসের প্রাণসংহার করিলেন। সেই অসংখ্য রাক্ষসের মধ্যে কেবল মাত্র খর ও ত্রিশিরা অবশিষ্ট রহিল।

ষড়বিংশ সর্গ।

ত্রিশিরার সংহার।

নিশাচর খর যুদ্ধে সমস্ত রাক্ষস নিহত দেখিয়া ক্রোধে অন্ধ হইয়া রথারোহণ পূর্ব্বক বেগে রামচন্দ্রের অভিমুখে ধাবমান হইল। তৎকালে তাহার আকার দেখিয়া বোধ হইতে লাগিল, যেন প্রলয়কালে ভগবান রুদ্রদেব সংহার-মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছেন। এমন সময়ে সেনাপতি ত্রিশিরা তাহার সম্মুখে আগমন করিয়া কহিল, "রাক্ষসনাথ! ক্ষান্ত হও। আমার ন্যায় মহাবীর নিকটে থাকিতে একজন সামান্য মনুষ্য বধের জন্য তোমার স্বয়ং যুদ্ধে যাত্রা করা অত্যন্ত লজ্জার কথা। আমাকে নিয়োগ কর, এখনই অল্পপ্রাণ মনুষ্যের

সমুচিত শিক্ষা দিতেছি। আমি অস্ত্রস্পর্শ পূর্ব্বক শপথ করিয়া বলিতেছি, আজ নিশ্চয়ই রামকে যমালয়ে প্রেরণ করিব। আজ হয় আমার হস্তে তাহার, না হয় তাহার হস্তে আমার মৃত্যু হইবে। তুমি মুহূর্ত্তকাল ক্ষান্ত হইয়া আমাদের যুদ্ধ পরিদর্শন কর। যদি আমি তাহাকে বিনাশ করিতে পারি মহানন্দে জনস্থানে গমন করিবে, আর যদি তাহারই হস্তে আমার মৃত্যু হয়, তখন স্বয়ং রণক্ষেত্রে অবতরণ করিবে।"

নিশাচর ত্রিশিরা কালপ্রেরিত হইয়া এইরূপ কহিলে খর তাহাকে যুদ্ধযাত্রায় অনুমতি প্রদান করিল। আদেশ মাত্র মহাবীর ত্রিশিরা বেগবান্ অশ্বযোজিত উজ্জ্বল রথে আরোহণ করিয়া ত্রিশৃঙ্গ-শোভিত পর্ব্বতের ন্যায় মহাবেগে রামচন্দ্রের অভিমুখে ধাবমান হইল এবং জলবর্ষী মহামেঘের ন্যায় অনবরত শরবর্ষণ করিয়া জলার্দ্র দুন্দুভি শব্দের ন্যায় গভীর গর্জ্জন করিতে লাগিল। রামচন্দ্রও সমরক্ষেত্রে অবতরণ করিয়া ধনুকে টঙ্কার প্রদান পূর্ব্বক রাক্ষসের উপরি নিরবচ্ছিন্ন বাণ বর্ষণে প্রবৃত্ত হইলেন। সিংহ ও হস্তীর ন্যায় উভয় বীরের তুমুল সংগ্রাম উপস্থিত হইল। অনন্তর ত্রিশিরা রামের ললাটদেশ লক্ষ্য করিয়া তিন বাণ নিক্ষেপ করিল। মহাবীর রামচন্দ্র তাহা অনায়াসে সহ্য করিয়া রাক্ষসকে সম্বোধন পূর্ব্বক বীরগর্ব্বে কহিতে লাগিলেন, "রে নিশাচর! তোর কি এই বীরত্ব? তুই কি এই পরাক্রম লইয়াই আমার সহিত যুদ্ধ করিতে আসিয়াছিস্? তুই নিজের সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করিয়া বাণ নিক্ষেপ করিলি, কিন্তু আমার ললাটদেশ

কুসুমাঘাতের ন্যায় তাহা অনায়াসে সহ্য করিল। তোর মত ক্ষুদ্র ব্যক্তির সহিত যুদ্ধ করা আমার বিড়ম্বনা মাত্র। যাহা হউক এখন তুইও একবার আমার পরাক্রম সহ্য কর!” এই বলিয়া রামচন্দ্র ক্রোধভরে কালসর্প তুল্য চতুর্দ্দশ শরে রাক্ষসের বক্ষস্থল বিদ্ধ করিলেন। পরে চারিটী শরে তাহার চারিটী অশ্ব এবং আট শরে সারথিকে নিহত করিয়া একমাত্র শরে তাহার রথের উন্নত ধ্বজদণ্ড ছেদন করিলেন। এই সময়ে রাক্ষস রথ হইতে অবতরণ করিবার উপক্রম করিতেছে দেখিয়া, তিনি তাহাকে বাণে বাণে বিদ্ধ করিলেন। ত্রিশিরা তাঁহার শরাঘাতে স্তম্ভিত হইয়া রহিল। অনন্তর রামচন্দ্র তিন বাণে রাক্ষসের তিন মস্তক ছেদন করিয়া ফেলিলেন। রাক্ষস ছিন্নমস্তক হইবামাত্র সধূম শোণিত উদ্গার করিতে করিতে রণক্ষেত্রে পতিত হইল। এইরূপে রামশরে খরের অবশিষ্ট একমাত্র অনুচর ও প্রধান সেনাপতি বিনষ্ট হইল।

সপ্তবিংশ সর্গ।

রামচন্দ্রের সহিত খরের যুদ্ধ বর্ণন।

রামচন্দ্রের পরাক্রম দর্শন করিয়া নির্ভীক খরের মনেও ভয়ের সঞ্চার হইল। অসংখ্য রাক্ষস সৈন্য, মহাবল দূষণ ও ত্রিশিরা সকলেই রামচন্দ্রের বাণে ভূতলশায়ী হইয়াছে এই কথা যখন তাহার মনে হইতে লাগিল, তখনই তাহার চক্ষু দৃষ্টিহীন ও শোণিত শুষ্ক হইতে লাগিল। সে কিয়ৎকাল স্তম্ভিতের ন্যায় দণ্ডায়মান হইয়া রহিল। কিন্তু পরক্ষণেই আবার মনুষ্যকৃত অপমান জনিত দারুণ ক্রোধ তাহার ভয় দূর করিল। সে ক্রোধান্ধ হইয়া রাহু যেরূপ চন্দ্রকে লক্ষ্য করিয়া যায়, তদ্রূপ মহাবেগে রামচন্দ্রের অভিমুখে ধাবমান হইল এবং জ্যা আকর্ষণ করিয়া ক্রুদ্ধ সর্পসদৃশ ভয়ঙ্কর শোণিতপায়ী নারাচ সকল নিক্ষেপ করিতে লাগিল। রাক্ষস রথে আরোহণ করিয়া নানাবিধ অস্ত্রকৌশল প্রদর্শন পূর্ব্বক সমরক্ষেত্রের ইতস্ততঃ বিচরণ করিতে লাগিল। তাহার শরজালে দশদিক আচ্ছন্ন হইয়া উঠিল। এদিকে রামচন্দ্রও জ্বলন্ত অগ্নিতুল্য দুঃসহ শরসমূহে আকাশকে যেন মেঘাচ্ছন্ন করিয়া ফেলিলেন। উভয়ের শরজালে সূর্য্যদেব অদৃশ্য হইলেন। উভয়ে পরস্পরকে বধ করিবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। ক্রমে তুমুল সংগ্রাম উপস্থিত হইল।

রাক্ষস রামচন্দ্রকে নালীক, নারাচ ও তীক্ষ্ণ বিকর্ণি প্রহার করিতে লাগিল। তৎকালে ধনুর্ধারী রথারূঢ় খরকে দেখিয়া দেব, গন্ধর্ব্ব প্রভৃতি সকলেই বোধ করিতে লাগিলেন, যেন কৃতান্ত পাশহস্তে করিয়া বসিয়া আছেন। তৎকালে রামচন্দ্র সমস্ত রাক্ষসসৈন্য বিনাশ করিয়া কিঞ্চিৎ পরিশ্রান্ত হইয়াছিলেন, কিন্তু তথাপি তিনি খরকে দেখিয়া কিছুমাত্র ভীত হন নাই। কেনই বা হইবেন? সিংহ নিতান্ত পরিশ্রান্ত হইলেও ক্ষুদ্র মৃগকে দেখিয়া কখন ভীত হয় না।

অনন্তর খর অনলাভিমুখ পতঙ্গের ন্যায় রামচন্দ্রের নিকটে আগমন করিয়া বীরপুরুষোচিত লঘুহস্ততা প্রদর্শন পূর্ব্বক মুষ্টি গ্রহণ স্থানে তাঁহার শর ও শরাসন ছেদন করিল এবং ক্রোধভরে বজ্রসদৃশ সাতটী শাণিত শরে তাঁহার কবচ-সন্ধি ছিন্ন ভিন্ন করিয়া অজস্র বাণবরিষণে তাঁহাকে উৎপীড়ন করত ঘোর সিংহনাদ করিতে করিতে রণক্ষেত্রে বিচরণ করিতে লাগিল। রামচন্দ্রের গাত্র হইতে উজ্জ্বল বর্ম্ম স্খলিত হইয়া পড়িল। তিনি রাক্ষস শরে বিদ্ধ ও অতীব ক্রুদ্ধ হইয়া জলন্ত অগ্নির ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। নিশাচরকৃত অপমানে তাঁহার আর ক্রোধের সীমা রহিল না। তিনি অগস্ত্য-প্রদ ও বৃহৎ বৈষ্ণবধনু গ্রহণ করিয়া খরের প্রতি ধাবমান হইলেন এবং সুবর্ণ পুঙ্খ শাণিত শরে তাহার ধ্বজ-দণ্ড ছেদন করিয়া ফেলিলেন। কাঞ্চন নির্ম্মিত বৃহৎ ধ্বজ-দণ্ড যখন ভূতলে পতিত হইল, তখন বোধ হইতে লাগিল যেন ভগবান সূর্য্যদেব দেবগণের আদেশে গগণমণ্ডল পরি-

ত্যাগ করিয়া অধোগামী হইতেছেন। খর ধ্বজচ্ছেদনে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া রামচন্দ্রের উপরি অনবরত বাণবর্ষণ করিতে লাগিল এবং দুঃসহ চারি শরে তাঁহার বক্ষঃস্থল বিদ্ধ করিয়া ফেলিল। মহাবীর রামচন্দ্র তাহার বাণে ক্ষত-বিক্ষত ও শোণিতাক্ত হইয়া যৎপরোনাস্তি ক্রুদ্ধ হইলেন· এবং ধনুকে ছয়টী শরসন্ধান করিয়া একটীতে তাহার মস্তক, দুইটীতে দুই বাহু এবং অর্দ্ধচন্দ্রাকার তিনটীতে তাহার বক্ষঃস্থল বিদ্ধ করিলেন। অনন্ত প্রচণ্ড সূর্য্য-তুল্য তেজস্বী ত্রয়োদশটী শাণিত নারাচ গ্রহণ করিয়া, একটী দ্বারা রাক্ষসের রথের যুগ, চারিটী দ্বারা চারিটী অশ্ব, একটী দ্বারা সারথির মস্তক, তিনটী দ্বারা রথের ত্রিবেণু, দুইটী দ্বারা অক্ষ এবং একটী দ্বারা তাহার ধনুর্ব্বাণ ছেদন করিয়া, অবশেষে অব-লীলাক্রমে অপর একটী দ্বারা তাহাকে বিদ্ধ করিলেন। তখন খর ধনুর্হীন, ভগ্নরথ, অশ্বহীন ও সারথিহীন হইয়া গদা গ্রহণ ও রথ হইতে লম্ফপ্রদান পূর্ব্বক ভূতলে অবতীর্ণ হইল। এদিকে অন্তরীক্ষস্থ দেব ও মহর্ষিরা রামচন্দ্রের এই অদ্ভুত কার্য্যকলাপ অবলোকন করিয়া তাঁহাকে অগণ্য ধন্যবাদ প্রদান করিতে লাগিলেন।

অষ্টাবিংশ সর্গ।

খর ও রামের যুদ্ধ বর্ণন।

মহাবীর রামচন্দ্র খরকে রথশূন্য, অশ্বশূন্য, সারথিশূন্য ও গদা হস্তে ভূতলে অবতীর্ণ দেখিয়া রোষভরে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন, "পাপাত্মন্! আজ আর তোর পরিত্রাণ নাই। তুই বাল্যকালাবধি যে সমস্ত ঘোর নৃশংস কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছিস্, আজ আমার হস্তে তাহার সমুচিত প্রতিফল পাইবি। পাপাচার! যে ব্যক্তি নিষ্ঠুর পাপাসক্ত ও সর্ব্বলোকের উৎপীড়ক, সে ত্রিলোকের অধীশ্বর হইলেও শীঘ্রই অধঃপাতে গমন করে। ক্রুর সর্পের ন্যায় তাহাকে দেখিবামাত্র লোকে বিনাশ করিয়া ফেলে। রাক্ষস! দণ্ডকারণ্যবাসী ধর্ম্মনিরত শান্তস্বভাব নির্দ্দোষী তপস্বীদিগের প্রাণসংহার করিয়া তোর কি লাভ হইয়াছে? তোর কি অন্তঃকরণে কিছুমাত্র দয়ার উদ্রেক হয় নাই? তুই কি ইহাও মনে করিস্ নাই যে একদিন সেই ঘোর পাপের ফল ভোগ করিতে হইবে? পাষণ্ড! বৃক্ষের ফলের ন্যায় যথাকালে পাপেরও ফল ফলিয়া থাকে? বিষমিশ্রিত অন্নের ন্যায় কুকার্য্যের প্রভাব কিছুতেই নিবারণ করা যায় না? হায়! তুই মনে করিয়াছিস্ আমি পিতার আদেশে কেবল তপস্বীব্রত অবলম্বন করিয়াই বনে আসিয়াছি। ধর্ম্মদ্রোহী পাপাত্মাদিগের বিনাশ করাও আমার

এক প্রধান ব্রত। এই যে আমার হস্তে সুবর্ণভূষিত শাণিত শর দেখিতেছিস্ ইহা এখনি তোর প্রকাণ্ড শরীর ভেদ করিয়া বিবরমধ্যে সর্পের ন্যায় ভূগর্ভে প্রবেশ করিবে। তুই এতকাল যে সকল অরণ্যবাসী, ধর্ম্মচারী নির্দ্দোষী তপস্বীকে বিনাশ করিয়াছিস্ আজ আমার হস্তে নিহত হইয়া তাঁহাদেরই অনুগমন করিবি। আজ তাঁহারা বিমানে আরোহণ করিয়া মহানন্দে তোর নরকগমন দর্শন করিবেন। তুই প্রাণপণে অস্ত্রবর্ষণ কর্, যেমন ইচ্ছা চেষ্টা কর, কিছুতেই পরিত্রাণ পাইবি না। তোর মৃত্যুকাল উপস্থিত। এখনি তোর বৃহৎ মস্তক পক্ক তাল ফলের ন্যায় ভূতলে পতিত হইবে।"

রামচন্দ্র এই বলিয়া বিরত হইলে নিশাচর ক্রোধে আরক্তলোচন হইয়া হাসিতে হাসিতে কহিতে লাগিল, "ক্ষুদ্র মনুষ্য! তুই কয়েকজন দুর্ব্বল রাক্ষসকে বধ করিয়া কেন বৃথা আস্ফালন করিতেছিস্। যাহারা যথার্থ বীর, তাহারা আপনাদের তেজে আপনারাই প্রদীপ্ত—তাহারা কখন নিজমুখে নিজের গৌরব প্রকাশ করে না। যাহারা তোর ন্যায় ক্ষুদ্র, নীচাশয় ও ক্ষত্রিয়কুলের কুলাঙ্গার, যাহাদের প্রশংসা করিবার কেহই নাই, তাহারাই বৃথা শ্লাঘা করিয়া নিজের লঘুত্ব প্রকাশ করে। তুই কখন বীর নহিস্, তাহা হইলে কেন এরূপ বাচালতা করিবি। সামান্য মনুষ্য হইয়া আমার ন্যায় বীরের সম্মুখে আত্মগৌরব করিতে তোর কি একটুও লজ্জা বোধ হইতেছে না? আমি যে গদাধারণ পূর্ব্বক ধাতুরাগরঞ্জিত পর্ব্বতের ন্যায় অটলভাবে দণ্ডায়মান রহিয়াছি,

তাহা কি দেখিতে পাইতেছিস্ না? ক্ষুদ্রপ্রাণ মনুষ্য! তুই কি জানিস্ যে পাশধারী যমের ন্যায় আমি এই একমাত্র গদা হস্তে করিয়া ত্রিভুবন কম্পিত করিতে পারি। তোর সহিত যুদ্ধ করিতে আসা আমার বিড়ম্বনা মাত্র। যাহা হউক রাম! তোকে আমার অনেক কথা বলিবার ছিল কিন্তু ক্ষান্ত থাকিতে হইল। সূর্য্যদেব অস্ত গমন করিলে যুদ্ধের বড় ব্যাঘাত হইবে। এক্ষণে আমার এইমাত্র বক্তব্য, তুই যে আমার অনুচর চতুর্দ্দশ সহস্র রাক্ষসের প্রাণনাশ করিয়াছিস্, সেই অপরাধে আমি আজ তোকে বধ করিয়া তাহাদের স্ত্রী পুত্রের নেত্রজল মুছাইব।"

এই বলিয়া নিশাচর ক্রোধভরে সেই প্রদীপ্ত অশনি তুল্য গদা রামচন্দ্রের প্রতি নিক্ষেপ করিল। উহা নিক্ষিপ্ত হইবামাত্র বৃক্ষ, গুল্ম প্রভৃতি ভস্মসাৎ করিতে করিতে রামচন্দ্রের নিকটে গমন করিতে লাগিল। মহাবীর ঐ কালপাশতুল্য গদা বেগে আসিতেছে দেখিয়া বাণদ্বারা অন্তরীক্ষেই উহাকে খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিলেন। বৃহৎ গদা মন্ত্রৌষধবলে হতবীর্য্য সর্পের ন্যায় পরক্ষণেই ভূতলে পতিত হইল।

ঊনত্রিংশ সর্গ।

খর বধ।

রামচন্দ্র নিশাচরের গদা ভূতলে পাতিত করিয়া হাসিতে হাসিতে কহিলেন, "রাক্ষসাধম! এইত তোর বীরত্ব, এইত তোর পরাক্রমের পরাকাষ্ঠা। ছি ছি! তুই এরূপ হীনবল হইয়া কোন্ মুখে এত আস্ফালন করিতেছিলি? ঐ দেখ্! আমার অব্যর্থ বাণে তোর অব্যর্থ গদার কি দুর্দ্দশা হইয়াছে। তোর যে এত কাল বিশ্বাস ছিল, ঐ গদায় ত্রিভুবন জয় করিতে পারিবি এখন সে ভ্রম দূর হইল? নীচাশয়! তুই না আমাকে বধ করিয়া হত রাক্ষসদিগের স্ত্রীপুত্রের অশ্রুজল মোচন করিতে চাহিয়াছিলি? যাহা হউক, দুরাচার! আমি আজ তোকে বধ করিয়া পৃথিবীর ভার দূর করিব। তুই আমার শরে ছিন্নমস্তক হইলে, আজ বসুন্ধরা দেবী তোর সফেণ উষ্ণশোণিত পান করিয়া পরিতৃপ্ত হইবেন। আজ তুই মহানিদ্রায় শয়ন করিলে দণ্ডকারণ্যবাসী নিরাশ্রয় তপস্বীগণ নির্ভয়ে বিচরণ করিতে পারিবেন। আজ ভীমদর্শনা রাক্ষসীরা ভীত হইয়া বাষ্পাকুল বদনে দীনভাবে পলায়ন করিবে। তুই যাহাদিগের পতি সেই সকল উপযুক্ত কুলোদ্ভবা পত্নীরা স্বামীহীন হইয়া হাহাকার করিতে থাকিবে। নৃশংস, ব্রাহ্মণঘাতক! নির্দ্দোষী তপস্বীরা এতকাল তোরই জন্য নির্ভয়ে হোম ও পরমব্রহ্মের উপাসনা

করিতে পারেন নাই। তুই তাঁহাদের প্রতি যে সকল অত্যাচার করিয়াছিস্ তাহা মনে করিলেও পাপ হয়। এক্ষণে তোর সেই সমস্ত ঘোর পাপের প্রায়শ্চিত্ত কাল উপস্থিত। আর বিলম্ব নাই। শীঘ্র মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হও।" এই কথা বলিতে বলিতে রামচন্দ্রের ক্রোধ প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল, তিনি আর কিছুই বলিতে পারিলেন না।

রামচন্দ্রের এই কথা শুনিয়া রাক্ষস ক্রোধে কর্কশস্বরে কহিতে লাগিল, "রাম! তুই যেরূপ গর্ব্বিত সেইরূপ নির্ব্বোধ, নতুবা ভয়ের কারণ সত্ত্বেও তোর্ ভয় হইতেছে না কেন। লোকে বলে মৃত্যুকাল উপস্থিত হইলে মনুষ্যের বাচ্যাবাচ্য জ্ঞান থাকে না, যাহাদের আয়ুঃ শেষ হইয়া আইসে বুদ্ধির ক্ষীণতা বশতঃ তাহারা কোন কার্য্যাকার্য্য বিচার করিতে পারে না। তোর আচরণ দেখিয়া আমার সে কথা সত্য বলিয়া বোধ হইতেছে, নতুবা তোর এরূপ কুবুদ্ধি ঘটিবে কেন? যাহা হউক, আমি এখনি তোর আস্পর্দ্ধা দূর করিতেছি।" এই বলিয়া রাক্ষস ক্রোধে ভ্রুকুটি বিস্তার পূর্ব্বক চতুর্দ্দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে লাগিল, এবং অদূরে এক বৃহৎ শালবৃক্ষ দেখিয়া ওষ্ঠ দংশন পূর্ব্বক সবলে উৎপাটন করিয়া এক ভীষণ চীৎকার করিয়া উঠিল। অনন্তর সেই প্রকাণ্ড বৃক্ষ মহাবেগে রামচন্দ্রের প্রতি নিক্ষেপ করিয়া কহিল, "দুর্ব্বল মনুষ্য! তুই এইবার মরিলি।" রামচন্দ্র সেই শালবৃক্ষ বেগে আসিতেছে দেখিয়া সুতীক্ষ্ণ শরজালে অন্তরীক্ষেই উহাকে ছেদন করিলেন এবং অত্যন্ত ক্রোধভরে খরের বধার্থ প্রবৃত্ত হইলেন। তাঁহার সর্ব্বাঙ্গে স্বেদ বিন্দু

দেখা দিল এবং নয়ন আরক্ত হইল। তিনি দুরাত্মা রাক্ষসের উপরি অনবরত বাণ বর্ষণে প্রবৃত্ত হইলেন। খরের দেহ হইতে প্রস্রবণের ন্যায় সফেণ উষ্ণশোণিত নির্গত হইতে লাগিল। সে প্রহারে বিহ্বল এবং রুধির গন্ধে উন্মত্ত হইয়া দ্রুতপদে রামচন্দ্রের অভিমুখে ধাবমান হইল। মহাবীর রামচন্দ্র রাক্ষসকে রক্তাক্তদেহে ক্রোধভরে নিকটে আসিতে দেখিয়া দুই তিন পদ অপসৃত হইলেন এবং দ্বিতীয় ব্রহ্মাস্ত্রের ন্যায় ইন্দ্রপ্রদত্ত অগ্নিতুল্য এক শর ধনুকে যোজনা করিয়া খরের প্রতি নিক্ষেপ করিলেন। সেই কালপাশ তুল্য শর নিক্ষিপ্ত হইবা মাত্র মহাবেগে রাক্ষসের বক্ষঃস্থলে পতিত হইল। খর সেই শরাগ্নিতে দগ্ধ হইয়া শ্বেতারণ্যে রুদ্রের নেত্রাগ্নিতে দগ্ধ অন্ধকের ন্যায়, বজ্রাহত বৃত্রাসুরের ন্যায় এবং ফেণনিহত নমুচির ন্যায় রণক্ষেত্রে শয়ন করিল।

খরের মৃত্যু দর্শনে চারণসহ দেবগণ মহানন্দে দুন্দুভিধ্বনি এবং রামচন্দ্রের উপরি পুষ্পবৃষ্টি করিতে লাগিলেন, এবং কহিতে লাগিলেন "কি আশ্চর্য্য! রামচন্দ্র একাকী হইয়াও মুহূর্ত্তমধ্যে চতুর্দ্দশ সহস্র রাক্ষস ও খর দূষণকে অনায়াসে বধ করিলেন। ইঁহার কি অসামান্য বীর্য্য! কি অসীম পরাক্রম! আজি জানিলাম ইনি মনুষ্য হইয়াও শক্তিতে ভগবান বিষ্ণু অপেক্ষা কোন অংশে ন্যূন নহেন।" দেবগণ এইরূপে রামচন্দ্রের ভূয়সী প্রশংসা করিতে করিতে দিব্য বিমানে আরোহণ পূর্ব্বক স্ব স্ব লোকে প্রস্থান করিলেন।

অনন্তর অগস্ত্য প্রভৃতি মহর্ষিগণ রামচন্দ্রের নিকটে

আসিয়া আহ্লাদ সহকারে কহিতে লাগিলেন, "বৎস! অদ্য তোমার এই অদ্ভুত কার্য্য অবলোকন করিয়া আমরা যে কতদূর বিস্মিত ও আহ্লাদিত হইয়াছি, তাহা আর কি বলিব। দেবরাজ ইন্দ্র এই নিমিত্তই শরভঙ্গের পবিত্র আশ্রমে আসিয়াছিলেন, এবং এই নিমিত্তই আশ্রম দর্শন প্রসঙ্গে মহর্ষিরা তোমাকে এই স্থানে আনয়ন করিয়াছেন। তুমি আজ আমাদের বহুকালের আশা পূর্ণ করিয়াছ। দণ্ডকারণ্য আজি হইতে নিরুপদ্রব হইল। এক্ষণে মহর্ষিরা এই অরণ্যে স্বচ্ছন্দে বিচরণ ও ধর্ম্মোপার্জ্জন করিতে পারিবেন। রামচন্দ্র! আশীর্ব্বাদ করি তোমার মঙ্গল হউক।" এই বলিয়া মহর্ষিগণ নিজ নিজ আশ্রমে গমন কবিলেন।

অনন্তর মহাবীর লক্ষ্মণ জানকীর সহিত গুহা হইতে বহির্গত হইয়া রামচন্দ্রের নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং আনন্দভরে অগ্রজের চরণে প্রণাম করিলেন। রামচন্দ্রও স্নেহভরে তাঁহাকে আলিঙ্গন করিলেন এবং জয়শ্রী ও জানকীর সহিত মিলনে অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিয়া আশ্রমে প্রবিষ্ট হইলেন। তৎকালে রামচন্দ্র অসংখ্য রাক্ষস বধ করিয়াও অক্ষত শরীরে আছেন দেখিয়া সীতাদেবীর আর আনন্দের সীমা রহিল না। তিনি হর্ষ বিস্ফারিতনেত্রে পুনঃ পুনঃ প্রিয়পতিকে আলিঙ্গন ও চুম্বন করিতে লাগিলেন।

ত্রিংশ সর্গ।

রাবণের যুদ্ধসম্বাদ প্রাপ্তি।

জনস্থানের ভয়ঙ্কর যুদ্ধে অকম্পন নামক একটী মাত্র রাক্ষস পরিত্রাণ পাইয়াছিল। সমুদায় রাক্ষস নিহত হইলে সে সত্বর লঙ্কায় গিয়া রাবণের নিকট উপস্থিত হইয়া কহিল, "রাক্ষসনাথ! আর কি বলিব, আপনার জনস্থান শূন্য হইয়াছে। সেই অসংখ্য ভীমপরাক্রম রাক্ষস এবং আপনার ভ্রাতা খরও নিহত হইয়াছেন। কেবল আমিই বহুকষ্টে পরিত্রাণ পাইয়া আপনার নিকট আসিয়াছি।" রাবণ সহসা এই শোকাবহ সম্বাদ শ্রবণে নিতান্ত ব্যথিত এবং ক্রোধে আরক্তলোচন হইয়া কহিতে লাগিল, "সে কি অকম্পন! কালসর্পের মস্তকে হস্তপ্রদানের ন্যায়, কে আজ মৃত্যুকামনায় আমার জনস্থান নষ্ট করিল? এ সুখময় সংসার পরিত্যাগ করিতে কোন্ নির্ব্বোধের ইচ্ছা হইল? কি ইন্দ্র, কি কুবের, কি যম, কি বিষ্ণু আমার অপকার করিয়া কেহই পরিত্রাণ পাইতে পারে না। আমি ক্রুদ্ধ হইলে অগ্নিকেও দহন করিতে পারি, কালান্তক কালকেও সংহার করিতে পারি, মৃত্যুকেও মৃত্যুমুখে পাতিত করিতে পারি। অধিক কি আমি নিজবেগে বায়ুর বেগ রোধ করিতে পারি, নিজতেজে সূর্য্যকেও ভস্মসাৎ করিতে পারি। অকম্পন! শীঘ্র বল আজ কাহাকে আমার এ ভীষণ ক্রোধানলে আহুতি প্রদান করিব।"

অকম্পন রাবণের এইরূপ ক্রোধ দর্শনে ভয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে কৃতাঞ্জলিপুটে সভয়ে বলিতে লাগিল, "লঙ্কেশ্বর! জনস্থানে এক অশ্রুতপূর্ব্ব বীরপুরুষ আগমন করিয়াছে। শুনিলাম সে ক্ষত্রিয়, রাজা দশরথের পুত্র, নাম রাম। সে শ্যামবর্ণ সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর ও যুবা। তাহার স্কন্ধদেশ উন্নত, বাহুদ্বয় সুদীর্ঘ। বিক্রমে বোধ হয় ত্রিভুবনে কেহই তাহার তুল্য হইতে পারে না। রাক্ষসনাথ! খর, দূষণ ও চতুর্দ্দশ সহস্র রাক্ষস তাহারই হস্তে বিনষ্ট হইয়াছে।"

অকম্পনের এই কথা শুনিয়া রাবণ ক্রোধে কালসর্পের ন্যায় দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিতে ফেলিতে কহিল, "অকম্পন! রাম কি একাকী আসিয়াছে না ইন্দ্র ও অন্যান্য দেবগণ তাহার সঙ্গে আছে?" অকম্পন কহিল, "মহাবাহু! রাম মনুষ্য, কিন্তু দিব্যাস্ত্রসম্পন্ন, মহাতেজা এবং পৃথিবীতে যত ধনুর্দ্ধর আছে তাহাদের সকলের শ্রেষ্ঠ। তাহার সঙ্গে লক্ষ্মণ নামে তাহারই এক ভ্রাতা আছে। সেও বিক্রমে রামেরই তুল্য। তাহার চক্ষু রক্তবর্ণ, মুখশ্রী পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় সুন্দর এবং স্বর দুন্দুভির ন্যায় গম্ভীর। এই মহাবীর ভ্রাতাদ্বয়ের সংযোগ অগ্নি ও বায়ুর সংযোগের ন্যায় ভয়ঙ্কর। লঙ্কেশ্বর! রামের সহিত যে দেবগণ নাই তাহা আমি নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারি। আমি স্বচক্ষে দেখিয়াছি রাম একাকী শরনিক্ষেপ করিয়াছে। তাহার শর সকল যে কিরূপ ভয়ঙ্কর তাহা আর কি বলিব। ঐ সমস্ত স্বর্ণভূষিত শর নিক্ষিপ্ত হইবামাত্র পঞ্চমুখ সর্প হইয়া রাক্ষসদিগকে গ্রাস করিয়া ফেলিল। রাক্ষসেরা প্রাণভয়ে যে দিকে পলায়ন করে সেই দিকেই

দেখিতে পায়, রাম ধনুর্ব্বাণ হস্তে সেই কালপাশতুল্য বাণ সকল নিক্ষেপ করিতেছে। রাক্ষসনাথ! নিশ্চয় বলিতেছি রাম একাকীই আপনার জনস্থান বিনষ্ট করিয়াছে।”

অকম্পনের এই কথা শুনিয়া রাবণ কহিল, “অকম্পন! তবে আর বিলম্বে প্রয়োজন নাই, আমি এখনই জনস্থানে গিয়া রাম লক্ষ্মণ উভয়কেই বিনাশ করিতেছি।” অকম্পন পুনরায় কহিতে লাগিল, “রাক্ষসনাথ! আগে শত্রুর বল পরীক্ষা না করিয়া যুদ্ধার্থ সাহস করা উচিত নহে। রামের যে কি অলৌকিক বীর্য্য তাহা আমি বলিতেছি শ্রবণ করুন্। সে ক্রুদ্ধ হইলে অস্ত্রবলে নিতান্ত অসাধ্য কার্য্যও সাধন করিতে পারে। সে শরজালে বেগবতী স্রোতস্বতীর স্রোত ফিরাইতে পারে, গ্রহনক্ষত্রযুক্ত নভোমণ্ডলকে ছিন্ন ভিন্ন করিতে পারে, পৃথিবীকে রসাতলে প্রেরণ করিতে পারে, মহাসাগরের বেলাভূমি ভেদ করিয়া সমস্ত লোক প্লাবিত করিতে পারে, সমুদ্র এবং বায়ুরও বেগ রোধ করিতে পারে। অধিক কি সে শরজালে সমস্ত জগৎ সংহার করিয়া পুনরায় সৃষ্টি করিতে পারে। লঙ্কেশ্বর! আমি নিশ্চয়ই বলিতেছি আপনি সমস্ত রাক্ষসের সহিত একত্র হইলেও কদাচ তাহাকে রণে পরাস্ত করিতে পারিবেন না। কেবল আপনি কেন, সমস্ত দেব, অসুর ও রাক্ষসেরা তাহাকে বধ করিতে পারে না। কিন্তু আমি তাহার বিনাশের এক সহজ উপায় বলিতেছি মনোযোগ পূর্ব্বক শ্রবণ করুন্। তাহার সীতা নামে একটী পরমাসুন্দরী ভার্য্যা আছে। সে রত্নভূষিতা, পূর্ণযৌবনা ও অসামান্য রূপলাবণ্যবতী। তাহার ভুবনমোহন রূপ দর্শন

করিলে মুনিরও মন ভুলিয়া যায়। রাক্ষসনাথ! মানুষীর কথা দূরে থাকুক, কি দেবী, কি গন্ধর্ব্বী, কি অপ্সরা কেহই তাহার পদতলেও স্থান পাইবার যোগ্যা নহেন। মহারাজ! যদি অপমানের প্রতিশোধ লইবার ইচ্ছা থাকে, যদি রামকে বিনাশ করিবার ইচ্ছা থাকে, যদি নিজের জীবন চরিতার্থ করিবার ইচ্ছা থাকে, তাহা হইলে আমার পরামর্শ শুনুন্। রামকে কোনরূপে ভুলাইয়া তাহার সেই রমণীরত্ন অপহরণ করিয়া আনুন্। তাহা হইলে সে নিশ্চয়ই শোকে প্রাণ-ত্যাগ করিবে।"

অকম্পনের এই পাপপরামর্শ রাবণের সঙ্গত বোধ হইল। সে কিয়ৎকাল চিন্তা করিয়া কহিল, "অকম্পন! উত্তম পরামর্শ দিয়াছ। আমি অদ্যই, কেবল মাত্র সারথিকে সঙ্গে করিয়া জনস্থানে গমন করিব এবং সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী সীতাকে অপহরণ করিয়া মহানন্দে লঙ্কায় আনয়ন করিব"। এই বলিয়া দশানন গর্দ্দভযোজিত উজ্জ্বল রথে আরোহণ পূর্ব্বক সমস্তদিক উদ্ভাসিত করিয়া আকাশ পথে গমন করিতে লাগিল। সঞ্চরণশীল জলদখণ্ডে চন্দ্রের যেরূপ শোভা হয়, তৎকালে সেই রথেরও সেইরূপ শোভা হইয়াছিল।

কিয়ৎকাল পরে রাবণ তাড়কানন্দন মারীচের আশ্রমে উপস্থিত হইল। মারীচ অকস্মাৎ রাবণকে সমাগত দেখিয়া পাদ্য অর্ঘ্য ও আসন প্রদান পূর্ব্বক রাক্ষসোপযোগী ভক্ষ্য ও ভোজ্য দ্বারা তাহার পূজা করিয়া কহিতে লাগিল, "লঙ্কেশ্বর! তোমার সর্ব্বাঙ্গীন্ কুশল ত? রাক্ষসদিগের ত

কোন অমঙ্গল হয় নাই ? অকস্মাৎ তোমাকে আগত দেখিয়া আমার মনে নানাপ্রকার আশঙ্কা হইতেছে।”

এই কথা শুনিয়া রাবণ কহিল, “মারীচ ! দুঃখের কথা আর কি বলিব, আমার জনস্থান শূন্য হইয়াছে ! খর, দূষণ এবং চতুর্দ্দশ সহস্র রাক্ষস রাম নামক এক ক্ষত্রিয়ের শরে বিনষ্ট হইয়াছে। আমি অদ্য এই ঘোর অপমানের প্রতিশোধ লইতে যাইতেছি। আমি মনে করিয়াছি সীতা নামক রামের সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী পত্নীকে হরণ করিব। মারীচ ! তোমাকে আমার এ বিষয়ে সাহায্য করিতে হইবে।”

মারীচ রামচন্দ্রকে বিশেষরূপ জানিত। সে রাবণের মুখে এই কথা শুনিয়া কহিল, “সর্ব্বনাশ! লঙ্কেশ্বর ! তোমাকে এ পরামর্শ কে দিল ? রাক্ষসকুলের উচ্ছেদ করিবার জন্য কোন মিত্ররূপী পরম শত্রু তোমার নিকট সীতার কথা উত্থাপন করিল। রাক্ষসনাথ ! তুমি সুখে নিদ্রা যাইতেছিলে, কোন শত্রু সময় পাইয়া তোমার মস্তকে পদাঘাত করিল। আমি নিশ্চয় বলিতেছি, যে তোমাকে এ কুকার্য্যে প্রবৃত্ত করিয়াছে, যে তোমাকে সীতা হরণের পরামর্শ দিয়াছে, সে তোমার সর্ব্বাপেক্ষা ভয়ঙ্কর শত্রু, সে তোমার দ্বারা কালসর্পের দন্ত উৎপাটন করিতে চাহে। রাক্ষসনাথ ! তুমি রামকে জাননা বলিয়াই এ দুরভিসন্ধি করিয়াছ। রাম উন্মত্ত হস্তী স্বরূপ। বিশুদ্ধবংশ তাহার শুণ্ড, প্রচণ্ড তেজ তাহার মদবারি, সুদীর্ঘ বাহুদ্বয় তাহার বিশাল দন্ত। সেই মত্ত হস্তীর সহিত যুদ্ধ করা দূরে থাকুক, তুমি তাহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিতেও সমর্থ নহ। রাম মহাবল সিংহ স্বরূপ।

রণস্থলে সদর্পে ভ্রমণ তাহার অঙ্গসন্ধি ও কেশর, সুতীক্ষ্ণ শর তাহার ভীষণ দন্ত, রণচতুর রাক্ষস তাহার ভক্ষ্য মৃগ। সেই সিংহ নিদ্রিত আছে তুমি আপনা হইতে তাহাকে জাগরিত করিও না। রাম উজ্জ্বল সমুদ্র স্বরূপ। শরাসন তাহার নক্র, ভুজবেগ তাহার পঙ্ক, শরজাল তাহার তরঙ্গলহরী, তুমুল সংগ্রাম তাহার জল। সেই অপার সমুদ্রে ঝাঁপ দিয়া প্রাণ হারাইও না। রাক্ষসনাথ! এখনও ক্ষান্ত হও। লঙ্কায় ফিরিয়া গিয়া আপনার সুন্দরী ভার্য্যাগণকে লইয়া সুখে কাল-যাপন কর। রামচন্দ্রও সীতার সহিত মহাসুখে অরণ্য মধ্যে বিচরণ করুন্।"

এই বলিয়া মারীচ ক্ষান্ত হইল। রাবণও তাহার সদুপ-দেশ শিরোধার্য্য করিয়া লঙ্কায় প্রত্যাগমন করিল।

একত্রিংশ সর্গ।

শূর্পণখার লঙ্কায় আগমন।

খর, দূষণ এবং ভীম পরাক্রম চতুর্দ্দশ সহস্র রাক্ষস একাকী রামচন্দ্রের হস্তে নিহত হইলে নিশাচরী শূর্পণখা বিষম শোকে বিহ্বল হইয়া উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিতে লাগিল। অনন্তর কিঞ্চিৎ শান্ত হইয়া রামচন্দ্রের এই দুষ্কর কার্য্যের বিষয়

চিন্তা করতঃ উদ্বিগ্নচিত্তে লঙ্কায় গমন করিল। সে তথায় গমন করিয়া দেখিল মহাতেজা রাবণ স্বর্ণালঙ্কার ধারণ এবং উজ্জ্বল পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া সূর্য্যের ন্যায় উজ্জ্বল এক স্বর্ণাসনে উপবিষ্ট হইয়া স্বর্ণবেদিগত প্রজ্বলিত হুতাশনের ন্যায় শোভা পাইতেছে। দেবরাজ নিকটে দেবগণের ন্যায় তাহার সম্মুখে অমাত্যগণ বসিয়া আছে। রাবণ পর্ব্বতাকার এবং কৃতান্তের ন্যায় ভয়ঙ্কর। তাহার বিংশতি হস্ত, দশ গ্রীবা, মুখ বৃহৎ ও ব্যাদিত, বক্ষঃস্থল বিশাল, অঙ্গে রাজচিহ্ন বিরাজমান, কান্তি স্নিগ্ধ বৈদূর্য্যমণির ন্যায়, বাহু সুদীর্ঘ এবং দশনশ্রেণী শুভ্র। তাহার বিক্রমের সীমা ছিল না। কি দেব, কি গন্ধর্ব্ব, কি ভূত, কি ঋষি কেহই কখন তাহাকে রণে পরাজয় করিতে পারেন নাই। দেবাসুর যুদ্ধে ইন্দ্রের বজ্রের, বিষ্ণুর সুদর্শন চক্রের, অন্যান্য দেবগণের নানা প্রকার অস্ত্র-শস্ত্রের এবং ঐরাবতের দন্তাঘাতের চিহ্ন তাহার শরীরের নানা স্থানে বিদ্যমান ছিল। সে ইচ্ছা করিলে সমুদ্রকেও বিলোড়ন করিতে পারিত, পর্ব্বতকেও উৎপাটন করিতে পারিত এবং সমস্ত দেবগণকেও মর্দ্দন করিতে পারিত। দুরাত্মার পাপচিত্ত সর্ব্বদা পরস্ত্রী হরণ, ব্রহ্মহত্যা, যজ্ঞনাশ প্রভৃতি পাপকার্য্যে রত ছিল। সে পাতালে ভোগবতী নগরীতে গমন করিয়া সর্পরাজ বাসুকীকে পরাজয় পূর্ব্বক তক্ষকের প্রিয় ভার্য্যাকে হরণ করিয়া আনিয়াছিল। কৈলাসাধিপতি কুবেরকে পরাজয় করিয়া তাঁহার সুপ্রসিদ্ধ কামগামী পুষ্পক-রথ গ্রহণ করিয়াছিল এবং ক্রোধে উদ্দীপ্ত হইয়া চিত্ররথ কাননে প্রবেশ পূর্ব্বক তত্রস্থ সুরম্য সরোবর

এবং মনোহর নন্দন বন নষ্ট করিয়াছিল। দুরাত্মা ক্রুদ্ধ হইলে বাহুবলে চন্দ্র সূর্য্যেরও গতি রোধ করিতে পারিত। রাবণ পূর্ব্বে নিবিড় অরণ্য মধ্যে দশ সহস্র বৎসর কঠোর তপস্যা করিয়া অবশেষে ভগবান ব্রহ্মাকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য আপনার দশ মুণ্ড উপহার প্রদান করিয়াছিল। অনন্তর ব্রহ্মা প্রসন্ন হইয়া তাহাকে মনুষ্য ব্যতীত দেব, দানব, গন্ধর্ব্ব, পিশাচ, পক্ষী, সর্প প্রভৃতি সকল প্রাণী হইতে অভয় প্রদান করেন। পাপাত্মা সহসা ঋষিদিগের যজ্ঞস্থলে উপস্থিত হইয়া বলপূর্ব্বক সোমরস পান করিত। সে সর্ব্বদা লোকের অনিষ্ট চিন্তা করিত। অধিক কি তাহার পরাক্রম অসীম, আচার সর্ব্বলোক ভয়াবহ এবং স্বভাব যারপর নাই ক্রূর ও কর্কশ ছিল।

নিশাচরী শূর্পণখা শোকে, ক্রোধে ও লজ্জায় বিহ্বল হইয়া সভাস্থলে গিয়া উপস্থিত হইল।

দ্বাত্রিংশ সর্গ।

শূর্পণখার রাবণকে ভর্ৎসনা।

শূর্পণখা সভায় উপস্থিত হইয়া অমাত্যগণ সমক্ষে রাবণকে অতি কঠোর বাক্যে ভর্ৎসনা করিতে করিতে কহিতে লাগিল,

"লঙ্কেশ্বর! তুমি যে বড় সুখে নিদ্রা যাইতেছ? একবার চক্ষু উন্মীলন করিয়া দেখ, কি সর্ব্বনাশ উপস্থিত হইয়াছে! এরূপ করিলে যে তোমার রাজ্য ছারখার হইবে। যে রাজা ইন্দ্রিয় সুখভোগে মত্ত হইয়া প্রজাদিগের প্রতি দৃষ্টিপাত না করে তাহার মঙ্গল কোথায়? যে রাজা কার্য্যকালে নিশ্চিন্ত হইয়া বসিয়া থাকে তাঁহার রাজ্য, ধন, প্রাণ সমস্তই নষ্ট হয়। যে সর্ব্বদা দূতদ্বারা রাজ্যের অবস্থার পর্য্যবেক্ষণ না করে, যাহার দর্শন পাওয়াও কঠিন, এরূপ রাজাকে বিপদ-কালে প্রজাগণ পঙ্কে মগ্ন হস্তীর ন্যায় ফেলিয়া পলায়ন করে। তুমি নিতান্ত চপল স্বভাব। এই বিস্তৃত রাজ্য মধ্যে তোমার একটী দূত নাই। দেব, দানব, গন্ধর্ব্ব প্রভৃতি সকলের সহিত বিগ্রহ বাধাইয়া তুমি যে কি প্রকারে এরূপ নিশ্চিন্ত থাক বুঝিতে পারি না। রাবণ! তুমি বালক ও অত্যন্ত নির্ব্বোধ। রাজার যাহা অবশ্য জ্ঞাতব্য তাহাও তুমি জান না। তোমার রাজা হওয়াই উচিত হয় নাই। যে রাজার দূত, ধনাগার এবং নীতি সমস্তই পরায়ত্ত তাহার সহিত একজন সামান্য লোকের প্রভেদ কি? রাজারা দূতদ্বারা অত্যন্ত দূরদেশের সম্বাদ জানিতে পারেন, এজন্য রাজাকে দূরদর্শী বলিয়া থাকে। তুমি কতকগুলি নির্ব্বোধ মন্ত্রীর পরামর্শ গ্রহণ কর, কোন স্থানেই তোমার দূত নাই। এই জন্যই আত্মীয় বন্ধু পরিপূর্ণ সোণার জনস্থান একেবারে ধ্বংস হইয়া গেল, তুমি জানিতেও পারিলে না। হায়! রাম একাকী খর, দূষণ এবং ভীমপরাক্রম চতুর্দ্দশ সহস্র রাক্ষসকে বধ করিয়া জন-স্থান ছারখার করিল, দণ্ডকারণ্যবাসী ঋষিদিগকে অভয় প্রদান

করিল, আর তুমি নিশ্চিন্ত হইয়া নিদ্রা যাইতেছ। যে রাজা সর্ব্বদা ইন্দ্রিয়াসক্ত, প্রমত্ত, গর্ব্বিত ও শঠ, প্রজারা তাহার বিপদে সাহায্য করে না। যে রাজা আত্মাভিমানী সে সকলের অগ্রাহ্য, বিপদকালে সমস্ত আত্মীয় স্বজনও তাহার বিনাশের চেষ্টা করে। তাহারা রাজার কোন কার্য্যই করে না, রাজা ভয় প্রদর্শন করিলেও ভীত হয় না। এরূপ রাজাকে শীঘ্রই রাজ্যভ্রষ্ট দরিদ্র ও তৃণতুল্য অসার হইয়া থাকিতে হয়। রাজন্! শুষ্ক কাষ্ঠ, লোষ্ট্র এবং ধূলিতেও কোন না কোন কার্য্য হয়, কিন্তু রাজ্যভ্রষ্ট রাজার দ্বারা কোন কিছুই হয় না। যেমন পরিত্যক্ত জীর্ণ বস্ত্র এবং পদদলিত পুষ্পমাল্য সকলের হেয় হইয়া থাকে, রাজ্যভ্রষ্ট রাজাও সেইরূপ। কিন্তু লঙ্কেশ্বর! যে রাজা সাবধান, রাজ্যের সকল ঘটনার অভিজ্ঞ, কৃতজ্ঞ জিতেন্দ্রিয় ও ধার্ম্মিক তাহার কখন পতন হয় না। যে রাজার চক্ষু নিদ্রিত হইলেও নীতিনেত্র জাগরূক থাকে, যাহার ক্রোধ বা প্রসাদ কখন নিষ্ফল হয় না, এরূপ রাজাকে লোকে ভয় ও ভক্তি করে। রাজন্! এই সমস্ত গুণের একটীও তোমাতে নাই, থাকিলে জনস্থানের এই সর্ব্বনাশের কথা এতদিন অবগত হইতে। তুমি যেরূপ বুদ্ধিহীন, ইন্দ্রিয়াসক্ত ও দেশ, কাল, পাত্রে অনভিজ্ঞ, তাহাতে আমি নিশ্চয়ই বলিতেছি তোমার পতনকাল নিকট হইয়াছে।"

ত্রয়স্ত্রিংশ সর্গ।

শূর্পণখার রাবণকে সীতাহরণে উৎসাহপ্রদান।

রাক্ষসী এইরূপ কঠোর বাক্য বলিয়া ক্ষান্ত হইলে পর রাবণ সভামধ্যে কিয়ৎকাল চিন্তা করিতে লাগিল। অনন্তর ক্রোধে উদ্দীপ্ত হইয়া কহিল, "শূর্পণখে! রাম কে? তাহার বলবীর্য্য কেমন? আকার প্রকার কিরূপ? সে কিজন্যই বা দুর্গম দণ্ডকারণ্যে আগমন করিয়াছে? তাহার যে অস্ত্রে খর, দূষণ ও ভীমপরাক্রম চতুর্দ্দশ সহস্র রাক্ষস নিহত হইয়াছে, সে অস্ত্রই বা কেমন? তোমাকে এরূপ বিরূপই বা কে করিল? শীঘ্র আমার সমস্ত কথার উত্তর দাও।"

রাবণ এই সমস্ত কথা জিজ্ঞাসা করিলে শূর্পণখা ক্রোধে কাঁপিতে কাঁপিতে কহিল, "লঙ্কেশ্বর! রাম ক্ষত্রিয়, রাজা দশরথের পুত্র। তাহার রূপ কন্দর্পের ন্যায়, বাহুদ্বয় দীর্ঘ, চক্ষু বিশাল এবং পরিধেয় কৃষ্ণ মৃগচর্ম্ম। তাহার বলবিক্রমের কথা আর কি বলিব, সে ইন্দ্রধনুতুল্য স্বর্ণভূষিত ধনুক আকর্ষণ পূর্ব্বক রণস্থলে ভীষণ সর্পের ন্যায় প্রদীপ্ত নারাচ সকল নিক্ষেপ করে। রাম যে কখন্ তূণীর হইতে শর গ্রহণ করে, কখন্ তাহা ধনুকে যোজনা করে, কখনই বা শরাসন আকর্ষণ পূর্ব্বক তাহা নিক্ষেপ করে, তাহার কিছুই দেখিতে পাওয়া যায় না। কেবল এইমাত্র দেখিতে পাওয়া যায় যে, ইন্দ্র যেরূপ শিলাবৃষ্টিদ্বারা শস্যনাশ করেন, সেইরূপ রাম অনবরত শরবর্ষণ দ্বারা রাক্ষসদিগকে সংহার করিতেছে। তাহার পরাক্রমের কথা আর অধিক কি বলিব। সেই মহাবল

চতুর্দ্দশ সহস্র রাক্ষসকে সে মুহূর্ত্তমধ্যে বিনাশ করিয়া ঋষিদিগকে অভয় প্রদান করিল। স্ত্রীবধে পাছে পাপস্পর্শ হয় এইজন্য সে কেবল আমাকে পরিত্যাগ করিয়াছে। কিন্তু আমার যে দশা হইয়াছে, ইহা অপেক্ষা আমার মৃত্যু শতগুণে ভাল ছিল।

"রাজন্! রামের সহিত লক্ষ্মণ নামে যে তাহার এক অনুগত ভ্রাতা আছে, সেও তাহার ন্যায় তেজস্বী, পরাক্রান্ত ও বুদ্ধিমান। লক্ষ্মণ রামের দক্ষিণ বাহু ও দ্বিতীয় প্রাণস্বরূপ। আরও সীতা নামে রামের এক ভার্য্যা সঙ্গে আছে। সে পতিব্রতা এবং রামের প্রিয়কার্য্যে সর্ব্বদা নিরত। রাক্ষসনাথ! তাহার রূপের কথা আর অধিক কি বলিব। তাহার নয়নযুগল বিশাল, বদন পূর্ণচন্দ্রের ন্যায়, বর্ণ তপ্তকাঞ্চন সদৃশ, নাসিকা উন্নত, কেশ সুদীর্ঘ ও চিক্কণ, নখগুলি রক্তিম ও উন্নত এবং মধ্যদেশ ক্ষীণ। সীতা সাক্ষাৎ কমলা, বনদেবীর ন্যায় বনবিভাগ সুশোভিত করিয়া আছে। কি দেবী, কি গন্ধর্ব্বী, কি যক্ষী, কি কিন্নরী তেমন রূপবতী রমণী ত্রিভুবনে আর কেহই নাই। সেই রমণীরত্ন যাহার অঙ্কলক্ষ্মী এবং সে যাহাকে প্রণয়ভরে হাসিতে হাসিতে আলিঙ্গন করে, সেই ধন্য, তাহারই জীবন সার্থক, সে পৃথিবীতে থাকিয়া ইন্দ্রাপেক্ষাও সুখী। অধিক কি, লঙ্কেশ্বর! সেই সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী, উন্নত জঘনা, উন্নত পয়োধরা রমণীরত্ন তোমারই উপযুক্ত ভার্য্যা এবং তুমিও তাহারই উপযুক্ত পতি। আমি তোমার জন্য তাহাকে আনিতে অনেক চেষ্টা করিয়াছিলাম, কিন্তু দুরাত্মা লক্ষ্মণ তাহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া

আমার এই দশা করিয়াছে। লঙ্কেশ্বর! তুমি যদি একবার সেই পূর্ণচন্দ্রাননাকে দেখ, তাহা হইলে আর কখন ভুলিতে পারিবে না। বুঝিবে যে সেই রমণী রত্নের সহিত তুলনায়, তোমার রাজ্য, ঐশ্বর্য্য সমস্তই বৃথা। এক্ষণে যদি আমার পরামর্শ শুনিতে চাও, যদি অক্ষয়দুর্ল্লভ রত্ন প্রাপ্ত হইয়া নিজের সার্থকতা করিতে চাও, তাহা হইলে আর বিলম্ব করিও না। এখনই জনস্থানে গিয়া, রাম ও লক্ষ্মণকে বিনাশপূর্ব্বক সীতাকে হরণ করিয়া আন। লঙ্কেশ্বর! জনস্থানের ধ্বংস, খর, দূষণ ও চতুর্দ্দশ সহস্র রাক্ষসের মৃত্যু এবং আমার অপমান এ সমস্তই তোমাকে জানাইলাম। আমি আর তোমাকে অধিক কিছু বলিতে ইচ্ছা করি না। এক্ষণে তোমার যাহা কর্ত্তব্য বিবেচনা হয় তাহাই কর।”

চতুস্ত্রিংশ সর্গ।

রাবণ ও মারীচের সমাগম।

শূর্পণখার মুখে এই লোমহর্ষণ ব্যাপার শ্রবণ করিয়া, রাবণ অমাত্যবর্গের সহিত পরামর্শ স্থির করিয়া প্রচ্ছন্ন বেশে রথাগারে গমন করিয়া সারথিকে শীঘ্র রথ প্রস্তুত করিতে বলিল। আদেশমাত্র সারথি উত্তম এক রথ সজ্জিত

করিয়া আনিল। সুবর্ণ নির্ম্মিত কামগামী রথ নানাবিধ রত্নে অলঙ্কৃত ছিল। স্বর্ণালঙ্কার ভূষিত পিশাচ বদন গর্দ্দভ সকল যোজিত থাকায় রথখানি অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিয়াছিল। রাবণ ঐ রথে আরোহণ করিয়া মেঘ গম্ভীরস্বরে চতুর্দ্দিক নিনাদিত করিয়া সাগরাভিমুখে গমন করিতে লাগিল। তৎকালে তাহার মস্তকোপরি শ্বেতছত্র ও উভয় পার্শ্বে শ্বেত চামর শোভা পাইতেছিল। দশানন নানাবিধ স্বর্ণ ও রত্নালঙ্কারে ভূষিত হইয়া সুদৃশ্য পরিচ্ছদ পরিধান পূর্ব্বক দশশৃঙ্গ পর্ব্বতের ন্যায় এবং বিদ্যুৎমালাযুক্ত বলাকা শোভিত মেঘের ন্যায় আকাশপথে গমন করিতে লাগিল।

রাবণ সাগরের তীরে উপনীত হইয়া দেখিল, তথায় মনোহর শৈলরাজী এবং বৃক্ষ সকল ফল পুষ্পে সুশোভিত রহিয়াছে। পঙ্কজশোভিত স্নিগ্ধ-সলিল সরোবর এবং বেদী সহিত পবিত্র আশ্রম সকল শোভা পাইতেছে। কোথাও কদলী বন, কোথাও নারিকেল বন, কোথাও বা শাল, তাল ও তমাল প্রভৃতি বৃক্ষশ্রেণী বিরাজ করিতেছে। শাখোপরি পক্ষিগণ মধুর স্বরে গান করিতেছে। নাগ, গন্ধর্ব্ব ও কিন্নরগণ দলে দলে ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেছে। কোথাও জিতেন্দ্রিয় সিদ্ধ ও চারণ এবং মহর্ষিগণ তপশ্চরণ করিতেছেন। কোথাও বা ক্রীড়াশীল অপ্সরা ও সুন্দরী দেবরমণীগণ দিব্যাভরণ ও দিব্য মাল্য ধারণ করিয়া দলে দলে ক্রীড়া করিতেছে। এই স্থান অমৃতপায়ী দেব ও দানবদিগের বাসস্থান। সাগরের স্বচ্ছ ও স্নিগ্ধ বায়ু এই স্থানে সর্ব্বদা প্রবাহিত হইতেছে। স্থলে স্থলে হংস, ক্রৌঞ্চ প্রভৃতি জলচর পক্ষিগণ

কলরব করিয়া বেড়াইতেছে। যথা ইচ্ছা ভ্রমণশীল পাণ্ডুবর্ণ বিমান সকল এবং অসংখ্য অসংখ্য গন্ধর্ব্ব ও অপ্সরা রাবণের নয়নপথে পতিত হইতে লাগিল। রাবণ, চন্দন ও অগুরুর গন্ধে পরিপূর্ণ বন ও উপবন, সুগন্ধি ফল ও পুষ্পে শোভিত নানাবিধ বৃক্ষ ও গুল্ম দেখিতে পাইল, স্থানে স্থানে ধন ধান্যে পরিপূর্ণ স্ত্রীরত্নে পরিশোভিত, হস্তী ও অশ্ব সঙ্কুল নগরীও তাহার দৃষ্টিগোচর হইতে লাগিল।

রাক্ষসাধিপতি সমুদ্রের সুখস্পর্শ স্নিগ্ধ মারুত সেবন এবং এই সমস্ত অপূর্ব্ব দৃশ্য দর্শন করিতে করিতে কিয়দ্দূর গমন করিয়া এক বিশাল বটবৃক্ষ * দেখিতে পাইল। ঐ বটবৃক্ষ দূর হইতে দেখিতে মেঘাবলীর ন্যায় এবং উহার চতুর্দ্দিকে অসংখ্য অসংখ্য ঋষি তপঃসাধন করিতেছেন। ঐ বৃক্ষের শাখা প্রশাখা সকল চতুর্দ্দিকে শতযোজন বিস্তৃত।

রাবণ সাগরের তীরে সুভদ্র নামক ঐ বৃহৎ বটবৃক্ষ দেখিতে

* একদা মহাবল পক্ষীরাজ গরুড় এক বৃহৎ হস্তী ও কচ্ছপকে গ্রহণ পূর্ব্বক ভক্ষণার্থ এই বৃক্ষের এক শাখায় উপবেশন করিয়াছিলেন। গরুড় বসিবামাত্র ঐ শাখা ভগ্ন হইয়া গেল। নিম্নে বৈখানস, মাষ, বালখিল্য, মরিচিপ প্রভৃতি অসংখ্য মহর্ষি তপঃসাধন করিতেছিলেন। ঐ বৃহৎ শাখা পতনে, পাছে তাঁহাদের প্রাণ বিনষ্ট হয়, এই ভয়ে ধর্ম্মাত্মা গরুড় এক পদে ঐ শতযোজন বিস্তৃত বৃহৎ শাখা এবং অপর পদে গজ ও কচ্ছপকে গ্রহণ করিয়া বেগে গমন করিতে লাগিলেন এবং অন্তরীক্ষে ঐ বৃহৎকায় প্রাণীদ্বয়কে ভক্ষণ পূর্ব্বক ঐ শাখা নিক্ষেপদ্বারা নিষাদ দেশের উচ্ছেদ সাধন করিলেন। মহর্ষিদিগের প্রাণরক্ষা এবং নিষাদ দেশের উচ্ছেদ সাধন এই দুইটী কার্য্য সমাধা করিয়া পক্ষীরাজের আর আনন্দের সীমা রহিল না। হর্ষে তাঁহার বল দ্বিগুণতর বর্দ্ধিত হইল। গরুড়ের পূর্ব্ব হইতে বলপূর্ব্বক অমৃতাপহরণের ইচ্ছা ছিল। এক্ষণে এই কার্য্যে সাহসী হইয়া ইন্দ্রালয়ে গমন পূর্ব্বক লৌহজাল ছিন্ন ভিন্ন এবং রক্ষক ভেদ পূর্ব্বক অমৃত ভক্ষণ করিলেন।

পাইল। তখন সে পরপারে গমন করিয়া এক নিভৃত আশ্রমাভিমুখে গমন করিল। ঐ পবিত্র আশ্রম মধ্যে কৃষ্ণাজীন পরিধেয় জটাধারী মারীচ বাস করিত। রাবণ উপস্থিত হইবামাত্র মারীচ পাদ্য,অর্ঘ্য এবং উপযুক্ত ভক্ষ্য ভোজ্য দ্বারা তাহার পূজা করিয়া কহিল, "রাক্ষসনাথ! তোমার কুশল ত? তুমি পুনরায় এত সত্বর কি জন্য আমার নিকট আগমন করিলে?"

পঞ্চত্রিংশ সর্গ।

রাবণ ও মারীচের কথোপকথন।

রাবণ কহিল, "মারীচ! আমি বড় বিপদে পড়িয়াছি। বিপদে তুমিই আমার একমাত্র সহায়, একমাত্র বন্ধু। তুমি যদি এ সময়ে আমাকে উদ্ধার না কর, তাহা হইলে আমার আর অন্য উপায় নাই। মারীচ! তুমি ত আমার জনস্থানের সমস্ত বৃত্তান্তই অবগত আছ। সেখানে আমার ভ্রাতা খর, দূষণ, ত্রিশিরা এবং ভগিনী বাস করিত। আমার আদেশানুসারে মাংসাশী ত্রিশিরা এবং আরও চতুর্দ্দশ সহস্র ভীমপরাক্রম রাক্ষস তাহাদের সঙ্গে ছিল। ঐ সমস্ত রাক্ষস খরের অনুবর্ত্তী হইয়া ঋষি ভক্ষণ, ব্রহ্মহত্যা এবং

যজ্ঞনাশ প্রভৃতি সৎকার্য্যের দ্বারা রাক্ষসকুলের গৌরব বর্দ্ধন করিত। দুরাত্মা রাম হঠাৎ কোথা হইতে আসিয়া বিনা কারণে তাহাদিগের প্রাণনাশ করিল। হায়! দুঃখের কথা আর কি বলিব, রাম একাকী পদাতী হইয়া ভীমপরাক্রম চতুর্দ্দশ সহস্র রাক্ষসকে বধ করিয়া দণ্ডকারণ্যের ঋষিদিগকে অভয় প্রদান করিল। মারীচ! মনে করিয়া দেখ দেখি কি লজ্জার কথা। যে, রাজ্যাধিকারে অনুপযুক্ত বলিয়া তাহার পিতা তাহাকে ভার্য্যার সহিত রাজ্য হইতে দূর করিয়া দিল, সেই ক্ষুদ্র-প্রাণা ক্ষত্রিয়াধম হইতে আমাদের এত অপমান? মারীচ! দেখ দেখি দুরাত্মার প্রকৃতি কিরূপ নীচ। আমার সহিত তাহার কোন শত্রুতা নাই, তত্রাপি বলিতে লজ্জা করে, পাপিষ্ঠ আমার ভগিনীর নাসাকর্ণ ছেদন করিয়াছে। মারীচ! আমি অনেক সহ্য করিতে পারি, কিন্তু নীচাশয় মনুষ্যের নিকট আমি এ অপমান কিছুতেই সহ্য করিতে পারি না। আমি তাহাকে উপযুক্ত শাস্তি প্রদান করিব। আজি নিশ্চয়ই তাহার সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী ভার্য্যাকে অপহরণ করিয়া আনিব। মারীচ! তুমি এই কার্য্যে আমার সাহায্য কর। আমার মহাপরাক্রম ভ্রাতৃগণের সহিত তুমি আমার পার্শ্বে থাকিলে আমি কাহাকেও ভয় করি না। কি বাহ্যে, কি যুদ্ধে, কি দর্পে কেহই তোমার তুল্য নহে। বিশেষতঃ তুমি মায়াচতুর। আমি আরও এই জন্যই তোমার নিকট আসিয়াছি। এক্ষণে তোমাকে কি করিতে হইবে তাহা শ্রবণ কর। তুমি রজতবিন্দু চিত্রিত সুদৃশ্য স্বর্ণমৃগের রূপ ধারণ করিয়া রামের আশ্রমে গমন করিয়া সীতার সম্মুখে ইতস্ততঃ ভ্রমণ কর।

তাহা দেখিলে সীতা নিশ্চয়ই তোমাকে ধরিয়া দিবার জন্য রাম ও লক্ষ্মণকে অনুরোধ করিবে। পরে তাহারা তোমার পশ্চাৎ পশ্চাৎ আশ্রম পরিত্যাগ করিয়া গেলে, রাহু যেমন চন্দ্রপ্রভাকে গ্রাস করে, সেইরূপ আমি নিরুপদ্রবে সীতাকে হরণ করিব। অনন্তর প্রিয়তমা ভার্য্যার বিরহে রাম নিতান্ত কৃশ হইলে আমি তাহাকে অনায়াসে বধ করিতে পারিব।"

রাবণের এই পাপ পরামর্শ শুনিয়া মারীচের মুখ শুষ্ক হইয়া গেল। সে ভীত ও মৃতপ্রায় হইয়া শুষ্ক ওষ্ঠ লেহন করিতে করিতে কিয়ৎকাল অনিমিষনেত্রে রাবণের প্রতি এক দৃষ্টে চাহিয়া রহিল।

ষট্‌ত্রিশ সর্গ।

রাবণ ও মারীচের কথোপকথন।

মারীচ রামচন্দ্রের পরাক্রমের কথা বিশেষরূপ জ্ঞাত ছিল। সে কিয়ৎকাল বাক্‌শূন্য ও নিস্পন্দভাবে দণ্ডায়মান থাকিয়া পরে আপনার ও রাবণের মঙ্গলের জন্য কহিতে লাগিল, "রাক্ষসনাথ! নিরবচ্ছিন্ন প্রিয় কথা বলে এরূপ লোক অনেক পাওয়া যাইতে পারে, কিন্তু এ সংসারে অপ্রিয় ও হিতকর বাক্যের বক্তা ও শ্রোতা উভয়ই দুর্লভ। রাবণ!

এ বিস্তৃত রাজ্যে তুমি একটীও দূত প্রয়োগ কর না। সুতরাং মহাবীর রামচন্দ্রের যে কিরূপ অসামান্য বলবীর্য্য তাহা কিরূপে জানিবে। তুমি যে পাপ কার্য্যের পরামর্শ করিতেছ, তাহা শুনিলে রাম ক্রুদ্ধ হইয়া রাক্ষসবংশ সমূলে ধ্বংস করিবেন। হায়! সীতা কি তোমাকে সবংশে বিনাশ করিবার জন্যই জন্মগ্রহণ করিয়াছেন! আমি দেখিতেছি তাঁহার জন্য তোমাকে ঘোর বিপদে পড়িতে হইবে। রাবণ! তুমি নিজের স্বেচ্ছাচারিতা ও দুর্ব্বুদ্ধিতাতেই, এই মনোহর লঙ্কাপুরী, এই বিস্তৃত রাক্ষসবংশ সমস্তই ধ্বংশ করিবে। যে রাজা তোমার ন্যায় স্বেচ্ছাচারী দুঃশীল ও নির্ব্বোধ সে আত্মীয়, স্বজন, বন্ধুবান্ধব এবং অবশেষে আপনাকেও নষ্ট করে। তুমি কদাচ মনে করিও না যে, রামচন্দ্র রাজ্যাধিকারে অনুপযুক্ত বলিয়া তাহার পিতা তাঁহাকে রাজ্য হইতে দূর করিয়া দিয়াছেন। তাঁহার তুল্য উদারচেতা ধর্ম্মপরায়ণ ব্যক্তি পৃথিবীতে অতি বিরল। তাঁহার পিতা তাঁহার বিমাতার নিকট যে সত্য করিয়াছিলেন, রামচন্দ্র কেবল মাত্র সেই সত্যপালনের জন্য হস্তস্থিত রাজ্য, ঐশ্বর্য্য এবং সুখ পরিত্যাগ করিয়া দণ্ডকারণ্যে আসিয়াছেন। রাবণ! রামচন্দ্র নিষ্ঠুর, মুর্খ বা পাপাসক্তও নহেন। অধিক কি রামচন্দ্রকে মূর্ত্তিমান ধর্ম্ম বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। তুমি কেন তাঁহার উপর মিথ্যা দোষারোপ করিয়া অকারণ পাপপঙ্কে লিপ্ত হইতেছ। দেবরাজ ইন্দ্র যেরূপ দেবগণের প্রভু, তিনিও সেইরূপ এই পৃথিবীস্থ সকলেরই প্রভু। সীতা পতিব্রতা ও ধর্ম্ম সর্ব্বদাই তাঁহাকে রক্ষা করি-

তেছেন। সূর্য্যের প্রভা হরণ করা যেমন দুঃসাধ্য, সীতাদেবীকে হরণ করাও তদ্রূপ জানিবে। তুমি যে কিরূপে এই দুঃসাহসিক কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতেছ বুঝিতে পারি না। রাবণ! আমি তোমায় বলিতেছি শরজাল যাহার প্রবল শিখা, ধনুক ও সুতীক্ষ্ণ অসি যাহার ইন্ধন, সেই প্রজ্জ্বলিত রামরূপ অগ্নিতে সহসা প্রবেশ করিও না। তুমি এই বিস্তৃত রাজ্য এবং সুখ-ভোগ পরিত্যাগ করিয়া প্রাণ হারাইবার জন্য কেন সেই রাক্ষস-কুলের কৃতান্তের নিকট গমন করিতে উদ্যত হইয়াছ? সীতা যাঁহার পত্নী, তাঁহার তুল্য তেজস্বী ও পরাক্রান্ত আর কেহই নাই। তুমি কদাচ সীতাকে রামচন্দ্রের ক্রোড় হইতে অপহরণ করিয়া আনিতে পারিবে না। প্রদীপ্ত হুতাশনের শিখাতে হস্তক্ষেপ করা যেরূপ কঠিন, সিংহপরাক্রম রাম-চন্দ্রের প্রাণ অপেক্ষা প্রিয়তমা ভার্য্যা সীতার অঙ্গস্পর্শ করাও তদ্রূপ। রাক্ষসনাথ! কেন বৃথা চেষ্টা করিতেছ? এখনও নিবৃত্ত হও। রণে একবার রামচন্দ্রের সহিত সাক্ষাৎ হইলেই তোমাকে রাজ্য, সুখ, ধন, প্রাণ সমস্তই হারাইতে হইবে। রাবণ! তুমি লঙ্কায় ফিরিয়া যাও এবং তোমার সুবুদ্ধি ভ্রাতা বিভীষণ ও অন্যান্য অমাত্যগণের সহিত এ বিষয়ের মন্ত্রণা কর এবং এ কার্য্যের দোষ গুণ উত্তমরূপ বিবেচনা করিয়া যাহা যুক্তিসঙ্গত বোধ হয় তাহাই কর। রাক্ষসরাজ! আমার বিবেচনায় তোমার এ কার্য্যে প্রবৃত্ত হওয়া কখনই উচিত নয়। রামচন্দ্রের যে কি অসামান্য বীর্য্য, কি অলৌকিক পরা-ক্রম তাহা আমি বলিতেছি মনোযোগ পূর্ব্বক শ্রবণ কর।"

সপ্তত্রিংশ সর্গ।

মারীচ ও রাবণের কথোপকথন।

মারীচ কহিতে লাগিল, "রাবণ! আমি পূর্ব্বে সহস্র মত্ত হস্তীর বল ধারণ করিয়া সমস্ত প্রাণীর মনে ভয় উৎপাদন পূর্ব্বক পৃথিবীতে বিচরণ করিতাম। আমার দেহ পর্ব্বত তুল্য, বর্ণ নীলমেঘের ন্যায়, কর্ণে স্বর্ণ কুণ্ডল, মস্তকে কিরীট এবং হস্তে পরিঘ থাকিত। আমি দণ্ডকারণ্যে মহাসুখে ঋষিদিগের মাংস ভক্ষণ করিতাম। অনন্তর মহর্ষি বিশ্বামিত্র আমার উপদ্রবে ব্যতিব্যস্ত হইয়া রাজা দশরথের নিকটে গিয়া কহিলেন, রাজন্! মারীচ নামক রাক্ষস আমাদের প্রতি বড়ই অত্যাচার করিতেছে। দুরাত্মার উপদ্রবে আমাদের ধর্ম্মাচরণ করা কঠিন হইয়াছে। অতএব নিবেদন আপনার পুত্র রামচন্দ্র যজ্ঞস্থলে উপস্থিত থাকিয়া আমাদিগকে রক্ষা করেন।'

বিশ্বামিত্রের এই কথা শুনিয়া দশরথ কহিতে লাগিলেন, 'মহর্ষে! দেখুন্, রাম আমার বালক, তাহার বয়স এখন দ্বাদশ বর্ষও হয় নাই। এমন কি তাহার এ পর্য্যন্ত ভাল করিয়া অস্ত্রশিক্ষাই হয় নাই। রাম কিরূপে আপনার যজ্ঞ রক্ষা করিবেন। অতএব আপনি প্রসন্ন হউন্। আমি আমার সমস্ত সৈন্য সামন্তের সহিত স্বয়ং গিয়া রাক্ষস বধ ও আপনার যজ্ঞ রক্ষা করিতেছি।' বিশ্বামিত্র কহিলেন

'মহারাজ! আপনার বীর্য্য ও পরাক্রম ত্রিলোক বিখ্যাত। দেবতারাও বিপদ্‌কালে আপনার শরণাপন্ন হইয়া রক্ষা পাইয়াছেন। কিন্তু মহারাজ! আমি যে বিপদে পড়িয়াছি রাম ভিন্ন তাহা হইতে উদ্ধার করিবার আর কাহারও সাধ্য নাই। রাম বালক হইলেও অসীম পরাক্রমশালী। আপনার সৈন্য সামন্ত প্রচুর আছে। কিন্তু তাহা এই খানেই থাক্, তাহাতে আমার প্রয়োজন নাই। আপনি কেবল মাত্র রামকে আমার সঙ্গে প্রেরণ করুন্।'

অনন্তর রাজা দশরথ, পুত্র প্রেরণে স্বীকৃত হইলে, বিশ্বামিত্র রামচন্দ্রকে সঙ্গে লইয়া মহানন্দে আশ্রমে প্রত্যাগমন করিলেন। রাজকুমার দণ্ডকারণ্যে আগমন করিয়া বিচিত্র ধনুক ধারণ করিয়া বিশ্বামিত্রকে রক্ষা করিতে লাগিলেন। রাবণ! তৎকালে সেই বালকবীরের যে কি অপরূপ সৌন্দর্য্য দর্শন করিয়াছি, তাহা আর কি বলিব। বর্ণ স্নিগ্ধ শ্যামল, মস্তকে মনোহর কাকপক্ষ এবং গলদেশে স্বর্ণহার লম্বিত ছিল। তিনি স্বীয় তেজে দণ্ডকারণ্য প্রদীপ্ত করিয়া নীলাকাশে শরৎকালীন পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় শোভা পাইতেছিলেন।

অনন্তর আমি ব্রহ্মাবরে অহঙ্কৃত হইয়া যজ্ঞনাশ করিবার জন্য বিশ্বামিত্রের আশ্রমে উপস্থিত হইলাম। আমাকে সহসা প্রবেশ করিতে দেখিয়াও রামচন্দ্র কিছুমাত্র ভীত হইলেন না, বরং ধনুকে শরযোজনা করিয়া আমার প্রতি নিক্ষেপ করিবার জন্য প্রস্তুত হইলেন। আমি তাঁহাকে বালক জ্ঞানে অবজ্ঞা করিয়া বেগে বিশ্বামিত্রের বেদীর অভিমুখে ধাবমান হইলাম। তদ্দর্শনে রামচন্দ্র আমার প্রতি একটী

সুতীক্ষ্ণ শরনিক্ষেপ করিলেন। লঙ্কেশ্বর! বলিব কি, আমি সেই শরাঘাতে একবারে মৃতপ্রায় ও হতজ্ঞান হইয়া শত যোজন দূরে সাগরগর্ভে গিয়া পতিত হইলাম। অনন্তর অনেকক্ষণ পরে চেতনা প্রাপ্ত হইয়া লঙ্কায় ফিরিয়া আসিলাম। বোধ হয় তাঁহার আমাকে প্রাণে নষ্ট করিবার ইচ্ছা ছিল না বলিয়া পরিত্রাণ পাইয়াছি। আমার সহচরেরা সকলেই বিনষ্ট হইল। রাবণ! যে সময়ের কথা বলিতেছি। তখন রামচন্দ্র বালক এবং অস্ত্রশিক্ষাতেও বিশেষ পারদর্শী ছিলেন না। অতএব আমি তোমাকে এখনও নিষেধ করিতেছি, এ পাপবুদ্ধি পরিত্যাগ কর। তাঁহার সহিত শত্রুতা করিলে তোমাকে ঘোর বিপদে পতিত হইয়া শীঘ্রই প্রাণ হারাইতে হইবে। লঙ্কেশ্বর! তুমি নিজের সর্ব্বনাশের সহিত আশ্রিত নিশাচরকুলেরও সর্ব্বনাশ করিবে। সর্পহ্রদস্থিত মৎস্যের ন্যায় ধার্ম্মিক লোকেরা পাপ না করিলেও পাপীর সংস্রবে বিনষ্ট হন্। তুমি নিজ পাপে তোমার দিব্য চন্দনচর্চ্চিত, দিব্যাভরণভূষিত অনুচরগণকে রণস্থলে নিহত ও পতিত হইতে দেখিবে। হতাবশিষ্ট নিরাশ্রয় রাক্ষসদিগকে স্ত্রীপুত্রের সহিত প্রাণভয়ে চতুর্দ্দিকে পলায়ন করিতে দেখিবে। অবশেষে সুরম্য লঙ্কানগরীকে শরজালাচ্ছন্ন, ভস্মীভূত ও শ্মশান তুল্য দেখিতে পাইবে। লঙ্কেশ্বর! পরস্ত্রী হরণ অপেক্ষা গুরুতর পাপ আর নাই। তোমার অন্তঃপুরে সহস্র সহস্র সুন্দরী রমণী আছে, তুমি তাহাদেরই সহিত সুখে বিহার কর। কেন নিজের কুবুদ্ধিতে রাক্ষসকুলকে ধ্বংস করিতে উদ্যত হইয়াছ। যদি বন্ধুবান্ধব ও সুন্দরী

রমণীর সহিত সুখে জীবন অতিবাহিত করিতে চাও, তাহা হইলে কদাচ রামচন্দ্রের সহিত কলহ করিও না। আমি তোমার হিতাকাঙ্ক্ষী বন্ধুর ন্যায় বারম্বার নিষেধ করিতেছি। যদি আমার নিষেধ না শুনিয়া মূঢ়ের ন্যায়, বলপূর্ব্বক সীতা-দেবীর অবমাননা কর, তাহা হইলে তোমাকে নিশ্চয়ই রামচন্দ্রের তীক্ষ্ণ শরজালে বন্ধুবান্ধবের সহিত অকালে যমা-লয়ে গমন করিতে হইবে।"

অষ্টত্রিংশ সর্গ।

মারীচ ও রাবণের কথোপকথন।

মারীচ পুনরায় কহিতে লাগিল, "রাবণ! আমি বিশ্বা-মিত্রের আশ্রমে কি প্রকারে রামচন্দ্রের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইয়াছিলাম তাহা শুনিলে। অল্পদিন হইল আর একটী ভয়ঙ্কর ব্যাপার সংঘটিত হইয়াছিল, তাহাও বলিতেছি শ্রবণ কর। আমি রামচন্দ্রের সেই ভীষণ শরাঘাতেও শিক্ষা না পাইয়া, একদা দুই মহাবল রাক্ষসের সহিত মৃগরূপ ধারণ করিয়া দণ্ডকারণ্যে প্রবেশ করিলাম। ঐ সময়ে আমাদের জিহ্বা উজ্জ্বল, দশন শ্রেণী ভীষণ এবং শৃঙ্গদ্বয় তীক্ষ্ণ ও উচ্চ ছিল। আমরা এই ভয়ঙ্কর মৃগরূপ ধারণ করিয়া দণ্ডকারণ্যস্থ অগ্নি-

হোত্র গৃহ, তীর্থ ও অন্যান্য পবিত্র স্থানে বিচরণ করিতে প্রবৃত্ত হইলাম এবং ধর্ম্মাচারী তাপসগণের প্রাণসংহার করিয়া মহা হর্ষে তাহাদিগের শোণিত পান এবং মাংস ভক্ষণ করিতে লাগিলাম। তৎকালে আমার অন্তঃকরণে দয়ার লেশমাত্রও ছিল না এবং রুধিরগন্ধে উন্মত্ত হওয়াতে আমাদিগের আকৃতি এরূপ ভীষণ হইয়াছিল যে, বন্যজন্তুরাও আমাদিগকে দেখিয়া ভয়ে পলায়ন করিতে লাগিল।

এইরূপে বনমধ্যে পর্য্যটন করিতে করিতে আমি এক দিন তাপসবেশধারী রাম, লক্ষ্মণ এবং পতিব্রতা সীতাদেবীকে দেখিতে পাইলাম। রামচন্দ্রকে দেখিবামাত্র আমার পূর্ব্বের বৈরভাব জাগিয়া উঠিল। আমি হিংসার বশবর্ত্তী হইয়া অগ্র পশ্চাৎ বিবেচনা না করিয়া রামচন্দ্রের দিকে ধাবমান হইলাম। আমার সহচরেরাও তাপসজ্ঞানে রামচন্দ্রকে বধ করিবার জন্য মহা গর্জ্জন করিতে করিতে আমার সঙ্গে সঙ্গে চলিল।

মহাবীর রামচন্দ্র আমাদিগকে দেখিয়া বৃহৎ শরাসন আকর্ষণ করিয়া তিনটী শাণিত বাণ নিক্ষেপ করিলেন। ঐ বজ্রসদৃশ, কালপাশতুল্য কয়টী বাণ মিলিত হইয়া মহাবেগে আমাদের দিকে আসিতে লাগিল। আমি রামচন্দ্রের পরাক্রম জ্ঞাত ছিলাম। এতক্ষণে পূর্ব্বকথা স্মরণ হওয়ায় প্রাণভয়ে একদিকে অপসৃত হইলাম। কিন্তু সর্ব্বভিব্যাহারী রাক্ষস দুইটী পরিত্রাণ পাইল না। লঙ্কেশ্বর! এইরূপ কৌশলে পরিত্রাণ পাইয়া অবধি আমি রাক্ষসধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া, তপস্যা দ্বারা এ জীবনের অবশিষ্ট কাল অতিবাহিত করিব

এইরূপ সঙ্কল্প করিয়াছি। রাবণ! বলিতে কি রামচন্দ্রের সেই ভীষণ মূর্ত্তি যেন আমার চিত্রপটে চিত্রিত রহিয়াছে। আমি যেন প্রতিপদেই সাক্ষাৎ পাশধারী কৃতান্তের ন্যায় ধনুর্দ্ধারী রামচন্দ্রকে দেখিতে পাইতেছি। আমি যেদিকে দৃষ্টিপাত করি সেই দিকেই যেন রাম, এমন কি এই অরণ্য যেন রামময় বোধ হয়। আমি স্বপ্নে রামচন্দ্রকে দেখিয়া চীৎকার করিয়া উঠি এবং জাগ্রতাবস্থায় নির্জ্জন নিস্তব্ধ স্থানেও রামচন্দ্রের পদশব্দ শুনিয়া চমকিত হই। লঙ্কেশ্বর! অধিক আর কি বলিব, রত্ন, রথ প্রভৃতি রকারাদি শব্দের নাম শুনিলেও আমার হৃৎকম্প উপস্থিত হয়। আমি রামচন্দ্রের পরাক্রম বিশেষরূপ অবগত আছি। তাঁহার সহিত যুদ্ধ করা তোমার সাধ্য নহে। কি বলী, কি নমুচি রামচন্দ্র ইচ্ছা করিলে মুহূর্ত্তমধ্যে সকলকেই পরাস্ত করিতে পারেন। অথবা আর অধিক কথায় প্রয়োজন কি, তুমি রামচন্দ্রের সহিত যুদ্ধ করই বা না কর, যদি আমাকে জীবিত দেখিবার ইচ্ছা থাকে, তাহা হইলে আমার কাছে আর রামচন্দ্রের কথা উত্থাপন করিও না। এই পৃথিবীতে অনেকানেক ধর্ম্মপরায়ণ সাধু ব্যক্তি অন্যের অপরাধে সপরিবারে বিনষ্ট হইয়াছেন। তুমি কি আমাকেও সেই পথ অবলম্বন করিতে বল? রাবণ! তোমার যাহা ইচ্ছা হয় তাহাই কর, আমি এ কার্য্যে তোমার সহায়তা করিতে পারিব না। রামচন্দ্র মহাতেজা ও মহাবল। রাক্ষসকুলকে সমূলে উচ্ছেদ করিবার জন্যই তিনি অবনীতে অবতীর্ণ হইয়াছেন। তুমি খর বধের জন্য রামচন্দ্রকে অন্যায়রূপে দোষী করিতেছ। খর শূর্পণখার অপমানের

প্রতিশোধ লইবার জন্যই বলগর্ব্বে গর্ব্বিত হইয়া তাঁহাকে বধ করিতে গিয়াছিল। অবশেষে দুর্ব্বলতাবশতঃ নিজেই প্রাণ হারাইয়াছে। ইহাতে রামচন্দ্রের আমি কোন দোষ দেখি না। লঙ্কেশ্বর! আমি এখনও বলিতেছি, আমি তোমার হিতাকাঙ্ক্ষী বন্ধু। যদি মূঢ়ের ন্যায় আমার কথায় উপেক্ষা কর তাহা হইলে নিশ্চয়ই পরিণামে তোমার অমঙ্গল ঘটিবে।

একোনচত্বারিংশ সর্গ।

রাবণ ও মারীচের কথোপকথন।

মারীচ এইরূপ সারগর্ভ উপদেশ দিয়া বিরত হইল, কিন্তু আসন্নমৃত্যু রাবণের চিত্তে উহা স্থান পাইল না। কেনই বা পাইবে। যে ব্যক্তি অন্ধ তাহার মস্তকে পুষ্পমালা প্রদান করিলে, সে সর্পজ্ঞানে তাহা দূরে নিক্ষেপ করে। রাবণ কালপ্রেরিত হইয়া মারীচকে সম্বোধন পূর্ব্বক কঠোর বাক্যে কহিতে লাগিল, "দুরাত্মন্, কুলকলঙ্ক! তোর্ এত বড় আস্পর্দ্ধা যে তুই আমাকে এইরূপ কঠোর বাক্যে ভর্ৎসনা করিস্। যাহাহউক, মরুভূমিতে বীজবপনের ন্যায় তোর সকল কথাই নিষ্ফল হইল। তুই কি মনে করিয়াছিস্ আমি

তোর ন্যায় দুর্ব্বলের অকিঞ্চিৎকর কথায় ভুলিয়া সেই পাপাত্মা মূর্খ মনুষ্যের প্রতি শত্রুতা করিতে বিরত হইব? যে একজন স্ত্রীলোকের কথায় পিতা, মাতা, বন্ধু বান্ধব এমন কি হস্তগত রাজ্য পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিয়া বনবাস আশ্রয় করিয়াছে তাহার আবার তেজ কি? তাহার আবার পরাক্রম কি? তাহার আবার পুরুষত্ব কিসের? আমি প্রতিজ্ঞা করিলাম দুরাত্মার প্রাণ অপেক্ষা প্রিয়তমা সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী ভার্য্যাকে আজ তোর সমক্ষেই অপহরণ করিব। আমার এই প্রতিজ্ঞা কিছু-তেই বিচলিত হইব না। কেবল তুই কেন, স্বয়ং দেবরাজ দেবগণের সহিত মিলিত হইয়া আমার বিরোধী হইলেও আমি তাহা গ্রাহ্য করিব না। মারীচ! আমি যদি কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যের পরামর্শ জন্য তোর নিকটে আসিতাম, তাহা হইলে তোর পণ্ডিতাভিমান কতক শোভা পাইত। পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিবামাত্র মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী বিজ্ঞ মন্ত্রী কৃতাঞ্জলি হইয়া বিনীত-বাক্যে কথার উত্তর প্রদান করে এবং যাহা প্রভুর অনুকূল, কল্যাণজনক ও রাজনীতি সঙ্গত, তাহারই জন্য অনুরোধ করিয়া থাকে। অসম্মানের কথা হিতজনক হইলেও রাজা তাহা কদাচ সহ্য করেন না। রাজার শরীরে অগ্নি, ইন্দ্র, চন্দ্র, যম এবং বরুণ এই পঞ্চ দেবতার অংশ আছে বলিয়া উগ্রতা, বিক্রম, দয়া, নিগ্রহ ও প্রসন্নতা তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ। রাজা সকল অবস্থাতেই মান্য এবং সকলের পূজ্য। দুরাত্মন্ আমি উভয় রাজা ও অতিথি। বল্ দেখি তুই রাজধর্ম্ম বিশেষ না জানিয়া কেন আমাকে পরুষবাক্যে ভৎর্সনা করিলি? আমি কি তোর নিকট উপদেশ লইতে আসিয়া-

ছিলাম? আমি কেবল তোকে আমার কার্য্যের সাহায্য করিতে বলিয়াছিলাম। তুই বৃথা বাগ্‌জাল বিস্তার করিয়া কেবল মাত্র নিজের মূর্খতার পরিচয় দিলি। যাহা হউক, এক্ষণে ইচ্ছাতেই হউক, আর অনিচ্ছাতেই হউক, তোকে আমার সহায়তা করিতেই হইবে, না করিলে তোর মঙ্গল নাই। এখন তোকে যাহা করিতে হইবে, পুনরায় বলিতেছি মনোযোগ পূর্ব্বক শ্রবণ কর্। তুই রজতবিন্দু বিচিত্র হিরণ্ময় মৃগরূপ ধারণ করিয়া রামের আশ্রমের নিকটে সীতার সম্মুখে গিয়া বিচরণ কর্। তাহা হইলে নিশ্চয়ই সীতা তোকে ধরিয়া দিবার জন্য রামকে অনুরোধ করিবে। রাম তোর্ পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিলে তুই বহুদূরে গিয়া, তাহার স্বর অনুকরণ করিয়া 'হা সীতে! হা লক্ষ্মণ!' বলিয়া চীৎকার করিবি। সীতা ঐ স্বর শ্রবণে অত্যন্ত উৎকণ্ঠিতা হইয়া লক্ষ্মণকে রামের সাহায্যার্থ যাইতে বলিবে। লক্ষ্মণও ভ্রাতৃস্নেহের বশবর্ত্তী হইয়া নিশ্চয়ই আশ্রম পরিত্যাগ করিয়া ভ্রাতার সাহায্যার্থ গমন করিবে। ইন্দ্র যেরূপ শচীকে হরণ করিয়া আনিয়াছিল, আমিও সেইরূপ নিরাপদে সীতাকে হরণ করিয়া লইয়া যাইব।" কিয়ৎকাল পরে রাবণ কিঞ্চিৎ শান্ত হইয়া কহিতে লাগিল, "মারীচ! আমার এই কার্য্যটী সম্পন্ন করিয়া দাও। আমি তোমাকে অর্দ্ধেক রাজত্ব প্রদান করিব। যাও আর বিলম্ব করিও না। আমিও রথারোহণে তোমার পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইতেছি। রামকে বঞ্চনা এবং বিনা যুদ্ধে সীতাকে হরণ করিয়া দুইজনে মহাহর্ষে লঙ্কায় প্রত্যাগমন করিব। মারীচ! কি ভাবিতেছ। তোমাকে

আমার অনুরোধ রক্ষা করিতেই হইবে। যদি ভাল কথায় স্বীকার না হও, তাহা হইলে এইদণ্ডে তোমার প্রাণসংহার করিব। সুতরাং প্রাণভয়েও তোমাকে আমার কার্য্য করিতে হইবে। বিবেচনা করিয়া দেখ, যে ব্যক্তি রাজার কোপ-দৃষ্টিতে পড়ে তাহার পরিত্রাণ কোথায়। তোমাকে আর অধিক কিছু বলিতে ইচ্ছা করি না। আমার কথা না শুনিলে তোমার মৃত্যু নিশ্চয়, এক্ষণে যাহা অভিমত হয় তাহাই কর।

চত্বারিংশ সর্গ।

রাবণ ও মারীচের কথোপকথন।

রাবণ এইরূপ রাজোচিত আজ্ঞা প্রদান করিয়া বিরত হইলেও মারীচ তাহাতে কিছুমাত্র ভীত না হইয়া কঠোর বাক্যে কহিতে লাগিল, "নির্ব্বোধ রাক্ষস! কে তোমাকে সবংশে উৎসন্ন হইতে পরামর্শ দিল? কোন্ পাপাত্মা তোমাকে মৃত্যুর সহজ উপায় বলিয়া দিল? রাবণ! আমি নিশ্চয়ই বলিতেছি, তোমার শক্রুরা তোমার অতুল ঐশ্বর্য্যের হিংসা করিয়া এবং অন্য কোনরূপে তোমার ক্ষতি করিতে না পারিয়া এই বিষম কার্য্যের প্রস্তাব করিয়াছে। তুমি নিজের কার্য্যে বিনষ্ট হও এই তাহাদের প্রকৃত ইচ্ছা।

রাবণ! যে সকল মন্ত্রী তোমাকে বিপথগামী দেখিয়াও নিবৃত্ত করিতেছে না, তাহারাই যথার্থ বধ্য, তুমি কেন তাহাদিগকে বধ করিতেছ না? রাজা স্বেচ্ছাচারী হইয়া অপথে পদার্পণ করিলে ধার্ম্মিক সচীবেরা তাঁহাকে সযত্নে নিবৃত্ত করেন। কিন্তু তোমার এই কার্য্যে তাহার সম্পুর্ণ বিপরীত দেখিতেছি। রাজার প্রসাদে মন্ত্রীরা ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, যশ সমস্তই প্রাপ্ত হন। রাজার বিপদ ঘটিলে সঙ্গে সঙ্গে মন্ত্রীগণের এমন কি অধিকারস্থ প্রজাবর্গেরও বিপদ উপস্থিত হয়। রাজাই ধর্ম্ম ও যশের নিদান। সুতরাং সকল অবস্থাতেই তাঁহাকে রক্ষা করা মন্ত্রীগণের অবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম। যে রাজা উগ্রস্বভাব ও দুর্ব্বিনীত, তাহার রাজ্য অচিরাৎ বিনষ্ট হয়। যে রাজা কেবলমাত্র অসৎ পরামর্শদাতা মন্ত্রীগণের সাহায্যে রাজকার্য্যের পর্য্যবেক্ষণ করেন, বন্ধুর স্থলে অজ্ঞ সারথি পরিচালিত রথের ন্যায় তাহাকে শীঘ্রই বিপদ্‌গ্রস্থ হইতে হয়। যে রাজা তীক্ষ্ণদণ্ড, তাহার অধীনস্থ প্রজাবর্গ ব্যাঘ্র-রক্ষিত মৃগের ন্যায় শীঘ্রই বিনষ্ট হয়। রাবণ! তুমি নিতান্ত ক্রুর, দুর্বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়পরায়ণ। তুমি যে সকল রাক্ষসের রাজা তাহারা তোমার পাপে অবশ্যই নষ্ট হইবে। এই জীবলোকে অনেকানেক ধর্ম্মশীল মহাত্মা অন্যের অপরাধে সপরিবারে প্রাণ হারাইয়াছেন। আমি যে তোমার সহায়তা করিয়া রামের হস্তে প্রাণত্যাগ করিব ইহাতে আমার কিছুমাত্র দুঃখ নাই। কিন্তু তুমি যে অচিরাৎ সবংশে নষ্ট হইবে আমার এই দুঃখই অধিক। রামচন্দ্র কেবল আমাকে বধ করিয়া ক্ষান্ত হইবেন না, অচিরাৎ

তুমিও বিনষ্ট হইবে। তাঁহার হস্তে যে আমার মৃত্যু হইবে ইহা ত পরম সৌভাগ্যের বিষয়। রাবণ। তুমি নিশ্চিত জানিও তাঁহার দর্শনমাত্র আমাকে মৃত্যুমুখে পতিত হইতে হইবে, আর সীতাদেবীর অপমান করিলে তোমাকেও সবান্ধবে আমার অনুসরণ করিতে হইবে। রাবণ! এখনও নিবৃত্ত হও। আমি তোমার হিতাকাঙ্ক্ষী বন্ধু, বারম্বার নিষেধ করিতেছি, আমার কথা অবহেলা করিও না। হায়! আজি বুঝিলাম আসন্ন মৃত্যু ব্যক্তির সৎ উপদেশও অসহ্য হইয়া উঠে।"

একচত্বারিংশ সর্গ।

স্বর্ণ মৃগ দর্শন।

মারীচ রাবণকে এইরূপে কঠোর বাক্যে ভর্ৎসনা করিয়া ভয়ে ভীত হইয়া অতি দীনভাবে কহিতে লাগিল, "লঙ্কেশ্বর! যদি নিতান্তই আমাকে যমালয়ে প্রেরণ করিবার ইচ্ছা থাকে, তবে চল। সেই ধনুর্ধারী রামচন্দ্র যদি আমাকে পুনরায় দেখেন তাহা হইলে আর আমাকে ফিরিয়া আসিতে হইবে না। পরাক্রম প্রকাশ পূর্ব্বক জীবিতাবস্থায় তাহার হস্ত হইতে মুক্ত হইয়া আসা কাহারও সাধ্য নহে। অধিক কি বলিব তিনি রাক্ষসকুলের কালান্তক। তিনি শুদ্ধ আমাকে

বধ করিয়া ক্ষান্ত হইবেন না, তোমাকেও সবংশে নষ্ট করিবেন। কিন্তু কি করিব। তুমি অতি দুরাত্মা, তোমার হস্তে পড়িয়া আমাকে প্রাণ হারাইতে হইল। এক্ষণে চল, তোমার মঙ্গল হউক।"

মারীচের এই কথায় রাবণ যারপরনাই আহ্লাদিত হইল এবং তাহাকে বারম্বার গাঢ় আলিঙ্গন করিয়া কহিতে লাগিল, "মারীচ! এতক্ষণের পর তুমি আমার মনের মত কথা বলিলে। বলিতে কি এই কথায় তোমাকে যেন বীর মারীচ বলিয়া বোধ হইল। এতক্ষণ তুমি যেন অন্য কোন দুর্ব্বল রাক্ষস ছিলে। এক্ষণে তুমি আমার সহিত এই আকাশগামী রত্নভূষিত রথে আরোহণ কর। একবার সীতাকে প্রলোভন মাত্র দেখাইয়া তুমি যেখানে ইচ্ছা গমন করিও। আমি ঐ অবকাশে নির্জ্জনে কার্যসিদ্ধি করিব।"

অনন্তর তাহারা উভয়ে সেই রথে আরোহণ পূর্ব্বক আশ্রম হইতে যাত্রা করিল এবং বন, উপবন, পর্ব্বত, নদী নগর, জনপদ সমস্ত দর্শন করিতে করিতে ক্রমে রামচন্দ্রের আশ্রমের নিকট উপস্থিত হইল। পরে উভয়ে রথ হইতে অবতীর্ণ হইলে, রাবণ মারীচের হস্তধারণ করিয়া কহিতে লাগিল, "মারীচ! ঐ দেখ, রামের কদলীবনবেষ্টিত আশ্রম দেখিতে পাওয়া যাইতেছে। এক্ষণে আর বিলম্বে প্রয়োজন নাই প্রস্তুত হও। আমরা যে জন্য আসিয়াছি সত্বর তাহাই সম্পাদন করা যাউক।"

রাবণের আদেশমাত্র মারীচ মায়াবলে ক্ষণকালমধ্যে এক মনোহর মৃগরূপ ধারণ করিল। ঐ মৃগের শৃঙ্গদ্বয় উৎকৃষ্ট

মণির ন্যায়, মুখ রক্তপদ্ম ও নীলপদ্মের ন্যায় সমোজ্জ্বল এবং কর্ণদ্বয় ইন্দ্রনীলমণি ও উৎপলের সদৃশ। গ্রীবাদেশ কিঞ্চিৎ উন্নত, উদর নীলকান্ত মণির ন্যায়, ক্ষুর চতুষ্টয় বৈদূর্য্য মণিতুল্য, জঙ্ঘাদেশ সুগঠিত ও সূক্ষ্ম, সর্ব্বাঙ্গ রজতবিন্দুতে চিত্রিত এবং পুচ্ছ রামধনুর ন্যায় চিত্র বিচিত্র ও মনোহর। তৎকালে তাহার অপূর্ব্বরূপে বনস্থলী উজ্জ্বল হইয়া উঠিল।

অনন্তর মৃগরূপী মারীচ সীতার প্রলোভনার্থ নানা প্রকার অঙ্গভঙ্গী করিয়া ইতস্ততঃ বিচরণ করিতে লাগিল। কখন নূতন তৃণ ও নূতন পত্র ভক্ষণ, কখন বা লম্ফ প্রদান করিতে করিতে কদলীবাটিকার মধ্যে প্রবেশ করিল। আবার সীতার দর্শনপথে পতিত হইয়া তথা হইতে কর্ণিকার বনে গমন করিয়া ধীরে ধীরে ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে লাগিল। কখন ক্রীড়ায় মত্ত হইয়া ভ্রমণ, কখন বা নিশ্চিন্ত হইয়া উপবেশন করিতে লাগিল। একবার মৃগগণের অগ্রে অগ্রে রামচন্দ্রের আশ্রমদ্বার পর্য্যন্ত গমন করিল, আবার পরক্ষণেই তাহাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ পলায়ন করিল। আশ্রমমৃগেরা সেই অভিনব বিচিত্র মৃগ দেখিবামাত্র নিকটে আসিয়া গাত্র আঘ্রাণ পূর্ব্বক ত্রস্তভাবে দশদিকে পলায়ন করিতে লাগিল। মারীচ মৃগ ভক্ষণে বিলক্ষণ পটু ছিল, কিন্তু তৎকালে নিজ স্বভাব গোপন রাখিবার জন্য নিকটে পাইয়াও তাহাদিগের প্রতি আক্রমণ চেষ্টা করিল না।

এদিকে জানকী পুষ্পচয়নে ব্যগ্র হইয়া কর্ণিকার, অশোক ও চূতলতা প্রভৃতি বৃক্ষের নিকটে ইতস্ততঃ বিচরণ করিতেছিলেন। অকস্মাৎ এই মুক্তামণিখচিত, রজতবিন্দু চিত্রিত,



মায়া মৃগ দর্শন

মনোহর মৃগ তাঁহার নয়নপথে পতিত হইল। তিনি ঐ অদৃষ্টপূর্ব্ব মায়ামৃগকে বিস্ময়োৎফুল্ললোচনে বারম্বার দর্শন করিতে লাগিলেন। মৃগও তাঁহার দর্শনপথে পতিত হইবামাত্র যেন বনবিভাগ উজ্জ্বল করিয়াই ইতস্ততঃ বিচরণ করিতে লাগিল।

দ্বিচত্বারিংশ সর্গ।

রাম ও লক্ষ্মণের কথোপকথন।

জনকাত্মজা সীতা কুসুম চয়ন করিতে করিতে সেই মনোহর মৃগরূপ দর্শন করিয়া সবিস্ময়ে রামচন্দ্রকে আহ্বান করিতে লাগিলেন, "আর্য্যপুত্র, আর্য্যপুত্র! একবার দেবর লক্ষ্মণকে সঙ্গে লইয়া এদিকে আসুন্।" সীতা একবার মুগ্ধার ন্যায় মৃগের প্রতি একদৃষ্টে চাহিয়া থাকেন, আবার রামচন্দ্র ও লক্ষ্মণকে আহ্বান করেন। ফলতঃ তৎকালে তিনি এমনই মোহিত হইয়াছিলেন যে, বিস্ময়বিস্ফারিতনেত্রে বারম্বার অবলোকন করিয়াও তাঁহার তৃপ্তি হইতেছিল না। রামচন্দ্রও তাঁহার আহ্বানমাত্র লক্ষ্মণের সহিত সেই স্থানে উপস্থিত হইয়া চতুর্দ্দিকে অবলোকন করিয়া সেই বিচিত্র মৃগ দেখিতে পাইলেন। লক্ষ্মণ দেখিবামাত্র সংশয়াক্রান্ত হইয়া

কহিলেন, "আর্য্য! আমার নিশ্চয় বোধ হইতেছে, রাক্ষস মারীচ মায়াবলে এইরূপ মৃগরূপ ধারণ করিয়া আসিয়াছে। যে সকল রাজা মৃগয়ার্থ বনমধ্যে আগমন করেন, দুরাত্মা মারীচ মায়া প্রভাবে এই প্রকার মৃগদেহ ধারণ করিয়া তাঁহাদিগের প্রাণসংহার করে। মারীচ পরম মায়াবী। আর্য্য! বিবেচনা করিয়া দেখুন, এরূপ বিচিত্র মৃগ পৃথিবীতে থাকা নিতান্তই অসম্ভব। ইহা যে রাক্ষসের মায়া, তদ্বিষয়ে আমার কিছুমাত্র সন্দেহ নাই।"

ভবিতব্যতার কি আশ্চর্য্য প্রভাব! লক্ষ্মণের এই সৎ উপদেশে তাঁহারা কেহই কর্ণপাত করিলেন না। সরলস্বভাবা সীতা রাক্ষসের মায়ায় হতজ্ঞান হইয়া রামচন্দ্রকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন, "আর্য্যপুত্র! আহা! এমন রমণীয় মৃগ ত কখন দেখি নাই। বলিতে কি উহা আমার নয়ন ও মন হরণ করিয়াছে। আর্য্যপুত্র! আপনি উহাকে এই স্থানে আনয়ন করুন। আমরা উহাকে লইয়া ক্রীড়া করিব। আমাদের এই আশ্রমে অনেক মৃগ, চমর, সৃমর, পৃষত, ভল্লুক ও বানর পরিভ্রমণ করিয়া থাকে। তাহারাও দেখিতে সুন্দর বটে, কিন্তু তেজ, ধীরতা এবং দেহকান্তিতে এই মৃগের তুল্য আমি আর একটীও দেখি নাই। চিত্রবিচিত্র চন্দ্রের ন্যায় কান্তিবিশিষ্ট, এই মনোহর মৃগ যেন বনস্থলী উজ্জ্বল করিয়াছে। আহা! কি মনোহর রূপ! কি চমৎকার শোভা! কি শ্রুতিমধুর কণ্ঠস্বর! উহার সকলই মনোহর। আর্য্যপুত্র! আপনি যদি এই মৃগকে জীবন্ত ধরিয়া আনিতে পারেন, তাহা হইলে বড় বিস্ময়ের

বিষয় হইবে। বনবাসকাল সমাপ্ত হইলে যখন আমরা পুনরায় রাজ্যলাভ করিব তখন এই মৃগ আমাদের অন্তঃপুরে এক শোভার সামগ্রী হইয়া থাকিবে। দেবর ভরত ও শত্রুঘ্ন এবং মাতৃগণ ইহাকে দেখিয়া কতই বিস্মিত হইবেন। আর যদি এই মৃগ জীবিতাবস্থায় আপনার হস্তগত না হয় তাহা হইলেও উহার মনোহর চর্ম্ম আমাদের উপকারে আসিবে। আমি উহার স্বর্ণময় চর্ম্ম তৃণের উপরি বিস্তৃত করিয়া উপবেশন করিব। আর্য্যপুত্র! স্বার্থের জন্য স্বামীকে কোন কার্য্যে নিয়োগ করা স্ত্রীলোকের পক্ষে অত্যন্ত নিন্দনীয়, কিন্তু আমি জানিয়া শুনিয়াও ক্ষান্ত থাকিতে পারিতেছি না। এই অপরূপ মৃগ দেখিয়া আমার অত্যন্ত বিস্ময় জন্মিয়াছে। অতএব দাসীর এই প্রথম অপরাধ মার্জ্জনা করিবেন।”

রামচন্দ্রও এই বিচিত্র মৃগ দর্শন করিয়া অত্যন্ত বিস্মিত হইয়াছিলেন। সীতাদেবী তাঁহাকে এইরূপ অনুরোধ করিয়া ক্ষান্ত হইলে তিনি লক্ষ্মণকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন, “ভাই! দেখ, এই অপরূপ মৃগ দর্শন করিয়া জানকী একবারে মোহিতা হইয়াছেন। হায়! আজি বুঝি এই মৃগের অসামান্য রূপই ইহার মৃত্যুর কারণ হইল। লক্ষ্মণ! বলিতে কি আমিও এই মৃগ দর্শন করিয়া অত্যন্ত বিস্মিত হইয়াছি। ইহার যেরূপ অলৌকিক সৌন্দর্য্য তাহাতে পৃথিবীর কথা দূরে থাকুক নন্দনকানন কি চৈত্ররথ বনেও ইহার অনুরূপ মৃগ আছে কি না সন্দেহ। দেখ, ইহার কনকবিন্দুখচিত লোমরাজী কেমন শোভা পাইতেছে।

দেখ, ইহার মুখবিকাশকালে নীল মেঘ মধ্য হইতে বিদ্যুতের ন্যায়, প্রজ্জ্বলিত জিহ্বা কেমন নির্গত হইতেছে। ইহার ইন্দ্রনীল সদৃশ মুখ, শঙ্খ ও মুক্তার ন্যায় উদর এবং নানারত্নখচিত বিচিত্র-স্বর্ণের ন্যায় শরীর, দর্শনে কাহার না অন্তঃকরণ বিস্ময়রসে আপ্লুত হয়? লক্ষ্মণ! মাংসের জন্যই হউক বা বিহার জন্যই হউক, ক্ষত্রিয় রাজগণ বনমধ্যে মৃগবধ করিয়া থাকেন। ইহাই তাঁহাদিগের ধর্ম্ম। ভাই! জানকী এই মৃগের স্বর্ণময় চর্ম্ম শ্যামল তৃণের উপরি বিস্তৃত করিয়া আমার সহিত একত্রে উপবেশন করিতে চাহিয়াছেন, সুতরাং আমি ইহাকে বধ করিব। ইহার যেরূপ রূপ তাহাতে বোধ হয় ইহার চর্ম্মও অত্যন্ত সুখস্পর্শ হইবে। আরও লক্ষ্মণ! তুমি যে ইহাকে মারীচের মায়া বলিয়া অনুমান করিতেছ যদি তাহাই সত্য হয় তাহা হইলেও ইহার বধ করা আমার অবশ্য কর্ত্তব্য। দুরাত্মা পূর্ব্বে এই বনে বিচরণ করিয়া অনেক ধর্ম্মশীল তপস্বীর প্রাণসংহার করিয়াছে। অনেকানেক রাজাও মৃগয়ার্থ এই বনে আগমন করিয়া পাপিষ্ঠের হস্তে প্রাণ হারাইয়াছে, সুতরাং ইহাকে বধ করাও আমার একটী কর্ত্তব্য কর্ম্ম। লক্ষ্মণ! একদা এই দণ্ডকারণ্যে বাতাপি নামক এক অসুর মেষমাংসরূপে ব্রাহ্মণদিগের উদরস্থ হইয়া তাঁহাদিগকে বিনাশ করিত। একদা সে ঐ উদ্দেশ্যে মহাতেজা মহর্ষি অগস্ত্যকে আপনার মাংস ভক্ষণ করাইয়াছিল। আহারান্তে মহর্ষি তাহাকে নিজরূপ ধারণ পূর্ব্বক তাঁহার উদর ভেদ করিয়া আসিতে ইচ্ছুক জানিয়া কিঞ্চিৎ হাস্য করিয়া কহিলেন, 'বাতাপে! তুমি ধর্ম্মাধর্ম্ম কিছুই বিচার না

করিয়া এই জীবলোকে অনেক নির্দ্দোষী ধর্ম্মপরায়ণ ব্রাহ্মণের প্রাণসংহার করিয়াছ, সেই পাপে আজি তোমাকে আমার উদরমধ্যে জীর্ণ হইতে হইল।' এইরূপে সেই দ্বিজদ্বেষী অসুরের বিনাশ হয়। লক্ষ্মণ! আমি তাপসকুলের কল্যাণার্থ প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াছি। দুরাত্মা মারীচ আমাকে অতিক্রম করিবার ইচ্ছা করিয়াছে, সুতরাং বাতাপির ন্যায় ইহাকেও মৃত্যুমুখ দেখাইতে হইবে। এক্ষণে তুমি বর্ম্ম পরিধান পূর্ব্বক শর ও শরাসন ধারণ করিয়া অতি সাবধানে জানকীকে রক্ষা কর। আমি এই মৃগকে জীবিতাবস্থায়ই হউক আর মৃতাবস্থায়ই হউক শীঘ্র লইয়া আসিতেছি। কিন্তু সাবধান! আমি যে পর্য্যন্ত না আসি, সীতাকে একাকিনী রাখিয়া কোথায়ও গমন করিও না। ভাই! তোমায় আর অধিক কি বলিব। মহাবল জটায়ু অতিশয় বুদ্ধিমান তুমি ইহাঁর সহিত অতি সতর্ক হইয়া সীতার রক্ষণাবেক্ষণ কর।"

ত্রিচত্বারিংশ সর্গ।

মারীচ বধ।

মহাবীর রামচন্দ্র ভ্রাতাকে এইরূপ আদেশ করিয়া স্বর্ণমুষ্টিযুক্ত এক সুতীক্ষ্ণ অসি গ্রহণ করিলেন এবং বৃহৎ এক

কোদণ্ড ধারণ এবং দুই পার্শ্বে দুই তূণীর বন্ধন করিয়া বীর-বিক্রমে মৃগবধার্থ নির্গত হইলেন। মায়ামৃগ রামচন্দ্রকে এই বেশে আসিতে দেখিয়া ভয়ে লুকায়িত হইল, কিন্তু পরক্ষণেই আবার দর্শন প্রদান করিল। স্বর্ণমৃগ বনবিভাগ উজ্জ্বলিত করিয়া যে দিকে যাইতে লাগিল, রামচন্দ্রও অসি এবং ধনুর্ব্বাণ হস্তে সেই দিকে ধাবমান হইতে লাগিলেন। মৃগ কখন রামচন্দ্রের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া দূরে পলায়ণ করিতে লাগিল, কখন বা যেন হস্তগত হইল এইরূপ লোভ-প্রদর্শন করিতে লাগিল। ক্রমশঃ তাহার মনে ভয়ের সঞ্চার হইল। তখন সে নিতান্ত উদ্ভ্রান্তের ন্যায় মহাবেগে ইত-স্ততঃ গমন করিতে লাগিল। সে কখন দৃষ্টিপথে পতিত হইতে লাগিল, কখন বা একবারে অদৃশ্য হইতে লাগিল। একবার অতি নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইল, পরক্ষণেই দূরে চলিয়া গেল। ছিন্নভিন্ন মেঘসমূহে আচ্ছন্ন শারদীয় চন্দ্রমা যেরূপ একবার দৃষ্ট ও একবার অদৃষ্ট হয় মায়ামৃগও সেইরূপ একবার দৃষ্ট একবার অদৃষ্ট হইয়া রামচন্দ্রকে ক্রমে ক্রমে আশ্রমের অনেক দূরে লইয়া গেল।

মহাবীর রামচন্দ্র মায়ামৃগের এই ব্যাপারে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন এবং নিতান্ত ক্লান্ত হইয়া এক বৃক্ষতলে উপবেশন পূর্ব্বক বিশ্রাম করিতে লাগিলেন। এমন সময়ে কিয়দ্দূরে মৃগযূথমধ্যে পুনরায় সেই মনোহর স্বর্ণমৃগ তাঁহার দৃষ্টিপথে পতিত হইল। দর্শনমাত্র তিনি তাহাকে ধরি-বার ইচ্ছায় ধাবমান হইলেন। তদ্দর্শনে মৃগও প্রাণভয়ে লুকায়িত হইল এবং কিয়ৎকাল পরে দূরে এক বৃক্ষের

অন্তরালে দেখা দিল। তখন রামচন্দ্র উহার যথার্থ কৃত-সঙ্কল্প হইয়া ক্রোধভরে সূর্য্যরশ্মির ন্যায় উজ্জ্বল এক ব্রহ্মাস্ত্র গ্রহণ করিলেন এবং উহা ধনুকে যোজনা করিয়া সবলে আকর্ষণ পূর্ব্বক নিক্ষেপ করিলেন। কালপাশতুল্য সেই ভীষণ শর রামচন্দ্রের হস্ত হইতে নিক্ষিপ্ত হইবামাত্র মৃগরূপী-মারীচের বক্ষঃস্থল ভেদ করিয়া একবারে মর্ম্মস্থানে গিয়া প্রবেশ করিল। মারীচ এই ভীষণ প্রহারে হতজ্ঞান হইয়া তালবৃক্ষ প্রমাণ এক লম্ফপ্রদান করিল এবং আর্ত্তস্বরে চীৎ-কার করিয়া মৃতপ্রায় ভূতলে পতিত হইল। সে মৃত্যুকালে তাহার কৃত্রিম মৃগদেহ পরিত্যাগ পূর্ব্বক চিন্তা করিতে লাগিল কি উপায়ে রাবণের সঙ্কল্প সিদ্ধি হইবে। অনন্তর রাবণের আদেশমত রামচন্দ্রের স্বর অনুকরণ করিয়া "হা সীতে হা লক্ষণ!" বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল। তৎকালে তাহার মৃগরূপ তিরোহিত হইয়া ভীষণ রাক্ষসরূপ আবির্ভূত হইয়া-ছিল। রামচন্দ্র তাহাকে শোণিতাক্তদেহে ভূতলে বিলুণ্ঠিত হইতে দেখিয়া লক্ষ্মণের কথা স্মরণ করিয়া মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন, "লক্ষ্মণ পূর্ব্বেই বলিয়াছিল এ মারীচের মায়া ভিন্ন আর কিছুই নয়, এখন দেখিতেছি তাহার আশঙ্কা সম্পূর্ণ সত্য; আমি মারীচকেই বিনাশ করিলাম। যাহা হউক দুরাত্মা যে মৃত্যুকালে আমার স্বর অনুকরণপূর্ব্বক 'হা সীতে! হা লক্ষ্মণ!' বলিয়া চীৎকার করিল ইহা শুনিয়া যে আমার প্রাণ আকুল হইয়া উঠিয়াছে। না জানি সরলহৃদয়া সীতা ও লক্ষ্মণ সেই চীৎকার শুনিয়া আমার জন্য কতই ভাবিতেছেন। এই কথা ভাবিতে ভাবিতে রামচন্দ্র

শিহরিয়া উঠিলেন। তাঁহার মন অত্যন্ত বিষণ্ণ ও ভয়ে অভিভূত হইল। তিনি একটী মৃগ বধ করিয়া তাহার মাংস গ্রহণপূর্ব্বক দ্রুতপদে জনস্থানের অভিমুখে আগমন করিলেন।

চতুশ্চত্তারিংশ সর্গ।

লক্ষ্মণের আশ্রম হইতে প্রস্থান।

এ দিকে জনকাত্মজা সীতা দূরবন মধ্য হইতে রামচন্দ্রের অনুরূপ স্বর শ্রবণ করিয়া অতীব ভীত হইয়া লক্ষ্মণকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, "লক্ষ্মণ! শুনিয়াছ, বুঝি আর্য্য-পুত্রের কোন বিঘ্ন ঘটিয়াছে। আমি স্পষ্ট শুনিতে পাইলাম তিনি অতীব আর্ত্তস্বরে 'হা সীতে! হা লক্ষ্মণ' বলিয়া চীৎকার করিলেন। বৎস! আমার প্রাণ অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া উঠিল। তুমি শীঘ্র তাঁহার সম্বাদ জানিয়া আইস। হায়! আমি কেন লোভে হতজ্ঞান হইয়া তাঁহাকে স্বর্ণমৃগ আনয়ন করিতে বলিলাম। লক্ষ্মণ! এই বনে অনেক দুর্দ্দান্ত রাক্ষস বিচরণ করিয়া থাকে, বোধ হয় আর্য্যপুত্র তাহাদের হস্তে পতিত হইয়া থাকিবেন। তুমি ত্বরায় তাঁহার পরিত্রাণার্থ গমন কর। যাও লক্ষ্মণ। বিলম্ব করিও না।"

সীতার এই কাতরতা দেখিয়া লক্ষ্মণের মনে অত্যন্ত কষ্ট

হইল, কিন্তু তিনি রামচন্দ্রের গমনকালীন আদেশ স্মরণ করিয়া কহিলেন, “আর্য্যে! আপনি উতলা হইবেন না। মহাবীর রামচন্দ্রের কোন প্রকার বিঘ্নের সম্ভাবনা নাই। আর আপনি যে আমাকে আশ্রম ত্যাগ করিয়া তাঁহার অনুসন্ধানার্থ যাইতে বলিতেছেন, তাহাও আমি পারিতেছি না। তিনি গমনকালে আমাকে ক্ষণকালের জন্যও আশ্রম ত্যাগ করিতে পুনঃ পুনঃ নিষেধ করিয়াছেন।”

লক্ষ্মণের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া সীতাদেবী অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া কহিলেন, “লক্ষ্মণ! আর্য্যপুত্রের এই বিপদকালে তুমি কি ভাবিয়া নিশ্চিন্ত থাকিলে। আমি যে তোমার নিকট এত কাতরতা প্রকাশ করিলাম তাহাতেও কি তোমার মনে দয়ার উদ্রেক হইল না। তোমার পাপচিত্তে কি কোন প্রকার দুরভিসন্ধি আছে না কি? নতুবা বিপদকালেও আর্য্যপুত্রকে রক্ষা করিতেছ না কেন? লক্ষ্মণ! আজি বুঝিলাম তুমি মিত্ররূপে আমাদের একজন পরম শত্রু। তোমার ধর্ম্মপরায়ণতা, ভ্রাতৃভক্তি সকলই মিথ্যা। তুমি কেবল আমার লোভে আর্য্যপুত্রের অনুসরণ করিয়াছ। তাই আজি তাঁহার বিপদে আহ্লাদিত হইয়াছ। তুমি মনে করিয়াছ, তাঁহার কোনরূপ অমঙ্গল ঘটনা হইলে আমাকে লইয়া সুখী হইবে। জানিও তোমার সে আশা দুরাশা মাত্র। লক্ষ্মণ! তোমার মনে কি এতই কুঅভিসন্ধি ছিল? তোমার কি কিছুমাত্র ভ্রাতৃস্নেহই নাই? আমি তোমাকে মিনতি করিয়া বলিতেছি আমার আর্য্যপুত্রের প্রাণ রক্ষা কর।”

জনকদুহিতা সীতা অত্যন্ত ভীত ও ক্রুদ্ধ হইয়া এইরূপ

বলিলে, লক্ষ্মণ তাঁহাকে প্রবোধবাক্যে কহিতে লাগিলেন, "আর্য্যে! আপনি মহাবীর রামচন্দ্রের অতুল পরাক্রমের বিষয় অবগত নহেন, তাই এরূপ অলীক আশঙ্কা করিতেছেন। দেব, দানব, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, রক্ষ, পিশাচ, কিন্নর কেহই তাঁহাকে সমরে পরাজয় করিতে পারে না। অধিক কি তিনি ত্রিলোকের অবধ্য। দেবি! আমি শপথ করিয়া বলিতে পারি আমারও পাপচিত্তে কোন প্রকার দুরভিসন্ধি নাই। আমি আপনার পুত্র তুল্য। আমাকে ওরূপ কটু কথা বলা আপনার উচিত হয় নাই। আপনি বিবেচনা করিয়া দেখুন, আর্য্য এখানে নাই। আমি এরূপ অবস্থায় আপনাকে এই নির্জ্জন বনমধ্যে কিরূপে একাকিনী রাখিয়া যাই। বিশেষতঃ তিনি আমাকে তাঁহার প্রত্যাগমনকাল পর্য্যন্ত আশ্রম ত্যাগ করিয়া এক পদ যাইতে ভূয়োভূয় নিষেধ করিয়াছেন। আর আপনি বৃথা এরূপ অমঙ্গল আশঙ্কা করিতেছেন কেন? অতি বলবানেরাও আর্য্য রামচন্দ্রের অনিবার্য্য বলকে অতিক্রম করিতে পারে না। ইন্দ্রাদি দেবগণ বা ত্রিলোকের লোক একত্র হইলেও তাঁহার নিকট পরাস্ত হইয়া থাকে। আর্য্যে! আপনি সন্তাপ দূর করিয়া নিশ্চিন্ত হউন। আর্য্য রামচন্দ্র স্বর্ণমৃগ বধ করিয়া শীঘ্রই প্রত্যাগত হইবেন। আপনি যে ক্রন্দনধ্বনি শুনিয়াছেন, তাহা নিশ্চয়ই আর্য্যের নয়, কোন দৈববাণীও নয়, দুরাত্মা মারীচের মায়া মাত্র। অতএব তজ্জন্য কিছুমাত্র ব্যাকুল হইবেন না। আর্য্যে! মহাবীর রামচন্দ্র গমনকালে আপনাকে আমার হস্তে সমর্পণ করিয়া গিয়াছেন, আমি কি রূপে আপনাকে একাকিনী রাখিয়া

যাইব। আরও বিবেচনা করিয়া দেখুন, সম্প্রতি জনস্থানের উচ্ছেদসাধন ও খরের নিধনদ্বারা রাক্ষসদিগের সহিত একটী ঘোর শত্রুতার সূত্রপাত করা হইয়াছে। তাহারা কখন কোন ছিদ্র পাইয়া আমাদের অপকার করে, এই জন্য আমাদের সর্ব্বদা সশঙ্কিত থাকিতে হয়। মায়াবী হিংস্র রাক্ষসেরা আমাদিগের মোহ উৎপাদানার্থ বনমধ্যে নানাবিধ স্বরে কথা কহিয়া থাকে, আপনি তজ্জন্য কিছুমাত্র ব্যাকুল হইবেন না।"

মহাত্মা লক্ষ্মণ এত বুঝাইলেন, কিন্তু ভবিতব্যতার কি আশ্চর্য্য প্রভাব, সীতাদেবী কিছুতেই প্রবোধ মানিলেন না। তিনি ক্রোধে আরক্তলোচনা হইয়া লক্ষ্মণকে সম্বোধনপূর্ব্বক পরুষবাক্যে কহিতে লাগিলেন, "পাপিষ্ঠ! আমি আর তোর প্রবোধবাক্য শুনিতে চাহি না। তোর মনে যে কোন গভীর দুরভিসন্ধি আছে, তাহা আমি এখন স্পষ্ট বুঝিতে পারিয়াছি। নৃশংস! কুলাঙ্গার! তোর ব্যবহার দেখিয়া বোধ হইতেছে, আর্য্যপুত্রের অমঙ্গল ঘটিলে তুই সুখী হইবি। তোর মনে যদি কিছুমাত্র ভ্রাতৃভক্তি বা দয়া থাকিত, তাহা হইলে কদাচ এরূপ বিপদের সময় স্থির থাকিতে পারিতিস্ না। লক্ষ্মণ! তুই জ্ঞাতি মাত্র। জ্ঞাতির দ্বারা যে ঘোরতর পাপকার্য্য অনুষ্ঠিত হইবে তাহার কিছুই বিচিত্র নহে, বিশেষতঃ তুই নৃশংস ও যারপরনাই কপট। আমি এতদিনে বুঝিলাম, তুই ভরতের নিয়োগে কিম্বা আমার জন্য স্বয়ং প্রচ্ছন্নভাবে আর্য্যপুত্রের সঙ্গে আসিয়াছিস্। কিন্তু নরাধম! ভরত, কি তোর নিজের উদ্দেশ্য কখন সফল হইবে না। হায়! তুই কি মনে করিয়াছিস্ কমললোচন

রামচন্দ্র আমার যে অঙ্গ উপভোগ করিয়াছেন, তাহাই তোর বিলাসের সামগ্রী হইবে? জানিস্ আর্য্যপুত্রের কোনরূপ অমঙ্গল হইলে আমি নিশ্চয়ই সেই মুহূর্ত্তে প্রাণত্যাগ করিব। পতি বিনা পতিপ্রাণা জানকী ক্ষণকালও জীবন ধারণ করিতে পারে না।”

সীতা এইরূপ লোমহর্ষণ পরুষবাক্য বলিয়া ক্ষান্ত হইলে, জিতেন্দ্রিয় লক্ষ্মণ কৃতাঞ্জলিপুটে কহিতে লাগিলেন, “আর্য্যে! ক্ষান্ত হউন্। আপনার এই সমস্ত ঘৃণিত বাক্যের প্রত্যুত্তর দিতে আমি অক্ষম। আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি, আমি আপনার পুত্রতুল্য, আমাকে এরূপ অন্যায় কথা বলা উচিত নহে। আপনি স্ত্রীলোক, স্ত্রীলোকের পক্ষে অন্যায় বাক্য প্রয়োগ বিস্ময়কর নহে; তাহাদের স্বভাবই এই। স্ত্রীলোকেরা ধর্ম্মহীন, চঞ্চলস্বভাব, কুটিল ও নির্দ্দয়। বলিতে কি, আপনি ক্রোধে অন্ধ হইয়া যে সমস্ত জঘন্য বাক্য প্রয়োগ করিলেন, তাহা আমি সহ্য করিতে পারিতেছি না; উভয় কর্ণে উত্তপ্ত লৌহশলাকার ন্যায় ক্লেশকর বোধ হইতেছে। বনদেবতাগণ! আপনারা সাক্ষী। আমি ইহাঁর হিতার্থে এত কথা বলিলাম, কিন্তু ইনি স্ত্রী-সুলভ দুর্ব্বুদ্ধির বশবর্ত্তী হইয়া আমাকে নানাপ্রকার অনুচিত ঘৃণিত বাক্যে ভর্ৎসনা করিলেন। আর্য্যে! আপনাকে ধিক্! আপনি যখন আমাকেও এইরূপ আশঙ্কা করিলেন, তখন বুঝিলাম, আপনার আর মঙ্গল নাই। আমি রামচন্দ্রের আদেশে আপনাকে রক্ষা করিতেছিলাম, কিন্তু আপনার ঘৃণিত কুৎসিত বাক্য অসহ্য হওয়ায় এক্ষণে আমি আর্য্যের নিকট চলিলাম। আপনার মঙ্গল হউক। বন-

দেবতারা সকলে আপনাকে রক্ষা করুন্। চতুর্দ্দিকে যেরূপ ঘোর দুর্নিমিত্ত দেখিতেছি, না জানি, কি সর্ব্বনাশই ঘটিবে। এক্ষণে আমি চলিলাম। যেন আর্য্যের সহিত প্রত্যাগত হইয়া আপনাকে কুশলে দেখিতে পাই।”

লক্ষ্মণ এই বলিয়া ক্ষান্ত হইলে সীতা সাশ্রুনয়নে কহিলেন, “লক্ষ্মণ! অধিক কি কহিব, যদি আর্য্যপুত্রের দর্শন না পাই, তাহা হইলে বিষপানে বা উদ্বন্ধনে প্রাণত্যাগ করিব। কিম্বা গোদাবরীর জলে বা জ্বলন্ত হুতাশনমধ্যে প্রবেশ করিব, অথবা উচ্চস্থল হইতে পতিত হইয়া এ পাপ-দেহ বিসর্জ্জন করিব। রামভিন্ন অন্য পুরুষকে কদাচ স্পর্শ করিব না।” সীতাদেবী লক্ষ্মণকে এইরূপ বলিয়া শোক-ভরে বক্ষে করাঘাত করিতে লাগিলেন।

মহাত্মা লক্ষ্মণ তদ্দর্শনে অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া নানারূপ প্রবোধ বাক্যে সীতাদেবীকে বুঝাইতে লাগিলেন, কিন্তু তিনি কোন প্রত্যুত্তর না দিয়া কেবল অবিরল ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। লক্ষ্মণ কিয়ৎকাল বিমর্ষভাবে দণ্ডায়মান রহিলেন। সীতাকে একাকিনী রাখিয়া যাইতে তাঁহার ইচ্ছা ছিল না—কিন্তু সীতার নিষ্ঠুর বাক্য স্মরণ হওয়াতে থাকিতেও সাহস হইল না। কিয়ৎকাল পরে তিনি সীতাকে অভিবাদন এবং কৃতাঞ্জলিপুটে প্রণাম করিয়া তাঁহার প্রতি একদৃষ্টে দৃষ্টিপাত করিতে করিতে নিতান্ত অনিচ্ছার সহিত আশ্রম হইতে প্রস্থান করিলেন।

পঞ্চচত্বারিংশ সর্গ।

রামচন্দ্রের আশ্রমে রাবণের প্রবেশ।

মহাত্মা লক্ষ্মণ আশ্রম হইতে গমন করিলে সীতাদেবী একাকিনী কুটীরমধ্যে উপবেশন করিয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন। তাঁহার হৃদয়ে নানাপ্রকার অশুভ চিন্তার উদয় হইতে লাগিল। রামচন্দ্রের সম্বাদ জানিবার জন্য তাঁহার প্রাণ অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া উঠিল। তিনি কেবল অবিরল ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। এদিকে লক্ষ্মণের গমনের অল্পকাল পরেই দুরাত্মা রাবণ অবসর পাইয়া পরিব্রাজক বেশে আশ্রমে আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহার পরিধেয় কাষায় বসন, মস্তকে শিখা দোদুল্যমান, হস্তে ছত্র, বামস্কন্ধে যষ্টি ও কমণ্ডলু এবং চরণে পাদুকা। নিশাচর যখন এইরূপ বেশ ধারণ করিয়া অরণ্যমধ্যে অসহায়া রামলক্ষ্মণ বিরহিতা একাকিনী সীতার নিকট আসিয়া উপস্থিত হইল, তখন বোধ হইতে লাগিল, যেন প্রগাঢ় অন্ধকার চন্দ্রসূর্য্য-বিরহিতা সন্ধ্যাকে আক্রমণ করিল। কেতুগ্রহ যেরূপ শশাঙ্কহীনা রোহিণীকে অবলোকন করে, সেইরূপ রাবণ রামহীনা জানকীকে অবলোকন করিল। তৎকালে পাপাত্মার পাপমূর্ত্তি ও লোহিতনেত্র অবলোকন করিয়া জনস্থানস্থ বৃক্ষগণ যেন ভয়ে নিস্পন্দ হইয়া গেল, বায়ুর গতি রোধ হইল এবং পবিত্রসলিলা বেগবতী গোদাবরীও ভয়ে মন্দ মন্দ প্রবাহিতা হইতে লাগিলেন।

অনন্তর শনিগ্রহ যেরূপ চিত্রা নক্ষত্রের নিকট গমন করে, তদ্রূপ পাপিষ্ঠ রাবণ তৃণাচ্ছন্ন কূপের ন্যায় ভিক্ষুকের বেশ ধারণ করিয়া স্বামীশোকাতুরা জানকীর নিকট আসিয়া উপস্থিত হইল। রাবণ সীতাদেবীর অলৌকিক রূপমাধুরী নিরীক্ষণ করিয়া কিয়ৎকাল নিস্তব্ধভাবে দণ্ডায়মান রহিল। তৎকালে জানকী পীত কৌশেয় বসন পরিধান করিয়া পর্ণশালায় উপবেশন পূর্ব্বক স্বামীর অশুভ আশঙ্কায় অবিরল ক্রন্দন করিতেছিলেন। তাঁহার মুক্তার ন্যায় দন্ত, পক্কবিম্ব-সম ওষ্ঠ, পদ্মপলাশসদৃশ চক্ষুদ্বয় এবং শরৎকালীন পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় মুখখানি দেখিয়া বোধ হইতে লাগিল, যেন সাক্ষাৎ কমলা কমলাসন পরিত্যাগ করিয়া বনমধ্যে বিরাজ করিতেছেন। রাবণ তাঁহার এই অনুপম সৌন্দর্য্য, অলৌকিক রূপলাবণ্য দর্শন করিয়া কামবিমোহিত হইয়া পড়িল এবং বেদোচ্চারণ পূর্ব্বক সীতার প্রশংসা করিয়া কহিতে লাগিল, "সুন্দরি! তুমি পীত কৌশেয় বসন পরিধান করিয়া পদ্মমাল্য-ধারিণী পদ্মিনীর ন্যায় বনমধ্যে বিরাজ করিতেছ। বোধ হয়, তুমিই হ্রী, তুমিই শ্রী, তুমিই কীর্ত্তি, তুমিই ভাগ্যবান-দিগের লক্ষ্মী। অথবা তুমি অপ্সরা, সিদ্ধি বা কামচারিণী মদনভার্য্যা হইবে। তোমার দন্তগুলি কুন্দপুষ্পের ন্যায় ও চিক্কণ, নেত্রদ্বয় বিশাল এবং রমণীয়, তারকা দুইটী নিবিড় কৃষ্ণবর্ণ, নেত্রপ্রান্ত আরক্ত, নিতম্ব স্থূল ও বিশাল এবং ঊরুদ্বয় করিকর তুল্য। সুন্দরি! তোমার পয়োধরদ্বয় উচ্চ, পরস্পর সংশ্লিষ্ট, বর্ত্তুল, স্থূল, কঠিন এবং উৎকৃষ্ট অলঙ্কারে ভূষিত। দেখিয়া বোধ হয়, যেন আলিঙ্গনার্থই উদ্যত

রহিয়াছে। তোমার কটিদেশ এরূপ সূক্ষ্ম যে মুষ্টির মধ্যেই ধরা যাইতে পারে। কেশসমূহ দীর্ঘ ও সুচিক্কণ। অধিক কি, সুন্দরি! তোমার সকলই সুন্দর, সকলই মনোহর, সকলই উন্মাদক। নদীর প্রবাহ যেরূপ কুলকে হরণ করে, সেইরূপ তোমার সৌন্দর্য্যপ্রবাহ আমার মনকে হরণ করিতেছে। কি দেবী, কি গন্ধর্ব্বী, কি যক্ষী, কি কিন্নরী, এরূপ রূপবতী রমণী কদাচ আমার দৃষ্টিপথে পতিত হয় নাই। অধিক কি বলিব, সুন্দরি! তোমার এই মনোহর রূপ, সুকুমার বয়স এবং নির্জ্জন অরণ্যে বাস আমার মনকে নিতান্ত উন্মত্ত করিয়াছে। সুন্দরি! যদি এই অমরদুর্লভ রূপলাবণ্য সার্থক করিতে ইচ্ছা কর, আমার সহিত আইস। এই বন তোমার বাসস্থানের উপযুক্ত নয়। এখানে ঘোররূপী নিশাচরেরা সর্ব্বদা বিচরণ করিয়া থাকে। এখানে একাকিনী থাকিও না। কুরঙ্গনয়নে! তুমি যে পুরুষকে প্রেমভরে আলিঙ্গন করিবে, সেই ধন্য! এক্ষণে জিজ্ঞাসা করি, তুমি কে? তুমি কি রুদ্র, মরুত বা বসুগণের কেহ হইবে। তুমি যে দেবতা, সে বিষয়ে আমার কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু এ অরণ্য মধ্যে কি দেবতা, কি গন্ধর্ব্ব, কি কিন্নর কেহই ত আগমন করেন না। ইহা কেবল ঘৃণিত রাক্ষসদিগের বিহার স্থান। এখানে তুমি একাকিনী কিরূপে আসিলে। সুন্দরি! এই যে চতুর্দ্দিকে সিংহ, ব্যাঘ্র, ভল্লুক, তরক্ষু প্রভৃতি হিংস্র জন্তুগণ বিচরণ করিতেছে, ইহা দেখিয়া কি তোমার অন্তঃকরণে ভয় হইতেছে না। তুমি অসহায়া, এই ভীষণ অরণ্য মধ্যে এই সমস্ত মত্ত হস্তী দেখিয়া কি

তোমার ত্রাস জন্মাইতেছে না। যাহা হউক, মৃগনয়নে! তুমি কে? কাহার পত্নী? এবং কি জন্যই বা এই নির্জ্জন দণ্ডকারণ্য মধ্যে আগমন করিয়াছ?

পাপাত্মা রাবণ এই সমস্ত অনুচিত কথা বলিলেও সীতা-দেবী তাহার দ্বিজবেশ দর্শন করিয়া ক্রুদ্ধ হইলেন না। সেই কাষায়বসন কমণ্ডলুধারী সৌম্যদর্শন ভিক্ষুককে তিনি উপেক্ষাও করিতে পারিলেন না। তিনি যথোচিত সৎকারপূর্ব্বক বিনীতভাবে কহিলেন, "ভগবন্! এই কুশাসনে উপবেশন করুন, এই পাদোদকে পদপ্রক্ষালন করুন, এই সমস্ত বন্যজাত দ্রব্য আপনার জন্য সুসিদ্ধ করিয়া রাখিয়াছি, নিশ্চিন্ত হইয়া ভোজন করুন।" এই বলিয়া তিনি ক্ষান্ত হইলেন।

পাপাত্মা রাবণ সীতাকে যতই দেখিতে লাগিল, তাহার হরণের ইচ্ছা ততই বলবতী হইতে লাগিল।

এদিকে জনকাত্মজা সীতা যথোচিত অতিথি সৎকার করিয়া স্বর্ণমৃগার্থ বহির্গত রামচন্দ্র এবং লক্ষ্মণের জন্য বনবিভাগের প্রতি পুনঃ পুনঃ দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন, কিন্তু কেবলমাত্র বহুদূর বিস্তৃত শ্যামলবনই দেখিতে পাইলেন, ভ্রাতৃদ্বয়ের কোনই সন্ধান পাইলেন না।

ষট্‌চত্বারিংশ সর্গ।

সীতার রাবণকে ভৎর্সনা।

অনন্তর পরিব্রাজক রূপধারী দুরাত্মা রাবণ বারম্বার সীতার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল। সরলহৃদয়া জানকী মনে করিলেন, ইনি ব্রাহ্মণ ও অতিথি। যদি পরিচয় না দিই, তাহা হইলে হয়ত কুপিত হইয়া অভিশম্পাত করিবেন। এই প্রকার মনে মনে চিন্তা করিয়া তিনি কহিতে লাগিলেন, "ভগবন্! আমি মিথিলাধিপতি জনক রাজার কন্যা, অযোধ্যাধিপতি মহারাজ দশরথের জ্যেষ্ঠ পুত্র ধর্ম্মাত্মা রামচন্দ্রের ভার্য্যা। আমার নাম সীতা। আমি বিবাহের পর শ্বশুরালয়ে অতুল সুখ সম্ভোগে দ্বাদশ বৎসর অতিবাহিত করি। ত্রয়োদশ বর্ষের প্রারম্ভে রাজা দশরথ বৃদ্ধাবস্থায় শান্তিসুখ লাভ করিবার ইচ্ছায় মন্ত্রিবর্গের সহিত পরামর্শ করিয়া জ্যেষ্ঠপুত্র আর্য্য রামচন্দ্রকে যৌবরাজ্যে অভিষেক করিবার মানস করেন। অভিষেকের সমস্ত আয়োজন হইয়াছে, এমত সময়ে আমার স্বামীর বিমাতা মহারাজ দশরথের প্রাণসম প্রিয়তমা ভার্য্যা আর্য্যা কৈকেয়ী ঈর্ষ্যাপরবশ হইয়া মহারাজের নিকট রামচন্দ্রের নির্ব্বাসন এবং স্বপুত্র ভরতের রাজ্যে অভিষেক এই দুইটী বর প্রার্থনা করিলেন এবং কহিলেন, "মহারাজ! যদি রামকে রাজ্যপ্রদান কর, তাহা হইলে আমি পান ভোজন

শয়ন কিছুই করিব না, এমন কি বিষপান করিয়া প্রাণ-ত্যাগ করিব।'

রাজা দশরথ কৈকেয়ীর নিকট দুইটি বরদানে প্রতিশ্রুত ছিলেন, কিন্তু তিনি স্বপ্নেও জানিতেন না যে, কৈকেয়ী এই নিদারুণ বর দুইটি প্রার্থনা করিবেন। বৃদ্ধরাজা কৈকেয়ীকে নানা প্রকারে বুঝাইতে লাগিলেন, কিন্তু পাষাণহৃদয়া কৈকেয়ীর মন কিছুতেই আর্দ্র হইল না। ভগবন্! তখন আর্য্যপুত্রের বয়ঃক্রম পঞ্চবিংশতি বৎসর মাত্র। বাল্যকালাবধিই তিনি ধার্ম্মিক ও সত্যনিষ্ঠ, তাঁহার স্বভাব পবিত্র ও কোমল, সর্ব্ব জীবেই তিনি সমান দয়া প্রকাশ করিয়া থাকেন; অধিক কি তাঁহার ন্যায় ধর্ম্মাত্মা জগতে অতি দুর্লভ। বৃদ্ধ রাজা কেবল স্ত্রীর বশীভূত হইয়া এইরূপ সদ্গুণসম্পন্ন ধর্ম্মাত্মা জ্যেষ্ঠ পুত্রকে রাজ্যসুখে বঞ্চিত করিয়া দীর্ঘকালের জন্য অরণ্য-বাসের অনুমতি দিলেন। ভগবন্! কৈকেয়ীর হৃদয় কি কঠিন! আর্য্যপুত্র অভিষেকের জন্য পিতার নিকট গমন করিলে পাষাণহৃদয়া কৈকেয়ী অকাতরে আর্য্যপুত্রকে বলিলেন, 'রাম! তোমার পিতা ভরতের হস্তে রাজ্যভার সমর্পণ করিয়া চতুর্দ্দশ বৎসরের জন্য তোমাকে বনবাসব্রত অবলম্বন করিতে অনুমতি করিয়াছেন। বৎস! পিতৃ-আজ্ঞা প্রতিপালন করা সন্তানের সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। অতএব তুমি রাজ্যাশা পরিত্যাগ করিয়া বনে গিয়া পিতাকে সত্য হইতে মুক্ত কর।'

ভগবন্! কঠিনহৃদয়া কৈকেয়ীর এই নিদারুণ বাক্য শ্রবণ করিয়া রামচন্দ্রের কিছুমাত্র আকার বৈলক্ষণ্য লক্ষিত

হইল না। তিনি তৎক্ষণাৎ সম্মত হইলেন এবং এ পর্য্যন্ত অবিচলিতচিত্তে পিতার আদেশ পালন করিয়া আসিতেছেন। তিনি দান করেন, কিন্তু কদাচ প্রতিগ্রহ করেন না, তিনি সত্যবাদী, প্রাণান্তেও মিথ্যাকথা মুখে আনেন না। অধিক কি তাঁহার ন্যায় ধর্ম্মপরায়ণ ব্যক্তি এই পৃথিবীতে অতি অল্পই আছে। মহাপরাক্রম লক্ষ্মণ তাঁহার বৈমাত্রেয় ভ্রাতা। তিনি অরণ্যমধ্যে রামচন্দ্রের একমাত্র সহায়। ভগবন্! আর্য্য রামচন্দ্র বনবাস অবলম্বন করিলে ভ্রাতৃবৎসল লক্ষ্মণ সমস্ত সুখে জলাঞ্জলি দিয়া জটা ও চীর ধারণ পূর্ব্বক আমার সহিত আর্য্যপুত্রের অনুসরণ করিয়াছেন। আমরা তিন জনে রাজ্য হইতে নির্ব্বাসিত হইয়া অবধি বনে বনে নানা স্থানে বিচরণ করিতেছি। যদি আপনার স্থানান্তরে বিশেষ আবশ্যক না থাকে, ক্ষণকাল এইস্থানে অবস্থান করুন। আমার স্বামী নানা প্রকার মৃগমাংস সংগ্রহ করিয়া ভ্রাতার সহিত শীঘ্রই আসিবেন। ভগবন্! এক্ষণে আপনার নাম ও গোত্রের পরিচয় জানিবার জন্য আমারও বড় কৌতূহল জন্মিয়াছে। যদি আপত্তি না থাকে, অনুগ্রহ করিয়া বলুন! আপনি কে এবং কি কারণে ভিক্ষুক হইয়াও রাক্ষসসেবিত ভীষণ দণ্ডকারণ্যমধ্যে একাকী বিচরণ করিতেছেন।”

সরলহৃদয়া জানকী এইরূপ জিজ্ঞাসা করিলে, দুরাত্মা রাবণ সাহঙ্কারে বলিতে লাগিল, “সুন্দরি! যদি আমার পরিচয় জানিবার জন্য তোমার অত্যন্ত কৌতূহল জন্মিয়া থাকে, তবে শুন। যাহার প্রতাপে দেবাসুর ও মনুষ্যের সহিত

ত্রিভুবন সর্ব্বদা সশঙ্কিত, আমি সেই রাক্ষসাধিপতি রাবণ। সীতে! বলিব কি, যে অবধি তোমার ভুবনমোহিনী মূর্ত্তি আমার নয়নপথে পতিত হইয়াছে সেই অবধি আমার নিজ-স্ত্রীতে আর কিছুমাত্র অনুরাগ নাই। সুন্দরি! আমি নানা স্থান হইতে রূপবতী রমণী সকল সংগ্রহ করিয়াছি তুমি আজি তাহাদের প্রধানা মহিষী হও। লঙ্কা নামে আমার এক মনোহর পুরী আছে। উহা সমুদ্র-পরিবেষ্টিত এবং পর্ব্বতোপরি প্রতিষ্ঠিত। মৃগনয়নে! যদি ঐ মনোহারিণী পুরীর নন্দনকাননিন্দিত উপবনমধ্যে অনুরূপ কান্তের সহিত বিহার করিয়া তোমার এই অনুপম রূপ ও যৌবনের সার্থকতা সম্পাদন করিতে চাও তাহা হইলে আমাকে বরণ কর। সেখানে থাকিলে আর কদাচ তোমার বনবাসে ইচ্ছা হইবে না। সরলে! সর্ব্বাভরণভূষিতা পঞ্চদশ সহস্র দাসী সর্ব্বদা তোমার পরিচর্য্যায় নিযুক্ত থাকিবে। আইস বিলম্ব করিও না। ছি! ছি! তোমার এই অপরূপ রূপ কি বনবাসী দরিদ্র স্বামীর সহবাসের উপযুক্ত?"

পাপাত্মা রাবণ এইরূপে নিজের দুরভিসন্ধি প্রকাশ করিয়া বলিলে জনকাত্মজা সীতা যারপর নাই ক্রুদ্ধ হইয়া অত্যন্ত ঘৃণা প্রকাশ পূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন,—"পাষণ্ড! এই সমস্ত পাপবাক্য উচ্চারণ করিবার পূর্ব্বে তোর মস্তকে বজ্রাঘাত হইল না? তোর এতদূর স্পর্দ্ধা! তুই বামন হইয়া আকাশের চন্দ্র স্পর্শ করিতে অভিলাষ করিস্। নারকি! তুই জানিস্ না, আমি কাহার আশ্রয়ে নির্ভয়ে অবস্থান করিতেছি। যিনি হিমাচলের ন্যায় অটল, মহাসাগরের ন্যায় গম্ভীর, দেবরাজের

ন্যায় পরাক্রান্ত, আমি সেই রামচন্দ্রের আশ্রিতা। বটবৃক্ষের ন্যায় যিনি সকলের আশ্রয়, যিনি সত্যপ্রতিজ্ঞ, জিতেন্দ্রিয় ও ধর্ম্মশীল, আমি সেই রামচন্দ্রের আশ্রিতা। যাঁহার বাহুযুগল আজানুলম্বিত, বক্ষঃস্থল বিশাল, গতি মৃগরাজের ন্যায় মন্থর, আনন পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় সুন্দর, আমি সেই রামচন্দ্রের আশ্রিতা। পাপিষ্ঠ! যিনি পরাক্রমে সিংহের ন্যায়, আমি সেই পুরুষসিংহ মহাবীর রামচন্দ্রের স্ত্রী। নরাধম! তুই শৃগাল হইয়া সিংহীকে আক্রমণ করিতে অভিলাষ করিয়াছিস্। যেমন সূর্য্যের প্রভাকে স্পর্শ করিতে পারা যায় না, সেইরূপ তুইও আমাকে কদাচ স্পর্শ করিতে পারিবি না। হতভাগ্য! যখন তোর রামভার্য্যাতে অভিলাষ জন্মিয়াছে, তখন নিশ্চয়ই তোর মৃত্যু অতি নিকট। তুই ক্ষুধার্ত্ত সিংহ ও কালসর্পের দন্ত উৎপাটন করিতে ইচ্ছা করিয়াছিস্। তুই মন্দর পর্ব্বতকে ধারণ এবং বিষপান করিয়া নির্ব্বিবাদে পৃথিবী ত্যাগ করিয়া যাইতে ইচ্ছা করিয়াছিস্। তুই কণ্ঠে শিলা বন্ধন করিয়া মহা সমুদ্র মধ্যে সন্তরণ, প্রজ্বলিত অগ্নিকে শুষ্ক বস্ত্রে বন্ধন এবং লৌহময় শূলের অগ্রভাগে সঞ্চরণ করিতে অভিলাষ করিয়াছিস্। নির্ব্বোধ! সিংহ ও শৃগালের যে অন্তর, সমুদ্র এবং ক্ষুদ্র নদী বা গোষ্পদের যে অন্তর, অমৃত ও কাঞ্জিকের যে অন্তর, স্বর্ণ ও লৌহের যে অন্তর, চন্দন ও পঙ্কের যে অন্তর, হস্তী ও বিড়ালের যে অন্তর, গরুড় ও চটকের যে অন্তর, ময়ূর ও কাকের যে অন্তর, সারস গৃধ্রের যে অন্তর, মহাবীর আর্য্য রামচন্দ্র এবং তোরও সেই অন্তর। ইন্দ্রতুল্য পরাক্রম

শালী ধনুর্ব্বাণধারী মহাবীর রামচন্দ্র বিদ্যমানে যদি তুই আমাকে লইয়া যাস্‌, তাহা হইলে কদাচ জীবিত থাকিবি না। ঘৃতভোজনে যেরূপ মক্ষিকার প্রাণ বিনষ্ট হয়, সেইরূপ আমাকে হরণ করিলে তোরও প্রাণ বিনষ্ট হইবে।” পতিপ্রাণা জানকী দুরাত্মা রাক্ষসকে এইরূপ ভৎর্সনা করিয়া ক্রোধে বাতাহত কদলীপত্রের ন্যায় কম্পিতা হইতে লাগিলেন।

সপ্তচত্বারিংশ সর্গ।

রাবণ ও সীতার কথোপকথন।

পতিপ্রাণা সীতা এইরূপ পরুষবাক্যে ভৎর্সনা করিলে পাপমতি দশানন ভ্রূকুটি বিস্তার পূর্ব্বক ক্রোধভরে কহিতে লাগিল, “সুন্দরি! তুমি অবলা, সংসারের কিছুই জান না। আমার পরাক্রমের কিঞ্চিৎ পরিচয় তোমাকে দিতেছি মনোযোগ পূর্ব্বক শ্রবণ কর। আমি কুবেরের বৈমাত্রেয় ভ্রাতা, নাম রাবণ। ত্রিভুবনে এমন কেহই নাই যে আমার অতুল পরাক্রমের বিষয় অবগত নহে। লোকে মৃত্যুকে যেরূপ ভয় করে, দেব, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, রক্ষ, পিশাচ প্রভৃতি সকলেই আমাকে ততোধিক ভয় করিয়া থাকে।

তাহারা আমাকে দেখিবামাত্র দূরে পলায়ন করে। একদা ভ্রাতা কুবেরের সহিত কোন কারণবশতঃ আমার সংগ্রাম উপস্থিত হয়। ঐ সময়ে আমি ক্রোধাবেশে উহাকে বিক্রমে পরাজিত করি। তদবধি সে আমার ভয়ে লঙ্কা হইতে পলায়ন করিয়া কৈলাস পর্ব্বতে গিয়া বাস করিতেছে। তাহার পুষ্পক নামে একখানি কামগামী রথও ছিল, আমি বলপূর্ব্বক সেখানিও অপহরণ করিয়া লইয়াছি। এক্ষণে আমি ঐ রথে আরোহণ পূর্ব্বক আকাশপথে মহাসুখে যথা ইচ্ছা বিচরণ করি। সুন্দরি! আমি যখন ক্রুদ্ধ হই তখন ইন্দ্রাদি দেবগণ আমার মুখ দেখিবামাত্র ভয়ে পলায়ন করে। আমি যেখানে অবস্থান করি সেখানে বায়ু শঙ্কিত হইয়া প্রবাহিত হয়, উষ্ণরশ্মি ও চন্দ্রের ন্যায় শীতল মূর্ত্তি ধারণ করে, বৃক্ষের পত্র সকল আর কম্পিত হয় না এবং বেগবতী স্রোতস্বতী সকলও স্তম্ভিত হইয়া থাকে। ইন্দ্রের অমরাবতীর ন্যায় সমুদ্র পারে লঙ্কা নামে আমার এক মনোরম পুরী আছে। ঐ পুরী ভীষণমূর্ত্তি রাক্ষসগণে পরিবৃত, শুভ্রবর্ণ প্রাকারে পরিবেষ্টিত এবং বৈদূর্য্যময় পুরদ্বার ও হেমময় কক্ষ সকলে পরিশোভিত। উহা বহুসংখ্যক হস্তী, অশ্ব ও রথে পরিপূর্ণ এবং নিরন্তর তূর্য্যধ্বনিতে নিনাদিত। স্থানে স্থানে অভীষ্ট ফলফুলে পরিশোভিত মনোরম উদ্যান সকল ঐ স্থানকে অতি রমণীয় করিয়া তুলিয়াছে। সীতে! তুমি যদি একবার সেখানে গমন কর তাহা হইলে তোমার মানুষী সহচরীদিগের কথা একবার মনেও হইবে না। সুন্দরি! তুমি স্ত্রীলোক, হিতাহিত বিবেচনা করিতে পার

না। রাজা দশরথ প্রিয়পুত্র ভরতকে রাজ্যে অভিষেক করিয়া পৌরুষহীন রামকে নির্ব্বাসিত করিয়াছেন। বল দেখি, সেই রাজ্যভ্রষ্ট, হীনবল তাপসের সহিত বনে বনে ভ্রমণ করিয়া তোমার কি সুখলাভ হইবে? কুরঙ্গনয়নে! আমি রাক্ষসরাজ, তুমি আমাকে বরণ কর। সুন্দরি! আমি কামে মোহিত হইয়া স্বয়ং তোমার নিকট আসিয়া উপস্থিত হইয়াছি আমাকে উপেক্ষা করা তোমার কদাচ উচিত হয় না। উর্ব্বশী যেরূপ পুরুরবাকে পদাঘাত করিয়া অনুতাপ করিয়াছিল, সেইরূপ আমাকে উপেক্ষা করিলে তোমাকে পরিশেষে অনুতাপানলে দগ্ধ হইতে হইবে। সুন্দরি! রাম একজন সামান্য মনুষ্য মাত্র। সে সংগ্রামে আমার এক অঙ্গুলীর পরাক্রমও সহ্য করিতে পারে না। তুমি কি তাহার ন্যায় অসার পুরুষের উপযুক্ত। সীতে! তোমার সৌভাগ্যক্রমেই আমি এখানে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছি আমাকে ভজনা কর।"

রাবণ এই বলিয়া বিরত হইলে পতিপ্রাণা সীতাদেবী ক্রোধে আরক্তলোচনা হইয়া কহিতে লাগিলেন, "পাপিষ্ঠ! তোর প্রকৃতি অতি নীচ। তুই যে সকল ঘোর কুকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়াছিস্ আবার তারই জন্য অহঙ্কার করিতেছিস্। ছি! ছি! সর্ব্বদেবপূজ্য কুবেরকে ভ্রাতা বলিয়া পরিচয় দিয়া আবার তাহার প্রতি অত্যাচারের কথা বলিতে তোর লজ্জা হইতেছে না। তুই যারপর নাই ইন্দ্রিয়াসক্ত, কর্কশ ও নির্ব্বোধ। তুই যাহাদের রাজা তাহারা তোর পাপে সকলেই বিনষ্ট হইবে। দুরাত্মন্! দেবরাজ ইন্দ্রের ক্রোড়

হইতে শচীকে অপহরণ করিয়াও জীবিত থাকা সম্ভব, কিন্তু রামের ভার্য্যা আমাকে হরণ করিয়া কদাচ জীবিত থাকিবি না। তুই যদি অমৃতপান করিয়া অমর হইয়া থাকিস্ তাহা হইলেও তোর পরিত্রাণ নাই।"

অষ্টচত্বারিংশ সর্গ।

সীতাহরণ।

সীতা এই বলিয়া বিরত হইলে মহাপ্রতাপ দশানন নিজ ভীষণরূপ ধারণ করিয়া সীতাকে সম্বোধন পূর্ব্বক পুনরায় কহিতে লাগিল, "সুন্দরি! তুমি নিতান্ত উন্মত্তা, যে আমার বীর্য্য ও পরাক্রমের কথা এতদিন তোমার কর্ণগোচর হয় নাই। তুমি আমাকে সামান্য বিবেচনা করিও না। আমি আকাশে থাকিয়া ভুজবলে পৃথিবীকে বহন করিতে পারি, সমুদ্রকেও নিঃশেষে পান করিতে পারি, রণস্থলে সাক্ষাৎ মৃত্যুকেও মৃত্যুমুখে প্রেরণ করিতে পারি, তীক্ষ্ণ শরজালে সূর্য্যেরও গতিরোধ করিতে পারি এবং মহীতলকেও বিদারণ করিতে পারি। সুন্দরি! আমার প্রতি কৃপাদৃষ্টি কর। তোমার যখন যাহা অভিলাষ হইবে, আমি তৎক্ষণাৎ তাহা পূর্ণ করিব।"

এই কথা বলিতে বলিতে রাবণের নয়ন ক্রোধে আরক্ত হইয়া উঠিল। পূর্ব্বকার সৌম্য পরিব্রাজক মূর্ত্তির পরিবর্ত্তে আকার সাক্ষাৎ যমের ন্যায় ভীষণ হইল। তাহার বর্ণ নিবীড় নীলনীরদখণ্ডের ন্যায়, মস্তক দশ, হস্ত বিংশতি। সর্ব্বাঙ্গে স্বর্ণালঙ্কার এবং পরিধান রক্তাম্বর। দুরাত্মা এই ভয়ঙ্কর মূর্ত্তিতে সূর্য্যপ্রভার ন্যায় তেজস্বিনী সীতাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিতে লাগিল, "সুন্দরি! যদি ত্রিলোকবিখ্যাত পতি পাইতে অভিলাষ থাকে, তাহা হইলে আমাকে বরণ কর। আমি তোমার শ্লাঘ্য ও উপযুক্ত পতি, আমি কদাচ তোমার কোন অপ্রিয় আচরণ করিব না; আমার মনস্কামনা পূর্ণ কর। সামান্য মানুষের মায়া পরিত্যাগ করিয়া আমার প্রতি অনুরক্ত হও। সুন্দরি! বিবেচনা করিয়া দেখ, রাম রাজ্যহীন, ভিক্ষুক ও অল্পপ্রাণ। মূঢ়ে! তুমি যে কোন্ গুণে তাহার অনুরাগিণী হইয়াছ, তাহা বুঝিতে পারি না। যে একজন সামান্য স্ত্রীলোকের কথায় আত্মীয়, স্বজন, বন্ধু, বান্ধব সমস্ত পরিত্যাগ করিয়া প্রাণভয়ে অরণ্য মধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে, সেই কাপুরুষ কি তোমার ন্যায় রমণীরত্নের উপযুক্ত? ছি! ছি! তুমি আর তাহার মুখদর্শন করিও না।"

এই বলিয়া দুষ্টাত্মা রাবণ, চন্দ্র যেমন রোহিণীকে আক্রমণ করে, সেইরূপ সীতার নিকটে গমন করিয়া বামহস্তে তাঁহার কেশ এবং দক্ষিণ হস্তে তাঁহার উরুযুগল ধারণ করিলেন। তৎকালে পাপাত্মার সেই পাপকার্য্য অবলোকন করিতে না পারিয়া অরণ্যস্থ পশু পক্ষী প্রভৃতি সকল প্রাণীই চক্ষু

মুদিত করিল। সতীর অপমানে ত্রিভুবন কম্পিত হইয়া উঠিল। বনের অধিষ্ঠাত্রী দেবতাগণ পর্ব্বতকায় কালান্তক যমতুল্য ভীষণদর্শন রাবণের মূর্ত্তি অবলোকন করিয়া ভয়ে চতুর্দ্দিকে পলায়ন করিতে লাগিলেন। কিয়ৎকাল পরে মায়াময় গর্দ্দভ-যোজিত এক সুবর্ণরথ ঘর্ঘর শব্দে তথায় আসিয়া উপস্থিত হইল। দুরাত্মা রাবণ কঠোরস্বরে তর্জ্জনগর্জ্জন পূর্ব্বক সীতাকে ক্রোড়ে তুলিয়া লইয়া রথে আরোহণ করিল। সুবর্ণ রথ আকাশপথে উঠিয়া মহাবেগে গমন করিতে লাগিল।

সাধ্বী জানকী অকস্মাৎ এই নিদারুণ ঘটনায় একেবারে হতজ্ঞান হইয়াছিলেন। কিয়ৎকাল পরে তাঁহার চেতনা হইলে প্রথমতঃ তাঁহার সমস্ত স্বপ্ন বলিয়া বোধ হইল। কিন্তু যখন দুরাত্মার হস্ত হইতে মুক্ত হইবার জন্য বারম্বার চেষ্টা করিয়াও পরিত্রাণ পাইলেন না, তখন উন্মত্তার ন্যায় "হায়! কি হইল" বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিয়া উঠিলেন। তিনি বক্ষে করাঘাত করিতে করিতে হৃদয়ভেদী করুণস্বরে ক্রন্দন করিয়া কহিলেন, "হা আর্য্যপুত্র! এ সময়ে আপনি কোথায় রহিলেন। দুরাত্মা রাবণ ছদ্মবেশে আসিয়া আমাকে একাকিনী পাইয়া বলপূর্ব্বক অপহরণ করিয়া লইয়া যাইতেছে, আপনি ইহার কিছুই জানিতেছেন না। জীবিতেশ্বর! আপনি জীবিত থাকিতে পাপিষ্ঠ আপনার সাধের জানকীর অঙ্গ স্পর্শ করিল। প্রাণনাথ! ত্বরায় আসিয়া অধীনীকে রক্ষা করুন্। দেব! আমি ত শ্রীচরণে কোন অপরাধ করি নাই, চিরকাল কায়মনোবাক্যে আপনার সেবা করিয়াছি, তবে আজ কি পাপে আমার এ দুর্দ্দশা

হইল। নাথ! আর বিলম্ব করিবেন না, সত্বর অধীনীকে রক্ষা করুন। আর কিয়ৎকাল এরূপ অবস্থায় থাকিলেই আমার প্রাণ বাহির হইবে। দেব! আপনি দুর্ব্বৃত্তদিগের শিক্ষক, তবে এ দুরাত্মা রাক্ষসকে শিক্ষা দিতেছেন না কেন? দেবর লক্ষ্মণ! তুমি আমাকে মাতার ন্যায় ভক্তি করিতে, আজ দুরাত্মা দশানন তাহার পাপহস্তে আমার অঙ্গ স্পর্শ করিল, তাহার কিছুই জানিতেছ না। বৎস! আমি তোমার অন্যায় দোষারোপ করিয়া পবিত্র মনে ব্যথা দিয়াছি বলিয়া কি আমার উপর ক্রুদ্ধ হইয়াছ? লক্ষ্মণ! তুমি বুদ্ধিমান, একজন নির্ব্বোধ স্ত্রীলোকের কথায় ক্রুদ্ধ হইও না। বৎস! তুমি পরাক্রমে তোমার ভ্রাতার সদৃশ। আজি অনুগ্রহ পূর্ব্বক আমার সমস্ত দোষ ভুলিয়া দুরাত্মার হস্ত হইতে আমাকে রক্ষা কর। হায়! আমি কি কুক্ষণে স্বর্ণমৃগের রূপ দর্শনে মোহিত হইয়া আর্য্যপুত্রকে মৃগ নয়নে প্রেরণ করিলাম, কি কুক্ষণেই বা মহাত্মা লক্ষ্মণকে কটু কথা বলিয়া আশ্রম হইতে পাঠাইয়া দিলাম। রে নরাধম রাক্ষস! তুই কি মনে করিয়াছিস্, রামের ভার্য্যাকে হরণ করিয়া নির্বিঘ্নে জীবন ধারণ করিবি। পাপিষ্ঠ! কালে যেরূপ শস্যের ফল হইয়া থাকে, সেইরূপ তোরও পাপ-বৃক্ষের ফল অবশ্যই ফলিবে। আমি নিশ্চয়ই বলিতেছি, জগদেকবীর রামচন্দ্রের হস্তে পরিণামে তোর সর্ব্বনাশ হইবে। কৈকেয়ি! এতদিনে তোর ও তোর বন্ধুবর্গের মনস্কামনা পূর্ণ হইল। হায়! এ সময়ে কে আর্য্যপুত্রকে আমার সম্বাদ দিবে। অয়ি জনস্থান! অয়ি পুষ্পিত তরুলতাশ্রেণি!

আমি নিতান্ত অসহায়া। 'রাবণ সীতাকে হরণ করিয়া লইয়া যাইতেছে' তোমরা ত্বরায় দুঃখিনীর প্রতি কৃপা করিয়া আর্য্যপুত্রকে এই সম্বাদ প্রদান কর। অয়ি! হংসসারসপূর্ণা গোদাবরি! আপনাকে বন্দনা করি, 'রাবণ অসহায়া সীতাকে হরণ করিতেছে' অবিলম্বে এই সম্বাদ রঘুবীর রামচন্দ্রকে জ্ঞাপন করুন্। অয়ি! জনস্থাননিবাসিনী বনদেবতাগণ! আপনাদের চরণে ধরিয়া বলিতেছি, এ দুঃখিনীর প্রতি কৃপাদৃষ্টি করিয়া রাক্ষসকুলধূমকেতু রামচন্দ্রকে ত্বরায় আমার এই বিপদের সম্বাদ প্রদান করুন। ঐ অরণ্যে যে কোন বৃক্ষ, লতা বা জীবজন্তু আছে, আমি আজ সকলেরই শরণাপন্ন হইতেছি, 'আপনার প্রাণ অপেক্ষাও প্রিয়তরা ভার্য্যা সীতাকে রাবণ বলপূর্ব্বক হরণ করিয়া লইয়া গেল' তোমরা অতিশীঘ্র আর্য্য-পুত্রকে এই সম্বাদ প্রদান করিয়া আমার প্রাণ রক্ষা কর। তিনি একবার জানিতে পারিলে তুচ্ছ রাক্ষস কেন, স্বয়ং কৃতান্তের হস্ত হইতেও আমাকে উদ্ধার করিতে পারিতেন।" ঐ বলিয়া অসহায়া জানকী উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগি-লেন। তৎকালে তাঁহার হৃদয়ভেদী বিলাপবাক্যে অরণ্যস্থ পশুপক্ষী সকলও ক্রন্দন করিতে লাগিল, বৃক্ষ সকলও পত্র-চ্ছলে অশ্রুবর্ষণ করিতে লাগিল।

কিয়ৎকাল পরে জনকাত্মজা হঠাৎ এক বৃক্ষোপরি পক্ষিরাজ জটায়ুকে দেখিতে পাইলেন। দেখিবামাত্র সীতা ক্রন্দন করিতে করিতে জটায়ুকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "আর্য্য জটায়ু! দেখুন, দুরাত্মা দশানন আমাকে অসহায়া পাইয়া হরণ করিয়া লইয়া যাইতেছে। কিন্তু আর্য্য! দুরাত্মা

অত্যন্ত ক্রূর ও পরাক্রমশালী, বিশেষতঃ উহার সহিত নানা প্রকার অস্ত্রশস্ত্র আছে। আপনি বৃদ্ধ হইয়াছেন, সুতরাং ইহাকে নিবারণ করিতে পারিবেন না। এক্ষণে যাহাতে আর্য্যপুত্র ও দেবর লক্ষ্মণ এই বৃত্তান্ত অবগত হয়েন, সত্বর তাহার বিধান করুন।"

একোনপঞ্চাশ সর্গ।

জটায়ুর রাবণকে ভর্ৎসনা।

পক্ষিরাজ জটায়ু নিদ্রিত ছিলেন, সীতার আর্ত্তনাদে তাঁহার নিদ্রা ভঙ্গ হইল। তিনি সম্মুখে রাবণের লোমহর্ষণ কার্য্য অবলোকন করিয়া পর্ব্বতশৃঙ্গসম প্রকাণ্ড তুণ্ড বিস্তার পূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন। "দশানন! আমি পক্ষীরাজ সম্পাতি-ভ্রাতা জটায়ু। আমি সত্যপ্রতিজ্ঞ ও ধর্ম্মশীল। ভ্রাতঃ! আমার সমক্ষে এরূপ আচরণ করা কি তোমার উচিত? দেখ, দশরথাত্মজ রামের তুল্য ধর্ম্মাত্মা ব্যক্তি পৃথিবীতে আর কে আছে। তিনি সকলেরই অধীশ্বর এবং সর্ব্বপ্রাণীর হিতকারী। বলিতে কি, তিনি ইন্দ্র, বরুণ প্রভৃতি অপেক্ষা কোন অংশে ন্যূন নহেন। তুমি নির্ব্বোধের ন্যায় যে রমণীকে হরণ করিয়া লইয়া যাইতেছ, ইনি সেই

মহাত্মার ধর্ম্মপত্নী। রাবণ! পরস্ত্রী হরণ করা রাজার পক্ষে কদাচ কর্ত্তব্য নহে। বিশেষতঃ রাজপত্নীকে সর্ব্বপ্রযত্নে রক্ষা করা উচিত। অতএব এই ঘৃণিত বুদ্ধি পরিত্যাগ কর। লঙ্কেশ্বর! যে কার্য্য লোকবিগর্হিত, বুদ্ধিমান ব্যক্তিরা কদাচ তাহার অনুষ্ঠান করেন না। রাবণ! বিবেচনা করিয়া দেখ, রাজাদিগের নিজস্ত্রীর ন্যায় পরস্ত্রীকেও অপমান হইতে রক্ষা করা কর্ত্তব্য। শিষ্ট প্রজাগণ রাজার দৃষ্টান্ত শাস্ত্রবিরুদ্ধ হইলেও সৎপথ জানিয়া তাহারই অনুসরণ করে। রাজাই সমস্ত উত্তম পদার্থের আকর। তিনিই প্রজাদিগের ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম। ধর্ম্মাধর্ম্ম, পাপপুণ্য সমস্তই রাজা হইতে প্রবর্ত্তিত হয়। কিন্তু রাক্ষসরাজ! তুমি যেরূপ পাপস্বভাব ও চপল, তাহাতে পাপীর স্বর্গীয় বিমান লাভের ন্যায় এই অতুল ঐশ্বর্য্য কি প্রকারে তোমার হস্তগত হইল বলিতে পারি না। স্বভাব দূর করা অত্যন্ত কঠিন, সুতরাং পাপীর গৃহে রাজলক্ষ্মী চিরদিন স্থির থাকেন না। ভাল রাবণ! বল দেখি, মহাপরাক্রম রামচন্দ্র কি কখন তোমার গ্রামে কি নগরে গিয়া কোন প্রকার অত্যাচার করিয়াছেন? তবে তুমি কেন তাঁহার এই মর্ম্মান্তিক অপকার করিতেছ? এই জনস্থানে খর প্রথমে শূর্পণখার জন্য রামের প্রতি অত্যাচার করে। অনন্তর তাঁহার ভুজবলে আপনিই বিনষ্ট হইয়াছে। ইহাতে আর রামচন্দ্রের অপরাধ কি? তুমি কেন নিরপরাধে সেই মহাত্মার ধর্ম্মপত্নীকে অপহরণ করিয়া লইয়া যাইতেছ? লঙ্কেশ্বর! আমি তোমাকে বারংবার নিষেধ করিতেছি, কদাচ এ কুকার্য্য করিও না। অবিলম্বে রামচন্দ্রের সীতা রামচন্দ্রকে ফিরাইয়া

দাও। ইন্দ্রের বজ্র যেরূপ বৃত্রাসুরকে দগ্ধ করিয়াছিল, সাবধান! যেন রামচন্দ্রের কোপাগ্নিতে তোমাকেও সেইরূপ দগ্ধ হইতে না হয়। নির্ব্বোধ! তুমি বস্ত্রপ্রান্তে তীক্ষ্ণবিষ ভুজঙ্গকে বন্ধন করিয়াছ, গলে কালপাশ সংলগ্ন করিয়াছ, তাহা কি তোমার জ্ঞান নাই। যাহাতে অবসন্ন হইতে না হয়, এইরূপ ভার বহন করাই কর্ত্তব্য, যাহা নির্ব্বিঘ্নে জীর্ণ হইতে পারে, এইরূপ অন্ন ভোজন করাই উচিত; যাহাতে ধর্ম্ম, কীর্ত্তি, যশ কিছুই নাই, কেবল শারীরিক ক্লেশ মাত্র, এইরূপ কার্য্যের অনুষ্ঠান কোনমতেই শ্রেয়স্কর নহে।"

এইরূপ বলিতে বলিতে পক্ষীরাজ অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন এবং কঠোরবাক্যে কহিতে লাগিলেন, "দুরাত্মন্! তোর ন্যায় পাপিষ্ঠ জগতে আর নাই। আমি তোর হিতেচ্ছায় এত সদুপদেশ দিলাম, কিন্তু মরুভূমিতে বীজবপনের ন্যায় সে সমস্তই বৃথা হইল। রাক্ষস! দেখ্, আমি ষষ্টিসহস্র বৎসর পৈতৃক রাজ্য শাসন করিতেছি। এক্ষণে বৃদ্ধ হওয়াতে আমার শরীর দুর্ব্বল হইয়াছে। তুই যুবা, তোর হস্তে শর ও শরাসন, সর্ব্বাঙ্গে কবচ, তাহাতে আবার রথোপরি অবস্থান করিতেছিস্, তথাপি মনে করিস্ না যে, আমার সমক্ষে সীতাকে লইয়া নির্ব্বিঘ্নে যাইতে পারিবি? যেরূপ ন্যায়মূলক হেতুবাদ সনাতনী বেদশ্রুতিকে লঙ্ঘন করিতে পারে না, সেইরূপ তুইও কদাচ আমার সমক্ষে বলপূর্ব্বক সীতাকে লইয়া যাইতে পারিবি না। রাবণ! যদি তুই বীর বলিয়া পরিচয় দিতে চাস্, তবে ক্ষণেক অপেক্ষা

করিয়া রামচন্দ্রের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হ। আমি নিশ্চয়ই বলিতেছি, খরের ন্যায় তোকেও অচিরাৎ সমরশায়ী হইতে হইবে। যে রামচন্দ্র বারংবার দৈত্যদলকে দলন করিয়াছেন, তিনি নিশ্চয়ই অবিলম্বে তোর প্রাণসংহার করিবেন। আমি আর বিশেষ কি করিব, ঐ দুই মহাপরাক্রম রাজকুমার দূর-বনে গমন করিয়াছেন। নীচ! তুই তাঁহাদিগকে দেখিলে ভয়েই পলায়ন করিবি। যাহা হউক, তাঁহারা যে পর্য্যন্ত না আসিতেছেন, সে পর্য্যন্ত আমিই প্রাণপণে সীতাকে রক্ষা করিয়া রামচন্দ্র এবং দশরথের প্রিয়কার্য্য সাধন করিব। আমি জীবিত থাকিতে রামচন্দ্রের প্রিয়া ভার্য্যা কমললোচনা সীতাকে হরণ করা, তোর কোনমতে সহজ হইবে না। তুই মুহূর্ত্তকাল অপেক্ষা কর, দেখ্ বৃন্ত হইতে যেরূপ ফল পাতিত করে, সেইরূপ রথ হইতে তোকে পাতিত করিব। আমার যেরূপ প্রাণ তোকে আজ তদনুরূপ যুদ্ধাতিথ্য প্রদান করিব।”

পঞ্চাশ সর্গ।

জটায়ু বধ।

এই বলিয়া পক্ষিরাজ বিরত হইলে দশানন ক্রোধে অধীর হইয়া আরক্তলোচনে দ্রুতবেগে জটায়ুর প্রতি ধাবমান হইল। বায়ুপ্রেরিত হইয়া প্রকাণ্ড মেঘদ্বয় যেরূপ নভোমণ্ডলে মিলিত হয়, জটায়ু ও রাবণ সেইরূপ ঘোর সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলেন। তৎকালে তাহাদের উভয়ের প্রকাণ্ড শরীর দেখিয়া বোধ হইতে লাগিল যেন দুইটী পর্ব্বত রণস্থলে অবতীর্ণ হইয়াছে। অনন্তর রাবণ মহাপরাক্রম জটায়ুকে লক্ষ্য করিয়া নালীক, নারাচ ও তীক্ষ্ণাগ্র বিকর্ণি বর্ষণ করিতে লাগিল। পক্ষিরাজ জটায়ু তদীয় অস্ত্রশস্ত্র অনায়াসে সহ্য করিয়া স্বীয় তীক্ষ্ণ নখ ও চরণের দ্বারা রাবণের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ক্ষতবিক্ষত করিতে লাগিলেন। অনন্তর দশানন অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া জটায়ুর বধার্থ মৃত্যুদণ্ড-তুল্য অতি ভীষণ দশটী শর গ্রহণ করিল এবং আকর্ণ আকর্ষণ করিয়া মহাবেগে নিক্ষেপ করিল। জটায়ু এই সমস্ত শরের আঘাতে অত্যন্ত কাতর হইলেন, কিন্তু তৎকালে রথস্থা অশ্রুমুখী সীতার কথা স্মরণ হওয়াতে সে সমস্ত কিছুমাত্র গণনা না করিয়া সবেগে রাবণের অভিমুখে ধাবমান হইলেন এবং চরণাঘাতে তাহার মুক্তামণিভূষিত শর ও শরাসন ভগ্ন করিয়া দিলেন।

রাবণ নিজের সমস্ত প্রয়াস বিফল দেখিয়া ক্রোধে অধীর হইয়া পুনরায় অপর এক ধনুক গ্রহণ করিল এবং এক এক বারে শতসহস্র শর বর্ষণ করিতে লাগিল। তৎকালে জটায়ু রাবণের শরজালে আচ্ছন্ন হইয়া কুলায়স্থিত বিহঙ্গের ন্যায় অতিশয় শোভা পাইতে লাগিলেন। অনন্তর তিনি স্বীয় পক্ষপবনে রাবণের সমস্ত বান অপসারিত করিয়া পুনরায় চরণাঘাতে রাক্ষসের প্রদীপ্ত অগ্নির ন্যায় উজ্জ্বল বৃহৎ ধনু ভগ্ন করিয়া দিলেন। পরে পক্ষপবনে তাহাও অপসারিত করিয়া স্বর্ণজালজড়িত, মণিসোপানভূষিত প্রসিদ্ধ কামগামী রথকে পিশাচবদন গর্দ্দভদিগের সহিত চূর্ণ করিয়া ফেলিলেন। অতঃপর পক্ষিরাজ পূর্ণচন্দ্রাকার ছত্র ও চামর সকল ছিন্নভিন্ন করিয়া তুণ্ডের আঘাতে সারথির মস্তক খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিলেন। রাবণ ধনুর্হীন, অশ্বহীন, রথহীন ও সারথিহীন হইয়া কটিতটে বৈদেহীকে গ্রহণ করিয়া ভূতলে অবতীর্ণ হইল। তৎকালে অরণ্যবাসিরা জটায়ুর এই আশ্চর্য্য ব্যাপার অবলোকনে অত্যন্ত বিস্ময়ান্বিত হইয়া সাধুবাদ প্রদান পূর্ব্বক তাঁহার যথেষ্ট প্রশংসা করিতে লাগিলেন।

এই যুদ্ধের পর পক্ষিরাজ জটায়ু জরাবশত অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়া পড়িলেন। তদ্দর্শনে রাবণ অত্যন্ত আহ্লাদিত হইয়া সীতাকে গ্রহণ পূর্ব্বক পুনরায় গমন করিতে লাগিল। তৎকালে তাহার সমস্ত অস্ত্রশস্ত্র বিনষ্ট হইয়াছিল, কেবলমাত্র খড়্গ অবশিষ্ট ছিল। পক্ষিরাজ জটায়ু রাক্ষসকে যাইতে দেখিয়া তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হইলেন এবং তাহার

পথরোধ পূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন, "রে নির্ব্বোধ! যাহাঁর শর ইন্দ্রের বজ্র অপেক্ষাও ভীষণ, তুই রাক্ষসকুল নির্ম্মূল করিবার জন্য তাঁহারই ভার্য্যাকে অপহরণ করিতেছিস্। হায়! তুই অমৃতভ্রমে সপরিজনে বিষপান করিলি। যে ব্যক্তি ভবিষ্যৎ বিবেচনা না করিয়া চপলের ন্যায় কার্য্য করে সে তোর ন্যায় অচিরাৎ কালগ্রাসে পতিত হয়। তুই কালপাশে বদ্ধ হইয়াছিস্ এখন আর তোর নিস্তার নাই। আমিষখণ্ডের সহিত বড়িশ ভক্ষণ করিয়া কি কখন মৎস্য পলায়ন করিতে পারে? দেখ্, রাম ও লক্ষ্মণ অত্যন্ত দুর্দ্ধর্ষ তাঁহারা কখনই এ অপমান সহ্য করিবেন না। সুতরাং তোর আর নিস্তার নাই। রাক্ষস! তোর সমান ভীরু আর দেখিতে পাওয়া যায় না। তুই কেবল বাহিরেই বীরদর্প করিয়া থাকিস্। নতুবা রামলক্ষ্মণের অসাক্ষাতে এরূপ চৌর্য্যবৃত্তি অবলম্বন করিবি কেন? রে কাপুরুষ! অসহায়া অবলা স্ত্রীলোকের প্রতি অত্যাচার কি বীরের কার্য্য। রাবণ! যদি বীর হইস্ কিয়ৎকাল অপেক্ষা করিয়া রামচন্দ্রের সহিত যুদ্ধ কর্। আমি নিশ্চয়ই বলিতেছি তাহা হইলে তোকে অবিলম্বে তোর ভ্রাতা খরের পথ অনুসরণ করিতে হইবে। রাক্ষস! আসন্নমৃত্যু ব্যক্তি যেরূপ অধর্ম্মকে ভয় করে না, তুই আত্মনাশের জন্য সেইরূপ অকার্য্যেরই অনুষ্ঠান করিতেছিস্। দুর্ব্বৃত্ত! যে কার্য্যের পাপই ফল, আত্মনাশই যাহার পরিণাম, কোন্ ব্যক্তি জানিয়া শুনিয়া তাহার অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হয়। স্বয়ং ত্রিলোকীনাথ স্বয়ংভূও এমন কার্য্যে সাহসী হয়েন না।"

মহাপরাক্রম জটায়ু এই বলিয়া সহসা রাক্ষসের পৃষ্ঠ-

দেশে পতিত হইলেন এবং হস্ত্যারোহী যেরূপ দুষ্ট হস্তীর উপর আরোহণ করিয়া তাহাকে শাসন করিবার জন্য পুনঃ পুনঃ অঙ্কুশের আঘাত করে, সেইরূপ স্বীয় সুতীক্ষ্ণ নখরের আঘাত দ্বারা তাহাকে ক্ষতবিক্ষত করিতে লাগিলেন। তিনি কখন উহার পৃষ্ঠে তুণ্ড সন্নিবেশ, কখন কখন বা নখ, পক্ষ ও চঞ্চুপুটের দ্বারা উহার কেশ উৎপাটন করিতে লাগিলেন। রাবণ পক্ষিরাজের আঘাতে যারপর নাই ক্লিষ্ট হইল। ক্রোধে তাহার ওষ্ঠ স্পন্দিত ও সর্ব্বাঙ্গ কম্পিত হইতে লাগিল। তখন সে সীতাকে বাম অঙ্কে রাখিয়া মহাক্রোধে জটায়ুকে তলপ্রহার করিতে লাগিল। জটায়ু তাহা অনায়াসে সহ্য করিয়া তুণ্ডের আঘাতে উহার বামভাগের দশ হস্ত ছেদন করিয়া ফেলিলেন। কিন্তু তাহার হস্ত ছিন্ন হইবামাত্র গর্ত্তমধ্য হইতে আশীবিষ সর্পের ন্যায় তৎক্ষণাৎ আবার প্রাদুর্ভূত হইল। তখন রাবণ ক্রোধে হতজ্ঞান হইয়া সীতাকে পরিত্যাগ করিয়া জটায়ুকে মুষ্টিপ্রহার ও পদাঘাত করিতে লাগিল। উভয়ের তুমুল সংগ্রাম উপস্থিত হইল। অনন্তর রাবণ সহসা খড়্গ উত্তোলন পূর্ব্বক ধর্ম্মাত্মা জটায়ুর পক্ষ, পদ ও পার্শ্ব খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিল। পক্ষিরাজ সেই নিদারুণ আঘাতে মৃতপ্রায় হইয়া ভূতলে পতিত হইলেন।

সরলহৃদয়া জানকী জটায়ুকে শোণিতাক্তদেহে ভূতলে শয়ন করিতে দেখিয়া শোকাকুলচিত্তে ধাবমান হইলেন এবং আত্মীয় স্বজনের কোনরূপ বিপদ উপস্থিত হইলে লোকে যেমন তাহার সন্নিহিত হয়, সেইরূপ তাঁহার সন্নিহিত হইয়া

উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন। দুৰ্দ্ধর্ষ রাক্ষসও প্রশান্ত দাবানলের ন্যায়, নীলমেঘাকার পাণ্ডুরবক্ষ পক্ষীকে ধরাতল-শায়ী দেখিয়া যারপর নাই আহ্লাদিত হইল।

একপঞ্চাশ সর্গ।

সীতাহরণ।

চন্দ্রাননা সীতা পক্ষিরাজ জটায়ুকে শোণিতাক্তদেহে ধরাতলে নিপতিত দেখিয়া শোকাকুলচিত্তে এবং সজলনয়নে রোদন করিতে করিতে কহিলেন, "হায়! আর্য্যপুত্র! আপনার কি সর্ব্বনাশ উপস্থিত হইয়াছে কিছুই জানিতেছেন না। শুনিয়াছি মনুষ্যের বিপদ উপস্থিত হইলে পশু পক্ষীগণ নানাপ্রকার অমঙ্গল চিহ্নের দ্বারা তাহা জ্ঞাপন করে। আজ তাহারা অবশ্যই আপনাকে এই ঘোর বিপদের কথা জ্ঞাপন করিতেছে। নাথ! পাপাত্মা রাবণ আমাকে একাকিনী পাইয়া অপহরণ করিয়া লইয়া যাইতেছিল। আপনার পিতৃবন্ধু ধর্ম্মাত্মা বিহগরাজ জটায়ু আমাকে রক্ষা করিতে আসিয়াছিলেন, কিন্তু অভাগিনীর ভাগ্যদোষে তিনিও বিনষ্ট হইলেন।

এই কথা বলিতে বলিতে সীতার শোকসাগর উথলিয়া

উঠিল। তিনি "হা আর্য্যপুত্র। হা দেবর লক্ষ্মণ! আজ আমাকে পাপিষ্ঠ রাক্ষসের হস্ত হইতে রক্ষা কর।" এই বলিয়া করুণস্বরে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন, তৎকালে তাঁহার মাল্য ম্লান হইয়া গিয়াছিল এবং তিনি নিতান্ত অনাথার ন্যায় বিলাপ ও পরিতাপ করিতেছিলেন। ক্রূরহৃদয় রাবণ পুনর্ব্বার তাঁহাকে গ্রহণ করিবার নিমিত্ত ধাবমান হইল। সীতা তাহার পাপমূর্ত্তি অবলোকন করিয়া ব্যাঘ্রতাড়িতা কুরঙ্গীর ন্যায় ভয়ে পলায়ন করিতে লাগিলেন এবং উন্মত্তার ন্যায় দুই বাহু প্রসারণ পূর্ব্বক অদূরে এক বৃক্ষকে গিয়া আলিঙ্গন করিলেন। পাপিষ্ঠ রাবণ তাঁহার নিকটস্থ হইয়া "ছাড়, ছাড়" বারম্বার এই কথা বলিতে লাগিল। জানকী কোন উপায় না দেখিয়া কেবল "হা রাম! হা রাম!" বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিলেন। হায়! তৎকালে তাঁহার নৈরাশ্যব্যঞ্জক মূর্ত্তি অবলোকন করিয়া অরণ্যস্থ পশুপক্ষীরাও রোদন করিতে লাগিল। অবশেষে দুর্ব্বৃত্ত দশানন আত্মনাশের নিমিত্ত সীতার কেশমুষ্টি গ্রহণ করিল।

এই লোমহর্ষণ ব্যাপার উপস্থিত হইবামাত্র চরাচরবিশ্বে নানা প্রকার ব্যতিক্রম ঘটিতে লাগিল। সহসা নিবিড় অন্ধকারে সমস্ত জগৎ আচ্ছন্ন হইয়া গেল। বায়ু নিশ্চল এবং সূর্য্যদেব প্রভাশূন্য হইলেন। এই সময়ে পিতামহ ব্রহ্মা স্বীয় লোক হইতে দিব্যচক্ষে জানকীর অপমান দর্শন করিয়া কহিলেন, "এতদিনের পর আমরা কৃতকার্য্য হইলাম। এবার আর পাপাত্মা রাবণের কোনরূপে নিস্তার নাই।" তৎকালে দণ্ডকারণ্যবাসী মহর্ষিগণ রাবণের মৃত্যুকাল সন্নিহিত দেখিয়া,

আনন্দ অনুভব করিলেন, কিন্তু স্বচক্ষে সীতার কেশগ্রহণ প্রত্যক্ষ করিয়া শোকসম্বরণ করিতে পারিলেন না।

সীতা "হা রাম! হা লক্ষ্মণ!" বলিয়া শোকভরে ক্রন্দন করিতেছেন এমন সময়ে রাবণ উহাঁকে গ্রহণ করিয়া আকাশ পথে উত্থিত হইল। তখন ঐ স্বর্ণবর্ণা পীতকৌশেয়বসনা সীতা নভোমণ্ডলে সৌদামিনীর ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। তাঁহার পীতবস্ত্র উড্ডীন হওয়াতে রাবণ প্রদীপ্ত পর্ব্বতবৎ দৃষ্ট হইতে লাগিল। তৎকালে সীতার সৌরভযুক্ত রক্তোৎপলের পত্র সকল রাবণের গাত্রে বিক্ষিপ্ত হইতে লাগিল এবং তাঁহার স্বর্ণপ্রভ বস্ত্র উদ্ধৃত হওয়াতে রাবণকে সন্ধ্যারাগরঞ্জিত মেঘের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল। হায়! সীতার সেই বিমল বদনমণ্ডল আজ রাবণের অঙ্কদেশে অবস্থিত। উহা মৃণালশূণ্য পদ্মের ন্যায়, গাঢ় মেঘাচ্ছন্ন চন্দ্রমার ন্যায়, নিতান্তই শ্রীহীন ও ম্লান হইয়াছে। সীতার বদনমণ্ডল অকলঙ্ক এবং উহাঁর বর্ণ পদ্মের অভ্যন্তরভাগের ন্যায়। তাঁহার ললাট সুদৃশ্য, কেশের প্রান্তভাগ সুন্দর, নাসিকা মনোহর, দশনশ্রেণী নির্ম্মল ও উজ্জ্বল, ওষ্ঠ পক্কবিম্ব ফলের ন্যায় আরক্ত এবং নেত্র বিশাল। আহা! তৎকালে এই সুন্দর মুখমণ্ডল অনবরত বারিধারায় প্লাবিত এবং পুনঃ পুনঃ মার্জ্জিত হওয়াতে দিবাকালীন চন্দ্রমণ্ডলের ন্যায় নিষ্প্রভ হইয়াছিল। রাক্ষস নীলবর্ণ, সীতা স্বর্ণবর্ণা; তিনি করিকণ্ঠাবলম্বিনী স্বর্ণকাঞ্চীর ন্যায় এবং নীলমেঘস্থ সৌদামিনীর ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। তাঁহার ভূষণ শব্দে রাক্ষস গর্জ্জনশীল সজল জলদের ন্যায় লক্ষিত হইতে লাগিল।

সীতার মস্তকস্থিত পুষ্প সকল ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইয়া পুনরায় বায়ুবেগে রাবণের চতুর্দ্দিকে উড্ডীন হওয়াতে বোধ হইতে লাগিল যেন পর্ব্বতরাজ সুমেরু নির্ম্মল তারকাসমূহে অলঙ্কৃত হইয়া আকাশপথে গমন করিতেছেন।

অনন্তর সীতার চরণ হইতে তড়িৎপ্রভ রত্নখচিত নূপুর স্খলিত হইয়া পড়িল। অগ্নিবর্ণ আভরণ সকল আকাশ হইতে তারকার ন্যায়, ঝন্ ঝন্ শব্দে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইতে লাগিল। চন্দ্রকান্তি রত্নহার বক্ষঃস্থল হইতে ভ্রষ্ট হইয়া অন্তরীক্ষে গগনচ্যুতা গঙ্গার ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। তৎকালে জানকীর সেই শোচনীয় দশা অবলোকন করিয়া পৃথিবীস্থ স্থাবর, জঙ্গম সমস্ত প্রাণীই শোকসাগরে নিমগ্ন হইয়াছিল। বৃক্ষ সকল উপরিস্থ বায়ুর দ্বারা কম্পিত শাখা-পল্লব নাড়িয়া পক্ষিগণের কোলাহলচ্ছলে যেন সীতাকে অভয় প্রদান করিতে লাগিল। সরোবরের সরোজ সকল শ্রীহীন এবং মৎস্যাদি জলচর পক্ষিগণ সচকিত হইয়া যেন মূর্চ্ছাপন্না সখীসম সীতাকে উদ্দেশ পূর্ব্বক শোকপ্রকাশ করিতে লাগিল। সিংহ, ব্যাঘ্র, মৃগ প্রভৃতি চতুর্দ্দিক হইতে আসিয়া রোষভরে রাবণের ছায়ার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হইল। পর্ব্বত সকল প্রস্রবণরূপ অশ্রুমুখে শৃঙ্গরূপ বাহু উত্তোলন পূর্ব্বক যেন আর্ত্তনাদ করিতে লাগিল। রঘুকুললক্ষ্মী সীতার অবমাননা দর্শন করিয়া সূর্য্যদেব নিষ্প্রভ দীন ও পাণ্ডুবর্ণ হইয়া গেলেন। "পাপিষ্ঠ রাবণ ধর্ম্মাত্মা রামচন্দ্রের সীতাকে হরণ করিল। জগতে আর ধর্ম্ম নাই, সত্য লোপ হইল, সরলতা ও দয়া একবারে তিরোহিত হইল," জগতের প্রাণিগণ

ম্লানমুখে বিলাপ ও ক্রন্দন করিতে করিতে এই কথা বলিতে লাগিল। বনদেবতারা এক একবার দৃষ্টিপাত করিয়া কম্পিত হইতে লাগিলেন।

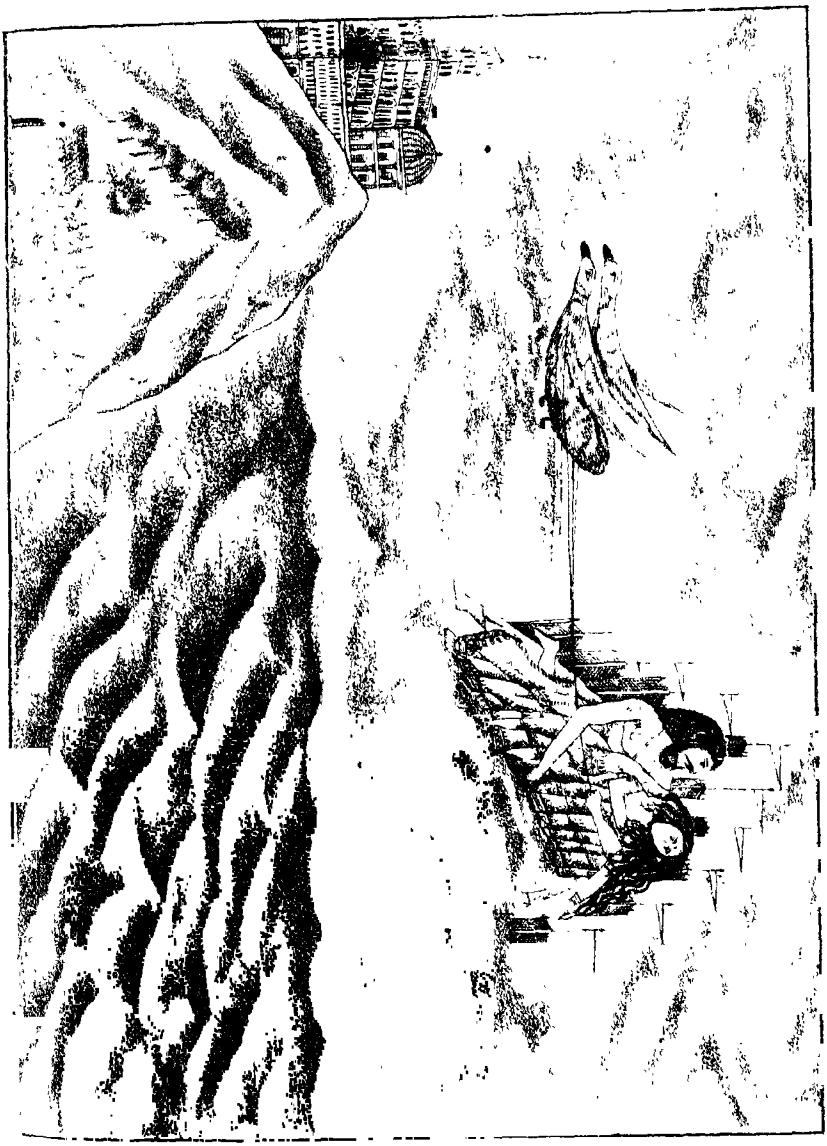
এদিকে জানকী নিম্নে দৃষ্টিপাতপূর্ব্বক বারিধারাকুল নয়নে "হা রাম! হা লক্ষ্মণ!" বলিয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। তাঁহার কেশপ্রান্ত দোলায়িত হইতেছে, তিলক বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। তিনি রাম ও লক্ষ্মণের অদর্শনে বিবর্ণ এবং ভয়ে একান্ত আকুল হইয়াছিলেন। দুর্ব্বৃত্ত রাক্ষস জ্ঞানশূন্য হইয়া আত্মনাশের নিমিত্ত তাঁহাকে লইয়া আকাশপথে গমন করিতে লাগিল।

দ্বিপঞ্চাশ সর্গ।

সীতাহরণ।

অনন্তর সীতা দুরাত্মা রাক্ষসকে আকাশপথে যাইতে দেখিয়া অত্যন্ত ভীত ও উদ্বিগ্ন হইলেন এবং ক্রোধ ও অনবরত ক্রন্দনে আরক্তলোচন হইয়া কহিলেন, "রে নীচ রাক্ষস! তুই আমাকে একাকিনী অসহায়া পাইয়া অপহরণ করিয়া পলাইতেছিস্, ইহাতে কি তোর লজ্জা হইতেছে না? দুরাত্মন্! তুই নিজের দুরভিসন্ধি সাধন

করিবার জন্য মায়াবলে স্বর্ণমৃগরূপ ধারণ করিয়া আমার পতিকে দূরে লইয়া গিয়াছিস্। মহারাজ দশরথের প্রিয়বন্ধু পক্ষিরাজ জটায়ু আমার রক্ষার্থ উদ্যত হইয়াছিলেন বলিয়া, তাঁহাকে বিনাশ করিলি। রাক্ষস! আজি তুই আমাকে অপহরণ করিয়া বড় বীর্য্যের পরিচয় দিয়াছিস্, কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া আমাকে লইতে পারিলি না। অসহায়া পরস্ত্রী অপহরণ নিতান্ত গর্হিত কার্য্য, পাপিষ্ঠ! ইহাতে কি তোর লজ্জা হইতেছে না? ইতিপূর্ব্বে তুই বৃথা নিজের গুণগরিমা প্রকাশ করিতেছিলি। দুরাচার! আজ তোর এই ঘৃণিত পাপ কার্য্য জগতে ঘোষিত হইবে। ধিক্ তোর বীরত্বে, আমি অবলা, তুই যখন আমাকে অপহরণ করিয়া দ্রুতবেগে পলায়ন করিতেছিস্, তখন কোন কাজই তোর অসাধ্য নাই। রাক্ষস! ক্ষণকাল অপেক্ষা কর্, তোকে আর জীবন লইয়া যাইতে হইবে না। বীরশ্রেষ্ঠ রাজকুমারদ্বয়ের চক্ষে পড়িলে তোর সসৈন্যেও নিস্তার থাকিবে না। অরণ্যস্থ পক্ষীকুল যেরূপ দাবানল সহ্য করিতে পারে না, সেইরূপ তুইও তাঁহাদের শরস্পর্শ সহ্য করিতে পারিবি না। রাবণ! এক্ষণে যদি ভাল চাহিস্ত আমায় পরিত্যাগ কর্, নতুবা মহাবীর রামচন্দ্রের শরানলে তোকে নিশ্চয়ই সবংশে দগ্ধ হইতে হইবে। পাপিষ্ঠ। তুই আমাকে যে অভিপ্রায়ে বলপূর্ব্বক লইয়া যাইতেছিস্ তাহা অতি ঘৃণিত ও জঘন্য, তোর সে পাপমনোরথ কখনই সফল হইবে না। আমি দেবতুল্য স্বামীর ক্রোড় হইতে অপহৃত হইয়া শত্রুপুরীমধ্যে অধিক দিন জীবিত থাকিব না। রাক্ষস! মৃত্যুকালে সক-



লেই বিপরীত আচরণ করে, তুইও সেইরূপ নিজের শ্রেয় না বুঝিয়া আসন্নকালে বিপরীত আচরণ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিস্। যাহা পথ্য ও হিতকর মুমূর্ষু ব্যক্তির তাহাতে অভিরুচি হয় না। তুই যখন ভয়ের কারণ সত্বেও নির্ভয়, তখন নিশ্চয়ই তোর কণ্ঠে কালপাশসংলগ্ন হইয়াছে। তোকে অচিরে স্বর্ণবৃক্ষ এবং শোণিতবাহিনী ঘোর বৈতরণী দর্শন করিতে হইবে। সুতীক্ষ্ণ লৌহকণ্টকপূর্ণ শাল্মলী বৃক্ষ এবং ভীষণ খড়্গপত্রের বনও তোকে অচিরেই দর্শন করিতে হইবে। যেমন বিষপান করিলে জীবের প্রাণ বিনষ্ট হয়, সেইরূপ মহাত্মা রামের অপ্রিয়কার্য্য সাধন করিয়া অচিরাৎ তোকেও বিনষ্ট হইতে হইবে। তুই দুর্নিবার কালপাশে বদ্ধ হইয়াছিস্, এক্ষণে আর কোথায়ও গিয়া সুখী হইতে পারিবি না। যিনি একাকী নিমেষমধ্যে চতুর্দ্দশ সহস্র রাক্ষসের প্রাণনাশ করিয়াছেন, সেই সর্ব্বাস্ত্র-কুশল মহাবীর রামচন্দ্র তাঁহার প্রিয়পত্নী হরণ অপরাধে তোকে অবশ্যই বধ করিবেন।”

সীতা রাবণের ক্রোড়গতা হইয়া এইরূপে ভর্ৎসনা করিতে করিতে ভয় ও শোকে অভিভূতা হইয়া করুণ-ভাবে বিলাপ করিতে লাগিলেন। দুরাত্মা রাক্ষস তাহাতে কিছুমাত্র কর্ণপাত না করিয়া ভয়বিকম্পিতা অধীরা জান-কীকে লইয়া আকাশপথে গমন করিতে লাগিল।

ত্রিপঞ্চাশ সর্গ।

রাবণকর্তৃক জনস্থানে রাক্ষসপ্রেরণ।

রাবণাঙ্কগতা অসহায়া জানকী ক্রন্দন করিতে করিতে গিরিশিখরে পাঁচটী বানরকে নিরীক্ষণ করিলেন। তিনি ঐ বানরগণকে দর্শন করিয়া তাহারা রামকে বলিবে এই প্রত্যাশায় তাহাদের মধ্যে কনকবর্ণ কৌশেয়বস্ত্র, উত্তরীয় ও উৎকৃষ্ট অলঙ্কার সকল নিক্ষেপ করিলেন। গমনত্বরানিবন্ধন রাবণ ইহার কিছুই জানিতে পারিল না। এদিকে বস্ত্র ও অলঙ্কারাদি নিক্ষিপ্ত হইবামাত্র, পিঙ্গলনেত্র বানরেরা অত্যন্ত বিস্মিত হইয়া সেই বিশাললোচনা রোরুদ্যমানা সীতাকে অনিমিষনয়নে দেখিতে লাগিল।

ক্রমশঃ রাবণ অশ্রুমুখী সীতাকে লইয়া পম্পানদী অতিক্রম করিয়া লঙ্কাভিমুখে গমন করিতে লাগিল। দুরাচার তীক্ষ্ণবিষা-ভুজঙ্গীতুল্যা নিজের মৃত্যুস্বরূপিনী সীতাকে ক্রোড়ে লইয়া অজ্ঞানবশতঃ পুলকিতমনে যাইতে লাগিল। শরাসনচ্যুত শর যেমন বেগে গমন করে, রাক্ষস তদ্রূপ বন, নদী, পর্ব্বত ও সরোবর সকল উল্লঙ্ঘন করিয়া বেগে গমন করিতে লাগিল এবং অল্পকালের মধ্যে তিমিনক্রাদিগের আবাসস্থান সমুদ্রতীরে উপস্থিত হইল। তৎকালে সমুদ্রতরঙ্গ মনক্ষোভে আকুল হইয়া ঘূর্ণিত হইতে লাগিল, মৎস্য ও সর্প সকল ভয়ে স্তম্ভিত হইয়া রহিল। গগনে

সিদ্ধ ও চারণগণ পরস্পর কহিতে লাগিলেন, "বুঝি এই পর্য্যন্তই রাবণের সমস্ত অত্যাচারের অবসান হইল।"

অনন্তর রাবণ সীতাকে লইয়া বহুজনাকীর্ণ মহানগরী লঙ্কায় প্রবেশ করিল। রাবণ নিজ অন্তঃপুরে গমন করিয়া ময়দানব যেরূপ আসুরী মায়াকে রক্ষা করিয়াছিল, সেইরূপ শোকবিহ্বলা সীতাকে রক্ষা করিতে লাগিল এবং ঘোরদর্শনা রাক্ষসীদিগকে আহ্বান করিয়া কহিল, "দেখ আমার আদেশ ব্যতীত কি স্ত্রী, কি পুরুষ, কেহই যেন এই রমণীকে দেখিতে না পায়। মণি, মুক্তা, সুবর্ণ, বস্ত্র, অলঙ্কার প্রভৃতি যে কোন বস্তুতে ইহাঁর অভিলাষ হইবে, তোমরা তৎক্ষণাৎ ইহাঁকে তাহাই দিবে। জ্ঞানবশতই হউক বা অজ্ঞানবশতই হউক, যে কেহ ইহাঁকে কোন অপ্রিয় কথা বলিবে, আমি নিশ্চয়ই তাহার প্রাণদণ্ড করিব।"

রাবণ রাক্ষসীদিগকে এইরূপ আদেশ প্রদান করিয়া অন্তঃপুর হইতে বহির্গত হইল এবং অতঃপর কি কর্ত্তব্য চিন্তা করিতে লাগিল। অনন্তর আট জন মহাবল মাংসাশী রাক্ষসকে আহ্বান করিল এবং তাহাদের বীরত্বের যথেষ্ট প্রশংসা করিয়া কহিল, "দেখ! পূর্ব্বে মহাবীর খর যেস্থানে অবস্থিতি করিত, তোমরা নানাবিধ অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হইয়া ত্বরায় সেই স্থানে গমন করিয়া নিঃশঙ্কচিত্তে বাস কর। আমি তথায় বহুসংখ্যক রাক্ষসসৈন্য রাখিয়া আসিয়াছিলাম, কিন্তু খর দূষণের সহিত তাহারা রামের শরে বিনষ্ট হইয়াছে। রামের সহিত আমার দারুণ শত্রুতা উপস্থিত হইয়াছে, অতএব তাহাকে নির্য্যাতন করাই এক্ষণে আমার এক-

মাত্র চিন্তা হইয়াছে। অধিক কি, যে পর্য্যন্ত না তাহাকে সংহার করিতে পারিতেছি, সে পর্য্যন্ত আমার সুখে নিদ্রা হইতেছে না। ধনলাভে দরিদ্রের অন্তঃকরণে যেরূপ সুখ হয়, রামের বিনাশে আমিও সেইরূপ সুখী হইব। তোমরা জনস্থানে থাকিয়া রাম কখন্ কি করে, সর্ব্বদা আমাকে সম্বাদ দিবে এবং যদি সুবিধামত তাহাকে বিনাশ করিতে পার, তাহারও চেষ্টা করিবে। তোমরা মহাবীর, আমি অনেকবার যুদ্ধে তোমাদের বলবীর্য্যের পরিচয় পাইয়াছি, এইজন্য অন্য কাহাকেও না বলিয়া তোমাদিগকে এই কার্য্যে নিয়োগ করিতেছি।"

এই বলিয়া রাবণ বিরত হইলে উক্ত আট জন রাক্ষস তাহাকে অভিবাদন পূর্ব্বক প্রচ্ছন্নভাবে জনস্থানাভিমুখে যাত্রা করিল। রাবণও সীতাকে অপহরণ ও রামের সহিত বৈর উৎপাদন করিয়া মোহবশত যারপর নাই হৃষ্ট ও সন্তুষ্ট হইল।

চতুঃপঞ্চাশ সর্গ।

সীতার প্রতি রাবণের প্রলোভন বাক্য।

রাবণ ভীমপরাক্রম রাক্ষসগণকে জনস্থানে প্রেরণ করিয়া বুদ্ধিবৈপরীত্যবশতঃ আপনাকে কৃতকার্য্য মনে করিল এবং নিরন্তর সীতাকে চিন্তা করিয়া কামশরে একান্ত প্রপীড়িত হইয়া তাঁহার দর্শনার্থ সত্বর অন্তঃপুরমধ্যে প্রবেশ করিল। দেখিল, সীতা রাক্ষসীদিগের মধ্যে অতি দীনভাবে বসিয়া ক্রন্দন করিতেছেন। সমুদ্রগর্ভে নিমগ্নপ্রায় তরীর ন্যায় এবং কুক্কুরী-পরিবৃতা যূথভ্রষ্টা হরিণীর ন্যায, তৎকালে তাঁহার অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় হইয়াছিল। রাবণ প্রভাতচন্দ্রের ন্যায় ম্লানমুখী সীতার নিকটে উপস্থিত হইয়া তাঁহার অনিচ্ছা সত্ত্বেও তাঁহাকে বলপূর্ব্বক সঙ্গে লইয়া আপনার গৃহশ্রী সকল দেখাইতে লাগিল। উহার স্থানে স্থানে হীরক ও বৈদূর্য্যখচিত গজদন্ত, সুবর্ণ, স্ফটিক ও রজতের স্তম্ভ সকল শোভা পাইতেছে। বাতায়ন সকল গজদন্তময়, রজতনির্ম্মিত, সুদৃশ্য ও স্বর্ণজালে জড়িত। মধ্যে মধ্যে নানাবিধ প্রস্ফুটিতপুষ্পে আকীর্ণ দীর্ঘিকা ও সরোবর সকল ঐ পুরীর রমণীয়তা সম্পাদন করিতেছে। উহাতে নানাবিধ পক্ষী কলরব করিতেছে এবং বহুসংখ্যক সুন্দরী বিলাসিনীরা জলক্রীড়া করিতেছে। পাপাত্মা রাবণ শোকার্ত্তা সীতাকে সমভিব্যাহারে লইয়া স্বর্ণময় বিচিত্র সোপান পথ দিয়া আরো-

হণ করিল এবং তাঁহার অনিচ্ছাসত্বেও তাঁহাকে এই সমস্ত দেখাইতে লাগিল।

অনন্তর দুরাত্মা সীতার লোভ উৎপাদনার্থ কহিতে লাগিল, "সুন্দরি! আমি বালক ও বৃদ্ধ ব্যতীত বত্রিশ কোটী রাক্ষসের অদ্বিতীয় প্রভু। বিশাললোচনে! তুমি আমার প্রাণ অপেক্ষাও প্রিয়া; আমার এই জীবন, এই সুসমৃদ্ধ সুবিস্তৃত রাজ্য সমস্ত তোমারই। কঠিনহৃদয়ে! আমি এত অনুনয় বিনয় করিতেছি, দেখিয়াও কি তোমার দয়া হইতেছে না? তুমি আমাকে বরণ করিলে লঙ্কায় যে সমস্ত সুন্দরী রমণী আছে, তাহাদের সকলের অধীশ্বরী হইয়া থাকিবে। হৃদয়েশ্বরি! আর অন্যমত করিও না, আমার কথা রক্ষা কর। প্রেয়সি! আমি অনঙ্গতাপে নিতান্ত তাপিত হইয়াছি, আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া তাপিত প্রাণকে শীতল কর। দেখ, এই লঙ্কানগরী শতযোজন বিস্তৃত ও সমুদ্রে পরিবেষ্টিত। ইন্দ্রাদি দেবগণ ও অসুরেরা ইহার নিকটেও আসিতে পারে না। অধিক কি, দেব, নাগ, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, রক্ষ বা ঋষিদিগের মধ্যে এমন কাহাকেও দেখি না যে, আমার প্রতি শত্রুতা করিতে সাহসী হয়। সীতে! রাম মনুষ্য, অতি দীন, নিস্তেজ ও রাজ্যভ্রষ্ট এবং পাদচারে পরিভ্রমণ করিয়া থাকে, তুমি তাহাকে লইয়া কি করিবে। আমাকে ভজনা কর, আমিই সর্ব্বাংশে তোমার উপযুক্ত পতি। আরও দেখ, সুন্দরি! যৌবন চিরস্থায়ী নহে, অতএব এই সময়ে আমাতে অনুরক্ত হইয়া অতুল সুখসম্ভোগে যৌবনের সার্থকতা সম্পাদন কর। রামের কথা একবারও মনে

করিও না। তাহার এখানে আসিবার কোন সম্ভাবনা নাই। আকাশতলে বেগবান্ বায়ুকে পাশদ্বারা বদ্ধ করা সম্ভব, প্রদীপ্ত পাবকশিখা ধারণ করাও সম্ভব; কিন্তু রামের এস্থানে আগমন কিছুতেই সম্ভব নহে। সুন্দরি! আমি তোমাকে স্বয়ং রক্ষা করিতেছি, তুমি নির্ভয়ে বিচরণ কর। ভুজবলে এখান হইতে তোমাকে লইয়া যায় ত্রিভুবনে এমন কাহাকেও দেখি না। আজ অবধি তুমি এই বিস্তৃত রাজ্য পালন কর, আমি তোমার দাস হইয়া থাকিব; রাক্ষসগণ, এমন কি দেবতারা পর্য্যন্ত, তোমার সেবা করিবে। তুমি স্নান-জলে আর্দ্র এবং শ্রান্তি পরিহারে পরিতুষ্ট হইয়া বিহারে প্রবৃত্ত হও। তোমার পূর্ব্বসঞ্চিত যে পাপ ছিল বনবাসে তাহা ক্ষয় হইয়া গিয়াছে, যাহা কিছু পুণ্য সংগ্রহ করিয়াছিলে, নিশ্চয় জানিও, আমার সহিত সহবাস সুখ সেই পুণ্যেরই পরিণাম। সরলে! এইস্থানে নানা প্রকার মাল্য ও উৎকৃষ্ট অলঙ্কার আছে, আইস আমরা উভয়ে তদ্দ্বারা বেশ রচনা করি। আমার ভ্রাতা কুবেরের পুষ্পক নামে এক রথ ছিল, উহা দেখিতে অতি রমণীয় এবং মনের ন্যায় দ্রুতগামী; আমি স্ববিক্রমে উহা অধিকার করিয়াছি। এক্ষণে তুমি আমার সহিত ঐ রথে আরোহণ করিয়া মহানন্দে যথা ইচ্ছা বিচরণ কর। প্রিয়ে! অনবরত ক্রন্দনে তোমার পদ্মসদৃশ নির্ম্মল মুখখানি ম্লান ও বিবর্ণ হইয়া গিয়াছে। ছি! তোমার কি ক্রন্দন করা শোভা পায়? একবার অশ্রুমোচন করিয়া হাস্যমুখে আমাকে আলিঙ্গন কর।”

রাবণের এই সমস্ত পাপ কথা শ্রবণ করিয়া পতিপ্রাণা

সীতা ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। সীতাকে শোকে ও দুঃখে ম্রিয়মান দেখিয়া রাবণ পুনরায় কহিতে লাগিল, "সীতে! ধর্ম্মলোপজনিত লজ্জায় আর কি হইবে? আমরা উভয়ে যে প্রীতিসূত্রে বদ্ধ হইব তাহা ধর্ম্মবিগর্হিত নহে। পরস্ত্রীগমন রাক্ষসদিগের শাস্ত্র সঙ্গত। সুন্দরি! এক্ষণে তোমার চরণে ধরি প্রসন্ন হও, আমি তোমার বশম্বদ ভৃত্য, অনঙ্গতাপে সন্তপ্ত হইয়া যাহা কহিলাম তাহা যেন বিফল না হয়। সীতে! অধিক কি বলিব, রাবণ পূর্ব্বে কখন অন্য কোন রমণীর চরণ স্পর্শ করে নাই।"

রাক্ষসাধিপতি সীতাকে এইরূপ বলিয়া মোহবশতঃ মনে মনে "ইনি আমারই হইলেন" এইরূপ অনুমান করিতে লাগিল।

পঞ্চপঞ্চাশ সর্গ।

সীতা ও রাবণের কথোপকথন।

অনন্তর শোকাকুলা সীতা উভয়ের মধ্যে একটী তৃণ স্থাপন পূর্ব্বক নির্ভয়ে কহিতে লাগিলেন। "রাক্ষস! দশরথ নামে এক সুবিখ্যাত রাজা ছিলেন। তিনি সাক্ষাৎ ধর্ম্মের অটল সেতু। তাঁহার পুত্র সত্যপরায়ণ ত্রিলোকবিখ্যাত

ধর্ম্মাত্মা রামচন্দ্র আমার দেবতা ও পতি। সেই ইক্ষ্বাকু-কুলসম্ভূত বিশালনেত্র মহাবীর রামচন্দ্র লক্ষ্মণকে সঙ্গে লইয়া নিশ্চয়ই তোকে বিনাশ করিবেন। কাপুরুষ! তুই যৎকালে আমার অঙ্গে হস্তক্ষেপ করিয়াছিলি, তোর বড় সৌভাগ্য যে, সে সময়ে আর্য্য রামচন্দ্র, কি লক্ষ্মণ আশ্রমে উপস্থিত ছিলেন না; তাহা হইলে সেইস্থানে তোকে খরের ন্যায় রণক্ষেত্রে শয়ন করিতে হইত। গরুড়ের নিকট সর্প যেমন বিষহীন হয়, ঘোরদর্শন রাক্ষসগণও রামচন্দ্রের নিকট সেইরূপ হীনবল হইয়া পড়িবে। তরঙ্গ-বেগ যেরূপ গঙ্গার কূলকে অধঃপাতিত করে সেইরূপ রামচন্দ্রের শরাসনবিমুক্ত সুবর্ণভূষিত শর তোকেও অধঃ-পাতে প্রেরণ করিবে। রাবণ! তুই যদিও দেব ও অসুরের অবধ্য তথাপি রামের হস্তে তোর কিছুতেই নিস্তার নাই। মহাবীর রামচন্দ্র নিশ্চয়ই তোকে বিনষ্ট করিবেন। রুদ্রের নেত্রাগ্নিতে অনঙ্গ যেরূপ ভস্মীভূত হইয়াছিল, রামচন্দ্রের ক্রোধাগ্নিতে তুইও সেইরূপ ভস্মীভূত হইবি। তুই মনে করিতেছিস্, তোর এই নগরীকে শত্রুরা আক্রমণ করিতে পারে না, কিন্তু যিনি আকাশ হইতে চন্দ্রকেও নিপাতিত করিতে পারেন, শরজালে সমুদ্রকেও শোষণ করিতে পারেন, সেই মহাবীর রামচন্দ্র অবশ্যই তাঁহার জানকীকে এস্থান হইতে উদ্ধার করিবেন। নীচ হতভাগ্য রাক্ষস! তোর বুদ্ধিভ্রংশ ঘটিয়াছে। তোর এই ঘোর পাপে লঙ্কানগরী অবশ্যই বিধবা হইবে। পাপিষ্ঠ! তুই যে পতিপ্রাণা নারীকে পতির পার্শ্ব হইতে আচ্ছিন্ন করিয়াছিস্, এই পাপকার্য্যের পরিণাম

তোকে একদিন ভোগ করিতেই হইবে। কালবশে মৃত্যু-সন্নিহিত হইলে লোকে সকল কার্য্যেই অসাবধান হইয়া উঠে। রাক্ষস! তোরও সেই কাল উপস্থিত। তুই আমার অবমাননা করিয়া সবংশে নির্ব্বংশ হইলি। যজ্ঞমধ্যস্থ মন্ত্রপূত বেদী যেরূপ চণ্ডালে স্পর্শ করিতে পারে না, সেইরূপ তুই রামের পতিব্রতা ধর্ম্মপত্নীকে কদাচ স্পর্শ করিতে পারিবি না। যে হংসী রাজহংসের সহিত দিবানিশি পদ্মকাননে সুখে কেলী করে, সে কিরূপে তৃণমধ্যস্থ জলবায়সের প্রতি দৃষ্টিপাত করিবে। আমার এই শরীর এক্ষণে অন্তঃসারবিহীন হইয়াছে. তোর ইচ্ছা হয় ত আমাকে বধ কর্। এ পাপ শরীরে আমার আর প্রয়োজন নাই। অসতী অপবাদ অপেক্ষা মৃত্যুই শ্রেয়, আমি এ অপমান আর সহ্য করিতে পারি না।"

সীতা ক্রোধভরে এইরূপ কঠোর বাক্য কহিয়া নীরব হইলেন। তখন রাবণ তাঁহাকে বশীভূত করিবার উপায়ান্তর না দেখিয়া ভয় প্রদর্শন পূর্ব্বক কহিল, "সীতে! শুন, আমি আর দ্বাদশ মাসমাত্র অপেক্ষা করিব। যদি তুমি ইহার মধ্যে আমার প্রতি অনুকূল না হও তাহা হইলে পাচকেরা তোমায় প্রাতর্ভোজনের জন্য খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিবে।" রাবণ সীতার প্রতি এইরূপ কর্কশ বাক্য প্রয়োগ করিয়া ক্রোধ-ভরে মাংসাশী ঘোরদর্শনা বিরূপা রাক্ষসীদিগকে কহিল, "রাক্ষসীগণ! তোমরা শীঘ্রই ইহার দর্পচূর্ণ কর।" রাবণের আদেশমাত্র তাহারা কৃতাঞ্জলি হইয়া জানকীকে বেষ্টন করিল। অনন্তর ঐ মহাবীর পদভরে মেদিনী কম্পিত করত দুই এক পদ সঞ্চরণ করিয়া আবার কহিল, "রাক্ষসীগণ!

তোমরা সীতাকে লইয়া অশোকবনে গমন কর এবং উহাকে বেষ্টন করিয়া সাবধানে রক্ষা কর এবং কখন ঘোরতর তর্জ্জন, কখন বা সান্ত্বনা বাক্যে উহাকে বন্যহস্তিনীর ন্যায় ক্রমশঃ বশে আনিবার চেষ্টা পাও।”

রাবণের আদেশ পাইয়া রাক্ষসীগণ সীতাকে লইয়া অশোকবনে গমন করিল। ঐ স্থান ফলপুষ্পসুশোভিত বহুবিধ কল্পবৃক্ষে পরিপূর্ণ। উন্মত্ত বিহঙ্গমগণ বৃক্ষশাখায় বসিয়া নিরন্তর কোলাহল করিতেছে। জানকী রাক্ষসীগণের বশবর্ত্তিনী হইয়া ব্যাঘ্রমধ্যস্থিতা কুরঙ্গীর ন্যায় শঙ্কিতচিত্তে কালযাপন করিতে লাগিলেন এবং পাশবদ্ধা মৃগীর ন্যায় যারপর নাই অসুখী হইয়া নিরন্তর রামচন্দ্র ও লক্ষ্মণের চিন্তা করিতে লাগিলেন। ঘোরদর্শনা রাক্ষসীরা তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া নানা প্রকার তর্জ্জন গর্জ্জন করিতে লাগিল। *

---

* নিম্নলিখিত অংশটী সকল পুস্তকে নাই, এইজন্য টীকাকারে দেওয়া গেলঃ—

জানকী লঙ্কায় প্রবেশ করিলে সর্ব্বলোকপিতামহ ব্রহ্মা ইন্দ্রকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, “দেবরাজ! পতিপ্রাণা সীতা ত্রিলোকের হিতার্থ লঙ্কায় প্রবেশ করিয়াছেন। কিন্তু পতিবিরহে এবং চতুর্দ্দিকে কেবলমাত্র ঘোরদর্শনা রাক্ষসীদিগকে দর্শন করিয়া তিনি দিন দিন নিতান্ত ক্ষীণ হইয়া যাইতেছেন। রামচন্দ্র কিরূপে এই দুর্গমস্থানে তাঁহার সন্ধান পাইবেন এবং কিরূপেই বা তাঁহার দুঃখ দূর হইবে এই চিন্তায় তিনি আহার নিদ্রা সমস্তই পরিত্যাগ করিয়াছেন এবং অবিরল বারিধারা বিসর্জ্জন করিতেছেন। এরূপ অবস্থায় থাকিলে তিনি আর অধিক দিন জীবিতা থাকিবেন না। অতএব তুমি অবিলম্বে সীতার নিকটে গমন করিয়া তাঁহাকে আশ্বস্ত কর এবং দিব্য অন্ন প্রদান কর।”

পিতামহের আদেশমাত্র দেবরাজ নিদ্রাদেবীকে সঙ্গে লইয়া লঙ্কার নিকটে উপস্থিত হইলেন এবং তাঁহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, “দেবি! তুমি অগ্রে গিয়া রাক্ষসদিগকে মোহিত কর, আমি পশ্চাৎ সীতার নিকটে

ষট্পঞ্চাশ সর্গ।

রাম ও লক্ষ্মণের সমাগম।

মহাবীর রামচন্দ্র মৃগরূপী মারীচকে বধ করিয়া সীতাকে দর্শনার্থ দ্রুতবেগে আশ্রমাভিমুখে প্রত্যাগমন করিলেন। ঐ সময়ে শৃগালগণ তাঁহার পশ্চাদ্ভাগে অতি ভীষণস্বরে চীৎকার করিতে লাগিল। রামচন্দ্র সেই দারুণ রোমহর্ষণ রবে অতিশয় শঙ্কিত হইয়া মনে মনে চিন্তা করিলেন, "এ কি! শৃগালদিগের এই অমঙ্গলসূচক ভীষণরবের কারণ কি? আমার নিশ্চয়ই বোধ হইতেছে, আজি আশ্রমে কোন ঘোর অমঙ্গল সজ্ঘটন হইয়া থাকিবে। হয় ত দুরাত্মা নিশাচরেরা

যাইতেছি।" নিদ্রাদেবী দেবকার্য্য সিদ্ধ্যর্থ মহাহর্ষে লঙ্কায় প্রবেশ করিয়া রাক্ষসদিগকে মোহিত করিয়া ফেলিলেন। ইত্যবসরে দেবরাজ সীতার সন্নিধানে উপস্থিত হইয়া মধুরবচনে কহিলেন, "বৈদেহি! আমি দেবরাজ, রাক্ষস নহি। তুমি যে এস্থানে আগমন করিয়াছ ইহাতে ত্রিলোকের মহৎ উপকার সাধিত হইবে, অতএব তজ্জন্য শোক প্রকাশ করিও না। রামচন্দ্র আমার প্রসাদে অচিরাৎ সাগর পার হইয়া লঙ্কায় আগমন করিবেন এবং রাবণকে সবংশে নির্ম্মূল করিয়া তোমার দুঃখের অবসান করিবেন। জানকি! আমি নিদ্রাদেবীর সাহায্যে সমস্ত রাক্ষসীদিগকে বিমোহিত করিয়াছি, এক্ষণে আমার হস্ত হইতে এই দিব্য অন্ন লইয়া ভক্ষণ কর, তোমাকে ক্ষুধা তৃষ্ণায় কিছুমাত্র ক্লেশ দিতে পারিবে না।"

দেবরাজ এই বলিয়া বিরত হইলে জানকী কিঞ্চিৎ শঙ্কিতা হইয়া কহিলেন, "দেব! আমি রাক্ষসপুরে অবস্থান করিতেছি। রাক্ষসেরা অত্যন্ত মায়াবী, কখন্ কোন্ ছল পাইয়া আমার সর্ব্বনাশ করে কিছুই বলা যায় না, অতএব যাহাতে আপনাকে স্বয়ং দেবরাজ বলিয়া জানিতে পারি এরূপ চিহ্ন দ্বারা আমার সন্দেহ ভঞ্জন করুন্।"

জানকীকে ভক্ষণ করিয়াছে। দুর্ব্বৃত্ত মারীচ মৃত্যুকালে আমার কণ্ঠস্বর অনুকরণ পূর্ব্বক যে চীৎকার করিয়াছিল তাহা যদি লক্ষ্মণের কর্ণগোচর হইয়া থাকে, তবে না জানি কি সর্ব্বনাশই ঘটিয়াছে। লক্ষ্মণ ঐ স্বর শুনিলে সীতাকে পরিত্যাগ করিয়া আমার উদ্দেশে আসিবেন এবং সীতা শুনিলেও লক্ষ্মণকে অবিলম্বে প্রেরণ করিবেন। আমি নিশ্চয়ই দেখিতেছি, সীতাকে বধ করা রাক্ষসদিগের একান্ত ইচ্ছা। এই নিমিত্তই মারীচ স্বর্ণমৃগ রূপ ধারণ করিয়া আমাকে আশ্রম হইতে দূরে লইয়া গিয়াছিল এবং মৃত্যুকালে আমার স্বর অনুকরণ করিয়া 'হা সীতে! হা লক্ষ্মণ!' বলিয়া চীৎকার করিয়াছিল। যে পর্য্যন্ত জনস্থানে যুদ্ধ ঘটনা হয়, সেই অবধি রাক্ষসদিগের সহিত আমার ঘোর শক্রতা উপস্থিত হইয়াছে। যাহা হউক অনেকক্ষণ হইল আশ্রম হইতে আসিয়াছি, নানাপ্রকার দুর্নিমিত্তও দেখিতেছি; এক্ষণে না জানি ভাগ্যে কি আছে।"

সীতার এই বাক্যে দেবরাজ নিজ দিব্যলক্ষণাক্রান্ত মূর্ত্তি ধারণ করিলেন। তদ্দর্শনে সীতা অত্যন্ত আহ্লাদিত হইয়া কহিলেন, "ভগবন্! আজি আপনার শ্রীচরণ দর্শন করিয়া যে কতদূর প্রীত হইয়াছি তাহা আর কি বলিব। আজ আমার বোধ হইতেছে যেন মহারাজ দশরথই আমার দুঃখে দুঃখিত হইয়া এখানে আসিয়াছেন, অথবা রাজর্ষি জনক প্রাণাধিকা কন্যার কষ্ট সহ্য করিতে না পারিয়া আগমন করিয়াছেন।" এই বলিয়া সীতা দেবরাজের হস্ত হইতে সেই দিব্য অন্ন গ্রহণ করিলেন এবং ভক্তিপূর্ব্বক তাহার অধিকাংশ রামচন্দ্র ও লক্ষ্মণকে নিবেদন করিয়া দিয়া অবশিষ্টাংশ ভক্ষণ করিলেন।

পতিপ্রাণা জানকী এইরূপে দেবরাজ কর্ত্তৃক আশ্বস্ত এবং তাঁহার নিকট হইতে দিব্য অন্ন প্রাপ্ত হইয়া ক্ষুধা তৃষ্ণা দূর করিলেন। ইন্দ্রদেবও রামচন্দ্রের কার্য্য সাধনার্থ নিদ্রার সহিত প্রীতমনে স্বর্গে প্রস্থান করিলেন।

মহাত্মা রামচন্দ্র এইরূপ চিন্তায় আকুল হইয়া দীনমনে আশ্রমের অভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। পুনরায় মৃগ ও পক্ষিগণ তাঁহার বামভাগে ভীষণরবে চীৎকার করিতে লাগিল। রামচন্দ্র এই দ্বিতীয় দুর্নিমিত্ত দর্শনে অত্যন্ত শঙ্কিত হইলেন। তাঁহার হৃদয় ব্যাকুল হইয়া উঠিল। দেখিতে দেখিতে দূরে লক্ষ্মণের মূর্ত্তি তাঁহার দৃষ্টিপথে পতিত হইল। লক্ষ্মণকে দেখিয়া তাঁহার হৃদয় আরও অবসন্ন হইয়া পড়িল! তিনি সীতাকে দর্শনের আশা একেবারে পরিত্যাগ করিলেন। অল্পক্ষণ পরেই উভয় ভ্রাতা মিলিত হইলেন। উভয়েই বিষণ্ণ ও দুঃখিত। কিয়ৎকাল কাহারও মুখে বাকস্ফূর্ত্তি হইল না। অনন্তর লক্ষ্মণের বাম হস্ত ধারণ করিয়া অত্যন্ত কাতরভাবে মধুর অথচ কঠোর স্বরে কহিলেন, "ভাই রে! এই বিজন অরণ্যমধ্যে সীতাকে একাকিনী রাখিয়া আসা তোমার অত্যন্ত গর্হিত কার্য্য হইয়াছে। ভাই! আসিবার সময় তোমাকে বারম্বার নিষেধ করিলাম তত্রাচ তুমি কিজন্য আমার আজ্ঞা লঙ্ঘন করিলে? না জানি এতক্ষণ কি সর্ব্বনাশই হইয়াছে। লক্ষ্মণ! চতুর্দ্দিকে যে প্রকার ঘোর দুর্নিমিত্ত দেখিতেছি, তাহাতে নিশ্চয়ই বোধ হইতেছে যে, আর আমি আশ্রমে গিয়া জানকীকে দেখিতে পাইব না। হয় ত তাঁহাকে কেহ অপহরণ করিয়াছে কিম্বা অরণ্যচারী রাক্ষসেরা তাহার সুকুমার অঙ্গলতিকা ভক্ষণ করিয়া ফেলিয়াছে।"

এই বলিয়া রামচন্দ্র অবিরল অশ্রুবিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন এবং কিয়ৎকাল পরে কিঞ্চিৎ শান্ত হইয়া পুনরায়

লক্ষ্মণকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, "লক্ষ্মণ! ঐ শুন পূর্ব্বদিকে মৃগ ও পক্ষীগণ ভীষণস্বরে চীৎকার করিতেছে। জানকী যে কুশলে আছেন, ইহা আমার কোনমতেই বিশ্বাস হইতেছে না। মারীচ আমাকে সুবর্ণমৃগরূপে প্রলোভিত করিয়া বহুদূরে লইয়া গিয়াছিল, কিন্তু অবশেষে আমি তাহাকে বধ করিয়াছি, তথাপি আমার মন এরূপ ব্যাকুল হইতেছে কেন? আমার হৃদয় অবসন্ন হইয়াছে এবং বামচক্ষু অনবরত স্পন্দিত হইতেছে। বোধ হয় আমার সীতা আর জীবিত নাই। হয় তাঁহাকে কেহ হরণ করিয়াছে, না হয় তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে, অথবা তিনি আমাদের অদর্শনে ব্যাকুলিতা হইয়া পথে পথে ভ্রমণ করিতেছেন।"

এই কথা বলিতে বলিতে রামচন্দ্রের বীরহৃদয়ও শোকে অভিভূত হইয়া পড়িল। তিনি আর কিছুই বলিতে না পারিয়া অবিরল বারিধারা বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন।

সপ্তপঞ্চাশ সর্গ।

রাম ও লক্ষ্মণের আশ্রমে প্রত্যাগমন।

কিয়ৎকাল পরে মহাত্মা রামচন্দ্র অপেক্ষাকৃত শান্ত হইলেন এবং লক্ষ্মণকে নিতান্ত দীন ও বিমর্ষ দেখিয়া

জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভাই! যিনি সুখভোগে জলাঞ্জলি দিয়া দণ্ডকারণ্যে আমার অনুসরণ করিয়াছেন, তুমি আমার আদেশ লঙ্ঘন করিয়া আজ যাঁহাকে বনমধ্যে একাকিনী রাখিয়া আসিয়াছ, সেই প্রাণাধিকা জানকী ত কুশলে আছেন? ভাই। আমি রাজ্যভ্রষ্ট হইয়া দীনবেশে বনে বনে ভ্রমণ করিয়াও যাঁহার প্রেমপূর্ণ বদনমণ্ডল অবলোকনে সমস্ত দুঃখ ভুলিয়া আছি, আমার সেই দুঃখসহচরী জানকী ত জীবিতা আছেন? লক্ষ্মণ! আমি যাহাকে না দেখিয়া মুহূর্ত্তকালও জীবন ধারণ করিতে পারি না, আমার সেই নয়নপুতলী দেবকন্যাসদৃশী জানকীকে কোথায় রাখিয়া আসিলে? ভাই! সেই হেমবর্ণাকে ছাড়িয়া, কি পৃথিবীর আধিপত্য, কি ইন্দ্রের ইন্দ্রত্ব, আমি কিছুই চাহি না। ভাই! সত্য করিয়া বলদেখি আমার সেই প্রাণাধিকা কি জীবিতা নাই? আমার বনবাসব্রত কি এই পর্য্যন্তই শেষ হইল? লক্ষ্মণ! সীতার নিমিত্ত আমার মৃত্যু হইলে যখন তুমি একাকী অযোধ্যায় ফিরিয়া যাইবে তখন কৈকেয়ী, পুত্রের রাজ্যলাভে পূর্ণমনস্কাম হইবে। হায়! তখন পুত্রহীনা অভাগিনী কৌশল্যাও সজলনয়নের কৈকেয়ীর সেবা করিবেন। লক্ষ্মণ! যদি সীতা জীবিতা থাকেন এবং পুনরায় সহাস্যবদনে আমায় আলিঙ্গন করেন, তবেই আমি আশ্রমে ফিরিয়া যাইব, নতুবা আর এ প্রাণ রাখিব না। লক্ষ্মণ! সত্য করিয়া বল আমার প্রাণাধিকা কি জীবিতা আছেন, না তোমার অসাবধানতায় রাক্ষসেরা আসিয়া তাঁহাকে ভক্ষণ করিয়াছে? ভাই রে! সরলা সীতা আমার বড় আদরের ধন, কষ্ট কাহাকে বলে কখন জানে না, দুরাত্মা

রাক্ষসেরা কি তাঁহার সুকুমার অঙ্গলতিকা ভক্ষণ করিয়াছে? লক্ষ্মণ! মায়াবী মারীচ যে মৃত্যুকালে "হা লক্ষ্মণ!" বলিয়া চীৎকার করিয়াছে, তাহা শুনিয়া কি তোমারও অন্তঃকরণে ভয় হইয়াছিল, না সীতাই আমার সদৃশ স্বর শুনিয়া ভীতমনে তোমাকে প্রেরণ করিয়াছেন? যাহা হউক তুমি সীতাকে বনমধ্যে একাকিনী রাখিয়া আসিয়া বড় অন্যায় কার্য্য করিয়াছ। দুরাত্মা রাক্ষসেরা বহুদিন হইতে আমার অনিষ্ট চেষ্টা করিতেছে, তুমি এই কার্য্যে তাহাদিগকে অবকাশ দিয়াছ। মাংসাশী রাক্ষসেরা খরের নিধনে যারপরনাই ক্রুদ্ধ হইয়া আছে, এক্ষণে তাহারা যে সীতাকে সংহার করিবে, সে বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। হায় লক্ষ্মণ! আমার ভাগ্যে কি শেষে এই ছিল!"

রামচন্দ্র এই প্রকার সীতার বিষয় চিন্তা করিতে করিতে অনুজের সহিত দ্রুতপদে আশ্রমাভিমুখে যাইতে লাগিলেন। ক্ষুধা তৃষ্ণা ও পরিশ্রমে তাঁহার বদন শুষ্ক হইয়া গেল। তিনি অতিশয় বিষণ্ণ হইলেন এবং ঘন ঘন দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন।

অষ্টপঞ্চাশ সর্গ।

রাম ও লক্ষ্মণের কথোপকথন।

অনন্তর রামচন্দ্র পুনরায় দুঃখভরে লক্ষ্মণকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভাই! আমি যখন তোমাকে বিশ্বাস করিয়া বনমধ্যে জানকীকে রাখিয়া আসিলাম, তখন তুমি কিজন্য তাঁহাকে পরিত্যাগ করিলে? তোমাকে দেখিয়া অবধি আমার দারুণ আশঙ্কা উপস্থিত হইয়াছে, অনবরত বামনেত্র ও বামবাহু স্পন্দিত হইতেছে এবং হৃদয় নিরন্তর কম্পিত হইতেছে।"

লক্ষ্মণ অত্যন্ত দুঃখের সহিত উত্তর করিলেন, "আর্য্য! আমি স্ব ইচ্ছায় আর্য্যাকে পরিত্যাগ করিয়া এখানে আসি নাই। তিনি কঠোর বাক্যে আমাকে আশ্রম ত্যাগ করিতে বলিলেন। মায়াবী মারীচ বনমধ্যে আপনার স্বর অনুকরণ করিয়া যে, 'হা সীতে! হা লক্ষ্মণ!' বলিয়া চীৎকার করিয়াছিল তাহা আর্য্যার কর্ণগোচর হয়। তিনি তাহাতে অত্যন্ত উৎকণ্ঠিতা হইলেন এবং সজলনয়নে ভীত-মনে বারম্বার আমাকে আপনার সাহায্যার্থ আসিতে অনুরোধ করিতে লাগিলেন। আর্য্য! তৎকালে তাঁহার কাতরতা দেখিয়া আমার বড় কষ্ট হইল। যাহা হউক আমি তাঁহার প্রত্যয় জন্মাইবার জন্য কহিলাম, 'আর্য্যে! আপনি উৎকণ্ঠিতা হইবেন না। মহাবীর রামচন্দ্র সামান্য মনুষ্য

নহেন। তুচ্ছ রাক্ষস কি, তাঁহার মনে ভয় উৎপাদন করিতে পারে আমি ত্রিলোকমধ্যেও এমন কাহাকে দেখি না। আপনি যে কণ্ঠস্বর শুনিলেন উহা আর্য্যের নয়, বোধ হয় দুরাত্মা মারীচ কি আর কাহারও হইবে। যিনি স্বীয় ভুজ-বলে সুরগণকেও রক্ষা করিতে পারেন, "পরিত্রাণ কর" এই ঘৃণিতবাক্য তাঁহার মুখ হইতে কখনই বহির্গত হইবে না। বোধ হয় কেহ কোন কু-অভিপ্রায়ে তাঁহার অনুরূপ স্বরে চীৎকার করিয়াছে। আপনি সামান্য স্ত্রীলোকের ন্যায় দুঃখিতা হইবেন না। উৎকণ্ঠা দূর করিয়া শান্ত হউন। তাঁহাকে যুদ্ধে পরাজয় করিতে পারে এ পর্য্যন্ত জগতে এমন কেহ জন্মগ্রহণ করে নাই, বোধ হয় করিবেও না। অধিক কি তিনি ইন্দ্রাদি দেবগণেরও অজেয়।'

আর্য্য! আমি এইরূপে নানা প্রকারে আর্য্যাকে বুঝাই-লাম কিন্তু তিনি কিছুতেই প্রবোধ মানিলেন না এবং মোহ-বশতঃ ক্রন্দন করিতে করিতে আমাকে নিদারুণ বাক্যে কহিলেন, 'পাপিষ্ঠ নরাধম! রাম বিনষ্ট হইলে, তুই আমাকে প্রাপ্ত হইবি মনে মনে এইরূপ আশা করিয়াছিস্ কিন্তু তোর এ সঙ্কল্প কখনই সিদ্ধ হইবে না। তুই নিশ্চয়ই ভরতের সঙ্কেতে আমাদের অনুসরণ করিতেছিস্, নতুবা বিপদ্‌কালেও তাঁহার সন্নিহিত হইতেছিস্ না কেন? তুই আমাদের প্রচ্ছন্ন শত্রু, আমার নিমিত্তই আর্য্যপুত্রের অনুসরণ করিয়াছিস্।' আর্য্য! আর্য্যা জানকী মোহের বশীভূতা হইয়া আমাকে আরও এইরূপ অনেক অশ্রাব্য কটু কথায় ভর্ৎসনা করিলেন, তাহা আপনার শুনিবার প্রয়োজন নাই। এই সমস্ত ঘৃণিত

বাক্য আমার কর্ণে উত্তপ্ত লৌহশলাকার ন্যায় বোধ হইতে লাগিল। আমার অতিশয় ক্রোধ জন্মিল, নেত্র আরক্ত হইয়া উঠিল এবং ওষ্ঠাধর কম্পিত হইতে লাগিল। আমি আর বিলম্ব করিতে না পারিয়া, তৎক্ষণাৎ আশ্রম হইতে বহির্গত হইলাম।”

লক্ষ্মণ এই বলিয়া বিরত হইলে রামচন্দ্র পুনরায় সন্তপ্ত-মনে কহিতে লাগিলেন, “ভাই! জানকীর অন্যায় বাক্যে তোমার ক্রোধ হইতে পারে বটে, কিন্তু তাঁহাকে বনমধ্যে একাকিনী রাখিয়া আসা তোমার উচিত হয় নাই। আমি ক্রুদ্ধ হইলে ক্ষুদ্র রাক্ষস কেন ত্রিলোককেও সংহার করিতে পারি, ইহা জানিয়া শুনিয়াও তুমি যে কেবলমাত্র ক্রোধের বশবর্ত্তী হইয়া সীতাকে পরিত্যাগ করিয়াছ, ইহাতে আমি তোমার প্রতি বড়ই অসন্তুষ্ট হইলাম। একজন স্ত্রীলোকের প্রতি ক্রোধ করিয়া আমার আদেশ লঙ্ঘন করা তোমার সম্পূর্ণ নীতিবিরুদ্ধ হইয়াছে। লক্ষ্মণ! মায়াবী মারীচ যে মৃগরূপে আমাকে আশ্রম হইতে দূরে লইয়া গিয়া মৃত্যুকালে আমার স্বর অনুকরণ করিয়া চীৎকার করিয়াছে, তাহার অবশ্য কোন বিশেষ কারণ আছে। আমার বোধ হয় রাক্ষসেরা তাহাদের কোন দুরভিসন্ধি সাধনোদ্দেশে তোমাকে আশ্রম হইতে দূরে লইয়া গিয়া সীতাকে একাকিনী করিবার জন্য এই ষড়যন্ত্র করিয়াছে। হায়! না জানি এ হতভাগার ভাগ্যে বিধাতা আরও কি দুঃখ লিখিয়াছেন। ভাই রে! আর কি আশ্রমে গিয়া আমার হৃদয়েশ্বরী জানকীকে দেখিতে পাইব?”

একোনষষ্টিতম সর্গ।

রামচন্দ্রের বিলাপ।

পথিমধ্যে রামচন্দ্রের বামনেত্র অনবরত স্পন্দিত, বাহু স্ফুরিত ও সর্ব্বাঙ্গ কম্পিত হইতে লাগিল। তিনি এই সমস্ত দুর্নিমিত্ত দর্শন করিয়া লক্ষ্মণকে বারম্বার সীতার কুশল জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন এবং তাঁহাকে দেখিবার জন্য অত্যন্ত উৎসুক হইয়া দ্রুতপদে আশ্রমাভিমুখে যাইতে লাগিলেন। অদূরেই আশ্রম। তিনি লক্ষ্মণের সহিত উপস্থিত হইয়া উহার সমীপদেশ শূন্য দেখিলেন। সেই সময়েই তাঁহার হৃদয়ে নানা প্রকার অশুভ আশঙ্কা হইতে লাগিল। তিনি যাহা দেখেন তাহাতেই তাঁহার হৃদয় ব্যথিত ও সর্ব্বাঙ্গ রোমাঞ্চিত হইতে লাগিল। তখন নিতান্ত উদ্বিগ্নচিত্তে আশ্রমমধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, সীতাশূন্য পর্ণকুটীর হেমন্তকালীন পদ্মহীন সরোবরের ন্যায় অত্যন্ত শোচনীয় হইয়াছে। বৃক্ষ সকল যেন রোদন করিতেছে, পুষ্প সমুদয় ম্লান, মৃগ ও পক্ষীগণ মৌন। আশ্রম একান্তই হতশ্রী ও বিপর্য্যস্ত, বনদেবতারা তথা হইতে প্রস্থান করিয়াছেন। চতুর্দ্দিকে কুশ ও চর্ম্ম বিকীর্ণ এবং কাশনির্ম্মিত আসন সকল বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে।

কুটীর শূন্য দর্শন করিয়া রামচন্দ্র প্রথমতঃ মনে করিলেন বোধ হয় আমার বিলম্ব দেখিয়া জানকী ক্রুদ্ধ হইয়াছেন

এবং আমার মন পরীক্ষা করিবার জন্য কোথায়ও লুকাইয়া আছেন। এই ভাবিয়া তিনি কুটীরের সর্ব্বত্র অনুসন্ধান করিলেন কিন্তু কোথাও সীতার সন্ধান পাইলেন না। তখন তাঁহার মনে নানা প্রকার আশঙ্কা উপস্থিত হইল। তিনি "প্রাণাধিকে! কোথায় তুমি" বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিয়া উঠিলেন। দশদিক্ তাঁহার শূন্য বোধ হইতে লাগিল। তিনি বিহ্বলের ন্যায় কিয়ৎকাল দণ্ডায়মান হইয়া দীর্ঘ-নিঃশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক বিলাপ করিতে করিতে কহিতে লাগিলেন, "হায়! জানকীকে কি কেহ হরণ করিল, না তাঁহার মৃত্যু হইল? তিনি কি কোথাও প্রচ্ছন্নভাবে আছেন, না রাক্ষসেরা তাঁহার অভিনব শোণিতে তৃপ্তিলাভ করিয়াছে? তিনি কি ফলপুষ্পচয়নের জন্য নির্গত হইয়াছেন, না জল আনিবার জন্য নদী বা সরোবরে গমন করিয়াছেন।"

অনন্তর রামচন্দ্র অবিরল অশ্রুবিসর্জ্জন করিতে করিতে যত্নসহকারে সর্ব্বত্র অনুসন্ধান করিলেন; কিন্তু কুত্রাপি সীতার দর্শন পাইলেন না। তখন তিনি শোকে নিতান্ত অভিভূত হইয়া বিলাপ ও পরিতাপ করিতে করিতে বৃক্ষ, পর্ব্বত, নদ নদী সকল স্থানে পর্য্যটন করিতে লাগিলেন এবং উন্মত্তের ন্যায় এক একবার সকলকেই জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন, "অহে কদম্ব! আমার প্রিয়া তোমাকে বড় ভাল বাসিতেন, বলিতে পার তিনি এক্ষণে কোথায় আছেন। বিল্ব! যাঁহার স্তনযুগল তোমার ফলের ন্যায় কঠিন, অঙ্গ নবপল্লবের ন্যায় কোমল এবং পরিধান পীতকৌশেয় বস্ত্র, আমার সেই জীবিতেশ্বরীকে যদি দেখিয়া থাক ত

বলিয়া আমার জীবন রক্ষা কর। করবীর! তুমি কৃশাঙ্গ ও কৃশাঙ্গী জানকীর অত্যন্ত স্নেহের পাত্র। বলিতে পার, তিনি জীবিতা আছেন কি না? মরুবক্! তুমি পল্লবাকীর্ণ, লতাজড়িত ও পুষ্পালঙ্কৃত হইয়া অপূর্ব্ব শোভা পাইতেছ, জানকীর ঊরুদ্বয় তোমারই ত্বকের ন্যায় সুদৃশ্য, এক্ষণে তিনি কোথায় আছেন, তুমি অবশ্যই জান। তিলক! তুমি বৃক্ষপ্রধান, ভ্রমরেরা তোমার চতুর্দ্দিকে ঝঙ্কার করিতেছে, তুমি জানকীর অত্যন্ত আদরের বস্তু, এক্ষণে তিনি কোথায়, তুমি তাহা অবশ্যই জান। শোকনাশক অশোক! আমি শোকভরে হতচেতন হইয়াছি, এক্ষণে তুমি জানকীকে দেখাইয়া আমার শোক দূর কর। তাল! আমার প্রিয়ার স্তনযুগল সুপক্ক তালফলের ন্যায়, যদি তুমি তাঁহাকে দেখিয়া থাক ত কৃপা করিয়া বল। জম্বু! যদি তুমি আমার হেমাঙ্গিনী সীতাকে দেখিয়া থাক,বলিয়া দাও তিনি কোথায়। কর্ণিকার! তুমি কুসুমিত হইয়া অত্যন্ত শোভিত হইয়াছ, সরলা জানকী তোমাকে বড়ই ভাল বাসেন, যদি তুমি তাঁহাকে দেখিয়া থাক, বলিয়া আমার প্রাণ শীতল কর।"

রামচন্দ্র এইরূপে চূত, পনস, দাড়িম, কদম্ব, শাল, বকুল, চন্দন ও কেতক প্রভৃতি বৃক্ষের নিকট সীতার বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। ঐ সময়ে তাঁহাকে নিতান্ত ভ্রান্ত ও উন্মত্তের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল। অনন্তর তিনি বন্যজন্তুদিগকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন, "অহে মৃগ! তুমি মৃগশাবাক্ষী জানকীকে অবশ্যই জান, এক্ষণে জিজ্ঞাসা করি, তিনি কি মৃগীগণের সঙ্গে আছেন? মাতঙ্গ!

করিকরজঘনা জানকী অবশ্যই তোমার পরিচিত, এক্ষণে যদি তুমি তাঁহাকে দেখিয়া থাক ত বলিয়া আমার প্রাণ রক্ষা কর। ব্যাঘ্র! আমার প্রিয়তমার মুখ চন্দ্রের ন্যায় মনোহর, যদি তুমি তাঁহাকে দেখিয়া থাক ত নির্ভয়ে বল, কিছুমাত্র সঙ্কোচ করিও না।”

এই কথা বলিতে বলিতে রামচন্দ্র শোকে অধীর হইয়া উঠিলেন এবং উদ্ভ্রান্তচিত্তে প্রলাপবাক্যে কহিতে লাগিলেন, “প্রিয়ে জানকি! দাঁড়াও, তুমি কিজন্য ধাবমান হইতেছ? এইযে তোমাকে দেখিতে পাইলাম; তুমি বৃক্ষের অন্তরাল হইতে কিজন্য আমার বাক্যের উত্তর দিতেছ না? সরলে! এ পরিহাসের সময় নয়, তোমাকে না দেখিয়া আমার প্রাণ বহির্গত হইতেছে, একবার দেখা দাও। প্রাণাধিকে! তুমি কি আমার প্রতি এতই নির্দ্দয় হইয়াছ; আমি এত বিলাপ ও রোদন করিতেছি, দেখিয়াও কি তোমার দয়া হইতেছে না। প্রিয়ে! আর উপেক্ষা করিও না, আমি তোমাকে পীতবর্ণ পট্টবসনে চিনিয়াছি, তুমি দ্রুতপদে যাই-তেছ, তাহাও দেখিতে পাইয়াছি, তোমার অন্তরে যদি আমার প্রতি স্নেহ থাকে, তবে দাঁড়াও, আর যাইও না। না, না, ইনি জানকী নহেন—হইলে আমার এত ক্লেশ দেখিয়া কখনই উপেক্ষা করিতেন না। হায়! বুঝি রাক্ষসেরা আমার অসমক্ষে প্রিয়ার সুকুমার অঙ্গলতিকা ভক্ষণ করিয়া ফেলি-য়াছে। তাঁহার সুদৃশ্য নাসিকা, সুন্দর দন্তমালা, মনোহর ওষ্ঠাধর ও চন্দ্রসদৃশ বদনমণ্ডল বুঝি আজ রাক্ষসদিগের করাল-গ্রাসে হতশ্রী হইয়া গিয়াছে। হায়! তিনি কত আর্ত্তনাদ

করিয়াছেন, আর রাক্ষসেরা তাঁহার চন্দনবর্ণ স্বর্ণহারশোভিত গ্রীবাদেশ ভক্ষণ করিয়াছে। তাঁহার পল্লবতুল্য মৃদু অলঙ্কার-শোভিত হস্ত ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইয়াছে, আর নৃশংস রাক্ষসেরা পরম আহ্লাদে তাহা ভক্ষণ করিয়াছে। হায়! আমি কি রাক্ষসদিগের জন্যই প্রাণাধিকা সীতাকে রাখিয়া গিয়াছিলাম? তিনি সহায় স্বত্বে নিতান্ত অসহায়ার ন্যায় প্রাণত্যাগ করিলেন। লক্ষ্মণ! ভাই! তুমি কি আমার প্রাণের জানকীকে কোথায়ও দেখিতে পাইতেছ? হা প্রিয়ে! হা সীতে! তুমি কোথায় রহিলে? একবার দেখা দিয়া আমার প্রাণরক্ষা কর।”

রামচন্দ্র এইরূপে বহুবিধ বিলাপ ও পরিতাপ করিতে করিতে সীতার অন্বেষণে বনে বনে পর্য্যটন করিতে লাগিলেন। তিনি কোথাও বেগে উত্থিত, কোথাও সতেজে ঘূর্ণ্যমান, কোথাও বা একান্ত উন্মত্ত হইয়া উঠিলেন। এইরূপে তিনি অবিশ্রান্ত, বন, নদী, পর্ব্বত ও প্রস্রবণ সকল মহাবেগে বিচরণ করিতে লাগিলেন, কিন্তু ইহাতেও তাঁহার আশার নিবৃত্তি হইল না। তিনি সীতার অনুসন্ধানার্থ পুনরায় গাঢ়তর পরিশ্রমে প্রবৃত্ত হইলেন।

ষষ্টিতম সর্গ।

রাম ও লক্ষ্মণের কথোপকথন।

রামচন্দ্র আশ্রমের চতুর্দ্দিকে অনেক অনুসন্ধান করিলেন, কিন্তু কুত্রাপি জানকীর দর্শন পাইলেন না। তখন তিনি একেবারে হতাশ হইয়া দুই বাহু ঊর্দ্ধে উত্তোলন পূর্ব্বক হাহাকার করিয়া লক্ষ্মণকে কহিলেন, "ভাইরে! জানকী কোথায়? তিনি জগৎ শূন্য করিয়া কোথায় গমন করিলেন? কোন্ দুরাত্মা তাঁহাকে হরণ করিল? কোন্ নৃশংস তাঁহার সুকুমার অঙ্গলতিকা ভক্ষণ করিল? প্রিয়ে! যদি বৃক্ষের অন্তরালে থাকিয়া আমাকে পরিহাস করিবার ইচ্ছা করিয়া থাক তবে ক্ষান্ত হও; এই যথেষ্ট হইয়াছে, আমার প্রাণ বাহির হইতেছে, আর ক্লেশ দিও না; শীঘ্র নিকটে আসিয়া আমার প্রাণরক্ষা কর। সরলে! তুমি যে সকল সরল মৃগশাবককে লইয়া ক্রীড়া করিতে, ঐ দেখ তাহারা তোমার বিরহে চিন্তাকুল হইয়া অবিরল বারিধারা বিসর্জ্জন করিতেছে। ভাই! সীতাকে যখন পাইলাম না, তখন আর আমি বাঁচিব না। স্বর্গীয় পিতৃদেব সীতাশোকে আমাকে বিনষ্ট দেখিয়া অবশ্যই কহিবেন, 'আমি প্রতিজ্ঞায় বদ্ধ হইয়া তোমাকে বনবাস দিয়াছিলাম, কিন্তু তুমি নির্দ্দিষ্টকাল পূর্ণ না হইতে হইতেই কিজন্য আগমন করিলে?' লক্ষ্মণ! পিতা এই স্বেচ্ছাচারী মিথ্যাবাদী পামরকে শত শত ধিক্কার

দিবেন। হা প্রিয়ে জানকি! আমি একান্ত তোমারই। কীর্ত্তি যেরূপ কপট ব্যক্তিকে পরিত্যাগ করে, সেইরূপ তুমি আমাকে ফেলিয়া কোথায় যাও। প্রাণাধিকে! ত্যাগ করিও না—ত্যাগ করিলে আমি নিশ্চয়ই মরিব।" রামচন্দ্র সীতার দর্শনকামনায় বারম্বার এইরূপে বিলাপ করিতে লাগিলেন, কিন্তু কিছুতেই তাঁহাকে দেখিতে পাইলেন না।

মহাত্মা লক্ষ্মণ পঙ্কে নিমগ্ন হস্তীর ন্যায় রামচন্দ্রকে শোকে অবসন্ন দেখিয়া বিনীতভাবে কহিতে লাগিলেন, "আর্য্য! আপনার ন্যায় ধীরপ্রকৃতি লোকের এরূপ শোক মোহে অভিভূত হওয়া কোনক্রমেই উচিত নহে। বিশেষতঃ বিপদ-কালে অধীর হইয়া পড়িলে তাহা হইতে কোনরূপেই উত্তীর্ণ হওয়া যায় না। অতএব বিষাদ দূর করুন। আসুন, আমরা দুইজনে যত্নসহকারে পুনরায় সীতার অন্বেষণ করি। অদূরে ঐ কন্দর শোভিত গিরিবর; আর্য্যা অরণ্য পর্য্যটন বড় ভাল বাসেন, বোধ হয়, ভ্রমণ করিতে করিতে ঐ স্থানে গিয়া থাকিবেন। অথবা মৎস্যবহুল বেতসসঙ্কুল নদীতীরে গমন করিয়াছেন, কিম্বা আমাদিগকে ভয় দেখাইবার জন্য কোথাও লুকাইয়া আছেন। আর্য্য! আর শোক করিবেন না, আসুন, তন্ন তন্ন করিয়া এ বনের সমস্ত অন্বেষণ করি।"

অনন্তর রাম লক্ষ্মণের সহিত বনের সর্ব্বত্র অনুসন্ধান করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তাঁহারা ক্রমে ক্রমে কানন, সরিৎ, সরোবর ও শৈলের শিলা এবং শিখরদেশ সমস্ত তন্ন তন্ন করিয়া দেখিলেন, কিন্তু কোথাও সীতার সন্ধান পাইলেন না। তখন রামচন্দ্র শোকে অভিভূত হইয়া নিতান্ত দীনস্বরে

লক্ষ্মণকে কহিলেন, "ভাই রে! পর্ব্বত, কানন, নদী, সরোবর সমস্তই দেখিলাম, কিন্তু প্রাণাধিকা জানকীকে ত কোথাও পাইলাম না।" অনন্তর তিনি বিলাপ করিতে করিতে মুহূর্ত্তকাল বিহ্বল হইয়া পড়িলেন, তাঁহার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সমস্ত অবশ হইয়া গেল এবং বুদ্ধিভ্রংশও হইল। তিনি দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক বাষ্পগদ্গদস্বরে "হা প্রিয়ে! হা জানকি! আমাকে পরিত্যাগ করিয়া তুমি কোথায় যাইলে?" এই বলিয়া রোদন করিতে লাগিলেন।

ভ্রাতৃবৎসল লক্ষ্মণ অগ্রজের এইরূপ অবস্থা অবলোকন করিয়া যারপর নাই দুঃখিত হইলেন এবং নানাপ্রকার বাক্যে তাঁহাকে প্রবোধ দিতে লাগিলেন, কিন্তু রাম কিছুতেই প্রবোধ মানিলেন না, সীতার বিরহে অবিরল অশ্রুবিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন।

একষষ্টিতম সর্গ।

রামচন্দ্রের বিলাপ।

রামচন্দ্র সীতার শোকে একবারে অভিভূত ও হতজ্ঞান হইয়া পড়িলেন। তিনি ভ্রান্তিবশতঃ যেন সীতাকে এক একবার দেখিতে পাইলেন এবং বাষ্পগদ্গদকণ্ঠে বিলাপ

করিতে করিতে কহিলেন, "প্রিয়ে! কুসুমে তোমার বিশেষ অনুরাগ আছে, তুমি কি আমার শোকোদ্দীপন করিবার জন্যই অশোকশাখায় আবৃত হইয়া আছ? তোমার ঊরু-যুগল কদলীতরুর ন্যায় সুদৃশ্য, তুমি উহা কদলীতে প্রচ্ছন্ন রাখিয়াছ বটে; কিন্তু কিছুতেই গোপন করিতে পারিলে না, আমি উহা স্পষ্টই দেখিতে পাইতেছি। কঠিনহৃদয়ে! তুমি উপহাসচ্ছলে কর্ণিকার বনমধ্যে লুকাইয়া আছ; কিন্তু ক্ষান্ত হও, একের উপহাস অন্যের প্রাণনাশ, ইহা আশ্রমের ধর্ম্ম নহে। তুমি যে কৌতুকপ্রিয়, তাহা আমি বিলক্ষণ বুঝিয়াছি; কিন্তু আর না, কুটীর শূন্য রহিয়াছে, আইস আমরা কুটীরে গমন করি।"

অনন্তর কিঞ্চিৎ জ্ঞানের উদয় হওয়াতে, রামচন্দ্র পুন-রায় লক্ষ্মণকে সম্বোধন করিয়া কহিতে লাগিলেন, "ভাই! বোধ হয়, রাক্ষসেরা নিশ্চয়ই জানকীকে অপহরণ বা ভক্ষণ করিয়া থাকিবে, নতুবা আমার এত বিলাপ ও ক্রন্দন দেখিয়া তিনি কখনই উপেক্ষা করিতে পারিতেন না। লক্ষ্মণ! ঐ দেখ মৃগগণও তাঁহার বিরহে ক্রন্দন করিতেছে। অয়ি সাধ্বী জানকি! রাজ্য, সুখসম্ভোগ সমস্ত অবহেলা করিয়া অযোধ্যা হইতে এই ভীষণ দণ্ডকারণ্য পর্য্যন্ত আমাদের সহিত আগমন করিয়া আজ কোথায় পলায়ন করিলে? প্রাণা-ধিকে! দাঁড়াও, একবার দেখা দিয়া আমার তাপিত প্রাণ শীতল কর। হায়! আজ কৈকেয়ীর মনোরথ পূর্ণ হইল। ভাই রে! আমি সীতার সহিত অযোধ্যা হইতে নির্গত হইয়া-ছিলাম, এক্ষণে কিরূপে একাকী শূন্য অযোধ্যায় প্রবেশ

করিব। দুঃখিনী কৌশল্যা যখন জিজ্ঞাসা করিবেন, 'জানকীকে কোথায় রাখিয়া আসিলে!' তখন আমি তাঁহাকে কি উত্তর প্রদান করিব? ভাই! অতঃপর আমাকে লোকে নির্দ্দয় ও নির্বীর্য্য বলিয়া ঘৃণা করিবে। আমার যে কিছুমাত্র সামর্থ্য নাই, জানকীর বিনাশে তাহা বিলক্ষণ প্রতিপন্ন হইল। হায়! বনবাস হইতে প্রতিগমন করিলে যখন রাজর্ষি জনক আমাদের কুশল জিজ্ঞাসা করিতে আসিবেন, তখন আমি কি প্রকারে তাঁহার কাছে মুখ দেখাইব। সীতাকে না দেখিতে পাইলে তিনি তৎক্ষণাৎ প্রাণত্যাগ করিবেন। পিতাই ধন্য, যে তাঁহাকে এ যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইল না। ভাই রে! আমি সীতাকে হারাইয়া কিরূপে অযোধ্যায় প্রবেশ করিব। অযোধ্যার কথা দূরে থাকুক, আমি সীতাবিহনে স্বর্গে গিয়াও সুখী হইতে পারিব না। লক্ষ্মণ! আমি আর এ জীবন ধারণ করিব না। তুমি অতঃপর অযোধ্যায় প্রত্যাগমন কর। সেখানে গিয়া ভরতকে গাঢ় আলিঙ্গন পূর্ব্বক বলিও, রামচন্দ্র আজ্ঞা দিয়াছেন, তুমি স্বচ্ছন্দে রাজ্যপালন কর। ভাই! তুমি ভরতকে এই কথা বলিয়া পরে কৈকেয়ী, সুমিত্রা ও কৌশল্যাকে ক্রমান্বয়ে অভিবাদন করিও। বৎস! তুমি কদাচ আমার আজ্ঞাপালনে অমনোযোগ কর নাই, এক্ষণে আমার এই শেষ আদেশ, তুমি আমার চিরদুঃখিনী জননীকে সর্ব্বপ্রযত্নে রক্ষা করিও এবং আমার ও সীতার বিনাশ বৃত্তান্ত সবিস্তার তাঁহাকে জ্ঞাপন করিও।"

এই বলিয়া রামচন্দ্র বিলাপ ও পরিতাপ করিতে লাগিলেন। তদ্দর্শনে ভ্রাতৃবৎসল লক্ষ্মণও নিতান্ত ব্যথিত

হৃদয়ে অনবরত অশ্রুবারি বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন। তাঁহার মুখ ভয়ে বিবর্ণ এবং মন একান্ত বিচলিত হইয়া উঠিল।

দ্বিষষ্টিতম সর্গ।

রাম ও লক্ষ্মণের কথোপকথন।

রামচন্দ্র শোক ও মোহে নিতান্ত আকুল ও অভিভূত হইয়া পড়িলেন। তিনি ঘন ঘন দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন এবং লক্ষ্মণকে অধিকতর বিষণ্ণ দেখিয়া দীনমনে সজলনয়নে তৎকালোচিত বাক্যে কহিতে লাগিলেন, "ভাই রে! বোধ হয় আমার মত পাপী এ পৃথিবীতে আর কেহই নাই। কেবল দুঃখভোগ করিবার জন্যই এ অভাগা জন্মগ্রহণ করিয়াছিল। লক্ষ্মণ! শোকের পর শোক, সন্তাপের পর সন্তাপে আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া গিয়াছে। হায়! আমি জন্মজন্মান্তরে যে কত কুকার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছিলাম, আজি তাহারই পরিণাম উপস্থিত। ভাই! আর এ কষ্ট সহ্য করিতে পারি না। আমি রাজ্যভ্রষ্ট হইয়া বনে বনে ভ্রমণ করিতেছি; ঐশ্বর্য্য, স্বজন, বন্ধু বান্ধব সমস্ত হারাইয়াছি; স্নেহময়ী জননীর ক্রোড় হইতে বিচ্ছিন্ন

হইয়াছি, পিতৃহীনও হইয়াছি; কিন্তু লক্ষ্মণ! অরণ্যমধ্যে যাহার প্রেমপূর্ণ বদনমণ্ডল অবলোকন করিয়া সমস্ত দুঃখ ভুলিয়াছিলাম, সেই প্রাণস্বরূপিণী আজ আমার হৃদয়-মন্দির শূন্য করিয়া কোথায় গমন করিল? তাহাকে না দেখিয়া আমার সমস্ত শোক আজ নবভাবে প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠিয়াছে। প্রিয়তমে! একবার দেখা দিয়া আমার প্রাণরক্ষা কর। তোমাকে ক্ষণকাল না দেখিলে আমি চতুর্দ্দিক অন্ধকার দেখি, তাহা জানিয়া শুনিয়াও কেন এরূপ কষ্ট দিতেছ?" এই বলিয়া রামচন্দ্র উন্মত্তের ন্যায় হইয়া মূর্চ্ছিত ও ভূতলে পতিত হইলেন।

অনন্তর কিয়ৎকাল পরে চেতনালাভ করিয়া লক্ষ্মণকে সম্বোধন পূর্ব্বক ক্রন্দন করিতে করিতে কহিলেন, "ভাই! নৃশংস রাক্ষসেরা যখন জানকীকে হরণ করিয়াছে, তখন সেই কলকণ্ঠী ভীত হইয়া নিরবচ্ছিন্ন বাষ্পগদ্গদস্বরে না জানি কতই রোদন করিয়াছেন। তাঁহার যে বর্ত্তুল স্তন-যুগল সর্ব্বদা রমণীয় হরিচন্দনরাগে রঞ্জিত থাকিত এক্ষণে বোধ হয় তাহা শোণিতপঙ্কে লিপ্ত হইয়া গিয়াছে। তাঁহার যে মুখে কুটিলকেশভার শোভা পাইত এবং মৃদু, কোমল ও সুস্পষ্ট কথা নির্গত হইত, এক্ষণে তাহা রাহুগ্রস্ত চন্দ্রের ন্যায় নিতান্ত হতশ্রী হইয়া গিয়াছে। আহা! শোণিত-লোলুপ রাক্ষসেরা সেই পতিপ্রাণার হারশোভিত রমণীয় গ্রীবাদেশ নির্জ্জনে ছিন্নভিন্ন করিয়া রুধির পান করিয়াছে। আমি আশ্রমে ছিলাম না, ইত্যবসরে রাক্ষসেরা আসিয়া তাঁহাকে বলপূর্ব্বক আকর্ষণ করিয়াছে। না জানি তৎকালে

সেই আকর্ণলোচনা, ব্যাঘ্রতাড়িতা কুরঙ্গীর ন্যায় কতই আর্ত্তনাদ করিয়াছেন। লক্ষ্মণ! সীতার স্বভাব অতি উদার; পূর্ব্বে তিনি এই শিলাতলে আমার সহিত উপবেশন করিয়া, মধুরহাস্যে তোমার কথা কতই কহিতেন। আইস, আমরা উভয়ে মিলিয়া পুনরায় তাঁহার অনুসন্ধান করি। তাঁহাকে অবশ্যই পাওয়া যাইবে। আমার বোধ হয়, তিনি এই সরিদ্বরা গোদাবরীতে গমন করিয়াছেন। তিনি এই নদী বড়ই ভালবাসেন। কিম্বা সেই পদ্মপলাশলোচনা, পদ্ম আনয়নার্থ সরোবরে গমন করিয়াছেন, অথবা বিহগকুলনাদিত পুষ্পিতবনে প্রবেশ করিয়াছেন—না না, লক্ষ্মণ! জানকী একান্ত ভীরু, তিনি একাকী কোথায়ও যাইবেন না। ভগবন্ ইক্ষ্বাকুকুলগুরো সূর্য্যদেব! আপনি লোকের কার্য্যাকার্য্য সমস্তই জানেন, আপনি সত্য মিথ্যার সাক্ষী, অনুগ্রহ করিয়া বলুন আমার জানকী কোথায় আছেন। দেব সমীরণ! আপনি নিরন্তর ত্রিলোকের বৃত্তান্ত অবগত হইতেছেন, বলিতে পারেন আমার প্রাণাধিকা কি জীবিতা আছেন, না কেহ তাঁহাকে হরণ করিয়া লইয়া গিয়াছে?"

মহাত্মা রামচন্দ্র এইরূপে উন্মত্তের ন্যায় বিলাপ ও পরিতাপ করিতে লাগিলেন। লক্ষ্মণ অগ্রজের এইরূপ অবস্থা দেখিয়া প্রবোধবাক্যে কহিতে লাগিলেন, "আর্য্য! আপনার ন্যায় গম্ভীরপ্রকৃতি লোকের শোক মোহে এরূপ অভিভূত হওয়া কোনমতেই উচিত হয় না। ধৈর্য্য অবলম্বন করিয়া পুনরায় সবিশেষ উৎসাহের সহিত আর্য্যার অন্বেষণে প্রবৃত্ত হউন। দেখুন, উৎসাহশীল লোকেরা কিছুতেই

অবসন্ন না হইয়া অতি দুষ্করকার্য্যেও কৃতকার্য্য হইয়া থাকেন। আসুন, আমরা পুনরায় প্রতি কাননে, প্রতি কন্দরে তন্ন তন্ন করিয়া আর্য্যার অনুসন্ধান করি।”

ভ্রাতৃবৎসল লক্ষ্মণ এইরূপে অনেক বুঝাইতে লাগিলেন, কিন্তু রামচন্দ্রের কাতরচিত্ত কিছুতেই প্রবোধ মানিল না। তিনি শোকে হতজ্ঞান হইয়া অবিরল বিলাপ ও ক্রন্দন করিতে লাগিলেন।

ত্রিষষ্টিতম সর্গ।

রামচন্দ্রের ক্রোধ।

কিয়ৎকাল পরে মহাত্মা রামচন্দ্র অতি দীনমনে লক্ষ্মণকে কহিলেন, “ভাই! তুমি শীঘ্র গোদাবরীতে গিয়া দেখ, সীতা পদ্ম আনিবার জন্য সেখানে গিয়াছেন কি না?”

রামচন্দ্রের আদেশমাত্র লক্ষ্মণ দ্রুতপদে সুরম্য গোদাবরীতটে উপনীত হইলেন এবং উহার সর্ব্বত্র অনুসন্ধান পূর্ব্বক অবিলম্বে রামচন্দ্রের নিকট প্রত্যাগমন করিয়া কহিলেন, “আর্য্য! আমি আর্য্যাকে গোদাবরীর কোন তীর্থেই দেখিতে পাইলাম না, পরিশেষে উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিয়া ডাকিলাম তাহাতেও কোন উত্তর পাইলাম না। জানি না সেই চারুভাষিণী এক্ষণে কোথায় আছেন।”

তখন রামচন্দ্র অপার শোকসাগরে নিমগ্ন হইয়া স্বয়ংই গোদাবরী তীরে গমন করিলেন এবং তথাকার সকলকেই জানকীর কথা জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন; কিন্তু ঐ নদী এবং তত্রস্থ অন্যান্য প্রাণীগণ কেহই "রাবণ সীতাহরণ করিয়াছে" একথা ভয়ে প্রকাশ করিতে সাহসী হইল না। তখন রামচন্দ্র শোকাকুলহৃদয়ে গোদাবরীকে পুনঃ পুনঃ কাতরস্বরে সীতার কথা জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। তত্রস্থ জীবজন্তুগণ, নদীকে পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করিতে লাগিল, কিন্তু গোদাবরী তাঁহার কোন কথারই উত্তর দিলেন না। দুরাত্মা রাবণের কথা স্মরণ হওয়াতে নদীর মনে অত্যন্ত ভয় হইয়াছিল।

তখন রামচন্দ্র অপার শোকসাগরে নিমগ্ন হইয়া লক্ষ্মণকে কহিলেন, "ভাই! গোদাবরী ত সীতার কথা কিছুই বলিলেন না। এক্ষণে আমি রাজর্ষি জনকের নিকটে গিয়া কি বলিব, আমার দুঃখিনী জননীকেই বা কি বলিয়া বুঝাইব। লক্ষ্মণ! আমি রাজ্যভ্রষ্ট হইয়া বনে বনে ভ্রমণ করিতেছি, বনের কটু, তিক্ত ফল মূলমাত্র ভোজন করিতেছি, তথাপি জানকীর মুখখানি দেখিয়া সকল দুঃখ, সকল সন্তাপ ভুলিয়াছিলাম; আজ জানকী আমার হৃদয়াকাশ শূন্য করিয়া কোথায় পলায়ন করিলেন? হায়! আমি জ্ঞাতিহীন, বন্ধুহীন ও রাজ্যহীন হইয়াছি, আজ সীতাকেও হারাইলাম। এক্ষণে নিদ্রা বিরহে রজনী আমার পক্ষে অতি দীর্ঘ বোধ হইবে। ভাই! যদি সীতাকে পাইবার কোন সম্ভাবনা থাকে, তাহা হইলে মন্দাকিনী, জনস্থান এবং এই প্রস্রবণ

ও শৈল সমস্তই পর্য্যটন করি। ঐ দেখ, মৃগেরা সতৃষ্ণনয়নে বারম্বার আমার প্রতি দৃষ্টিপাত করিতেছে। উহাদের আকার ইঙ্গিতে বোধ হয়, যেন উহারা আমাকে কোন কথা বলিবার জন্য উৎসুক হইয়াছে।

অনন্তর রামচন্দ্র ঐ সমস্ত মৃগকে সম্বোধন করিয়া বাষ্পগদ্গদকণ্ঠে বলিলেন, "মৃগগণ! বলিতে পার আমার জানকী কোথায় আছেন?" এইরূপ বলিবামাত্র মৃগেরা গাত্রোত্থান করিল এবং পুনঃ পুনঃ আকাশ প্রদর্শন ও রাবণ সীতাকে যে পথে লইয়া গিয়াছে পুনঃ পুনঃ সেইদিকে গমনাগমন পূর্ব্বক সাদরনয়নে রামচন্দ্রের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে লাগিল। রামচন্দ্র শোকে হতজ্ঞান হইয়াছিলেন, সুতরাং মৃগদিগের এই প্রকার আচরণের অর্থ বুঝিতে পারিলেন না; কিন্তু বুদ্ধিমান লক্ষ্মণ, তাহারা যে আকাশ দেখাইয়া দিতেছে এবং নিনাদ ছাড়িয়া এক নির্দ্দিষ্ট পথে ধাবমান হইতেছে, তাহা লক্ষ্য করিলেন এবং উহাদের বাক্যসদৃশ ইঙ্গিত সুস্পষ্ট বুঝিতে পারিয়া কহিলেন, "আর্য্য! আপনি আর্য্যার কথা জিজ্ঞাসা করিবামাত্র মৃগেরা সহসা গাত্রোত্থান পূর্ব্বক দক্ষিণদিক ও তদভিমুখী পথ দেখাইয়া দিতেছে, ভাল, আসুন না কেন ঐ দিকেই একবার যাই। হয় ত এবারে আমরা আর্য্যার কোনরূপ চিহ্ন বা তাঁহাকেই পাইব।

রামচন্দ্র লক্ষ্মণের এই কথায় সম্মত হইলেন এবং তাঁহার সহিত চতুর্দ্দিক নিরীক্ষণ করিতে করিতে দক্ষিণদিকে গমন করিলেন। উহাঁরা দুইজনে সীতাসংক্রান্ত কথা কহিতে কহিতে গমন করিতেছেন, এমন সময়ে দেখিলেন পথের

একস্থানে কতকগুলি পুষ্প পতিত রহিয়াছে। তদ্দর্শনে রামচন্দ্র দুঃখিতস্বরে লক্ষ্মণকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "লক্ষ্মণ! আমি কাননে জানকীকে যে পুষ্পগুলি দিয়াছিলাম এবং যেগুলি তিনি কবরীতে বন্ধন করিয়া রাখিয়াছিলেন, চিনিয়াছি এগুলি সেই পুষ্প। বায়ু, সূর্য্য ও যশস্বিনী পৃথিবী বোধ হয় আমার উপকারার্থ এগুলি রক্ষা করিতেছেন।"

রামচন্দ্র লক্ষ্মণকে এই কথা বলিয়া প্রস্রবণ শোভিত পর্ব্বতকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "পর্ব্বত! আমি জানকীশূন্য হইয়াছি, তুমি কি সেই সর্ব্বাঙ্গসুন্দরীকে এই সুরম্য কাননমধ্যে দেখিয়াছ?"

পর্ব্বত কোনই উত্তর করিল না। তাহাতে রামচন্দ্র অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইলেন এবং সিংহ যেরূপ ক্ষুদ্রমৃগের প্রতি তর্জ্জন গর্জ্জন করে, তদ্রূপ তর্জ্জন গর্জ্জন করিয়া কহিলেন, "পর্ব্বত! যদি ভাল চাহিস্ ত আমার হেমাঙ্গীকে শীঘ্র দেখাইয়া দে, নতুবা এখনই তোর শৃঙ্গ ছিন্নভিন্ন করিয়া ফেলিব। তুই এখনই আমার শরাগ্নিতে ভস্মসাৎ হইবি। তোর বৃক্ষ, পল্লব, তৃণ কিছুই থাকিবে না এবং তুই মরুময় হইয়া সর্ব্বাংশে লোকের অসেব্য হইবি।" রামচন্দ্র পর্ব্বতকে এই কথা বলিয়া লক্ষ্মণকে কহিলেন, "ভাই! যদি সরিদ্বরা গোদাবরী আজ সীতার কথা না বলে, তবে উহাকেও শুষ্ক করিয়া ফেলিব।"

রামচন্দ্র ক্রোধাগ্নিতে ত্রিলোক দগ্ধ করিবার সঙ্কল্পেই যেন এই কথা বলিতেছেন, এমন সময়ে হঠাৎ রাক্ষসের

বিস্তীর্ণ পদচিহ্নপরম্পরা তাঁহার দৃষ্টিপথে পতিত হইল। সীতা দুর্দ্দান্ত দশানন কর্ত্তৃক অনুসৃতা হইয়া ব্যাঘ্রতাড়িতা কুরঙ্গীর ন্যায় ভয়ে ইতস্ততঃ ধাবমান হইয়াছিলেন, তাঁহারও পদচিহ্ন দেখিতে পাইলেন এবং ভগ্ন ধনু, তূণীর ও চূর্ণ রথও প্রত্যক্ষ করিলেন। তিনি এই সমস্ত দেখিয়া ব্যস্তসমস্তচিত্তে লক্ষ্মণকে কহিলেন, "ভাই! দেখ, এইস্থানে জানকীর অলঙ্কারসংক্রান্ত স্বর্ণবিন্দু এবং কণ্ঠের বিচিত্রমালাও বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে এবং শোণিতরাগে ধরাতলও রঞ্জিত হইয়াছে। বোধ হয় নৃশংস রাক্ষসেরা এইস্থানে জানকীকে খণ্ড খণ্ড করিয়া ভক্ষণ করিয়াছে। আরও আমার অনুমান হইতেছে এইস্থলে দুইজন নিশাচর তাঁহার জন্য বিবাদে প্রবৃত্ত হইয়া তুমুল সংগ্রাম করিয়াছিল। ঐ দেখ মণিমুক্তাভূষিত মনোহর ধনু, ভগ্ন ও পতিত রহিয়াছে। এই বালারুণতুল্য বৈদূর্য্যগুটিকাযুক্ত কাঞ্চনকবচ ছিন্নভিন্ন এবং মাল্যভূষিত ভগ্নদণ্ড ছত্র পতিত রহিয়াছে। এদিকে হেমবর্ম্মজড়িত পিশাচমুখ ভীমমূর্ত্তি বৃহৎ গর্দ্দভ সকল নিহত হইয়াছে। এই প্রদীপ্ত অগ্নিতুল্য উজ্জ্বল সমরধ্বজ, ঐ সুদীর্ঘফলক সুবর্ণপুঙ্খ ভীষণ শর ও শরপূর্ণ তূণীর। ওখানে যুদ্ধরথ ছিন্নভিন্ন হইয়া বিপর্য্যস্তভাবে পতিত আছে এবং অদূরে বল্গা ও কশাহস্তে সারথি শয়ন করিয়াছে। লক্ষ্মণ! এ সকল কাহার? রাক্ষস—না দেবতার? যে সকল পদচিহ্ন দেখিলাম উহা কোন পুরুষের—নিশ্চয়ই কোন রাক্ষসের হইবে। ঐ নৃশংসদিগের সহিত আমার ঘোর শত্রুতা উপস্থিত হইয়াছে। আমার নিশ্চয়ই বোধ হইতেছে, হয় উহারা জানকীকে অপহরণ,

না হয় ভক্ষণ করিয়াছে। হায়। ধর্ম্ম পতিব্রতা সীতাকে অত্যাচার হইতে রক্ষা করিলেন না, দেবগণও আমার শুভ চিন্তায় পরাঙ্মুখ হইলেন।”

এই বলিয়া রামচন্দ্র কিয়ৎকাল মৌনাবলম্বন করিয়া রহিলেন, পরে পুনরায় লক্ষ্মণকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন, “ভাই! যিনি সৃষ্টি, স্থিতি এবং সংহার করিয়া থাকেন, যিনি দয়াশীল ও বীর, লোকে মোহবশত তাঁহাকেও অবজ্ঞা করিয়া থাকে। সুতরাং আমাকে মৃদুস্বভাব, কৃপাপরতন্ত্র, লোকহিতার্থী ও নির্দ্দোষ দেখিয়া যে দেবগণ নির্বীর্য্য বোধ করিয়াছেন, ইহাতে আশ্চর্য্য কি? আমার যে সকল গুণ আছে তাহা ভাগ্যক্রমে দোষে পরিণত হইয়াছে। অতএব আর মৃদুভাব অবলম্বন করিয়া থাকা উচিত হয় না। প্রলয়ের সূর্য্য যেরূপ জ্যোৎস্না লুপ্ত করিয়া উদিত হইয়া থাকেন, সেইরূপ আজ আমার তেজ গুণ সমুদয় ধ্বংস করিয়া প্রকাশ পাইবে। আজ যক্ষ, রক্ষ, গন্ধর্ব্ব, পিশাচ, কিন্নর ও মনুষ্যেরা কেহই আমার বীরদর্পে সুখী হইতে পারিবে না। আজ আমি শরজালে নভোমণ্ডল আচ্ছন্ন করিয়া ত্রিলোকস্থ সমস্ত লোককে নিশ্চেষ্ট করিয়া ফেলিব; গ্রহগণের গতিরোধ এবং চন্দ্রকে আচ্ছন্ন করিব; সূর্য্য ও অগ্নির জ্যোতি বিনষ্ট করিয়া ঘোর অন্ধকারে জগৎ আবৃত করিব; পর্ব্বতশৃঙ্গ চূর্ণ এবং জলাশয় সকল শুষ্ক করিয়া ফেলিব এবং তরু, লতা, গুল্ম ছিন্নভিন্ন ও মহাসাগরকে আলোড়িত করিয়া তুলিব। লক্ষ্মণ! যদি দেবগণ আজ সীতাকে আমায় অর্পণ না করেন, তিনি হৃতাই হউন বা মৃতাই

হউন যদি এখনই তাঁহাকে আমার নিকট আনিয়া না দেন, তাহা হইলে সমস্ত সংসারই ছারখার করিয়া ফেলিব। আজ সকলেই আমার বীর্য্যের পরিচয় পাইবে। গগনতলে আর কেহই সঞ্চরণ করিতে পারিবে না, বিশ্বসংসার আকুল হইয়া পড়িবে এবং সুরগণও আমার সুদূরগামী শরের বল প্রত্যক্ষ করিবেন। আজ আমার ক্রোধানলে ত্রিলোক দগ্ধ হইলে দৈত্য, পিশাচ ও রাক্ষসের সহিত তাঁহারা সবংশে বিনষ্ট হইবেন। আমার দুর্নিবার শরে দেবলোক ও ব্রহ্মলোক সমস্তই খণ্ড খণ্ড হইয়া পড়িবে।”

এই বলিয়া রামচন্দ্র কটিতটে বল্কল ও চর্ম্ম পরিবেষ্টন পূর্ব্বক জটাভার বন্ধন করিলেন। ক্রোধে তাঁহার নেত্রদ্বয় আরক্ত এবং ওষ্ঠ কম্পিত হইতে লাগিল। তৎকালে তাঁহাকে দেখিয়া বোধ হইতে লাগিল, যেন ভগবান্ ত্রিপুরহর ত্রিপুর সংহার মানসে রুদ্রমূর্ত্তি ধারণ করিয়াছেন। অনন্তর রামচন্দ্র লক্ষ্মণের হস্ত হইতে শরাসন গ্রহণ পূর্ব্বক সুদৃঢ় মুষ্টিতে ধারণ করিয়া, উহাতে কালসর্পের ন্যায় ভীষণ প্রদীপ্ত শর-সন্ধান করিলেন এবং প্রলয়কালীন অনলের ন্যায় ক্রোধে প্রজ্জ্বলিত হইয়া কহিলেন, “লক্ষ্মণ! আজ আমার ক্রোধাগ্নি প্রজ্জ্বলিত হইয়াছে; জরা, মৃত্যু, কাল ও দৈবকে যেরূপ কেহ প্রতিরোধ করিতে পারে না, সেইরূপ আজ আমাকেও কেহ প্রতিরোধ করিতে পারিবে না।”

চতুঃষষ্টিতম সর্গ।

রামচন্দ্রকে লক্ষ্মণের প্রবোধ দান।

রামচন্দ্র প্রলয়াগ্নির ন্যায় ত্রিলোকক্ষয় করিতে উদ্যত হইয়া পুনঃ পুনঃ আরক্তলোচনে সগুণশরাসন নিরীক্ষণ এবং দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। তৎকালে তাঁহার সেই প্রশান্ত গম্ভীর মূর্ত্তি যুগান্তে বিশ্বদহনার্থী ভগবান্ রুদ্রের ন্যায় অতীব ভয়াবহ হইয়াছিল। লক্ষ্মণ পূর্ব্বে তাঁহার এ প্রকার ভাব কখন অবলোকন করেন নাই। তিনি অগ্রজকে ক্রোধে আকুল দেখিয়া শুষ্কমুখে কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন, "আর্য্য! আপনি মৃদুস্বভাব, কৃপাপরতন্ত্র, লোকহিতার্থী ও নির্দ্দোষ। এক্ষণে ক্রোধের বশবর্ত্তী হইয়া প্রকৃতি বিসর্জ্জন করা আপনার ন্যায় মহাত্মা ব্যক্তির উচিত হয় না। যেরূপ চন্দ্রের শোভা, সূর্য্যের প্রভা, বায়ুর গতি ও পৃথিবীর ক্ষমা কদাচ বিনষ্ট হয় না, সেইরূপ আপনার উদার হৃদয়ে শান্তিগুণও সর্ব্বদা বিরাজ করিয়া থাকে। অতএব একের অপরাধে ত্রিলোক বিনষ্ট করা আপনার উচিত হইতেছে না। ঐ দেখুন, সম্মুখে একখানিমাত্র সাংগ্রামিক রথ ভগ্ন ও পতিত রহিয়াছে। আর স্থানটী অশ্বখুরে ক্ষতবিক্ষত এবং শোণিতবিন্দুতে সিক্ত দেখিয়া যদিও স্পষ্টই বোধ হয় যে, এখানে তুমুল সংগ্রাম ঘটিয়াছিল, তত্রাপি বহুসংখ্যক সৈন্যের পদচিহ্ন দেখিতেছি না। সুতরাং এ যুদ্ধে কেবল

একজনমাত্র রথী ছিল। অতএব আর্য্য! বিবেচনা করিয়া দেখুন, একজনের অপরাধে বিশ্বসংহার করা আপনার কোনমতেই কর্ত্তব্য নহে। শান্তস্বভাব নৃপতিগণ দোষানুরূপ দণ্ডই বিধান করিয়া থাকেন। আরও আর্য্য! আপনি অধিক উৎকণ্ঠিত হইবেন না। আপনি নিরন্তর সকলের হিতসাধনে নিরত আছেন, এক্ষণে কোন্ পাপাত্মা আপনার স্ত্রীবিনাশে উৎসাহী হইবে? যেমন ঋত্বিকেরা প্রাণান্তেও যজমানের অনিষ্ট চেষ্টা করিতে পারেন না, সেইরূপ নদী, পর্ব্বত, সমুদ্র এবং দেব দানব ও গন্ধর্ব্বেরাও আপনার অপ্রিয় আচরণ করিতে পারিবে না। এক্ষণে আপনি ধনুর্ধারণ পূর্ব্বক আমার ও ঋষিগণের সহিত প্রকৃত, শত্রুর অনুসন্ধান করুন্। যাবৎ সেই ভার্য্যাপহারী দুরাত্মাকে দেখিতে না পাইতেছি, তাবৎ আমরা সাবধানে সমুদ্র, পর্ব্বত, বন, ভীষণ গুহা, বিবিধ সরোবর এবং দেবলোক ও গন্ধর্ব্বলোক সমুদয় তন্ন তন্ন করিয়া পর্য্যবেক্ষণ করিব। যদি দেবগণ শান্তভাবে আর্য্যা জানকীকে প্রত্যর্পণ না করেন, তবে আপনার যাহা বিবেচনা হয় তাহাই করিবেন। যদি সদ্ব্যবহার, সন্ধি, বিনয় ও নীতিবলে জানকীকে না পান, তবে সুবর্ণপুঙ্খ বজ্রসদৃশ শরজালে সমস্তই উৎসন্ন করিবেন।”

পঞ্চষষ্টিতম সর্গ।

রামচন্দ্রকে লক্ষ্মণের প্রবোধদান।

লক্ষ্মণের প্রবোধবাক্যে দয়াশীল রামচন্দ্রের ক্রোধানল শান্ত হইল; কিন্তু তিনি পুনরায় শোকে বিহ্বল হইয়া অনাথের ন্যায় অনিবার বারিধারা বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন। তদ্দর্শনে ভ্রাতৃবৎসল লক্ষ্মণ তাঁহার চরণগ্রহণ এবং তাঁহাকে আশ্বাস প্রদান পূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন, "আর্য্য! ক্ষান্ত হউন্। অলীক শোক ও মোহে যদি আপনিও কাতর হন, তবে সহিষ্ণুতা কি সামান্য অসার লোকের সম্ভবপর হইতে পারে? আরও আপনি, মহারাজা দশরথের সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয় পুত্র। দেবগণ যেরূপ বহুকষ্টে অমৃতলাভ করিয়াছিলেন, সেইরূপ তিনি অনেক তপস্যা ও যাগযজ্ঞে আপনার ন্যায় পুত্ররত্ন পাইয়াছেন। আমি আর্য্য ভরতের নিকট শুনিয়াছি পিতা আপনারই বিরহে প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। এক্ষণে আপনার এই অবস্থা অবলোকন করিয়া তিনি স্বর্গে থাকিয়াও সুখী হইতে পারিবেন না। আপনি অজ্ঞ নহেন, বিবেচনা করিয়া দেখুন, বিপদ কাহার না ঘটিয়া থাকে? ইহা অগ্নির ন্যায় স্পর্শ করে; কিন্তু পরক্ষণেই তিরোহিত হয়। ফলতঃ শরীরী জীবের পক্ষে যে ইহা একটী নৈসর্গিক ঘটনা তাহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। দেখুন নহুষাত্মজ যযাতি স্বোপার্জ্জিত পুণ্যফলে স্বর্গে গমন করিয়া-

ছিলেন ; কিন্তু পুনরায় তাঁহার অধোগতি হইল। আমাদিগের কুলপুরোহিত ভগবান মহর্ষি বশিষ্ঠদেবের একশত পুত্র ছিল ; কিন্তু সমস্তই একদিবসে নষ্ট হইয়া যায়। আর্য্য ! দৈবের প্রভাব অচিন্ত্য। যিনি জগতের মাতা ও সকলের পূজনীয়, সেই বসুন্ধরাকেও সময়ে সময়ে কম্পিত হইতে হয়। যাঁহারা বিশ্বের চক্ষু ও সকলের আশ্রয়, সেই মহাপ্রতাপ চন্দ্রসূর্য্যও রাহুগ্রস্ত হইয়া থাকেন। ফলতঃ কি দেব, কি মনুষ্য, কি ইতর প্রাণী দৈবের হস্ত হইতে কাহারও পরিত্রাণ নাই। পণ্ডিতদিগের নিকট শুনা যায় যে, ইন্দ্রাদি দেবগণও সুখ দুঃখ ভোগ করিয়া থাকেন। অতএব আর্য্য ! যাহা অপরিহার্য্য তজ্জন্য ব্যাকুল হইবেন না। যদিও আর্য্যার মৃত্যু ঘটিয়া থাকে, তথাচ সামান্য লোকের ন্যায় এরূপ শোকে অধীর হওয়া আপনার শোভা পায় না। যাঁহারা আপনার ন্যায় সর্ব্বদর্শী ও তত্ত্বজ্ঞ, তাঁহারা অতি বিপদেও ধৈর্য্যাবলম্বন করিয়া থাকেন। অতএব আপনি স্বীয় প্রজ্ঞাবলে অজ্ঞানান্ধকার বিদূরিত করিয়া কর্ত্তব্য অবধারণ করুন্। ধীমান মহাত্মারা বুদ্ধিবলে সমস্তই অবগত হইয়া থাকেন। বীর ! পূর্ব্বে কতবার আপনিই ত আমাকে উপদেশ দিয়াছেন, এক্ষণে আবার আপনাকে কে উপদেশ দিবে ? সাক্ষাৎ বৃহস্পতিও তাহাতে অক্ষম হন্। আপনার বুদ্ধির ইয়ত্তা করা দেবগণেরও অসাধ্য ; কিন্তু আর্য্য ! আপনার যে জ্ঞান শোকান্ধকারে প্রচ্ছন্ন করিয়াছে, আমি কেবল তাহার উদ্বোধন জন্য কিঞ্চিৎ কহিলাম। আপনি লৌকিক ও অলৌকিক এই উভয় প্রকার শক্তিতে শক্তিমান। এক্ষণে প্রকৃত শক্র-

বধে যত্নবান হউন্। একজনের অপরাধে বিশ্বসংহার করা নিতান্ত অনুচিত। আপনাকে আর অধিক বলা বাহুল্য মাত্র।”

ষট্ষষ্টিতম সর্গ।

জটায়ু সমাগম।

সুধীর রামচন্দ্র, লক্ষ্মণের এই যুক্তিসঙ্গত বাক্যে সম্মত হইলেন এবং ক্রোধ সম্বরণ করিয়া বিচিত্র শরাসনে শরীর ভার অর্পণ করিয়া কাতরবচনে কহিলেন, “ভাই! তবে এক্ষণে আমরা কি করিব, কোথায় যাইব এবং কি উপায়েই বা জানকীর দর্শন পাইব তাহা চিন্তা কর।”

লক্ষ্মণ কহিলেন, “আর্য্য! এই জনস্থানে বহুসংখ্যক মাংসাশী রাক্ষসেরা সর্ব্বদা পরিভ্রমণ করিয়া থাকে এবং বহুবিধ বৃক্ষ ও লতায় সমাকীর্ণ থাকায় ইহা অতীব দুর্গম। তদ্ব্যতীত ইহার স্থানে স্থানে গিরি, দুর্গ, বিদীর্ণ পাষাণ, মৃগসঙ্কুল ভয়াবহ গুহা এবং কিন্নর ও গন্ধর্ব্বদিগের আবাসস্থানও আছে। আসুন, আমরা তন্ন তন্ন করিয়া এই সমস্ত স্থান অন্বেষণ করি; অবশ্যই আর্য্যাকে পাওয়া যাইবে। আর্য্য। আপনি আর বৃথা শোকের বশীভূত হইবেন না।

দেখুন, বিপদ উপস্থিত হইলে ভবাদৃশ গম্ভীর প্রকৃতি বুদ্ধিমান ব্যক্তি বায়ুবেগে অচলের ন্যায় অটলই থাকেন।”

অনন্তর রামচন্দ্র, লক্ষ্মণের সহিত বনবিভাগ পর্য্যবেক্ষণ করিতে লাগিলেন। কিয়ৎকাল পরে তিনি দেখিতে পাইলেন, একস্থানে গিরিশৃঙ্গাকার বিহগরাজ জটায়ু শোণিতাক্তদেহে পতিত আছেন। তদ্দর্শনে তিনি লক্ষ্মণকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, “ভাই! বুঝি এই দুরাত্মাই আমার জানকীকে ভক্ষণ করিয়াছে। এ নিশ্চয়ই রাক্ষস, মায়াবলে পক্ষীরূপে অরণ্যমধ্যে ভ্রমণ করিতেছে এবং আকর্ণলোচনা জানকীকে ভক্ষণ করিয়া সুখে শয়ন করিয়া আছে। লক্ষ্মণ! আর আমি সহ্য করিতে পারি না; প্রদীপ্ত শরে এখনই এই পাপিষ্ঠের প্রাণসংহার করিয়া আমার ক্রোধানলের কথঞ্চিৎ শান্তিলাভ করিব।”

এই বলিয়া রামচন্দ্র ধনুকে এক সুতীক্ষ্ণ শরসন্ধান করিয়া ক্রোধভরে সসাগরা ধরা কম্পিত করতঃ দ্রুতপদে পক্ষিরাজের অভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। তিনি সন্নিহিত হইলে জটায়ু সফেণ শোণিত উদ্গার পূর্ব্বক দীনবচনে কহিতে লাগিলেন, “আয়ুষ্মন্! আমি রাক্ষস নহি, তোমার পিতৃবন্ধু জটায়ু। তুমি এই মহারণ্যে মৃতসঞ্জীবনীর ন্যায় যাহাঁর অন্বেষণ করিতেছ, দুরাত্মা রাবণ আমার প্রাণের সহিত তাঁহাকে অপহরণ করিয়া লইয়া গিয়াছে। জানকী একাকিনী আশ্রমে ছিলেন, ঐ অবসরে দুরাত্মা আসিয়া তাঁহাকে বলপূর্ব্বক লইয়া যাইতেছিল। আমি বৃক্ষোপরি থাকিয়া দেখিতে পাইলাম এবং দেখিবামাত্র সীতার রক্ষার্থ সন্নিহিত হইলাম

এবং নিজশক্তি প্রভাবে রাবণকে রথ হইতে ভূতলে ফেলিয়া দিলাম। রামচন্দ্র! ঐ দেখ, তাহার ধনু ও শর ভগ্ন করিয়াছি, তাহার সাংগ্রামিক রথ ও ছত্র চূর্ণ করিয়া রাখিয়াছি এবং তাহার সারথিকে পক্ষাঘাতে নিহত করিয়াছি। পরে যখন আমি বার্দ্ধক্যবশত যুদ্ধ শ্রমে একান্ত ক্লান্ত হইয়া পড়িলাম, তখন দুরাত্মা আমার পক্ষচ্ছেদন পূর্ব্বক রোরুদ্যমানা সীতাকে লইয়া আকাশপথে প্রস্থান করিল। বৎস! আমি রাক্ষসের প্রহারেই মৃতপ্রায় হইয়াছি, আর আমাকে প্রহার করিও না।"

পক্ষিরাজ জটায়ু আর অধিক কিছু বলিতে পারিলেন না। রামচন্দ্র তাঁহার মুখে সীতাসংক্রান্ত এই প্রিয়সম্বাদ শ্রবণ করিয়া দ্বিগুণতর সন্তপ্ত হইলেন এবং হস্তস্থিত শর ও শরাসন দূরে নিক্ষেপ করিয়া অবশদেহে জটায়ুকে আলিঙ্গন পূর্ব্বক রোদন করিতে করিতে ভূতলে পতিত হইলেন। তদ্দর্শনে লক্ষ্মণ শোক সম্বরণ করিতে না পারিয়া লতাকণ্টকসঙ্কুল পথের এক পার্শ্বে পড়িয়া ঘন ঘন নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। কিয়ৎকাল পরে রামচন্দ্র শোকাবেগ কথঞ্চিৎ সম্বরণ করিয়া কাতরস্বরে লক্ষ্মণকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন, "ভাই! রাজ্যনাশ, বনবাস, সীতাবিয়োগ, পিতা ও পিতৃসখা জটায়ুর মৃত্যু, ভাগ্যে সমস্তই ঘটিল। হায়! কেবলমাত্র দুঃখভোগ করিবার জন্যই কি বিধাতা আমাকে সৃষ্টি করিয়াছিলেন? আমার এরূপ দুর্ভাগ্য যে স্বয়ং অগ্নির প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে তিনিও ভস্ম হইয়া যান, জলপূর্ণ সাগরও শুষ্ক হইয়া যান। লক্ষ্মণ!

আমি যেরূপ বিপদজালে জড়িত হইয়াছি, তাহাতে বোধ হয়, আমার ন্যায় পাপিষ্ঠ এ জগতে আর কেহই নাই। এই হতভাগ্যের জন্যই ধর্ম্মাত্মা পিতৃসখা জটায়ুর মৃত্যু হইল।”

এই বলিয়া রামচন্দ্র পিতৃনির্ব্বিশেষে বিহগরাজ জটায়ুর সর্ব্বাঙ্গ সাদরে স্পর্শ করিতে লাগিলেন এবং “আমার প্রাণসমা জানকী কোথায় আছেন” মুক্তকণ্ঠে এই বলিয়া ভূতলে পতিত হইলেন।

সপ্তষষ্টিতম সর্গ।

জটায়ুর সংকার।

অনন্তর রামচন্দ্র, মহাত্মা লক্ষ্মণকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, “ভাই! ধর্ম্মাত্মা পক্ষিরাজ জটায়ু আমারই জন্য যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া রাক্ষসহস্তে প্রাণ হারাইলেন। ইহাঁর স্বর ক্ষীণ হইয়াছে, দেহে প্রাণ অল্পমাত্রই অবশিষ্ট আছে। ইনি মৃত্যুযন্ত্রণায় অধীর হইয়া বিকল দৃষ্টিতে দর্শন করিতেছেন। আর্য্য জটায়ু! যদি আর বাঙ্‌নিষ্পত্তি করিবার শক্তি থাকে এবং বিশেষ কষ্ট না হয়, তবে অনুগ্রহ করিয়া বলুন, কিরূপে আপনার এই দশা ঘটিল? আমি রাবণের

এমন কি মর্ম্মান্তিক অপকার করিয়াছি যে, সে আমার প্রাণাধিকা সীতাকে অপহরণ করিয়া লইয়া গেল? রাক্ষসের হস্তগতা হইয়া জানকী কি কহিয়াছিলেন? তাঁহার সুধাংশু-নিন্দিত মনোহর মুখখানি তৎকালে কিরূপ হইয়াছিল? রাবণের বল কিরূপ? আকার কি প্রকার? সে কি কুলে এবং কোথায়ই বা বাস করিয়া থাকে?"

ধর্ম্মাত্মা জটায়ু, রামচন্দ্রকে অনাথের ন্যায় এইরূপ জিজ্ঞাসা করিতে দেখিয়া অস্ফুটস্বরে কহিলেন, "বৎস! দুরাত্মা রাবণ মায়াবলে বাত্যা ও দুর্দ্দিন সঙ্ঘটিত করিয়া আকাশপথে জানকীকে লইয়া গেল। আমি বৃদ্ধ হইলেও তাহার সহিত অনেকক্ষণ যুদ্ধ করিয়াছিলাম। পরিশেষে নিতান্ত ক্লান্ত হইয়া পড়িলাম। দুরাত্মা ঐ সময়ে আমার পক্ষচ্ছেদন পূর্ব্বক দক্ষিণাভিমুখে প্রস্থান করিল। রামচন্দ্র! আমার প্রাণ এখন কণ্ঠাগত হইয়াছে, দৃষ্টি উদ্ভ্রান্ত হইতেছে এবং বাক্‌শক্তি রোধ হইয়া আসিতেছে। আমি আর অধিক কিছু বলিতে পারিতেছি না। বৎস! দুরাত্মা রাবণ যে মুহূর্ত্তে সীতাকে হরণ করিয়াছে, উহার নাম বিন্দ। উহার প্রভাবে নষ্টধন শীঘ্র অধিকারীর হস্তগত হয় এবং বড়িশগ্রাহী মৎস্যের ন্যায় অচিরাৎ শত্রুর প্রাণবিনষ্ট হইয়া যায়, রাবণ মৃত্যুমোহে পড়িয়া উহার কিছুই বুঝিতে পারে নাই। অতএব রামচন্দ্র! জানকীর জন্য কিছুমাত্র দুঃখিত হইও না; যুদ্ধে শত্রুসংহার করিয়া শীঘ্রই তাঁহাকে পাইবে।"

আসন্নমৃত্যু পক্ষিরাজ বিমোহিত না হইয়া এইরূপ কহিতে-ছিলেন, এমত সময়ে সহসা তাঁহার মুখ হইতে মাংসের

সহিত অনবরত শোণিত উদ্গার হইতে লাগিল। "রাবণ বিশ্রবার পুত্র, কুবেরের ভ্রাতা—" এই কথা শেষ না হইতে হইতেই তাঁহার কণ্ঠরোধ হইয়া আসিল। রামচন্দ্র কৃতাঞ্জলি-পুটে "আর্য্য! তারপর, তারপর" ব্যস্তভাবে বারম্বার এই কথা বলিতে লাগিলেন। দুর্ল্লভ প্রাণ তৎক্ষণাৎ জটায়ুর দেহ পরিত্যাগ করিল, মস্তক ভূতলে বিলুণ্ঠিত হইয়া পড়িল, চরণদ্বয় অনবরত কম্পিত হইতে লাগিল এবং তিনি অঙ্গ-প্রসারণ পূর্ব্বক শয়ন করিলেন।

তাম্রলোচন পর্ব্বতাকার পক্ষিরাজ জটায়ুর মৃত্যু হইলে রামচন্দ্র যারপর নাই দুঃখিত হইয়া, করুণবাক্যে লক্ষ্মণকে কহিতে লাগিলেন, "বৎস! বিহগরাজ জটায়ু বহুকাল হইতে এই রাক্ষসনিবাস দণ্ডকারণ্যে বাস করিয়াছিলেন, আজ আমার ভাগ্যদোষে তিনিও দেহত্যাগ করিলেন। যিনি অতি প্রাচীন ও সতত উৎসাহী ছিলেন, তাঁহাকেও কালবশে গত হইতে হইল! বৎস! কাল একান্ত দুর্নিবার। অথবা সকলই আমার ভাগ্যের দোষ। আর্য্য জটায়ু জানকীর রক্ষার্থ প্রবৃত্ত হইলেন; কিন্তু দুরাত্মা রাবণের পরাক্রমে তাঁহাকে ছিন্নপক্ষ হইয়া ভূতলশায়ী হইতে হইল। এই হতভাগ্যের জন্যই তাঁহাকে সুবিস্তীর্ণ পৈতৃক পক্ষিরাজ্য পরিত্যাগ করিতে হইল। বৎস! বলিতে কি, জটায়ুর বিনাশে আমার যাদৃশ ক্লেশ হইতেছে, সীতাহরণেও সেরূপ হয় নাই। ইনি স্বর্গীয় মহারাজা দশরথের ন্যায় আমার মাননীয় ও পূজ্য। ভাই! এক্ষণে কাষ্ঠভার আহরণ কর। যিনি আমার জন্য অকাতরে প্রাণবিসর্জ্জন করিলেন, আমি স্বয়ং অগ্নি উৎপাদন

পূর্ব্বক তাঁহার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন করিব। তাত জটায়ু! যাজ্ঞিকদিগের যে গতি, আহিতাগ্নিদিগের যে গতি, অপরাঙ্মুখ যোদ্ধাদিগের যে গতি, ভূমিদাতাদিগের যে গতি, প্রার্থনা করি, আপনি অবিলম্বে সেই গতি লাভ করুন। আর্য্য! আমি স্বয়ং আপনার অগ্নিসংস্কার করিতেছি, আপনি উৎকৃষ্টলোকে গমন করুন্।" এই বলিয়া রামচন্দ্র পক্ষিরাজ জটায়ুকে স্বজনের ন্যায় জ্বলন্ত চিতায় আরোপণ পূর্ব্বক দাহ করিতে লাগিলেন।

দাহান্তে তিনি লক্ষ্মণের সহিত বনপ্রবেশ করিয়া স্থূলাকার মৃগ সকল সংহার পূর্ব্বক তৃণময় আস্তরণে জটায়ুর পিণ্ডদান করিলেন এবং ঐ সমস্ত মৃগের মাংস উদ্ধার ও তদ্দ্বারা পিণ্ড প্রস্তুত করিয়া শ্যামল তৃণপূর্ণ রমণীয় ভূভাগে পক্ষীদিগকে ভোজন করাইলেন। পরে, দ্বিজগণ প্রেতোদ্দেশে যে সমস্ত মন্ত্র জপ করিয়া থাকেন, জটায়ুর নিমিত্ত সেই স্বর্গ সাধন মন্ত্র জপ করিতে লাগিলেন এবং লক্ষ্মণের সহিত গোদাবরীর পবিত্র জলে স্নান করিয়া শাস্ত্রোক্ত বিধি অনুসারে তাঁহার তর্পণও করিলেন। পক্ষিরাজ জটায়ু অতি দুষ্কর ও যশস্কর কার্য্য করিয়া রাক্ষসহস্তে নিহত হইয়াছিলেন, এক্ষণে ঋষিকল্প ধর্ম্মাত্মা রামচন্দ্র স্বয়ং তাঁহার অগ্নিসংস্কার করাতে উৎকৃষ্ট গতি লাভ করিলেন।

অষ্টষষ্টিতম সর্গ।

কবন্ধ দর্শন।

অনন্তর রামচন্দ্র ও লক্ষ্মণ, শর, শরাসন ও অসিগ্রহণ পূর্ব্বক জানকীর অন্বেষণার্থ নৈঋতদিকে যাত্রা করিলেন এবং কিয়ৎকাল পরে এক জনসঞ্চারশূন্য দুর্গমপথে অবতীর্ণ হইলেন। ঐ পথ তরুলতা ও গুল্মে আচ্ছন্ন, অতীব গহন, ও ঘোরদর্শন। উহাঁরা দ্রুতপদে উহা অতিক্রম করিলেন এবং জনস্থান হইতে তিন ক্রোশ গমন পূর্ব্বক দুর্গম ক্রৌঞ্চারণ্যে প্রবিষ্ট হইলেন। ঐ অরণ্য নিবিড় মেঘের ন্যায় নীলবর্ণ এবং নানাবিধ পুষ্প ও মৃগপক্ষিগণে পরিপূর্ণ। দেখিলে বোধ হয় যেন বনবিভাগ হর্ষভরে বিকসিত হইয়া আছে। ভ্রাতৃদ্বয় তন্মধ্যে প্রবেশ করিয়া জানকীর অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলেন এবং তাঁহার শোকে একান্ত অধীর হইয়া মধ্যে মধ্যে স্থানে স্থানে বিশ্রাম করিতে লাগিলেন। পরে ঐ ক্রৌঞ্চারণ্য হইতে পূর্ব্বাভিমুখে তিন ক্রোশ গমন করিয়া পথিমধ্যে ভীষণ মতঙ্গাশ্রম প্রাপ্ত হইলেন। ঐ স্থানে বৃক্ষ সকল নিবিড়ভাবে শোভা পাইতেছে এবং হিংস্র মৃগ ও পক্ষিগণ নিরন্তর সঞ্চরণ করিতেছে। ভ্রাতৃদ্বয় ঐ অরণ্যমধ্যে ভ্রমণ করিতে করিতে দেখিলেন, একস্থানে পাতালবৎ গভীর অন্ধকারাচ্ছন্ন একটী গিরিগহ্বরও রহিয়াছে। উহাঁরা সেই গহ্বরের সন্নিহিত হইয়া অদূরে এক বিকটদর্শন

বিকৃতবদন রাক্ষসীকে দেখিতে পাইলেন। উহার আকার অতিশয় দীর্ঘ, উদর লম্বমান, কেশ আলুলায়িত, দন্ত তীক্ষ্ণ এবং ত্বক্ অতিশয় কর্কশ। উহার মূর্ত্তি এরূপ বিকট যে ক্ষীণপ্রাণ দুর্ব্বলদিগের দর্শনমাত্র প্রাণ শুকাইয়া যায়। রাক্ষসী প্রমত্ত মৃগমাতঙ্গ আকর্ষণ পূর্ব্বক ভক্ষণ করিতে করিতে উহাঁদের সন্নিহিত হইল এবং অগ্রবর্ত্তী লক্ষ্মণের রূপদর্শনে মোহিত হইয়া সহাস্যবদনে কহিতে লাগিল, "সুন্দর! তুমি কে এবং কি নিমিত্তই বা এই নিবিড় অরণ্যমধ্যে এরূপ বেশে ভ্রমণ করিতেছ? অথবা আজি আমার সৌভাগ্যক্রমে তোমাকে পাইলাম। আমি সর্ব্বাংশে তোমারই অনুরূপ, আইস, এক্ষণে আমরা উভয়ে মনোসুখে বিহার করি।" এই বলিয়া রাক্ষসী কামে উন্মত্তা হইয়া লক্ষ্মণকে গ্রহণ ও আলিঙ্গন করিল এবং কহিতে লাগিল, "আমার নাম অয়োমুখী। আজ হইতে তুমি আমার প্রিয়তম পতি এবং আমিও তোমার অনুরাগিনী পত্নী হইলাম। নাথ! এক্ষণে তুমি আমার সহিত গিরিদুর্গে ও নদীতীরে চিরজীবন সুখে বিহার কবিবে।"

বীর লক্ষ্মণ, রাক্ষসীর এই ঘৃণিতবাক্যে যারপর নাই কুপিত হইলেন এবং খড়্গ উত্তোলন পূর্ব্বক তৎক্ষণাৎ উহার নাসাকর্ণ ও স্তন ছেদন করিয়া ফেলিলেন। ছিন্ননাশা, ছিন্নকর্ণা ও ছিন্নস্তনা হইবামাত্র রাক্ষসী বিকৃতস্বরে চীৎকার করিতে করিতে দ্রুতপদে স্বস্থানে প্রস্থান করিল।

অনন্তর ভ্রাতাদ্বয় তথা হইতে মহাসাহসে গমন করিলেন এবং কিয়ৎকাল পরে এক নিবিড় অরণ্যে প্রবিষ্ট

হইলেন। বনে প্রবিষ্ট হইবামাত্র লক্ষ্মণ কৃতাঞ্জলিপুটে রামচন্দ্রকে কহিলেন, "আর্য্য! অকস্মাৎ আমার বামবাহু অতিশয় স্পন্দিত হইতেছে, মন অত্যন্ত চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে। আমি চতুর্দ্দিকে ঘোর দুর্নিমিত্ত সকল দর্শন করিতেছি। অতএব সাবধান হউন্, আমার কথা অগ্রাহ্য করিবেন না। যদিও ঐ দারুণ বঞ্জুলক পক্ষী ভীষণ চীৎকারে স্পষ্টই বলিতেছে যে, অবশেষে আমাদেরই জয়লাভ হইবে কিন্তু আমি নিশ্চয়ই বলিতেছি শীঘ্রই আমাদিগের কোন বিপদ ঘটিবার সম্ভাবনা।"

উহাঁরা এইরূপ কথোপকথন পূর্ব্বক সীতান্বেষণে ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতেছেন, এমত সময়ে একটী ভয়ঙ্কর শব্দ উত্থিত হইল। ঐ শব্দে সমুদয় বনবিভাগ যেন একবারে ভগ্ন ও পূর্ণ হইয়া গেল। বোধ হইল, যেন অরণ্য চতুর্দ্দিকে বায়ুমণ্ডলে বেষ্টিত হইয়াছে। ঐ অত্যাশ্চর্য্য ভয়াবহ ব্যাপার ঘটিবামাত্র ভ্রাতৃদ্বয় অসিলতা গ্রহণ পূর্ব্বক উহার কারণ অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলেন। দেখিলেন সম্মুখে একটা প্রকাণ্ড রাক্ষস। উহার বক্ষ বিস্তৃত, মস্তক ও গ্রীবা নাই, উদরে মুখ এবং ললাটে একটিমাত্র চক্ষু। চক্ষুর পক্ষ্মগুলি বৃহৎ এবং উহা পিঙ্গল, স্থূল, ঘোর ও দীর্ঘ। উহা অগ্নিশিখার ন্যায় জ্বলিতেছে এবং সমস্ত বস্তুই দেখিতেছে। ঐ রাক্ষসের বর্ণ নিবিড় মেঘখণ্ডের ন্যায় নীল, দংষ্ট্রা বিকট এবং জিহ্বা লোল। সর্ব্বাঙ্গ তীক্ষ্ণ লোমে ব্যাপ্ত এবং পর্ব্বতের ন্যায় উচ্চ। হস্ত এক যোজন বিস্তৃত ও অতি ভীষণ। রাক্ষস মেঘবৎ গর্জ্জন পূর্ব্বক হস্তদ্বয় অনবরত বিক্ষেপ করিতেছে।

কখন ভয়ঙ্কর সিংহ, ভল্লুক, মৃগ ও পক্ষিগণকে ভক্ষণ করিতেছে। কখন যূথপতিদিগকে বলপূর্ব্বক আকর্ষণ, কখন বা তাহাদিগকে সুদূরে অপসারিত করিতেছে। নিশাচর রাম ও লক্ষ্মণকে দেখিয়া তাঁহাদের পথ অবরোধ করিয়া রহিল। ভ্রাতৃদ্বয়ও কিঞ্চিৎ অপসৃত হইয়া তাহার সেই ভীমমূর্ত্তি অবলোকন করিতে লাগিলেন।

অনন্তর রাক্ষস বাহু প্রসারণ করিয়া ভ্রাতৃদ্বয়কে বলপূর্ব্বক ধারণ করিল। যদিও তৎকালে তাঁহাদিগের হস্তে সুদৃঢ় অসি ও শরাসন ছিল, তত্রাপি তাঁহারা দুরাত্মার হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাইলেন না। রামচন্দ্র ধৈর্য্যশালী, সুতরাং কিছুমাত্র ভীত হইলেন না; কিন্তু লক্ষ্মণ অল্পবয়স্ক ও অধীর বলিয়া অত্যন্ত ভীত হইলেন এবং যারপরনাই বিষণ্ণ হইয়া রামচন্দ্রকে কহিতে লাগিলেন, "আর্য্য। আমি রাক্ষসের হস্তগত হইয়া অতিশয় বিবশ হইয়া পড়িয়াছি, এক্ষণে আপনি আমাকে উপহার স্বরূপ অর্পণ করিয়া শীঘ্র পলায়ন করুন। আমার বোধ হইতেছে, আপনি অচিরাৎ আর্য্যা জানকীকে পাইবেন। আর্য্য! এক্ষণে আমার এই শেষ নিবেদন যখন পৈতৃকরাজ্য অধিকার করিয়া সিংহাসনে আরোহণ করিবেন, তখন এ দাসকে এক একবার স্মরণ করিবেন।" রামচন্দ্র কহিলেন, "বীর! অকারণ ভীত হইও না। তোমার ন্যায় গম্ভীর-প্রকৃতি লোকের কি এরূপ বিপদে অধৈর্য্য হওয়া উচিত?"

কিয়ৎকাল পরে ঐ কবন্ধ রাক্ষস তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিল, "তোমরা কে? ধনুর্ব্বাণ ও খড়্গ তীক্ষ্ণশৃঙ্গ বৃষের ন্যায় দৃষ্ট হইতেছে এবং তোমাদের স্কন্ধও বৃষের ন্যায়

উন্নত। এক্ষণে এই ভীষণ অরণ্যমধ্যে কিজন্য আসিয়াছ তাহাও আমাকে বল। অথবা আজ বুঝি দৈব আমার প্রতি অনুকূল হইয়াছেন। তোমরা এইস্থানে আসিয়াছ এবং দৈবগত্যা আমার চক্ষেও পড়িয়াছ, তাহাতে আবার আমি আজ ক্ষুধাতুর; সুতরাং আজ আর তোমাদের কিছুতেই নিস্তার নাই।"

রামচন্দ্র দুর্বৃত্ত কবন্ধের এই কথা শুনিয়া ভীত লক্ষ্মণকে কহিলেন, "ভাই! না জানি বিধাতা আমাদের ভাগ্যে কত কষ্টই লিখিয়াছেন। আমরা কষ্টের পর দারুণ কষ্ট ভোগ করিয়া অবশেষে জানকীকে হারাইলাম, আজিও তাঁহার জন্য কাঁদিয়া কাঁদিয়া বেড়াইতেছি, আবার কি এই বিকট রাক্ষসের হস্তে প্রাণ পর্য্যন্ত হারাইতে হইল। হায়, দৈবের বল কি দুর্নিবার! যখন আমাদিগকেও দুঃখে অভিভূত হইতে হইল তখন উহার অসাধ্য কিছুই নাই। যাঁহারা অস্ত্রবিৎ ও বীর, দৈবপ্রভাবে তাঁহারাও যুদ্ধে সিকতাময় সেতুর ন্যায় অবসন্ন হইয়া যান্। যাহাহউক এক্ষণে কি উপায়ে এ পাপিষ্ঠের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাওয়া যায়, সাহসে ভর করিয়া তাহারই চিন্তা কর।"

একোনসপ্ততিতম সর্গ।

কবন্ধের বাহুচ্ছেদন।

কবন্ধ বাহুপাশবেষ্টিত রাম ও লক্ষ্মণের প্রতি দৃষ্টিপাত পূর্ব্বক অট্টহাস্য করিয়া কহিতে লাগিল, "তোমরা আর কি ভাবিতেছ? আজ বিধাতা অনুকূল হইয়া আমার ক্ষুধা শান্তির জন্যই তোমাদিগকে পাঠাইয়া দিয়াছেন, অতএব প্রস্তুত হও। বহুদিন পরে আজ মহাসুখে সুধাতুল্য নর-শোণিত পান করিব।"

লক্ষ্মণ প্রথমে ভীত হইলেও এক্ষণে বিক্রম প্রকাশে কৃতসঙ্কল্প হইয়া বীরোচিত বাক্যে রামচন্দ্রকে কহিলেন, "আর্য্য! আর বিলম্ব করিতেছেন কেন? এই দুরাত্মা রাক্ষস শীঘ্রই আমাদের গ্রাস করিবে। আসুন, আমরা খড়্গাঘাতে ইহার প্রকাণ্ড বাহুদ্বয় ছেদন করিয়া ফেলি। দেখিতেছি ইহার বাহুবলই বল। যদিও দুরাত্মা আমাদিগকে বিনাশ করিতে উদ্যত হইয়াছে, তথাপি ইহাকে একবারে প্রাণে নষ্ট করা হইবে না। অস্ত্রপ্রয়োগে যাহার সামর্থ্য নাই, যজ্ঞার্থ উপনীত পশুর ন্যায় তাহাকে বধ করা ক্ষত্রিয়ের একান্ত গর্হিত। অতএব রাক্ষস যাহাতে অতঃপর আর কাহারও প্রতি অত্যাচার করিতে না পারে, তাহাই করা যাউক।"

লক্ষ্মণের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া, কবন্ধ অত্যন্ত কুপিত

হইল এবং করাল বদন ব্যাদান করিয়া উহাঁদিগকে ভক্ষণ করিবার উপক্রম করিল। তৎকালে রামচন্দ্র উহার দক্ষিণে এবং লক্ষ্মণ বামদিকে ছিলেন। উহাঁরা উভয়ে খড়্গদ্বারা উহার দুই বাহু ছেদন করিয়া ফেলিলেন। কবন্ধ ছিন্নবাহু হইবামাত্র মেঘবৎ গম্ভীর রবে দিগন্ত, পৃথিবী ও আকাশ প্রতিধ্বনিত করিয়া, শোণিতাক্তদেহে ধরাতলে পতিত হইল এবং নিতান্ত দুঃখিত হইয়া করুণবচনে জিজ্ঞাসা করিল, "নরদ্বয়! তোমরা কে? আমি অনেকানেক বীর দেখিয়াছি কিন্তু তোমাদের ন্যায় মহাপরাক্রম পুরুষ কদাপি আমার দৃষ্টিপথে পতিত হয় নাই।" তখন লক্ষ্মণ কহিলেন, "রাক্ষস! ইনি ইক্ষ্বাকুবংশীয় রামচন্দ্র, আমি ইহাঁর কনিষ্ঠ ভ্রাতা লক্ষ্মণ। বিমাতা কৈকেয়ীর মনস্তুষ্টি জন্য এই দেবতুল্য মহাত্মা রাজ্যসুখে জলাঞ্জলি দিয়া ভ্রাতা ও ভার্য্যার সহিত বনে বনে বিচরণ করিতেছেন। ইনি নির্জ্জনে অবস্থিতি করিতেছিলেন, এমত সময়ে এক দুষ্ট নিশাচর আসিয়া ইহাঁর ভার্য্যাকে হরণ করিয়াছে। রাক্ষস! আমরা তাঁহারই অন্বেষণার্থ এস্থানে আসিয়াছি। এক্ষণে জিজ্ঞাসা করি, তুমি কে? তোমার প্রদীপ্ত মুখ কি জন্য বক্ষঃস্থলে নিহিত, জঙ্ঘা এবং ভগ্ন। তুমি কেনই বা কবন্ধবৎ ভ্রমণ করিতেছ?"

তখন কবন্ধ ইন্দ্রের বাক্য স্মরণ করিল এবং অতিমাত্র প্রীত হইয়া স্বাগত প্রশ্ন পূর্ব্বক কহিল, "বীরদ্বয়! আজ আমি ভাগ্যবলে আপনাদের শুভদর্শন পাইলাম। আজ ভাগ্যবলেই আমার বাহুদ্বয় ছিন্ন হইয়া পড়িল। এক্ষণে নিজের অবিনয়ে আমি রূপকে যেরূপ বিকৃত করিয়াছি, শ্রবণ করুন্।"

সপ্ততিতম সর্গ।

কবন্ধ ও রামচন্দ্রের কথোপকথন।

"রাজকুমার! যেমন ইন্দ্র, চন্দ্র ও সূর্য্যের রূপ অতিশয় বিখ্যাত, আমিও এককালে সেইরূপ ত্রিলোকপ্রসিদ্ধ অচিন্ত্যনীয় রূপলাবণ্যে ভূষিত ছিলাম; কিন্তু আমি দুষ্ট বুদ্ধিবশতঃ ভয়ঙ্কর রাক্ষসমূর্ত্তি ধারণ করিয়া ঋষিদিগের কোমল অন্তঃকরণে ভয় উৎপাদন পূর্ব্বক ইতস্ততঃ বিচরণ করিতাম। একদা স্থূলশিরা নামক এক মহর্ষি বন্য ফলমূল আহরণ করিতেছিলেন, তৎকালে আমি ঐ মূর্ত্তিতে তাঁহার নিকটে গিয়া ফলমূল সমস্তই কাড়িয়া লইলাম। তদ্দর্শনে মুনি অত্যন্ত কুপিত হইলেন এবং এই বলিয়া অভিসম্পাত প্রদান করিলেন, 'দুর্ব্বৃত্ত! তোর আকার এইরূপ ঘৃণিত ও ক্রূর হইয়াই থাক্।'

অনন্তর আমি অপরাধকৃত শাপের শান্তির জন্য কাতরবচনে বারম্বার অনুনয় করিলে, মহর্ষি অনুকম্পাপূর্ব্বক কহিলেন, 'আমি যাহা কহিয়াছি তাহা আর অন্যথা হইবার নহে; কিন্তু যখন ইক্ষ্বাকুবংশীয় দশরথতনয় রামচন্দ্র তোমার বাহুচ্ছেদন পূর্ব্বক নির্জ্জন বনে তোমাকে দগ্ধ করিবেন, তখন তুমি পুনরায় নিজ রমণীয় মূর্ত্তি প্রাপ্ত হইবে।' লক্ষ্মণ! আমি শ্রীনামক দানবের পুত্র আমার নাম দনু। এক্ষণে আমার যে বিকৃত আকার নিরীক্ষণ করিতেছেন, ইহাও

আমার ঔদ্ধত্যবশতঃ ঘটিয়াছে, আনুপূর্ব্বিক কহিতেছি শ্রবণ করুন্।

আমি এক সময়ে অতি কঠোর তপস্যা করিয়াছিলাম, তদ্দর্শনে পিতামহ ব্রহ্মা সন্তুষ্ট হইয়া আমাকে দীর্ঘ আয়ুপ্রদান করেন। তন্নিবন্ধন আমি অত্যন্ত গর্ব্বিত হইয়া উঠিলাম। মনে করিলাম, আমার ত দীর্ঘ আয়ুলাভ হইল, এখন আর ইন্দ্রকেই আমার ভয় কি? এই ভাবিয়া আমি একদিন ইন্দ্র-দেবকে যুদ্ধে আক্রমণ করিলাম। দেবরাজ ক্রুদ্ধ হইয়া শতধার বজ্রে আমার উরু ও মস্তক শরীরমধ্যে প্রবিষ্ট করিয়া দিলেন। আমি বিস্তর অনুনয় বিনয় করিতে লাগিলাম, তজ্জন্য তিনি আমায় বধ করিলেন না; কহিলেন, 'পিতামহ ব্রহ্মা তোমার সম্বন্ধে যেরূপ আদেশ করিয়াছেন, তাহার অন্যথা হইবে না। তুমি দীর্ঘজীবি হইয়াই থাকিবে।' তখন আমি কহিলাম, 'দেব! আপনি বজ্রদ্বারা আমার উরু ও মস্তক ভগ্ন করিয়া দিলেন, এক্ষণে আমি অনাহারে দীর্ঘকাল কিরূপে প্রাণধারণ করিব।'

অনন্তর দেবরাজ অনুকম্পাপূর্ব্বক আমার যোজন প্রমাণ দুই হস্ত এবং উদরে এক তীক্ষ্ণদশন মুখ সংযোজিত করিয়া দিলেন এবং কহিলেন, 'যখন রামচন্দ্র ও লক্ষ্মণ রণস্থলে তোমার বাহুচ্ছেদন করিবেন, তখন তুমি পুনরায় স্বর্গলাভ করিতে পারিবে।' আমি তদবধি এইস্থানে থাকিয়া প্রকাণ্ড বাহুদ্বারা সিংহ, ব্যাঘ্র ও মৃগ প্রভৃতি অরণ্যচারী জন্তুগণকে চতুর্দ্দিক হইতে সংগ্রহ করিয়া ভক্ষণ করি। অধিক কি কাননমধ্যে যাহা দেখি কিছুমাত্র বিচার না করিয়া

তাহাই গ্রহণ করি। ভাবিয়াছি, মহাজনের বাক্য কখন নিষ্ফল হইবে না, অবশ্য এক সময়ে রামচন্দ্র আমার হস্তে পড়িবেন এবং আমার পাপদেহও বিনষ্ট হইবে। বীর! আপনি সেই মহাত্মা রামচন্দ্র। মহর্ষি স্থূলশিরাও বলিয়াছিলেন 'রামচন্দ্র ব্যতীত আর কেহই তোমার বিনাশে সমর্থ হইবে না।' এক্ষণে কৃপা করিয়া আমার অগ্নিসংস্কার করিলে আমি পূর্ব্বতন শরীর লাভ করিতে পারিব। প্রভো! আমি নিজ ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলে আপনার বিপদে যথেষ্ট উপকারও করিতে পারিব। এক্ষণে আমার মনোরথ সফল করুন্।"

দনুর এই আশ্বাসবাক্য শ্রবণ করিয়া রামচন্দ্র লক্ষ্মণ সমক্ষে করুণবাক্যে কহিতে লাগিলেন, "কবন্ধ! আমরা দুই ভ্রাতা কোন কারণবশতঃ জানকীকে আশ্রমে একাকিনী রাখিয়া বহির্গত হইয়াছিলাম, ইত্যবসরে দুরাত্মা রাবণ আসিয়া আমার প্রাণাধিকাকে অক্লেশে হরণ করিয়া লইয়া গিয়াছে। আমি আমার পিতৃবন্ধু জটায়ুর মৃত্যুকালে তাঁহার মুখে দুরাত্মা রাক্ষসের নাম মাত্র শুনিয়াছি; এতদ্ভিন্ন তাহার রূপ, বয়স, বাসস্থান বা ক্ষমতা কিছুই জানি না। কিরূপে রাবণের সন্ধান পাইব এবং কিরূপেই বা তাহাকে সমুচিত শাস্তি প্রদান করিয়া জানকীর উদ্ধার করিব, আমরা তাহাই ভাবিয়া অত্যন্ত কাতর হইয়াছি এবং নিতান্ত নিরাশ্রয়ের ন্যায় বনে বনে পর্য্যটন করিতেছি। কবন্ধ! এক্ষণে তুমিই আমাদের একমাত্র আশ্রয়। তুমি কৃপা করিলেই আমাদের উদ্দেশ্য সফল হয়। আমরা এই স্থানে বিস্তীর্ণ গর্ত্ত প্রস্তুত করিয়া হস্তীশুণ্ডভগ্ন শুষ্ক কাষ্ঠ আহরণ পূর্ব্বক তোমায় দগ্ধ করিব।

এক্ষণে যদি যথার্থই জান, তবে অনুগ্রহ করিয়া বল কোন ব্যক্তি কোথায় আমার প্রাণাধিকা সীতাকে লইয়া গিয়াছে।"

রামচন্দ্র এইরূপ কহিলে সুবক্তা দনু উত্তর করিল, "প্রভো! এক্ষণে আমার দিব্যজ্ঞান নাই, জানকী কোথায় তাহাও এক্ষণে জানি না। দাহান্তে যখন আমি পবিত্র শরীরের সহিত আমার শাপবিনষ্ট দিব্যজ্ঞান লাভ করিব, তখন জানকী সংক্রান্ত সমস্ত সম্বাদ আপনাকে জ্ঞাপন করিতে পারিব। দেব! আমি শাপবলে জ্ঞানশূন্য হইয়াছি এবং এই ঘৃণিত মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া ঘৃণিতআচারে বনমধ্যে জীবন ধারণ করিতেছি। কোন্ মহাবীর্য্য নীচাশয় রাক্ষস নিজের মৃত্যুর জন্য অগ্নিশিখারূপিণী সীতাদেবীকে অপহরণ করিয়াছে তাহা এই দেহ সত্ত্বে আমার অবধারণ করিবার শক্তি নাই। অতএব প্রভো! অনুগ্রহ পূর্ব্বক সূর্য্যদেব শ্রান্তবাহনে অস্তাচলে অধিরোহণ করিবার পূর্ব্বেই আমাকে গর্ত্ত মধ্যে নিক্ষেপ করিয়া যথাবিধি দগ্ধ করুন্। যে মহাত্মা আপনার শত্রু দুরাত্মা রাক্ষসের পরিচয় বিশেষরূপ অবগত আছেন, আমি দাহান্তে দিব্যজ্ঞান লাভ করিয়া তাঁহার উল্লেখ করিয়া দিব। আপনিও যত্নপূর্ব্বক তাঁহার সহিত মিত্রতা স্থাপন করিবেন। তিনি ন্যায়পর অতএব আপনার সহিত সখ্যতা স্থাপনের অযোগ্য নহেন। এক সময়ে কোন কারণবশতঃ তিনি সমস্ত লোকই পর্য্যটন করিয়াছিলেন, এই কারণে ত্রিলোকের কিছুই তাঁহার নিকট অবিদিত নাই, সুতরাং সীতার উদ্ধারকার্য্যে আপনি তাঁহার নিকট হইতে যথেষ্ট সাহায্যও প্রাপ্ত হইবেন। এক্ষণে অনুগ্রহপূর্ব্বক এ পাপীর পরিত্রাণের উপায় করুন্।"

একসপ্ততিতম সর্গ।

কবন্ধ ও রামচন্দ্রের কথোপকথন।

কবন্ধ এই বলিয়া ক্ষান্ত হইলে ভ্রাতৃদ্বয় পর্ব্বতোপরিস্থ একটী গর্ত্তে চিতা প্রস্তুত করিলেন। লক্ষ্মণ জ্বলন্ত অগ্নিশিখা দ্বারা উহা প্রজ্জ্বলিত করিয়া দিলে, ঐ চিতা চতুর্দ্দিকে জ্বলিয়া উঠিল। কবন্ধের মেদপূর্ণ প্রকাণ্ড দেহ উহাতে মন্দ মন্দ দগ্ধ হইতে লাগিল। কিয়ৎকাল পরে মহাবল দনু ধূমশূন্য অগ্নির ন্যায় তেজাময় মূর্ত্তি ধারণ করিয়া জ্বলন্ত চিতার মধ্য হইতে উত্থিত হইল। তাহার পরিধান নির্ম্মল বস্ত্র, গলে দিব্য মাল্য দুলিতেছে এবং সর্ব্বাঙ্গে মহামূল্য অলঙ্কার শোভা পাইতেছে। কবন্ধ ঐ প্রজ্জ্বলিত চিতা হইতে উত্থিত হইয়া হংসযোজিত উজ্জ্বল রথে আরোহণ পূর্ব্বক দেহপ্রভায় দশদিক সুশোভিত করিয়া তুলিল এবং অন্তরীক্ষ হইতে রামচন্দ্রকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিতে লাগিল, "রঘুবীর! আপনি যে প্রকারে জানকীকে প্রাপ্ত হইবেন, তাহা কহিতেছি মনোযোগ পূর্ব্বক শ্রবণ করুন্। এই জীবলোকে সন্ধিবিগ্রহাদি ছয়টি মাত্র কার্য্য সাধনের উপায় নির্দ্ধারিত আছে। ঐ ছয়টী উপায়ের যথাযোগ্য প্রয়োগ দ্বারা লোকে আপনার শুভাশুভ বিচার করিয়া থাকেন। যে ব্যক্তি বিপদাপন্ন, বিপদাপন্ন ব্যক্তির সহিত সংসর্গ করা তাহার নিতান্ত কর্ত্তব্য। বীর! আপনি এক্ষণে ভ্রাতার সহিত দুর্দ্দশা-

পন্ন হইয়াছেন এবং ভার্য্যাহরণ-জনিত অসহনীয় ক্লেশপরম্পরা সহ্য করিতেছেন। এরূপ অবস্থায় কোন বিপন্ন লোকের সহিত মিত্রতা স্থাপন করা আপনার অবশ্য কর্ত্তব্য। তদ্ভিন্ন আপনার কার্য্যসিদ্ধির অন্য উপায় দেখিতেছি না। এক্ষণে আপনাকে যে লোকের সহিত মিত্রতা করিতে হইবে তাহাও কহিতেছি।

সুগ্রীব নামে এক মহাবল বানর আছেন। ইন্দ্রপুত্র পরাক্রান্ত বালী তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা। উক্ত বালী ক্রোধান্ধ হইয়া তাঁহাকে রাজ্য হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিয়াছেন। এক্ষণে সুগ্রীব পম্পাতীরবর্ত্তী ঋষ্যমূক পর্ব্বতে চারিটী বানরের সহিত অবস্থিতি করিতেছেন। তিনি মহাবল, তেজস্বী, বিনীত, সত্যপ্রতিজ্ঞ বুদ্ধিমান, সুধীর ও দক্ষ। এক্ষণে সেই মহাত্মা ভ্রাতার উৎপীড়নে অত্যন্ত বিপদাপন্ন হইয়াছেন, সুতরাং সীতার অন্বেষণে তিনি নিশ্চয়ই আপনার সহায় ও মিত্র হইবেন। বীর! আর বৃথা শোক করিবেন না। কাল নিতান্তই দুর্নিবার। যাহা হইবার কিছুতেই তাহার অন্যথা হয় না। আপনি বুদ্ধিমান, বিবেচনা করিয়া দেখুন বিপদে অবসন্ন হইলে কিছুতেই তাহা হইতে উত্তীর্ণ হওয়া যায় না। অতএব আমি যাহা বলিতেছি অবহিত চিত্তে শ্রবণ করুন। আপনি ধৈর্য্য অবলম্বন করিয়া প্রকৃত কার্য্যের অনুসরণার্থ অদ্যই এস্থান হইতে যাত্রা করুন। ঋষ্যমূক পর্ব্বতে উপস্থিত হইয়া অনিষ্ট পরিহারার্থ প্রজ্জ্বলিত অগ্নিকে সাক্ষী করিয়া সুগ্রীবের সহিত মিত্রতা স্থাপন করুন্। বানর বলিয়া আপনি তাঁহাকে ঘৃণা বা অবজ্ঞা করিবেন না। তিনি

কৃতজ্ঞ, কামরূপী ও বীর্য্যবান। তিনিও এক্ষণে সহায়ার্থী সুতরাং আপনাকে কদাচ উপেক্ষা করিতে পারিবেন না। আপনা হইতে তাঁহার যথেষ্ট উপকার হইবে ; না হইলেও তিনি কদাচ আপনার কার্য্যে ঔদাসীন্য,প্রকাশ করিবেন না। বীর ! এক্ষণে বালীর সহিত সুগ্রীবের ঘোর শত্রুতা উপস্থিত হইয়াছে, তজ্জন্য তিনি কেবলমাত্র পম্পার নিকটবর্ত্তী স্থানে সভয়ে পর্য্যটন করিতেছেন। এক্ষণে আপনাকে পাইলে তিনি কৃতার্থ হইবেন। অতএব আর বিলম্ব করিবেন না। শীঘ্র তথায় গিয়া অগ্নিসমক্ষে অস্ত্র স্থাপন পূর্ব্বক সত্যবন্ধনে সেই বনচরের সহিত মিত্রতা স্থাপন করুন্। তিনি বহুদর্শিতাবলে রাক্ষসনিবাস সমস্তই অবগত আছেন। অধিক কি ত্রিলোকেও তাঁহার অবিদিত কিছুই নাই। যতদূর সূর্য্যদেব কিরণ বিতরণ করেন ততদূর পর্য্যন্ত তিনি বানরগণের সহিত নদী, পর্ব্বত, গিরিদুর্গ এবং কন্দরে জানকীর সন্ধান করিবেন। তিনি এই উপলক্ষে মহাকায় বানরদিগকে চতুর্দ্দিকে প্রেরণ করিবেন এবং অবশেষে শোকার্ত্তা জানকীকে রাক্ষসগৃহ হইতে উদ্ধার করিবেন। অধিক কি সীতা সুমেরু শিখরেই থাকুন্ বা পাতাল তলেই থাকুন্, সেই কৃতজ্ঞহৃদয় কপীশ্বর রাক্ষসকুল বিনাশ করিয়া তাঁহাকে অবশ্যই আপনার হস্তে অর্পণ করিবেন।”

দ্বিসপ্ততিতম সর্গ।

কবন্ধের স্বর্গারোহণ।

কবন্ধ এইরূপে সীতার অন্বেষণোপায় বলিয়া পুনরায় কহিতে লাগিল, "রামচন্দ্র! এই যে পশ্চিমদিকে সুরম্য পথ দেখিতে পাইতেছেন, ইহা দিয়া গমন করিলে আপনারা ঋষ্যমূক পর্ব্বতে উপস্থিত হইবেন। এই পথের উভয় পার্শ্বে জম্বু, পিয়াল, পনস, তিন্দুক, বট, অশ্বত্থ, কর্ণিকার চূত প্রভৃতি পাদপ এবং কুসুমিত কদম্ব, করবীর, নাগকেশর, অশোক, তিলক, রক্তচন্দন, নীল, নক্তমাল্য, অগ্নিমুখ্য ও মন্দার বৃক্ষ সকল শোভা পাইতেছে। আপনারা ঐ সমস্ত পাদপে আরোহণ অথবা তাহাদের শাখা ভূমিতে অবনত করিয়া অমৃতকল্প সুমিষ্ট ফল ভক্ষণ পূর্ব্বক গমন করিবেন। অনন্তর ঐ সুরম্য কানন অতিক্রম করিয়া আপনারা নন্দন কাননের ন্যায় মনোহর অপর এক অরণ্যে প্রবেশ করিবেন। যেরূপ চিত্ররথ কাননে সর্ব্বদা সকল ঋতুই সমভাবে বিরাজ করিতেছে ঐ বনেও সেইরূপ। তত্রত্য পাদপশ্রেণী সজল জলদাবলী এবং দূরস্থিত পর্ব্বতের ন্যায় গাঢ় নীলবর্ণ, শাখাপ্রশাখায় পরিশোভিত ও ফলভরে অবনত। অনুজ ভ্রাতৃবৎসল লক্ষ্মণ ঐ সমস্ত বৃক্ষে আরোহণ অথবা তাহাদের শাখা ভূমিতে আনমিত করিয়া আপনাকে সুমিষ্ট ফল প্রদান করিবেন। আপনারা এইরূপ পর্ব্বত হইতে পর্ব্বত এবং

বন হইতে বনে পর্য্যটন করিয়া পম্পা সরোবরের তীরে উপনীত হইবেন। ঐ সরোবর কর্করাশূন্য, বালুকাকীর্ণ, অপিচ্ছিল ও শৈবালবিহীন। উহার সোপানগুলিও সমান। উহাতে রক্ত ও শ্বেতপদ্ম সকল সর্ব্বদা শোভা পাইতেছে। হংস ও ক্রৌঞ্চগণ নিরন্তর মধুরস্বরে কোলাহল করিতেছে। ঐ সমস্ত পক্ষী বধ কাহাকে বলে জানে না এবং মনুষ্য দেখিলেও ভীত হয় না। আপনারা গিয়া পম্পাবিহারী ঘৃতপিণ্ডাকার সেই সমস্ত স্থূলকায় পক্ষী সকলকে মহাসুখে ভক্ষণ করিবেন। ঐ সরোবর নলমীন, চক্রতুণ্ড এবং উৎকৃষ্ট রোহিত মৎস্যেও পরিপূর্ণ। মহাবীর লক্ষ্মণ বাণাঘাতে ঐ সমস্ত মৎস্য সংহার করিবেন এবং ত্বক ও পক্ষচ্ছেদন পূর্ব্বক শূল্যপক্ক করিয়া ভক্ষণার্থ আপনাকে প্রদান করিবেন। পম্পার জল পদ্মগন্ধি, নির্ম্মল, সুখসেব্য, শীতল, স্ফটিকের ন্যায় স্বচ্ছ ও বলকারক। আপনি মৎস্য ভক্ষণ করিলে ভ্রাতৃবৎসল লক্ষ্মণ পানার্থ সাদরে পদ্মদলে সেই জল আনয়ন করিবেন। ঐ স্থানে গিরিগুহাশায়ী অনেকানেক বন্যবরাহও জললোভে উপস্থিত হয় এবং নির্ম্মল জলে পিপাসা শান্তি করিয়া বৃষের ন্যায় চীৎকার করিতে থাকে। সায়াহ্নে বিচরণ কালে লক্ষ্মণ আপনাকে ঐ সমস্ত দেখাইবেন। বীর! ঐ সমস্ত পুষ্পশোভিত পাদপশ্রেণী এবং নির্ম্মল জল অবলোকন করিয়া আপনার শোকের অবশ্যই অনেক পরিমাণে শান্তি হইবে। তথায় তিলক ও নক্তমাল প্রভৃতি বৃক্ষ সকল ফল ও পুষ্পভরে আনমিত হইয়া রহিয়াছে এবং পঙ্কজ সকল উন্মাদকারী সৌরভে চতুর্দ্দিক আমোদিত করিতেছে। ঐ

সমস্ত সুগন্ধি কুসুম সমূহ চয়ন করে, তথায় এমন কেহই নাই এবং তাপসী শক্তিপ্রভাবে উহারা কখন ম্লান বা বিশীর্ণও হয় না। মহর্ষি মতঙ্গের শিষ্যেরা ঐ বনে বাস করিতেন এবং গুরুর জন্য নিত্য নিত্য বন্য ফল মূলও আহরণ করিয়া দিতেন। ফল মূল বহনশ্রমে তৎকালে তাঁহাদের শরীর হইতে যে সমস্ত স্বেদবিন্দু পতিত হইত তাপসী শক্তিপ্রভাবে তাহাও পুষ্পরূপে উৎপন্ন হইয়াছে। বহুদিন অতীত হইল ঐ সমস্ত তপস্বী যোগাবলম্বনে দেহত্যাগ করিয়াছেন; কিন্তু শবরী নামে এক ধর্ম্মশীলা তপস্বিনী এখনও তথায় অবস্থিতি করিতেছেন। ঐ শবরী উহাঁদের পরিচারিকা ছিলেন। রঘুবীর! আপনি ত্রিলোকপূজ্য ও দেবতুল্য। তাপসী আপনার পবিত্র দর্শন লাভ করিলে নিঃসন্দেহ স্বর্গে গমন করিবেন।

রামচন্দ্র। আপনি সেই পম্পার পশ্চিমতীর দিয়া মহর্ষি মতঙ্গের তপোবনে গমন করিবেন। ঐ তপোবন অতিশয় পবিত্র ও রমণীয়। মহর্ষির তপঃপ্রভাবে মাতঙ্গেরা এখন পর্য্যন্তও তথায় প্রবেশ করিতে পারে না। তিনি বহুদিন হইল উহা স্বনামে প্রসিদ্ধ করিয়া গিয়াছেন, অদ্যাবধিও উহা মতঙ্গবন বলিয়াই প্রথিত আছে। আপনি ঐ নন্দনকানন তুল্য সুরম্য তপোবনে প্রবেশ করিয়া এবং নানাবিধ পক্ষীর মধুর কলরব শ্রবণ করিয়া যারপর নাই প্রীত হইবেন। আপনার শোকানলেরও অনেক পরিমাণে শান্তি হইবে।

পম্পা সরোবরের অদূরেই ঋষ্যমূক পর্ব্বত। তথায় বহুবিধ পুষ্পিত পাদপশ্রেণী নিরন্তর শোভা পাইতেছে।

শিশুসর্পে সর্ব্বদা সমাকীর্ণ থাকায় ঐ সকল বৃক্ষে কেহ আরোহণ করিতে পারে না। পূর্ব্বকালে সর্ব্বলোকপিতামহ ব্রহ্মা ঐ পর্ব্বত নির্ম্মাণ করেন। ধর্ম্মাত্মন্! ঐ পর্ব্বতের দানশক্তির কথা শুনিলে অত্যন্ত বিস্মিত হইবেন। কেহ উহার শিখরদেশে শয়ন করিয়া নিদ্রাবস্থায় যত ধনের বিষয় স্বপ্ন দেখে, জাগরিত হইয়া ততই প্রাপ্ত হয়; কিন্তু যদি কোন পাপিষ্ঠ ব্যক্তি ঐ পর্ব্বতের উপরি আরোহণ করে, তাহা হইলে রাক্ষসেরা আসিয়া নিদ্রাবস্থায় তাহাকে প্রহার করে। পম্পা সরোবরে যে সমস্ত শিশুমাতঙ্গ ক্রীড়া করে তাহাদের তুমুল কলরব ঋষ্যমূকের শিখরদেশ হইতে শুনিতে পাওয়া যায়। চতুর্দ্দিকে মেঘবর্ণ প্রকাণ্ড হস্তী সকল রক্তবর্ণ মদধারায় অভিষিক্ত হইয়া দলে দলে সঞ্চরণ করিতেছে। কখন নিকটস্থ পম্পা সরোবরের সুখস্পর্শ সুগন্ধি সলিল পান করিয়া মহানন্দে অরণ্যে প্রবেশ করিতেছে। ব্যাঘ্র, ভল্লুক, বরাহ, মহিষ এবং নীলবর্ণ শান্তস্বভাব রুরু প্রভৃতি নানা জাতীয় প্রাণী সকল ঋষির প্রভাবে একত্রে ক্রীড়া করিতেছে। রামচন্দ্র! আপনি তাহাদিগকে দেখিয়া পরম প্রীত হইবেন। ঐ পর্ব্বতে শিলাচ্ছন্ন এক বিস্তীর্ণ গুহাও আছে। তন্মধ্যে প্রবেশ করা অতি দুরূহ ব্যাপার। ঐ গুহার সম্মুখে অতি রমণীয় একটী হ্রদ দেখিতে পাইবেন। ঐ হ্রদের জল অতিশয় স্নিগ্ধ এবং উহার তীরভূমিতে নানা প্রকার ফল-পুষ্প-শোভিত বৃক্ষ রহিয়াছে। রঘুবীর। ধর্ম্মাত্মা সুগ্রীব, বানরগণের সহিত ঐ গুহামধ্যে বাস করেন এবং কখন কখন পর্ব্বতের শিখরদেশেও অবস্থিতি করিয়া থাকেন।"

মাল্যধারী সূর্য্যতুল্য প্রভাশালী কবন্ধ, রামচন্দ্র ও লক্ষ্মণকে এইরূপ উপদেশ প্রদান করিয়া আকাশতলে শোভা পাইতে লাগিল। তাহাকে গমনোদ্যোগী দেখিয়া ভ্রাতৃদ্বয়ও কহিলেন, "কবন্ধ! তুমি আমাদের যথেষ্ট উপকার করিলে, এক্ষণে চিরকাল সুখে দিব্যলোকে বিরাজ কর।" কবন্ধও কৃতাঞ্জলিপুটে, "তবে আপনারা এক্ষণে স্বকার্য্য সাধনার্থ সুখে ঋষ্যমূকাভিমুখে গমন করুন," এই কথা বলিয়া প্রভায় দশদিক আলোকিত করিয়া স্বর্গে আরোহণ করিল।

ত্রিসপ্ততিতম সর্গ।

শবরীর স্বর্গে গমন।

রামচন্দ্র ও লক্ষ্মণ, সুগ্রীব দর্শনার্থ কবন্ধের নির্দ্দিষ্ট পথ আশ্রয় করিলেন এবং পর্ব্বতোপরি পরম রমণীয় সুমিষ্ট ফলভারাবনত বিবিধ বৃক্ষশ্রেণী দর্শন করিতে করিতে পশ্চিমাভিমুখে পম্পা সরোবরের উদ্দেশে যাইতে লাগিলেন। ক্রমে সন্ধ্যা উপস্থিত হইল। ভ্রাতৃদ্বয় সে রাত্রি পর্ব্বতোপরি যাপন করিয়া পরদিন প্রভাতে পম্পার পশ্চিম তটে শবরীর রমণীয় আশ্রম দেখিতে পাইলেন। তাপসী দেবপ্রভাব রামচন্দ্র ও লক্ষ্মণকে দেখিবামাত্র কৃতাঞ্জলিপুটে

উত্থিত হইয়া যথাবিধি পাদ্য ও অর্ঘ্য দ্বারা তাঁহাদের পূজা করিলেন।

অনন্তর রামচন্দ্র ধর্ম্মশীলা তাপসীকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, "অয়ি তপোধনে! তুমি ত তপোবিঘ্ন সমস্ত জয় করিয়াছ? তোমার তপস্যা ত ক্রমে বর্দ্ধিত হইতেছে? তুমি কামাদি ছয় রিপু এবং ক্ষুধা তৃষ্ণা ইত্যাদি ত বশীভূত করিয়াছ? তুমি তপস্যার নিয়ম ত যথারীতি পালন করিয়া থাক? তুমি ত মনের সুখে আছ? এবং তোমার গুরুসেবা ত সফল হইয়াছে?"

তখন সেই বৃদ্ধ তাপসী শবরী রামচন্দ্রের সম্মুখীন হইয়া কহিতে লাগিলেন, "দেব! আজ আপনার সন্দর্শনে আমার তপস্যা, গুরুসেবা এবং জন্ম সমস্তই সফল হইল। পুরুষোত্তম! আজ স্বহস্তে আপনার পূজা করিয়া আমি স্বর্গলাভ করিব। রামচন্দ্র! আপনি যখন সৌম্যদৃষ্টিতে আমায় পবিত্র করিলেন, তখন আমি আপনার প্রসাদে অক্ষয়লোক লাভ করিব সন্দেহ নাই। আমি যে সকল সাধুশীল তপস্বীদিগের পরিচর্য্যা করিতাম, আপনি চিত্রকূট পর্ব্বতে উপস্থিত হইবামাত্র তাঁহারা দিব্যবিমানে আরোহণ করিয়া স্বর্গধামে গমন করিয়াছেন। গমনকালে তাঁহারা কহিয়াছিলেন, 'ভদ্রে! রামচন্দ্র লক্ষ্মণের সহিত এই পূণ্যাশ্রমে আসিবেন। তুমি তাঁহার যথোচিত আতিথ্যসৎকার করিও। তাঁহার পবিত্রমূর্ত্তি নিরীক্ষণ করিলে তোমার অক্ষয়লোক লাভ হইবে।' দেব! আমি তাঁহাদের এই কথা শুনিয়া আপনার জন্য পম্পাতীর হইতে ফলমূল সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছি।"

রামচন্দ্র শবরীর বাক্যে অত্যন্ত প্রীত হইয়া কহিলেন,

"মহাভাগে! আমি দনুর মুখে তাপসগণের মাহাত্ম্যের কথা শুনিয়াছি। যদি আপত্তি না থাকে তবে একবার স্বচক্ষে দেখাইয়া আমার কৌতূহল নিবারণ করুন্।"

রামচন্দ্রের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া শবরী কহিলেন, "দেব! এরূপ ইচ্ছা প্রকাশই আমার প্রতি অনুগ্রহ। ঐ দেখুন, অদূরেই মহর্ষি মতঙ্গের আশ্রম। উহা সজল জলদের ন্যায় নীলবর্ণ এবং নানাবিধ মৃগ ও পক্ষীতে পরিপূর্ণ। ঐ স্থানে পুণ্যাত্মা মহর্ষিগণ বিশুদ্ধ মন্ত্র উচ্চারণ পূর্ব্বক জ্বলন্ত অগ্নিতে দেহপঞ্জর আহুতি দিয়াছেন। এই প্রত্যক্‌স্থলী নাম্নী বেদী। এই স্থানে সেই সমস্ত ত্রিলোকদর্শী তেজস্বী মহর্ষিগণ শ্রমকম্পিত করে পুষ্পোপহার প্রদান করিতেন। প্রভো! দেখুন তাঁহাদের তপঃপ্রভাবে এই বিদ্যুৎপ্রভা বেদী আজ পর্য্যন্ত শ্রীসৌন্দর্য্যে চতুর্দ্দিক সুশোভিত করিতেছে। তাঁহারা উপবাসজনিত আলস্যে এবং তপঃক্লেশে পর্য্যটন করিতে পারিতেন না, ঐ দেখুন্ এই নিমিত্ত সপ্ত সমুদ্র স্মৃতিমাত্রে এই স্থানে আসিয়া বিদ্যমান রহিয়াছেন। তাঁহারা স্নানান্তে যে সকল বল্কল বৃক্ষে রাখিয়াছিলেন, আজিও সেগুলি শুষ্ক হয় নাই, পদ্মাদি যে সকল পুষ্প দ্বারা দেবপূজা করিয়াছিলেন, আজিও সেগুলি ম্লান হয় নাই। প্রভো! আপনাকে আর কি দেখাইব? এই সমস্ত বনই দেখিলেন এবং যাহা শুনিবার তাহাও শুনিলেন; এক্ষণে আজ্ঞা করুন্, আমি এই মানবদেহ পরিত্যাগ করিব। যাঁহাদের এই আশ্রম, আমি এতকাল যাঁহাদের পরিচর্য্যা করিয়াছি, আজি আপনার প্রসাদে তাঁহাদের সন্নিহিতা হইব।

তাপসী এই বলিয়া বিরত হইলে রামচন্দ্র কহিলেন, “ভদ্রে! তুমি যে সমস্ত তাপসী শক্তির প্রভাব দেখাইলে তাহা অতি আশ্চর্য্য ও বিস্ময়কর। তোমার আতিথ্যে আমি অত্যন্ত প্রীত হইয়াছি, এক্ষণে সুখে ইষ্টলোকে গমন কর।”

রামচন্দ্রের অনুজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া চীরচর্ম্ম ও জটাধারিণী শবরী অগ্নিকুণ্ডে দেহ আহুতি প্রদান করিলেন। কিয়ৎ কাল পরে শবরী দিব্যমূর্ত্তি ধারণ করিয়া কুণ্ড হইতে উত্থিত হইলেন। তাঁহার জ্যোতি প্রদীপ্ত অগ্নির ন্যায় উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। সর্ব্বাঙ্গে দিব্য আভরণ ও দিব্য মাল্য শোভা পাইতে লাগিল। তাপসী দিব্যবসনে যারপর নাই প্রিয়দর্শন হইয়া বিদ্যুতের ন্যায় ঐ স্থান আলোকিত করিয়া তুলিলেন এবং যেখানে মতঙ্গাশ্রম নিবাসী পুণ্যশীল মহর্ষিরা বিহার করিতেছেন, যোগবলে সেই পবিত্রলোকে গমন করিলেন।

চতুঃসপ্ততিতম সর্গ।

রামচন্দ্রের পম্পাসরোবরে গমন।

শবরী তপোবলে স্বর্গারোহণ করিলে রামচন্দ্র কিয়ৎকাল মহর্ষিগণের তপঃপ্রভাব চিন্তা করিতে লাগিলেন। অনন্তর লক্ষ্মণকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "ভাই! এই পুণ্যাশ্রমে বহুসংখ্যক মৃগ ও ব্যাঘ্র ইতস্ততঃ সঞ্চরণ করিতেছে। তাহারা তপঃপ্রভাবে নৈসর্গিক হিংসাদ্বেষাদি পরিত্যাগ করিয়াছে। চতুর্দ্দিকে নানাবিধ পক্ষী মধুরস্বরে কোলাহল করিতেছে। স্থানে স্থানে বিবিধ অদ্ভুত পদার্থও রহিয়াছে। আমি স্বচক্ষে এই সমস্ত দর্শন করিলাম এবং সপ্তসমুদ্রতীর্থে স্নান এবং যথাবিধি পিতৃগণের তর্পণও করিলাম। এক্ষণে আমার সকল প্রকার অশুভ বিনষ্ট ও মন পুলকিত হইল। অতঃপর আইস আমরা প্রিয়দর্শনা পম্পাতে গমন করি। পম্পার অদূরেই ঋষ্যমূক পর্ব্বত। সূর্য্যতনয় সুগ্রীব বালীর ভয়ে চারিটিমাত্র বানরের সহিত তথায় বাস করিতেছেন। কবন্ধ বলিয়াছেন জানকীর অনুসন্ধান তাঁহারই আয়ত্ত; অতএব আর বিলম্ব করা উচিত নয়, চল শীঘ্র তাঁহার উদ্দেশে গমন করি।"

এই কথা শুনিয়া লক্ষ্মণ কহিলেন, "আর্য্য! পম্পাদর্শনে আমারও অত্যন্ত কৌতূহল জন্মিয়াছে, চলুন শীঘ্র যাওয়া যাউক্।"

অনন্তর রামচন্দ্র লক্ষ্মণের সহিত সেই আশ্রম হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন এবং যে স্থানে অত্যুচ্চ পুষ্পিত বৃক্ষ সকল রহিয়াছে এবং কোষষ্টি, অর্জ্জুন, শতপত্র, কীচক প্রভৃতি পক্ষী সকল কোলাহল করিতেছে সেই সমস্ত বিস্তীর্ণ বনবিভাগ ও বিবিধ সুরম্য সরোবর দেখিতে দেখিতে পম্পাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। মতঙ্গসরোবর পম্পার একটী প্রদেশমাত্র; উভয় ভ্রাতা তথায় উপস্থিত হইয়া পম্পাদর্শন করিলেন। ঐ সরোবর অতিশয় রমণীয়, উহার স্ফটিকবৎ স্বচ্ছ সলিলে কমলদল বিকসিত রহিয়াছে। সর্ব্বত্র কোমল চিক্কণ বালুকা; মৎস্য ও কচ্ছপগণ ইতস্ততঃ সঞ্চরণ করিতেছে। ঐ সরোবরের কোন স্থান কহ্লারে তাম্রবর্ণ, কোন স্থান কুমুদে ধবলবর্ণ এবং কোন স্থান কুবলয় সমূহে নীলবর্ণ হইয়াছে। উহার তীরে তিলক, অশোক, বকুল, পুন্নাগ ও উদ্দালক প্রভৃতি বৃক্ষ সকল বিরাজ করিতেছে। কোথাও সুরম্য উপবন শোভা পাইতেছে। কোথাও লতা সকল সহচরীর ন্যায় বৃক্ষ সকলকে আলিঙ্গন করিয়া রহিয়াছে। কোন স্থান ময়ূরগণের কেকারবে প্রতিধ্বনিত হইতেছে, কোথাও যক্ষ, রক্ষ, গন্ধর্ব্ব, উরগ ও কিন্নরেরা সুখে ইতস্ততঃ বিচরণ করিতেছে। রামচন্দ্র পম্পা দর্শন করিয়া সীতাবিরহে উচ্চৈঃস্বরে বিলাপ করিতে লাগিলেন। অনন্তর কিয়ৎকাল পরে লক্ষ্মণকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, "ভাই! এই প্রিয়দর্শনা পম্পা তিলক, বীজপূরক, বট, লোধ্র, কুসুমিত করবীর, পুন্নাগ, মালতী, কুন্দ, বকুল, অশোক, সপ্তপর্ণ, কেতক ও অতিমুক্ত প্রভৃতি বৃক্ষলতাসমূহে অলঙ্কৃত হইয়া

প্রমদার ন্যায় শোভা পাইতেছে। কবন্ধ যেরূপ নির্দ্দেশ করিয়াছে, ইহারই তীরে সেই ধাতুরাগরঞ্জিত বিচিত্র ঋষ্যমূক পর্ব্বত। ঋক্ষরাজের পুত্র মহাত্মা সুগ্রীব ঐ পর্ব্বতে বাস করিতেছেন। এক্ষণে তুমিই তাঁহার নিকট গমন কর।”

এই বলিয়া রামচন্দ্র জানকীর জন্য উৎকণ্ঠিতমনে বিলাপ করিতে করিতে রমণীয় পম্পাদর্শন করিতে লাগিলেন।

আরণ্যকাণ্ড সমাপ্ত।

রামায়ণ।

কিষ্কিন্ধাকাণ্ড।

প্রথম সর্গ।

পম্পাদর্শনে রামচন্দ্রের বিলাপ।

রামচন্দ্র লক্ষ্মণের সহিত সেই মৎস্যসংকুল পদ্মপূর্ণ পম্পায় গমন করিয়া ব্যাকুলান্তঃকরণে বিলাপ করিতে লাগিলেন। ঐ সরোবরে দৃষ্টিপাতমাত্র সহসা তাঁহার মনে হর্ষের উদ্রেক হইল এবং ইন্দ্রিয়বিকারও সমুপস্থিত হইল। তিনি অনঙ্গের বশবর্ত্তী হইয়া লক্ষ্মণকে কহিলেন, "বৎস। এই পম্পার জল বৈদূর্য্যের ন্যায় নির্ম্মল, ইহাতে পদ্মদল প্রস্ফুটিত রহিয়াছে। পম্পার তীরস্থ বন অতি রমণীয়; ঐ বনে বৃক্ষগুলি সশৃঙ্গ পর্ব্বতের ন্যায় শোভা পাইতেছে। উহা সর্প প্রভৃতি হিংস্র জন্তুগণে পরিপূর্ণ এবং মৃগ ও পক্ষিগণে আকীর্ণ। লক্ষ্মণ! যদিও আমি সীতাহরণে ও ভরতের দুঃখে নিরন্তর শোকাকুল রহিয়াছি, তথাপি এই প্রিয়দর্শনা পম্পাকে দেখিয়া আমার মন অনেক সুস্থ হইল। এদিকে

দেখ, নীলপীতবর্ণ তৃণময় স্থানটী কেমন সুন্দর; বৃক্ষ হইতে বিবিধ পুষ্পরাজী পতিত হওয়ায় উহা যেন বিচিত্র কম্বলে আস্তীর্ণ রহিয়াছে। লক্ষ্মণ। এক্ষণে কামোদ্দীপক সুখময় বসন্তকাল উপস্থিত। দেখ, পুষ্পস্তবক-শোভিত লতাগুলি যেন প্রণয়ভরে বৃক্ষের অগ্রশাখা আলিঙ্গন করিতেছে। সুখস্পর্শ অনিল মন্দ মন্দ প্রবাহিত হইতেছে। বর্ষাগমে সজল জলদাবলী যেরূপ জলবর্ষণ করে, বসন্তাগমে পুষ্পিত পাদপশ্রেণীও সেইরূপ পুষ্পবর্ষণ করিতেছে। বৃক্ষ সকল বায়ুবেগে কম্পিত হইয়া সুরম্য শিলাতল পুষ্পে আকীর্ণ করিয়াছে। অনেক পুষ্প পড়িয়াছে, অনেক পুষ্প পড়িতেছে এবং অনেক পুষ্প বৃক্ষে রহিয়াছে, দেখিলে বোধ হয় যেন বায়ু সর্ব্বত্র পুষ্পদিগকে লইয়া ক্রীড়া করিতেছে। শাখা সকল বিকসিত কুসুমে সমাচ্ছন্ন, বায়ু তৎসমুদয় কম্পিত করত প্রবাহিত হইতেছে এবং ভ্রমরগণ মধুগন্ধে আকুল হইয়া গুণ গুণ স্বরে উহাদের অনুসরণে প্রবৃত্ত হইতেছে। ঐ দেখ, সমীরণ গিরিগুহা হইতে গম্ভীর রবে নিষ্ক্রান্ত হইতেছে বোধ হয় যেন স্বয়ং সঙ্গীত করিতেছে এবং মদমত্ত কোকিল-গণের কণ্ঠস্বর দ্বারা বৃক্ষ সকলকে নৃত্যশিক্ষা দিতেছে। ঐ বায়ু চন্দনের ন্যায় শীতল ও সুখস্পর্শ এবং সুগন্ধি ও শ্রান্তিহারক। উহার বেগে বৃক্ষ সকল নীত হইয়া শাখাসংযোগে যেন পরস্পর গ্রথিত হইয়া যাইতেছে। সমস্ত বনবিভাগ মধুগন্ধে আমোদিত, উহাতে ভ্রমরগণ ঝঙ্কার করিতেছে। শিখরো-পরিস্থ বৃক্ষসকলে পুষ্পবিকাশ হওয়াতে বোধ হইতেছে যেন পর্ব্বত শিরোভূষণ ধারণ করিয়াছে। কর্ণিকার সকল পুষ্পিত

হইয়া স্বর্ণালঙ্কার-শোভিত পীতাম্বরধারী মনুষ্যের ন্যায় অপূর্ব্ব শ্রীধারণ করিয়াছে। ভাই! আমি জানকীবিহীন, এক্ষণে বসন্ত আমার শোক উদ্দীপন এবং অনঙ্গও আমাকে যারপর নাই সন্তপ্ত করিতেছে। ঐ শুন, কোকিল হর্ষভরে কুহুরব করিয়া যেন আমাকে আহ্বান করিতেছে। আমি কামার্ত্ত, ঐ সুরম্য নির্ঝরে দাত্যূহ পক্ষীর মধুরধ্বনি আমাকে ব্যাকুল করিয়া তুলিতেছে। হায়! পূর্ব্বে জানকী আশ্রম মধ্যে ইহার সঙ্গীত শুনিয়া পুলকিত মনে আমায় আহ্বান পূর্ব্বক কতই আনন্দ প্রকাশ করিতেন।"

এই বলিয়া রামচন্দ্র কিয়ৎকাল অবিরল বারিধারা বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন। পরে পুনরায় লক্ষ্মণকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, "ভাই! ঐ দেখ, কাননমধ্যে পক্ষী সকল বিভিন্ন স্বরে কোলাহল করিয়া চারিদিকে বৃক্ষ হইতে বৃক্ষে গিয়া বসিতেছে। তাহারা পম্পাতীরে স্ব স্ব জাতিতে সন্নিবিষ্ট ও হৃষ্ট হইয়া দলে দলে ভৃঙ্গবৎ মধুর শব্দ করিয়া ইতস্ততঃ সঞ্চরণ করিতেছে। এই সমস্ত বৃক্ষ দাত্যূহদিগের রতিজন্যরবে এবং পুংস্কোকিলের কলনিনাদে যেন স্বয়ং শব্দ করিয়া আমার চিত্তকে বিকৃত করিয়া তুলিয়াছে। লক্ষ্মণ! আমি আর অধিক কাল বাঁচিব না, এই বসন্তরূপ অনল আমায় দগ্ধ করিবে। অশোক বৃক্ষের স্তবক উহার জ্বলন্ত অঙ্গার, অলিকুলের গুণ গুণ রব উহার শব্দ এবং অভিনব পল্লব উহার আরক্ত শিখা। ভাই! আমি সেই বিশালনয়না, সুকেশী চারুভাষিণী জানকীকেই যখন হারাইয়াছি, তখন আমার জীবনে প্রয়োজনই বা কি? হায়! জানকী বসন্তাগমে কতই আহ্লাদিতা হইতেন। লক্ষ্মণ!

চতুর্দ্দিকে এই সমস্ত সুরম্য পাদপশ্রেণী আমার শোকাগ্নি প্রজ্বলিত করিতেছে। দুঃসহ মলয়ানিলও সেই অগ্নির সহায়তা করিতেছে।

লক্ষ্মণ! এদিকে দেখ, উন্মত্ত ময়ূরেরা পবনকম্পিত পক্ষ বিস্তার পূর্ব্বক ময়ূরীদিগের সহিত ইতস্ততঃ কেমন মনোহর নৃত্য আরম্ভ করিয়াছে। আমি কামার্ত্ত, ইহাদিগের ভাব দেখিয়া আমার আরও চিত্তবিকার উপস্থিত হইতেছে। ঐ দেখ, ময়ূরী গিরিশিখরে ময়ূরটীকে নৃত্য করিতে দেখিয়া মন্মথাবেগে সাদরে সঙ্গে সঙ্গে নাচিতেছে। দেখ, দেখ, ময়ূরটীও উজ্জ্বল পক্ষ বিস্তার পূর্ব্বক কেকারবে পরিহাস করতই যেন অনন্যমনে উহার সন্নিহিত হইতেছে। লক্ষ্মণ! বোধ হয় রাবণ জানকীকে এ বনে অপহরণ করিয়া আনে নাই। তাহা হইলে ইহারা কদাচ এরূপ সুখে নৃত্য করিতে পারিত না। যাহা হউক ভাই! সীতা ব্যতীত আমি আর জীবন ধারণ করিতে পারিব না। আমার মন প্রাণ ক্রমশ অবসন্ন হইয়া আসিতেছে। দেখ, পক্ষিজাতিতেও অনুরাগ দৃষ্ট হয়। ময়ূরী কামবশে ময়ূরের অনুসরণ করিতেছে। যদি বিশাললোচনা জানকীকে কেহ অপহরণ না করিত, তাহা হইলে তিনিও অনঙ্গের বশবর্ত্তিনী হইয়া বারম্বার আমাকে আলিঙ্গন করিতেন।

ভাই! এই সুখময় বসন্তকালে এই সমস্ত বনকুসুম আমার পক্ষে নিষ্ফল হইল। বৃক্ষের যে সকল পুষ্প অতিশয় সুন্দর ঐ দেখ, সেগুলি ভ্রমরগণের সহিত নিরর্থক ভূতলে পতিত হইতেছে। আবার কামোদ্দীপক বিহঙ্গেরা দলবদ্ধ হইয়া

হৃষ্টমনে পরস্পরকে আহ্বান করতই যেন মধুররবে কোলাহল করিতেছে। আহা! জানকী পরবশা হইয়া না জানি কতই রোদন করিতেছেন। তিনি যে স্থানে আছেন যদি তথায় বসন্ত প্রাদুর্ভূত হইয়া থাকে এবং এই অগ্নিতুল্য সুদুঃসহ মলয়মারুত প্রবাহিত হইতে থাকে তবে তাঁহাকেও আমার ন্যায় শোকানলে পরিতপ্ত হইতে হইবে। আর যদিও তথায় বসন্তের প্রভাব কিছুমাত্র না থাকে তথাচ সীতা আমার বিরহে জীবন ধারণ করিতে পারিবেন না। অথবা আমাদের প্রতি বিধাতা যেরূপ প্রতিকূল, তাহাতে নিশ্চয়ই বুঝিলাম বসন্ত সে স্থানেও প্রাদুর্ভূত হইয়াছেন। কিন্তু তিনি তথায় গিয়া আর কি করিবেন। শত্রুই জানকীকে যথেষ্ট কষ্ট দিতেছে। লক্ষ্মণ! আমার প্রাণাধিকা জানকী শ্যামা, পদ্মপলাশলোচনা ও মৃদুভাষিণী; তিনি এই বসন্তকালে নিশ্চয়ই প্রাণত্যাগ করিবেন। আমার মনে দৃঢ় বিশ্বাস হইতেছে যে, সেই সাধ্বী পতিবিরহে কোনমতেই প্রাণধারণ করিতে পারিবেন না।

ভাই! আমি দিবানিশি কেবল জানকীর চিন্তা করিতেছি, এক্ষণে এই কুসুমসুবাসিত শীতল বায়ু আমার যেন অগ্নিবৎ বোধ হইতেছে। হায়! পূর্ব্বে প্রিয়া সমভিব্যাহারে এই বায়ু কত সুখকর বোধ হইত। পূর্ব্বে ঐ পক্ষী আকাশে উত্থিত হইয়া কত মধুরস্বরে বিরাব করিত এক্ষণে উহার প্রতিধ্বনি যেন হৃদয়ে বজ্রের ন্যায় আঘাত করিতেছে। লক্ষ্মণ! ঐ দেখ, পুষ্পিত বৃক্ষে বিহগকুল কোলাহল করিয়া সকলকে পুলকিত করিতেছে। এই তিলকমঞ্জরী, পবন

কম্পিতা হইয়া মদস্খলিতগতি নারীর ন্যায় অতিশয় শোভা পাইতেছে এবং ভ্রমরেরাও মধুগন্ধে উন্মত্ত হইয়া কামুকের ন্যায় বেগে উহার নিকটে যাইতেছে। ঐ অশোক বিরহীগণের একান্ত শোকবর্দ্ধন, উহা বায়ুভরে আলোড়িত স্তবকসমূহে যেন আমাকে তর্জ্জন করিতেছে।

লক্ষ্মণ! এদিকে দেখ, মুকুলিত চূতলতিকা অঙ্গরাগশোভিতা কামার্ত্তা কামিনীর ন্যায় কেমন শোভা পাইতেছে। চতুর্দ্দিকে এই রমণীয় অরণ্যমধ্যে কিন্নরেরা মনোসুখে বিচরণ করিতেছে। এই স্বচ্ছসলিলা পম্পা; ইহাতে চক্রবাক ও হংসেরা কেলি করিতেছে, মৃগ ও হস্তী সকল পিপাসার্ত্ত হইয়া জলপানার্থ আগমন করিতেছে, সুগন্ধি রক্তোৎপল সকল বিকসিত হইয়া তরুণ সূর্য্যের ন্যায় প্রকাশ পাইতেছে এবং ইহা ভ্রমরনিক্ষিপ্ত পরাগসমূহে নিরন্তর পূর্ণ রহিয়াছে। ভাই! পম্পার শোভা কি চমৎকার! ইহার তীরস্থ বনমধ্যে কোন কোন স্থান এরূপ রমণীয় যে তাহা আর বলিবার নহে। দেখ, দেখ, ইহার নির্ম্মল জলে পদ্ম সকল পবনাঘাতজনিত তরঙ্গবেগে বারম্বার আহত হইতেছে।

লক্ষ্মণ! আমি সেই কমললোচনা পদ্মপ্রিয়া জানকীবিরহে আর প্রাণধারণ করিতে পারি না। হায়! অনঙ্গের কি কুটিলতা; এক্ষণে আমার জানকী নাই এবং শাস্ত্র যে তাঁহাকে পাইব তাহারও সম্ভাবনা নাই; কিন্তু কামপ্রভাবে সেই মধুরভাষিণী পুনঃ পুনঃ আমার স্মৃতিপথে উদিত হইতেছে। হায়! যদি এই বৃক্ষশোভী ঋতুরাজ বসন্ত আমাকে এত কষ্ট না দিতেন তাহা হইলে আমি উপস্থিত বিরহযন্ত্রণা

অনেক পরিমাণে সহ্য করিতে পারিতাম। লক্ষ্মণ! কি আশ্চর্য্য! সীতা নিকটে থাকিতে যেগুলি চক্ষে অতি রমণীয় ছিল, অধুনা বিরহদশায় সেগুলি যেন চক্ষুঃশূল বোধ হইতেছে। এই সকল পদ্মপত্র সীতার নেত্রকোষ সদৃশ এবং এই পদ্ম-পরাগবাহী বনমধ্য হইতে নিঃসৃত মলয় বায়ু সীতার নিশ্বাসা-নুরূপ হইলেও আমাকে যারপর নাই ক্লেশ দিতেছে।

ভাই! এই পম্পার দক্ষিণ তটে গিরিশিখরোপরি কর্ণি-কার বৃক্ষ সকল বিকশিত হইয়া কি অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিয়াছে। এই পর্ব্বতস্থ বিচিত্র ধাতু সকল বায়ুবেগে উড্ডীন হইয়া নভোমণ্ডল রঞ্জিত করিয়াছে। ঐ পার্ব্বত্য সমতল স্থানটী পত্রশূন্য পুষ্পিত কিংশুক বৃক্ষসমূহে যেন প্রজ্জ্বলিত হইয়া রহিয়াছে। এদিকে দেখ, মালতী, মল্লিকা, পদ্ম, করবীর প্রভৃতি মধুগন্ধী বৃক্ষ সকল পম্পার জলসেকে বর্দ্ধিত হইতেছে। ঐ মাতুলিঙ্গ, পূর্ণ, কুন্দগুল্ম, নক্তমাল, মধূক, স্থলবেতস, বকুল, চম্পক, নাগ পদ্মক, নীলাশোক, সিংহকেসরপিঞ্জর লোধ্র, অঙ্কোল, কুরণ্ট, চূর্ণক, পারিভদ্রক, চূত, পাটল, কোবিদার, মুচকুন্দ, অর্জ্জুন উদ্দালক, শিরীষ, শিংশপা, ধব, শাল্মলী, কিংশুক, রক্ত, কুরুবক, তিনিশ, চন্দন, স্যন্দন, হিন্তাল, তিলক প্রভৃতি নানা জাতীয় বৃক্ষ ফলপুষ্পভরে নত হইয়া আশ্চর্য্য শোভা প্রকাশ করিতেছে। উহারা পুষ্পিত লতাজালে জড়িত এবং উহাদের শাখা সকল বায়ুবেগে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইতেছে। লতা সকল মধুপানমত্তা রমণীর ন্যায় উহাদিগকে বারম্বার আলিঙ্গন করিতেছে।

লক্ষ্মণ! এক্ষণে বায়ু বিবিধ রসাস্বাদনে পুলকিত হইয়াই যেন, বৃক্ষ হইতে বৃক্ষে, বন হইতে বনে এবং পর্ব্বত হইতে পর্ব্বতে প্রবাহিত হইতেছে। দেখ, কোন বৃক্ষ মধুগন্ধী পুষ্পসমূহে, কোনটী বা মুকুলের শ্যামরাগে শোভিত হইয়াছে। 'এইটী অতি মধুর, এইটী অতি সুস্বাদ, এইটী বিলক্ষণ প্রস্ফুটিত' এই বলিয়াই যেন মধুলোলুপ ভ্রমরেরা গুণ গুণ রবে এক পুষ্পে লীন হইতেছে, আবার পরক্ষণেই তাহা হইতে উত্থিত হইয়া অন্যত্র প্রস্থান করিতেছে। ঐ ভূভাগ অনবরত নিপতিত কুসুমসমূহ দ্বারা যেন আস্তরণে আস্তীর্ণ হইয়াছে। শৈলশিখরে নীল, পীত প্রভৃতি নানাবর্ণের পুষ্প পতিত হইয়া বিচিত্র শয্যা প্রস্তুত করিয়াছে। লক্ষ্মণ! দেখ, বসন্তাগমে যে কতপ্রকার পুষ্পই উৎপন্ন হইয়াছে তাহার ইয়ত্তা করা যায় না। বৃক্ষ সকল যেন পরস্পর স্পর্দ্ধা করিয়াই পুষ্প প্রসব করিতেছে। শাখাসমূহ পুষ্পস্তবকে আবৃত। ভ্রমরগণ গুণ গুণ রবে গান করায় বোধ হইতেছে, যেন বৃক্ষগুলিই পরস্পরকে আহ্বান করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছে। ঐ দেখ, একটী হংস আমার মনোবিকার বর্দ্ধিত করিয়া পম্পার স্বচ্ছ সলিলে হংসীর সহিত জলক্রীড়া করিতেছে। ভাই! এই সরোবরটী কি সুদৃশ্য! কবন্ধ ইহার যে সমস্ত মনোরম গুণের কথা বলিয়াছিল তাহা সমস্তই সত্য। লক্ষ্মণ! এক্ষণে যদি আমি সেই সাধ্বী সীতাকে দেখিতে পাই তবেই সুখী হইতে পারিব। যদি এই তৃণশ্যামল প্রদেশে সেই বিশাললোচনার সহিত বিহার করিতে পাই, তাহা হইলে ইন্দ্রত্ব, কি অযোধ্যা কিছুই চাহি না। হায়! আমি একে

কান্তাবিরহী, তাহাতে এই বিচিত্রপত্র বৃক্ষসমূহ পুষ্পশ্রী বিস্তার করিয়া আমাকে যারপরনাই চিন্তাকুল ও কাতর করিতেছে।

লক্ষ্মণ! পম্পার কি অপূর্ব্ব শোভা! ইহার জল অতি শীতল; সর্ব্বত্র পদ্মসমূহ প্রস্ফুটিত রহিয়াছে; চক্রবাক, ক্রৌঞ্চ, হংস প্রভৃতি জলচর বিহঙ্গেরা কলরব করিয়া বেড়াইতেছে এবং ইহার তীরভূমিতে নানারূপ মৃগযূথ দৃষ্ট হইতেছে। এই সমস্ত হর্ষোন্মত্ত পক্ষী কমললোচনা চন্দ্রাননা সীতাকে স্মরণ করাইয়া আমাকে অতিমাত্র অধীর করিয়া তুলিতেছে। ঐ দেখ, সুরম্য শৈলশৃঙ্গে মৃগী সহিত বহুসংখ্য মৃগ বিচরণ করিতেছে। আমি মৃগনয়নার বিরহে কাতর হইয়াছি, এক্ষণে উহারা আমাকে অত্যন্ত ব্যথিত করিতেছে। ভাই! এক্ষণে যদি আমি এই উন্মত্তপক্ষিসঙ্কুল শৈলশিখরে সীতাকে দেখিতে পাই তবেই সুখী হইব, যদি সেই পতিপ্রাণা আমার সহিত পম্পার বিশুদ্ধ বায়ু সেবন করেন তবেই বাঁচিব। হায়! আমি অতি হতভাগ্য, নতুবা এরূপ সুখময় স্থানে আসিয়াও আমাকে এরূপ অসুখ সাগরে ভাসিতে হইবে কেন? যাঁহারা পুণ্যাত্মা, তাঁহারাই এই পদ্মগন্ধী প্রফুল্লকর বায়ুর হিল্লোলে সুখে ভ্রমণ করিয়া থাকেন।

হায়! না জানি এক্ষণে সরলা জানকী ছিন্নবৃন্ত কুসুমের ন্যায় পরগৃহে কিরূপে জীবিতা আছেন। ভাইরে! আমি আর অযোধ্যায় ফিরিয়া যাইব না; রাজর্ষি জনক সীতার কুশল জিজ্ঞাসা করিলে আমি সকলের সমক্ষে কি বলিয়া উত্তর দিব? লক্ষ্মণ! আমি পিতৃনিদেশে রাজ্যত্যাগ করিয়া বনবাস-

ব্রতে দীক্ষিত হইলে যিনি কেবল ধর্ম্মের অনুরোধে আমার অনুগামিনী হইয়াছিলেন, এক্ষণে তিনি কোথায়? আমি রাজ্যচ্যুত হইয়া হতবুদ্ধি হইয়াছিলাম, তথাচ যিনি মূর্ত্তিমতী আশার ন্যায় আমার অনুসরণ করিয়াছিলেন এক্ষণে আমি তাঁহার বিরহে কিরূপে জীবন ধারণ করিব? আহা! সীতার লোচনদ্বয় উৎপলনিন্দিত; আলাপ সময়ে অস্ফুট হাস্য তাঁহার ওষ্ঠে মিশাইয়া যায়। ভাই! তাঁহার সেই মাধুরীময় অকলঙ্ক মুখখানি না দেখিয়া আমার বুদ্ধি ক্রমশঃ অবসন্ন হইয়া যাইতেছে। লক্ষ্মণ! শুনিয়াছ তাঁহার কথাগুলি কেমন হিতকর ও সুধাময়। হায়! কবে আবার তাহা শুনিয়া কর্ণ জুড়াইব। সেই সাধ্বী অরণ্যবাসে ক্লেশ পাইলেও যেন সুখী ও সন্তুষ্টার ন্যায় আমায় সর্ব্বদা প্রিয়বাক্যেই সম্ভাষণ করিতেন। আমার প্রাণ অত্যন্ত কঠিন যে, এখন পর্য্যন্তও তাঁহাকে না দেখিয়া জীবিত আছে। হায়! জননী যখন জিজ্ঞাসা করিবেন, 'বধূ জানকীকে কোথায় রাখিয়া আসিলে?' তখন আমি তাঁহাকে কি বলিয়া বুঝাইব। ভাই লক্ষ্মণ! তুমি একাকী অযোধ্যায় ফিরিয়া যাও, গিয়া ভরতকে আমার স্নেহ সম্ভাষণ জানাইও। আমি জানকী বিরহে আর এ প্রাণ রাখিব না।"

সুধীর লক্ষ্মণ মহাত্মা রামচন্দ্রকে এইরূপ অনাথের ন্যায় বিলাপ ও পরিতাপ করিতে দেখিয়া, সদর্থসঙ্গত ও যুক্তিযুক্ত বাক্যে কহিতে লাগিলেন, "আর্য্য! শোক সম্বরণ করুন, আপনার মঙ্গল হইবে। আপনার ন্যায় গম্ভীরপ্রকৃতি লোকের এরূপ শোকমোহে অভিভূত হওয়া শোভা পায়

না। বিবেচনা করিয়া দেখুন পাপস্পর্শ না থাকিলেও শোকার্ত্ত লোকের বুদ্ধি হ্রাস হইয়া থাকে। অতএব হৃদয় হইতে প্রিয়জনের প্রতি অতিরিক্ত স্নেহ দূর করুন্। যেরূপ দীপবর্ত্তি আর্দ্র হইলেও অতিমাত্র তৈল-সংযোগে ভস্মসাৎ হইয়া যায়, সেইরূপ মনুষ্যের হৃদয়ও অতিমাত্র স্নেহে দগ্ধ হইয়া থাকে। আর্য্য! যদি রাবণ পাতালে বা তদপেক্ষাও কোন নিভৃত স্থলে প্রবেশ করে, তথাচ তাহার নিস্তার নাই। অতঃপর আপনি বিশেষ মনোযোগ পূর্ব্বক সেই পাপিষ্ঠের বৃত্তান্ত বিদিত হইবার চেষ্টা করুন্। সে, হয় জানকীকে না হয় জীবনকে অবশ্যই পরিত্যাগ করিবে। বলিতে কি, সে যদি অসুরজননী দিতির গর্ব্ভে সীতাকে লইয়া লুক্কায়িত হয়, তাহা হইলেও তাহার পরিত্রাণ নাই। সীতাকে প্রত্যর্পণ না করিলে আমি তন্মধ্যেই তাহাকে বিনষ্ট করিব। আর্য্য! আপনি এক্ষণে দীনভাব পরিত্যাগ করিয়া ধৈর্য্যাবলম্বন করুন। দেখুন, অর্থ নষ্ট হইলে বিনা যত্নে কখনই তাহা প্রাপ্ত হওয়া যায় না। উৎসাহই কার্য্যসাধনের প্রধান উপায়, ইহা ভিন্ন উৎকৃষ্ট বল আর নাই। যে ব্যক্তি সর্ব্বদা উৎসাহী, এ জীবলোকে সকল বস্তুই তাঁহার সুলভ, কোন বিষয়েই তাঁহাকে আর বিষণ্ণ হইতে হয় না। এক্ষণে আমরা উৎসাহ-মাত্র আশ্রয় করিয়া আর্য্যাকে উদ্ধার করিব। আর্য্য! আপনি সুশিক্ষিত, আপনার স্বভাব অতিশয় ধীর ও উদার; এক্ষণে কি সামান্য শোকপ্রভাবে প্রকৃতি বিসর্জ্জন করা আপনার শোভা পায়?”

লক্ষ্মণ এই বলিয়া বিরত হইলে রামচন্দ্র অপেক্ষাকৃত সুস্থ হইলেন এবং ভ্রাতার সহিত উদ্বিগ্নমনে মৃদুগমনে পবন-কম্পিত বৃক্ষপূর্ণ রমণীয় পম্পা অতিক্রম করিয়া চলিলেন। পথিমধ্যে সুরম্য কানন, প্রস্রবণ ও গিরিগুহা সকল তাঁহাদের দৃষ্টিপথে পতিত হইতে লাগিল। রামচন্দ্র কিরূপে প্রবোধ লাভ করিবেন এবং কিরূপেই বা সীতার শোক অপেক্ষাকৃত শান্ত হইবে, মহাত্মা লক্ষ্মণের এই চিন্তাই প্রবল হইয়া উঠিল। তিনি অব্যাকুলমনে মাতঙ্গগমনে রামচন্দ্রের অনু-গমন পূর্ব্বক নীতি ও বীরতা প্রদর্শন দ্বারা তাঁহাকে শোক হইতে রক্ষা করিতে লাগিলেন।

এই সময়ে গজগামী কপিরাজ সুগ্রীব ঋষ্যমূক পর্ব্বত-সন্নিধানে ভ্রমণ করিতেছিলেন, ইত্যবসরে ঐ দুই অপূর্ব্বরূপ তেজস্বী রাজকুমার তাঁহার দৃষ্টিপথে পতিত হইল। সুগ্রীব উহাঁদের দর্শনমাত্র অতিমাত্র ভীত, নিশ্চেষ্ট ও বিষণ্ণ হইলেন। তাঁহার নিষ্পন্দভাব অবলোকন করিয়া অন্যান্য বানরেরাও যারপর নাই ভীত হইল এবং দ্রুতপদবিক্ষেপে কপিকুলপূর্ণ এক সুখসেব্য আশ্রমে গিয়া আশ্রয় গ্রহণ করিল।

দ্বিতীয় সর্গ।

রাম ও লক্ষ্মণকে দেখিয়া সুগ্রীবের ভয়।

সুগ্রীব সেই সশস্ত্র বীরদ্বয়কে দর্শন করিয়া যারপর নাই শঙ্কিত হইলেন এবং নিতান্ত উদ্বিগ্নমনে চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন। তাঁহার মন ও প্রাণ নিতান্ত বিষণ্ণ হইয়া উঠিল। তিনি আর স্থির থাকিতে না পারিয়া, কর্ত্তব্য নির্ণয়ের জন্য মন্ত্রীগণকে আহ্বান পূর্ব্বক কহিলেন, "কপিগণ! নিশ্চয়ই বালী এই দুই ব্যক্তিকে পাঠাইয়াছে। ইহারা বিশ্বাস উৎপাদন জন্য চীর বসন পরিধান করিয়া তপস্বীবেশে আসিয়াছে। ঐ দেখ, এক্ষণে উহারা বনপর্য্যটন প্রসঙ্গে এই দুর্গম অরণ্যমধ্যেই প্রবেশ করিল। হায়! দুরাত্মা কি আমাকে এস্থানেও নিশ্চিন্ত হইয়া থাকিতে দিবে না। যাহা হউক মন্ত্রিগণ! এক্ষণে কিরূপে এই আসন্ন বিপদ হইতে পরিত্রাণ পাওয়া যায় তাহা অবধারণ কর।"

এই বলিয়া সুগ্রীব অন্যান্য কপিগণের সহিত শশব্যস্তে অন্য শিখরে প্রস্থান করিলেন। তৎকালে মন্ত্রিগণ সভয়ে কপিরাজকে বেষ্টন পূর্ব্বক উপবিষ্ট হইল। অনন্তর অন্যান্য বলবান বানরেরাও শৈলশিখর কম্পিত এবং মৃগ, মার্জ্জার ও ব্যাঘ্রগণকে শঙ্কিত করিয়া শৈল হইতে শৈলে লম্ফপ্রদান করিতে লাগিল এবং গহনকাননে পুষ্পিত তরুলতা সকল গতিবেগে ভগ্ন করিতে লাগিল।

অনন্তর সকল কপিগণ একত্র সমবেত হইলে, মহাবীর হনূমান উত্থিত হইলেন এবং সুগ্রীবকে বালীর ভয়ে একান্ত ভীত দেখিয়া কহিতে লাগিলেন, "বীর! আপনি অকারণ এত ভীত হইতেছেন কেন? এ পর্ব্বতের নাম ঋষ্যমূক, এখানে বালী হইতে কোনরূপ ভয়ের সম্ভাবনা নাই। আপনি যে কাহার ভয়ে ভীরুলোকের ন্যায় ঊর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন করিয়া আসিলেন আমি ত তাহা কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। যে দুরাচার হইতে আপনার এত ভয় উপস্থিত হইয়াছে তাহার ত এখানে আসিবার সাধ্য নাই। অতএব চিত্তের চাঞ্চল্য দূর করিয়া ধৈর্য্যাবলম্বন করুন। ছি! ছি! আপনার ভীরুতা দেখিয়া আমি যারপর নাই বিস্মিত হইয়াছি। ইহাতে কেবল আপনার বানরত্বই প্রকাশ পাইতেছে। এক্ষণে ইঙ্গিত দ্বারা পরকীয় আশয় বুঝিয়া তদনুরূপ কার্য্য করুন। দেখুন, নির্ব্বোধ রাজা কদাচ রাজ্য শাসন করিতে পারেন না।"

তখন কপিরাজ সুগ্রীব হনূমানের এই হিতবাক্য শ্রবণ করিয়া কহিতে লাগিলেন, "মন্ত্রি! এই দুই শরকার্ম্মুকধারী, আজানুলম্বিত বাহু, বিশালনেত্র, দেবতুল্য বীরকে দর্শন করিলে, কাহার না অন্তঃকরণে ভয়ের সঞ্চার হয়? আমার নিশ্চয় বোধ হইতেছে, উহারা বালীরই প্রেরিত। দেখ, রাজাদিগের সহিত অনেকের মিত্রতা থাকে, উহারা হয় ত বন্ধুর হিতার্থ এখানে আসিয়াছে, সুতরাং উহাদিগকে সহসা বিশ্বাস করা উচিত হইতেছে না। শত্রুর ব্যবহার অতি কপট। তাহারা নানা কৌশলে বিশ্বাসের ভাণ করিয়া



রাম ও লক্ষ্মণকে দেখিয়া সুগ্রীবের ভয়।

সুযোগক্রমে সর্ব্বনাশ করিয়া থাকে। অতএব প্রথমে উহাদের অভিপ্রায় অবগত হওয়া কর্ত্তব্য। রাজারা বঞ্চনাচতুর ও শত্রুঘাতক। ছদ্মবেশী চর নিয়োগ তাঁহাদের পক্ষে অত্যন্ত আবশ্যকীয়; বিশেষতঃ বালী এ সকল কার্য্যে বিলক্ষণ পটু। অতএব হনূমান! এক্ষণে তুমি সামান্যবেশে গিয়া আকার, ইঙ্গিত, কথোপকথন এবং ভাব ভঙ্গী দ্বারা উহারা কে তাহা জান। যদি উহাদের চিত্ত সরল দেখিতে পাও, অসন্দিগ্ধচিত্তে উহাদের সম্মুখীন হইয়া পুনঃ পুনঃ আমার প্রশংসা পূর্ব্বক উহাদের মনে বিশ্বাস জন্মাইবে এবং বাক্যালাপ বা আকার প্রকারে কোনরূপ দুরভিসন্ধি বুঝিতে না পারিলে উহারা কি কারণে বনে আসিয়াছে তাহাও জিজ্ঞাসা করিবে।”

তৃতীয় সর্গ।

হনূমানের দৌত্য।

অনন্তর হনূমান সুগ্রীবের আদেশ প্রাপ্ত হইয়া ঋষ্যমূক পর্ব্বত হইতে রামচন্দ্র ও লক্ষ্মণের নিকটে গমন করিলেন। তিনি দুষ্টবুদ্ধিবশতঃ বানররূপ পরিহার পূর্ব্বক ভিক্ষুকরূপ ধারণ করিলেন এবং বিনীতের ন্যায় উপস্থিত হইয়া পূজা

ও স্তুতিবাদ পূর্ব্বক মধুর ও কোমল বাক্যে কহিতে লাগিলেন, "বীরদ্বয়! তোমরা কে? দেখিয়া স্পষ্টই বোধ হইতেছে কোন রাজার পুত্র হইবে। তোমাদের বর্ণ অতিশয় সুকুমার এবং কান্তি কমনীয়। এক্ষণে বল, তোমরা কি কারণে নবীনবয়সে ক্লেশকর বনবাসব্রতে দীক্ষিত হইয়াছ এবং কি জন্যই বা এস্থানে আসিয়াছ? তোমরা চীরধারী ও ব্রহ্মচারী হইলেও তোমাদের দেহপ্রভায় এই বনবিভাগ এবং এই স্বচ্ছসলিলা পম্পানদী যারপর নাই শোভিত হইয়াছে। তোমরা বন্য জীবজন্তুগণকে একান্ত শঙ্কিত করিয়া পম্পাতীরস্থ বৃক্ষশোভা অবলোকন করিতেছ। তোমাদের হস্তে ইন্দ্রধনুতুল্য শত্রুনাশন শরাসন। তোমরা সিংহের ন্যায় স্থিরভাবে দণ্ডায়মান আছ এবং ক্লান্ত হইয়া ঘন ঘন নিশ্বাস ফেলিতেছ। তোমরা মহাবীর ও সুরূপ; তোমাদের সৌন্দর্য্যে এই ঋষ্যমূক পর্ব্বত শোভিত হইতেছে। বলিতে কি, তোমরা এ রাজ্যে বিহার করিবার সম্পূর্ণ উপযুক্ত। তোমাদের মস্তকে ঋষিজনোচিত জটাভার এবং নেত্র পদ্মপত্রের ন্যায় বিস্তৃত। তোমরা পরস্পর পরস্পরেরই অনুরূপ। তোমাদিগকে দেখিলে বোধ হয়, যেন তোমরা দেবলোক হইতে এস্থানে আবির্ভূত হইয়াছ। অথবা চন্দ্র ও সূর্য্যই যেন নভোমণ্ডল পরিত্যাগ করিয়া পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়াছেন। তোমাদের বক্ষঃস্থল বিশাল এবং স্কন্ধ সিংহের ন্যায় প্রশস্ত। তোমরা বিলক্ষণ উৎসাহসম্পন্ন, হৃষ্টপুষ্ট ও একান্ত প্রিয়দর্শন। বলিতে কি তোমাদিগকে দেবরূপী মনুষ্য ভিন্ন আর কিছুই বোধ হইতেছে না।

তোমাদিগের ভুজদণ্ড করিশুণ্ডের ন্যায় দীর্ঘ, বর্ত্তুল ও অর্গল তুল্য। এই সুন্দর হস্তে অলঙ্কার ধারণ করা কর্ত্তব্য, জানি না কিজন্য উঁহা ভূষণে বঞ্চিত রাখিয়াছ। তোমরা যেরূপ পরাক্রমশালী বোধ হয় ইচ্ছা করিলে সসাগরা ধরায় অনায়াসে একাধিপত্য স্থাপন করিতে পার। তোমাদের কোদণ্ড সুবর্ণ-রঞ্জিত ও সুচিক্কণ। উহা স্বর্ণখচিত বজ্রের ন্যায় লক্ষিত হইতেছে। এই সকল সুদৃশ্য তূণীর ক্রুদ্ধ সর্পসদৃশ প্রাণান্তকর সুশাণিত ভীষণ শরে পূর্ণ রহিয়াছে। এই দুই খড়্গ স্বর্ণজড়িত ও দীর্ঘ। উহারা যেন নির্ম্মোকমুক্ত ভুজঙ্গের ন্যায় বোধ হইতেছে। বীরদ্বয়! আমি তোমাদিগকে এত অনুনয় বিনয় করিয়া জিজ্ঞাসা করিতেছি, তথাপি কি নিমিত্ত উত্তর দিতেছ না? দেখ, এই ঋষ্যমূক পর্ব্বতে সুগ্রীব নামে এক বীর বাস করিয়া থাকেন। তিনি বানরগণের অধিপতি ও পরম ধার্ম্মিক। তাঁহার ভ্রাতা বালী তাঁহাকে রাজ্য হইতে বহিষ্কৃত করিয়াছেন বলিয়া, তিনি দীনবেশে সমস্ত জগৎ ভ্রমণ করিতেছেন। আমি তাঁহারই নিয়োগে তোমাদের নিকটে আগমন করিয়াছি। আমি পবনতনয়, জাতিতে বানর, নাম হনুমান। ধর্ম্মশীল সুগ্রীব তোমাদের সহিত বন্ধুত্ব স্থাপনের অভিলাষ করিয়াছেন। আমি তাঁহার মন্ত্রী। কি স্বর্গ, কি মর্ত্ত্য, কি পাতাল, আমার গতি কুত্রাপি অপ্রতিহত হয় না। আমি কপিরাজ সুগ্রীবের প্রিয়কামনায় ভিক্ষুক-বেশ ধারণ করিয়া প্রচ্ছন্নভাবে ঋষ্যমূক হইতে এস্থানে আসিয়াছি।”

অনন্তর রামচন্দ্র শ্রীমান হনুমানের এইরূপ বিনীতবাক্য

শ্রবণ করিয়া পুলকিত মনে পার্শ্বস্থ ভ্রাতা লক্ষ্মণকে কহিলেন, "ভাই! আমরা কপিরাজ সুগ্রীবের অন্বেষণ করিতেছিলাম, ভাগ্যক্রমে তাঁহারই মন্ত্রী আমাদের নিকট উপস্থিত হইয়াছেন। এই বানর বীর ও বক্তা, তুমি স্নেহসম্ভাষণে ও মধুরবাক্যে ইহাঁর সহিত সম্ভাষণ কর। ইনি যেরূপে আলাপ করিলেন তাহাতে স্পষ্টই বোধ হয় ঋক্, যজু, সাম প্রভৃতি সকল বেদেই ইহাঁর বিশেষ পারদর্শিতা আছে। ইনি অনেক বার সমগ্র ব্যাকরণ শাস্ত্রও অধ্যয়ন করিয়া থাকিবেন। দেখ, ইনি বিস্তর কথা কহিলেন কিন্তু একটী অপশব্দও ইহাঁর ওষ্ঠের বহির্গত হয় নাই এবং বলিবার সময় মুখ, নেত্র, ভ্রূ, ললাট প্রভৃতি অঙ্গবিশেষে কোনরূপ দোষও লক্ষিত হইল না। ইহাঁর বাক্যগুলি কেমন স্বল্পাক্ষর, সরল ও মনোহর! উহারা দন্ত, ওষ্ঠ, তালু প্রভৃতি উচ্চারণ স্থান হইতে কেমন সুস্পষ্ট নিঃসৃত হইল! যে পদ অগ্রে প্রযুক্ত হওয়া আবশ্যক ইহাতে তাহার অন্যথা হয় নাই এবং ইহা প্রত্যেক পদের অর্থবোধ করাইয়া বিষয়জ্ঞানে সমর্থ করিল। ইহাঁর বাক্য মনঃপ্রফুল্লকর ও অদ্ভুত। অন্যের কথা দূরে থাকুক, ইহা প্রহারোদ্যত শত্রুরও মন প্রসন্ন করিতে পারে। যে রাজার ইহাঁর মত দূত না থাকে, তাঁহার কার্য্য কথনই সম্পন্ন হয় না; কিন্তু এই গুণবান ব্যক্তি যাঁহার কার্য্যসাধক তাঁহার সকল কার্য্যই ইহাঁর বাক্যবলেই সম্পন্ন হইয়া থাকে।

তখন বুদ্ধিমান লক্ষ্মণ সুগ্রীবসচিব হনূমানকে আহ্বান পূর্ব্বক কহিলেন, "বিদ্বন্! মহাত্মা সুগ্রীবের গুণ আমাদিগের অবিদিত নাই; আমরা তাঁহাকেই অনুসন্ধান করিতেছি।

তুমি তাঁহার আদেশমত আমাদিগকে যাহা কহিলে আমরা তাহাই করিতে প্রস্তুত আছি।”

বক্তা হনূমান লক্ষ্মণের এই সুনিপুণ বাক্য শ্রবণ এবং সুগ্রীবের জয়লাভে মনঃসমাধান পূর্ব্বক রামচন্দ্রের সহিত তাঁহার সখ্যভাব স্থাপনে সমুৎসুক হইলেন।

চতুর্থ সর্গ।

হনূমানের সহিত লক্ষ্মণের কথোপকথন।

অনন্তর বিচক্ষণ হনূমান মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন, “এই দুই মহাবীর যখন কোন কার্য্যসাধনের জন্য আপনা হইতেই সুগ্রীবের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন, তখন তাঁহার রাজ্যলাভ অবশ্যই সম্ভব।” এই ভাবিয়া হনূমান হৃষ্টমনে রামচন্দ্রকে কহিলেন, “বীর! তোমরা কি কারণে হিংস্রজন্তুপূর্ণ নিবিড় অরণ্যমধ্যে আসিয়াছ, জানিতে ইচ্ছা করি।”

তখন লক্ষ্মণ রামচন্দ্রের আদেশে কহিতে লাগিলেন, “বীর! দশরথ নামে এক সুবিখ্যাত ধর্ম্মশীল মহীপাল ছিলেন। অযোধ্যানগরী তাঁহার রাজধানী ছিল। তিনি ধর্ম্মানুসারে চতুর্ব্বর্ণের লোক নিয়ত প্রতিপালন করিতেন।

কেহ তাঁহার দ্বেষ্টা ছিল না, তিনিও কাহার দ্বেষ করিতেন না। অধিক কি ঐ রাজা লোকমধ্যে দ্বিতীয় ব্রহ্মার ন্যায় বিরাজ করিতেন এবং প্রচুর দক্ষিণা নির্দেশ পূর্ব্বক অগ্নিষ্টোম প্রভৃতি নানা যজ্ঞেরও অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। বীর! এই মহাত্মা তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র, নাম রাম। ইনি সকলের আশ্রয়। জগতে ইহাঁর তুল্য পিতৃভক্ত আর দ্বিতীয় কেহ নাই। মহারাজের পুত্রগণমধ্যে ইনিই সর্ব্বজ্যেষ্ঠ ও গুণশ্রেষ্ঠ। ইহাঁর আকারে সমস্ত রাজচিহ্ন বিদ্যমান। ইনি রাজপদ গ্রহণ করিতেছিলেন, এই অবসরে রাজ্যে বঞ্চিত হইয়া আমার সহিত বনবাসে আসিয়াছেন। সায়াহ্নে সূর্য্যরশ্মি যেরূপ তেজস্বী সূর্য্যের অনুসরণ করিয়া থাকে, সেইরূপ ইহাঁর পতিব্রতা ভার্য্যা জানকীও ইহাঁর অনুসরণ করিয়াছেন। আমি ইহাঁর কনিষ্ঠ ভ্রাতা, নাম লক্ষ্মণ। এই কৃতজ্ঞ বহুদর্শীর গুণগ্রামে বশীভূত হইয়া আমি ইহাঁর দাসত্ব স্বীকার করিয়া আছি। এই মহাত্মা ভোগসুখ লাভের যোগ্য, পূজনীয় ও পরোপকারী। ইনি ঐশ্বর্য্যবিহীন হইয়া দীনবেশে বনে বনে ভ্রমণ করিতেছিলেন, ইত্যবসরে কোন এক কামরূপী রাক্ষস আমাদের অসাক্ষাতে ইহাঁর পত্নী জানকীকে আশ্রম হইতে অপহরণ করিয়াছে। আমরা ঐ দুরাত্মার বিষয় এ পর্য্যন্ত কিছুই অবগত নহি। দিতির পুত্র দানব দনু শাপপ্রভাবে রাক্ষস হইয়াছিল। সে এইমাত্র কহিল, 'ঋষ্যমূক পর্ব্বতনিবাসী কপিরাজ সুগ্রীব অতিশয় বিচক্ষণ; সেই বীর্য্যবান তোমাদের বিপক্ষের বিষয় অবগত আছেন।' এই বলিয়া দনু তেজঃপুঞ্জ কলেবরে স্বর্গারোহণ করিল।

হনূমান! এই আমি রামচন্দ্র সংক্রান্ত প্রকৃত বৃত্তান্ত সমস্তই তোমার নিকট কহিলাম। এক্ষণে আমরা উভয়ে মহাত্মা সুগ্রীবের শরণাপন্ন হইতেছি। হায়, দৈবের কি বিচিত্র গতি! বিদ্বন! ভাগ্যের এরূপ পরিবর্ত্তন আর কেহ কখন দেখে নাই। যিনি এক সময়ে অর্থীদিগকে প্রচুর অর্থ দান করিয়া উৎকৃষ্ট যশোলাভ করিয়াছেন, আজি তাঁহাকে অপরের অনুগ্রহাকাঙ্ক্ষী হইতে হইল! একদিন যাঁহার প্রসাদে সকলে পরিতোষ লাভ করিত, যিনি সকলের প্রতি-পালক ও শরণ্য ছিলেন, আজি সেই ধর্ম্মশীল মহাত্মাকে অপরের শরণাপন্ন হইয়া প্রসাদ আকাঙ্ক্ষা করিতে হইল! অহো! যিনি উত্তর কোশলের অধীশ্বর মহারাজ দশরথের পুত্র, সাক্ষাৎ লক্ষ্মীস্বরূপা জানকী যাঁহার স্ত্রী, সেই রামচন্দ্রের এই দীনভাব দর্শন করিবার পূর্ব্বে আমার মৃত্যু হইল না কেন!" এই বলিয়া মহাবীর লক্ষ্মণ বালকের ন্যায় অবিরল অশ্রুবিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন। অনন্তর কিয়ৎকাল পরে কিঞ্চিৎ শান্ত হইয়া কহিলেন, "বীর! রামচন্দ্র শোকার্ত্ত ও নিরাশ্রয় হইয়া যখন আশ্রয় লইলেন, তখন যূথপতি সুগ্রীব ইহাঁর প্রতি প্রসন্ন হউন্।"

লক্ষ্মণ জলধারাকুললোচনে করুণবাক্যে এইরূপ বলিলে, বক্তা হনূমান কহিতে লাগিলেন, "রাজকুমার! তোমরা বুদ্ধি-মান, শান্তস্বভাব ও জিতেন্দ্রিয়। কপিরাজ সুগ্রীব অবশ্যই তোমাদের সহিত সখ্যভাব স্থাপন করিবেন। অধিক কি তাঁহার সৌভাগ্যক্রমেই তোমরা এস্থানে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছ। বালীর সহিত তাঁহার অত্যন্ত বিরোধ উপস্থিত

হইয়াছে। বলগর্ব্বিত বালী তাঁহার ভার্য্যা ও রাজ্য অপহরণ পূর্ব্বক তাঁহাকে দূর করিয়া দিয়াছে। সেই অবধি সুগ্রীব যারপরনাই ভীত ও অপার দুঃখসাগরে নিমগ্ন হইয়া এই পর্ব্বতের নিকটস্থ অরণ্যে বিচরণ করিতেছেন। তিনি বানর-গণকে লইয়া সীতার অন্বেষণ কার্য্যে অবশ্যই তোমাদের সহায়তা করিবেন। এক্ষণে আমাদের আর বিলম্ব করা উচিত নহে; চল সত্বর সুগ্রীবের সন্নিধানেই গমন করি।"

হনূমান মধুরবাক্যে এই বলিয়া বিরত হইলে, লক্ষ্মণ তাঁহার যথাবিধি সৎকার করিয়া রামচন্দ্রকে কহিলেন, "আর্য্য! এই পবনতনয় হনূমান আহ্লাদভরে যেরূপ বলি-তেছেন, তাহাতে স্পষ্টই বোধ হইতেছে, আপনার সাহায্যে সুগ্রীবের কোন কার্য্য সাধিত হইবে। আর বোধ হয় তাঁহার সাহায্যে আমরাও কৃতার্থ হইব। এই বীরের স্বভাব যেরূপ নির্ম্মল, তাহাতে ইনি যে আমাদিগকে প্রবঞ্চনা করিবেন, তাহা কখনই বোধ হয় না। অতএব চলুন এক্ষণে আমরা ইহাঁর সহিত সুগ্রীবের সন্নিধানেই গমন করি।" এই বলিয়া লক্ষ্মণ বিরত হইলেন। অনন্তর হনূমান ভিক্ষুকরূপ পরিহার পূর্ব্বক বানররূপ পরিগ্রহ করিলেন এবং রামচন্দ্র ও লক্ষ্মণের অনুমতি গ্রহণ পূর্ব্বক তাঁহাদিগকে পৃষ্ঠে লইয়া তথা হইতে প্রস্থান করিলেন।

পঞ্চম সর্গ।

সুগ্রীব সন্নিধানে রামচন্দ্রের গমন।

অনন্তর হনূমান, রামচন্দ্র ও লক্ষ্মণকে ঋষ্যমূক পর্ব্বতে স্থাপন পূর্ব্বক নিকটস্থ মলয় নামক পর্ব্বতে কপিরাজ সুগ্রীবের নিকট গমন করিয়া কহিলেন, "কপিরাজ! আপনি যে দুই বীর রাজকুমারকে দেখিয়াছিলেন তাঁহারা কোশলাধিপতি মহারাজা দশরথের পুত্র—একজনের নাম রামচন্দ্র, অপরের নাম লক্ষ্মণ। রামচন্দ্র পিতৃসত্যপালনার্থ বনবাসব্রতে দীক্ষিত হইয়াছেন। যিনি রাজসূয় ও অশ্বমেধ প্রভৃতি যজ্ঞানুষ্ঠান দ্বারা অগ্নির তৃপ্তিসাধন এবং ব্রাহ্মণগণকে বহুসংখ্যক গো দক্ষিণা দান করিয়াছেন, যিনি সাধুতা ও সত্যপথ অবলম্বন পূর্ব্বক পৃথিবী শাসন করিতেন, তাঁহারই স্ত্রীর জন্য রামচন্দ্র বনবাসী। এই মহাত্মা রাজ্যসুখে জলাঞ্জলি দিয়া ভ্রাতা ও ভার্য্যার সহিত বনে বনে ভ্রমণ করিতেছিলেন, ইত্যবসরে দুরাত্মা রাবণ ইঁহার প্রাণসমা পত্নীকে হরণ করিয়াছে। ইনি আপনার শরণাপন্ন হইলেন। রামচন্দ্র ও লক্ষ্মণ উভয়েই আপনার সহিত বন্ধুতা স্থাপনের অভিলাষ করিয়াছেন। বীর! ইহাঁরা অতিশয় পূজনীয়, আপনি ইহাঁদিগকে যথাবিধি গ্রহণ ও সম্মান করুন।"

এই বলিয়া হনূমান ভ্রাতৃদ্বয়কে সুগ্রীবের নিকট উপস্থিত করিলেন। কপিরাজও হনূমানের বাক্য শ্রবণ করিয়া প্রিয়-

দর্শন রূপধারণ পূর্ব্বক প্রীতিভরে রামচন্দ্রকে কহিলেন, "বীর! আমি হনূমানের মুখে তোমার গুণগ্রাম সমস্তই শ্রবণ করিয়াছি। তুমি তপোনিষ্ঠ ধার্ম্মিক ও সত্যপরায়ণ। সকলের প্রতি তোমার বাৎসল্যভাব আছে। আমি বানর, তুমি যে স্বয়ং আসিয়া আমার সহিত বন্ধুতা স্থাপনের অভিলাষ প্রকাশ করিয়াছ, ইহাই আমার পক্ষে পরম সৌভাগ্যের বিষয়—ইহাই আমার যথেষ্ট সম্মান। রাজকুমার! এক্ষণে আমার সহিত মৈত্রীভাব স্থাপন যদি তোমার প্রীতিকর হইয়া থাকে, তবে আমি এই বাহু প্রসারণ করিলাম গ্রহণ কর এবং অটল প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ হও।"

তখন রামচন্দ্র পুলকিতমনে সুগ্রীবের হস্ত গ্রহণ এবং মিত্রতা স্থাপন পূর্ব্বক তাঁহাকে গাঢ় আলিঙ্গন করিলেন। ঐ সময়ে হনূমান দুইখানি কাষ্ঠ ঘর্ষণ পূর্ব্বক অগ্নি উৎপাদন করিলেন এবং প্রীতিভরে তাহা পুষ্পদ্বারা অর্চ্চন করত উহঁাদের মধ্যস্থলে স্থাপন করিলেন। উহঁারা ঐ প্রদীপ্ত অনল প্রদক্ষিণ করিয়া পরস্পর প্রণয়ভরে পরস্পরকে দর্শন করিতে লাগিলেন। কিন্তু তৎকালে তাঁহাদের উভয়ের দর্শনপিপাসার কিছুতেই নিবৃত্তি হইল না।

কিয়ৎকাল পরে সুগ্রীব হৃষ্টমনে রামচন্দ্রকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, "সখে রাম! অদ্যাবধি তুমি আমার প্রিয়তম বন্ধু হইলে, অদ্যাবধি আমাদের সুখ দুঃখ সাধারণ হইল, অধিক কি অদ্যাবধি আমাদের শরীরমাত্র বিভিন্ন, কিন্তু প্রাণ একই হইল।" এই বলিয়া কপিরাজ শালবৃক্ষের এক কুসুমিত শাখা ভগ্ন করিয়া তদুপরি রামচন্দ্রের সহিত উপবিষ্ট

হইলেন। হনূমানও লক্ষ্মণের উপবেশনার্থ প্রীতমনে এক কুসুমিত চন্দনশাখা আনিয়া দিলেন।

অনন্তর কপিরাজ সুগ্রীব হর্ষোৎফুল্ললোচনে কহিতে লাগিলেন, "সখে! আমার দুঃখের কথা আর কি বলিব; আমি রাজ্য হইতে দূরীকৃত হইয়া ভীতমনে বনে বনে পর্য্যটন করিতেছি। দুরাত্মা বালীর সহিত আমার অত্যন্ত বিরোধ উপস্থিত। সে আমার ভার্য্যাকে বলপূর্ব্বক গ্রহণ করিয়াছে। বন্ধো! অতঃপর যাহাতে আমার ভয় দূর হয় তাহাই কর।"

এই বলিয়া সুগ্রীব বিরত হইলে, ধর্ম্মবৎসল তেজস্বী রামচন্দ্র ঈষৎহাস্য করিয়া কহিলেন, "সখে! উপকারই যে মিত্রতার ফল, তাহা আমি বিলক্ষণ অবগত আছি। আমি তোমার সেই ভার্য্যাপহারক বালীকে অবশ্যই বিনাশ করিব। আমার কঙ্কপত্রশোভী সরলগ্রন্থী বজ্রসদৃশ সূর্য্যপ্রকাশ শাণিত অমোঘ শর ক্রুদ্ধ ভুজঙ্গের ন্যায় মহাবেগে সেই দুর্ব্বৃত্তের বক্ষঃস্থলে পতিত হইবে। তুমি এক্ষণে নিশ্চয়ই তাহাকে নিহত এবং পর্ব্বতবৎ ভূতলে পতিত দেখিয়া মনক্ষোভ দূর করিবে।"

অনন্তর সুগ্রীব রামচন্দ্রের আশ্বাসবাক্যে অত্যন্ত প্রীত হইয়া কহিলেন, "সখে! আমি আজ তোমার আশ্বাসজনক প্রিয়বাক্যে সুস্থ হইলাম। তোমার প্রসাদে আমি রাজ্য ও ভার্য্যা পুনঃপ্রাপ্ত হইব। তুমি আমার পরম শত্রু বালীকে এইরূপ করিবে যে, সে যেন আর কখন আমার কোনরূপ অনিষ্ট করিতে না পারে।"

তৎকালে সুগ্রীব ও রামচন্দ্রের প্রণয় সঙ্ঘটন হইলে

জানকীর পদ্মকলিকাকার চক্ষু, বালীর পিঙ্গলবর্ণ চক্ষু এবং রাবণের অগ্নিবৎ প্রদীপ্ত চক্ষু বামদিকে নৃত্য করিতে লাগিল।

ষষ্ঠ সর্গ।

সীতার অলঙ্কার প্রদর্শন।

অনন্তর সুগ্রীব পুনরায় প্রীতমনে রামচন্দ্রকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন, "সখে! তুমি যে নিমিত্ত নির্জ্জন বনে আসিয়াছ, তাহা আমি আমার এই মন্ত্রীপ্রধান সেবক হনূমানের নিকট সমস্তই শুনিয়াছি। তুমি পিতৃসত্যপালনার্থ বনবাসে কালযাপন করিতেছিলে, এই অবসরে এক রাক্ষস তোমার ভার্য্যা জনকাত্মজা সীতাকে হরণ করে। তোমরা দুই ভ্রাতা জানকীকে একাকিনী রাখিয়া স্থানান্তরে প্রস্থান করিয়াছিলে, ছিদ্রান্বেষী পামর নিশাচর এই অবকাশে পক্ষিরাজ জটায়ুর প্রাণসংহার করিয়া তাঁহাকে লইয়া গিয়াছে। সখে! দুরাত্মা তোমাকে যে স্ত্রীবিয়োগ দুঃখে ফেলিয়াছে, তুমি অচিরাৎ তাহা হইতে মুক্ত হইবে। দানবহৃতা দেবশ্রুতির ন্যায় আমি তাঁহাকে পুনরায় আনিয়া দিব। তিনি স্বর্গেই থাকুন বা পাতালেই থাকুন আমি নিশ্চয়ই তাঁহাকে আনয়ন করিব। জানিও আমি সত্যই

কহিলাম। জানকী সামান্যা স্ত্রী নহেন; ইন্দ্রাদি সুরাসুর যিনিই কেন হউন না, বিষাক্ত খাদ্যবৎ তাঁহাকে কখনই জীর্ণ করিতে পারিবেন না। বীর! শোক পরিত্যাগ কর। বন্ধুর কার্য্যের জন্য প্রাণ দিতেও আমি কুণ্ঠিত হইব না। সখে! আমি এতক্ষণে বুঝিলাম আমরা সে দিন তোমার জানকীকেই দেখিয়াছি। দুর্দ্দান্ত নিশাচর তাঁহাকে লইয়া যাইতেছিল, আমি স্বচক্ষে দেখিয়াছি। তিনি ঐ সময়ে 'হা রাম! হা লক্ষ্মণ!' বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিতেছিলেন এবং রাবণের ক্রোড়ে উরগীর ন্যায় বিরাজ করিতেছিলেন। তিনি আমাদের পাঁচজনকে পর্ব্বতোপরি দর্শন করিয়া উত্তরীয় ও অলঙ্কার নিক্ষেপ করিয়াছিলেন। আমরা সেইগুলি যত্নপূর্ব্বক গহ্বরে রাখিয়াছি। এক্ষণে তৎসমুদায় আনয়ন করিতেছি, দেখ, তুমি চিনিতে পার কি না।"

রামচন্দ্র এই কথা শুনিয়া ব্যস্তভাবে সুগ্রীবকে কহিলেন, "সখে! শীঘ্র আন কিজন্য বিলম্ব করিতেছ?" সুগ্রীব তৎক্ষণাৎ বান্ধবের প্রিয়োদ্দেশে এক নিবিড় গুহামধ্যে প্রবেশ করিলেন এবং সীতার উত্তরীয় ও অলঙ্কার সকল আনয়ন পূর্ব্বক কহিলেন, "সখে! এই দেখ।"

রামচন্দ্র সেই অলঙ্কারগুলি দর্শন করিয়া সহসা, হিমজালে যেরূপ চন্দ্রমা আবৃত হন্ তদ্রূপ নেত্রজলে আকুল হইয়া পড়িলেন। তিনি কখন 'হা প্রিয়ে!' বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিয়া ভূতলে পতিত হইতে লাগিলেন, কখন বা সেই অলঙ্কারগুলি হৃদয়ে ধারণ করিয়া বিবরমধ্যস্থ ক্রুদ্ধ ভুজঙ্গের ন্যায় ঘন ঘন নিশ্বাস ফেলিতে লাগিলেন। তৎকালে

ভ্রাতৃবৎসল লক্ষ্মণ তাঁহার পার্শ্বে দণ্ডায়মান ছিলেন। রামচন্দ্র তাঁহার প্রতি কিয়ৎকাল একদৃষ্টে নিরীক্ষণ করিয়া অনর্গল অশ্রুবিসর্জ্জন পূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন, "ভাই! দেখ, হরণকালে জানকী এই উত্তরীয় এবং দেহ হইতে এই সমস্ত আভরণ ফেলিয়া দিয়াছেন। বোধ হয়, তিনি তৃণাচ্ছন্ন ভূমির উপর এই সমস্ত নিক্ষেপ করিয়া থাকিবেন, নচেৎ এগুলি কদাচ পূর্ব্বের ন্যায় এরূপ অবিকৃত থাকিত না। যাহা হউক ভাই! তুমি জানকীর এই কেয়ূর ও কুণ্ডল ত চিনিতে পারিয়াছ?"

লক্ষ্মণ কহিলেন, "আর্য্য! আমি কেয়ূরও জানি না, কুণ্ডলও জানি না—প্রতিদিন প্রণাম করিতাম, এজন্য এই দুই নূপুরকেই জানি।"

অনন্তর রামচন্দ্র সুগ্রীবকে কহিতে লাগিলেন, "সখে! বল সেই ভীষণাকার রাক্ষস আমার প্রাণপ্রিয়াকে লইয়া কোন্‌দিকে গমন করিতেছিল দেখিলে? যে দুরাত্মা আমাকে এই ঘোর বিপদে নিক্ষেপ করিয়াছে, বল, সে দুরাত্মা কোথায় থাকে? আজ আমি তাহার অপরাধে সমগ্র রাক্ষসকুল ধ্বংস করিব। যে নির্ব্বোধ জানকীর অবমাননা করিয়া আমার ক্রোধানল প্রদীপ্ত করিয়াছে, সে আত্মনাশের জন্য মৃত্যুদ্বার উন্মুক্ত করিয়া রাখিয়াছে। সখে! যে নীচাশয় বঞ্চনা করিয়া আমার অসহায়া প্রেয়সীকে হরণ করিয়াছে, শীঘ্র বল সে ব্যক্তি কে? আমি অচিরাৎ তাহাকে বিনাশ করিয়া আমার এই ভীষণ ক্রোধানলের শান্তি করিব।"

সপ্তম সর্গ।

সুগ্রীব ও রামচন্দ্রের কথোপকথন।

সুগ্রীব রামচন্দ্রের এইরূপ কাতরোক্তি শ্রবণ করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে বাষ্পগদ্গদকণ্ঠে কহিতে লাগিলেন, "সখে! আমি সে পাপরাক্ষসের গুপ্তনিবাস কোথায় অবগত নহি, কিন্তু তাহার বলবিক্রম এবং সেই দুষ্কুলের কুল সমস্তই জানি। এক্ষণে শোক পরিত্যাগ কর, আমি সত্যই কহিতেছি, যাহাতে জানকীকে পুনরায় প্রাপ্ত হও, আমি তাহাই করিব। আমি বানরসেনামাত্র সহায় করিয়া পৌরুষ অবলম্বন পূর্ব্বক রাবণকে সবংশে বিনাশ করিব। যাহাতে তুমি প্রীত হইতে পার আমি প্রাণপণে তাহারই চেষ্টা করিব। এক্ষণে আর বৃথা শোকে বিহ্বল হইও না, ধৈর্য্য অবলম্বন কর। এরূপ লঘুতা তোমার ন্যায় লোকের শোভা পায় না। দেখ, আমিও স্ত্রীবিরহজনিত বিপদে পড়িয়াছি; কিন্তু আমি সামান্য বানর তথাচ এরূপ শোক করি না এবং ধৈর্য্যও ধারণ করিতেছি। রামচন্দ্র। তুমি মহাত্মা, বিনীত ও সুধীর; তুমি যে এরূপ অধীরের ন্যায় আচরণ করিবে, ইহাই আশ্চর্য্যের বিষয়। তোমার নয়নযুগল হইতে দরদরিতধারে অশ্রু বিগলিত হইতেছে, এক্ষণে ধৈর্য্যবলে তাহা সম্বরণ কর। ধৈর্য্য মহৎ লোকের মর্য্যাদাস্বরূপ; ইহা ত্যাগ করিও না। বিপদ, অর্থকষ্ট বা প্রাণসঙ্কট উপস্থিত হইলেও সুধীর ব্যক্তিরা

বুদ্ধিকৌশলে কদাচ অবসন্ন হন্ না। আর যে ব্যক্তি নির্ব্বোধ এবং কোন কার্য্যেই বুদ্ধিচাতুর্য্য দেখাইতে পারে না, সে শোকে অবশ হইয়া নদীপ্রবাহে ভারাক্রান্তা নৌকার ন্যায় অচিরাৎ নিমগ্ন হয়।" সখে! আমি তোমার নিকট কৃতাঞ্জলি হইতেছি, প্রণয়ের অনুরোধে প্রসন্ন হও এবং শোক দূর করিয়া পৌরুষ আশ্রয় কর। শোকার্ত্ত লোক সর্ব্বদা অসুখী এবং তাহার তেজ বিনষ্ট হইয়া যায়। এমন কি শোকবশে প্রাণসংশয় হইবারও সম্ভাবনা। অতএব আর এই সকল অনিষ্টের কারণ শোককে প্রশ্রয় দিও না। আমি বন্ধুভাবে তোমায় যাহা কহিলাম তাহা তোমার হিতের জন্য—উপদেশ নহে। এক্ষণে বন্ধুতার গৌরব রাখিয়া শোক দূর কর।"

রামচন্দ্র সুগ্রীবের এই মধুরবাক্যে প্রবোধ লাভ করিয়া বস্ত্রান্তে নেত্রজলার্দ্র মুখ মার্জ্জনা করিলেন এবং প্রকৃতিস্থ হইয়া তাঁহাকে আলিঙ্গন পূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন, "সখে! শুভানুধ্যায়ী স্নিগ্ধ বন্ধুর যাহা অনুরূপ ও কর্ত্তব্য, তুমি তাহাই করিলে। তোমার অনুনয়ে এবং মধুর উপদেশপূর্ণ বাক্যে এই আমি প্রকৃতিস্থ হইলাম। এইরূপ বিপদকালে এই প্রকার মিত্রলাভ অত্যন্ত সৌভাগ্যের বিষয়। সখে! এক্ষণে জানকীর অন্বেষণ এবং এই দুরাচার রাক্ষসের বধসাধন এই দুইটী বিষয়ে তোমায় সবিশেষ যত্ন করিতে হইবে। অতঃপর আমাকেই বা তোমার কোন্ কার্য্যে সহায়তা করিতে হইবে, তাহাও অকপটে বল। সখে! বর্ষার সময় সুক্ষেত্রে বীজবপন করিলে যেমন ফলবৎ হয়, আমার প্রযত্নে তোমার সকল কার্য্যই তদ্রূপ অচিরকাল মধ্যেই সফল হইবে। আমি যাহা

কহিলাম তাহা সত্যই জানিও। শপথ পূর্ব্বক কহিতেছি, কখন মিথ্যা কহি নাই, কহিবও না।”

এই বলিয়া মহাত্মা রামচন্দ্র বিরত হইলেন। সুগ্রীব তাঁহার এই অঙ্গীকারবাক্য শ্রবণ করিয়া বানরগণের সহিত যারপরনাই সন্তুষ্ট হইলেন। পরে তিনি ও রামচন্দ্র একত্রে উপবেশন করিয়া, উভয়ের অনুরূপ নানাপ্রকার সুখ দুঃখের কথা কহিতে লাগিলেন। তৎকালে কপিরাজ সুগ্রীব, রামচন্দ্রের আশ্বাসজনকবাক্যে স্বকার্য্যসিদ্ধি বিষয়ে সম্পূর্ণ নিঃসংশয়ই হইলেন।

অষ্টম সর্গ।

বালীবধে রামচন্দ্রের প্রতিজ্ঞা।

অনন্তর সুগ্রীব মহাবীর রামচন্দ্রের বাক্যে নিতান্ত হৃষ্ট ও পরিতুষ্ট হইয়া কহিলেন, “সখে! তোমার তুল্য গুণবান্ যখন আমার মিত্র, তখন আমি যে দেবগণেরও অনুগ্রহের পাত্র হইব তাহাতে আর সন্দেহ কি। তুচ্ছ বানররাজ্যের কথা দূরে থাকুক, তোমার সাহায্যে দেবরাজ্যও আমার দুর্ল্লভ নহে। অগ্নিসমক্ষে তোমায় সখ্যভাবে লাভ করিয়া আমি আজ অবধি স্বজনেরও পূজনীয় হইলাম। সখে! আমিও

যে তোমার অনুরূপ বয়স্য, তুমি তাহা ক্রমশঃ বুঝিতে পারিবে, তজ্জন্য তোমার নিকট গুণগৌরব প্রকাশ করিবার আবশ্যক নাই। সখে! তোমার তুল্য সুশিক্ষিত মহতের প্রীতি প্রায়ই অটল থাকে। পণ্ডিতেরা কহেন স্বর্ণ, রৌপ্য এবং উৎকৃষ্ট অলঙ্কার প্রভৃতি পদার্থ সকল বয়স্যগণের সাধারণ ধন। ধনী বা দরিদ্র হউন্, সুখ বা দুঃখভোগ করুন্, নির্দ্দোষ বা দোষীই থাকুন, বয়স্য বয়স্যের গতি। বয়স্যের অনির্ব্বচনীয় স্নেহ দর্শনে ধনত্যাগ, সুখত্যাগ বা দেশত্যাগও ক্লেশকর নহে।"

রামচন্দ্র কহিলেন, "সখে! তুমি যাহা কহিলে তাহা সমস্তই সত্য।"

কপিরাজ সুগ্রীব পরদিন রামচন্দ্র ও লক্ষ্মণকে শৈলতলে নিষণ্ণ দেখিয়া বনের সর্ব্বত্র চপলভাবে দৃষ্টি করিতে লাগিলেন এবং অদূরে পত্রবহুল পুষ্পিত ভ্রমরশোভিত এক শালবৃক্ষের শাখা দেখিতে পাইলেন। তিনি তৎক্ষণাৎ তাহা ভগ্ন করিয়া তদুপরি রামচন্দ্রের সহিত উপবিষ্ট হইলেন। হনূমানও এক বৃহৎ শালশাখা আনয়ন পূর্ব্বক বিনীত লক্ষ্মণকে বসাইলেন।

মহাত্মা রামচন্দ্র প্রশান্ত সাগরের ন্যায় উপবিষ্ট হইলে সুগ্রীব এককালে অপার আহ্লাদ ও বিষাদভরে গদ্গদবাক্যে কহিতে লাগিলেন, "সখে! বালী আমাকে রাজ্য হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিয়াছে; আমার প্রাণসমা পত্নীকেও অপহরণ করিয়াছে। এক্ষণে আমি অতিমাত্র ভীত হইয়া দুঃখিতমনে ঋষ্যমূক পর্ব্বতে সঞ্চরণ করিতেছি। রামচন্দ্র! বালী

আমার পরম শত্রু; আমি তাহার ভয়ে নিতান্ত উদ্বিগ্ন আছি। তুমি ভয়নাশক এক্ষণে এই শত্রুপীড়িত অনাথের প্রতি সদয় হও।”

তখন ধর্ম্মবৎসল রামচন্দ্র ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিলেন, “সখে! লোকে অপকার করিলেই শত্রু এবং উপকার করিলেই মিত্র বলিয়া পরিগণিত হয়। বালী তোমার নিতান্ত আত্মীয় হইয়াও কার্য্যদোষে শত্রু হইয়াছে। অতএব আমি অবশ্য তাহাকে বিনাশ করিব। আমার এই সুবর্ণ-খচিত সুতীক্ষ্ণ শর কঙ্কপত্রে অলঙ্কৃত, সুপর্ব্ব ও বজ্রসদৃশ। ইহা শরবণে উৎপন্ন হইয়াছে। তুমি অচিরাৎ এই ক্রোধপ্রদীপ্ত উরগবৎ শরে সেই দুরাচার বালীকে নিহত ও ভূতলে পতিত দেখিবে।”

রামচন্দ্রের এই আশ্বাসজনক বাক্যে কপিরাজ সুগ্রীব অত্যন্ত আহ্লাদিত হইয়া তাঁহাকে ভূরি ভূরি সাধুবাদ প্রদান পূর্ব্বক কহিলেন, “সখে! আমি শোকে আক্রান্ত হইয়াছি, তুমি শোকার্ত্তের গতি এবং আশ্রয়, এই জন্যই আমি তোমার নিকট মনোবেদনা সমস্ত ব্যক্ত করিতেছি। তুমি অগ্নি সাক্ষী করিয়া হস্তপ্রদান পূর্ব্বক আমার মিত্র হইয়াছ; শপথ করিয়া বলিতেছি, আমিও তোমায় প্রাণ অপেক্ষা অধিক বোধ করিয়া থাকি। এক্ষণে আন্তরিক ক্লেশ নিয়তই আমার মনকে ক্ষীণ ও দুর্ব্বল করিতেছে। রামচন্দ্র! তুমি আমার সখা; আজ তোমাকে অকপটমনে সকল কথা বলিয়া আমার হৃদয়ের ভার দূর করিব।”

এইমাত্র বলিয়া সুগ্রীব কাঁদিয়া ফেলিলেন। বাষ্পভরে

তাঁহার কণ্ঠরোধ হইয়া গেল। তিনি উচ্চৈঃস্বরে আর কিছুই কহিতে পারিলেন না। অনন্তর কপিরাজ নদীবেগবৎ আগত অশ্রুবেগ রামচন্দ্রের সমক্ষে সহসা ধৈর্য্যবলে নিরোধ করিলেন এবং এক সুদীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক নেত্র মার্জ্জনা করত পুনরায় কহিতে লাগিলেন, “সখে! মহাবীর বালী আমাকে রাজ্যচ্যুত করিয়াছে এবং নানা প্রকার কঠোর কথা শুনাইয়া আবাস হইতে দূর করিয়া দিয়াছে। ঐ দুরাত্মা আমার প্রাণাধিক পত্নীকে হরণ এবং মিত্রবর্গকেও কারাগারে বন্ধন করিয়াছে। আমাকে বিনাশ করিবার তাহার অত্যন্তই ইচ্ছা; তজ্জন্য সে অনেকবার বানর সকলকেও প্রেরণ করিয়াছিল; কিন্তু আমি নানা কৌশলে উহাদিগকে বিনাশ করিয়া তাহার সে চেষ্টা বিফল করিয়াছি। বলিতে কি তুমি যখন প্রথম এখানে আইস তখন তোমাকে দেখিয়া আমি ভয়ে অগ্রসর হইতে সাহসী হই নাই। বালীর ভয়ে আমাকে সর্ব্বদা এইরূপ সশঙ্কিত থাকিতে হয়। আমি কেবল এই হনূমান প্রভৃতি বানরদিগের সহায়তায় এতকাল জীবিত আছি। এই স্নেহার্দ্র বানরগণ প্রাণপণে আমায় রক্ষা করিতেছেন। আমি যাইলে ইহারা পশ্চাৎ পশ্চাৎ যান, বসিলে উপবেশন করেন। সখে! আমার দুঃখের কথা তোমাকে আর অধিক কি কহিব। সংক্ষেপে এইমাত্র জানিও, এই মহাবল বালীকে বধ করিতে না পারিলে আমার মন কিছুতেই সুস্থির হইতেছে না। তাহার নিধনে আমার জীবন ও সুখ সম্পুর্ণ নির্ভর করিতেছে। সখে! আমি শোকার্ত্ত; শোকনাশের উপায়ও তোমাকে

বলিলাম। এক্ষণে তুমি সুখীই হও বা দুঃখীই আমাকে আশ্রয় দিতেই হইবে।”

রামচন্দ্র কহিলেন, “সুগ্রীব! বালীর সহিত তোমার এইরূপ শত্রুতা জন্মিবার কারণ কি আনুপূর্ব্বিক জানিতে ইচ্ছা করি। আমি শুনিয়া উভয়ের বলাবল ও কর্ত্তব্য অবধারণ পূর্ব্বক যাহাতে তুমি সুখী হও তাহাই করিব। তোমার অবমাননায় আমার অত্যন্ত ক্রোধ জন্মিয়াছে এবং বর্ষাকাল যেরূপ জলপ্রবাহকে আবর্ত্তিত করে, তদ্রূপ উহা আমার হৃৎপিণ্ডকে আলোড়িত করিতেছে। এক্ষণে যে পর্য্যন্ত আমি শরাসনে জ্যা রোপণ না করিতেছি তাবৎ তুমি বিশ্বস্তচিত্তে সমস্তই বল। আমার শর মুক্ত হইবামাত্র তোমার শত্রু নষ্ট হইবে।”

রামচন্দ্রের এই কথা শুনিয়া সুগ্রীব বানরগণের সহিত যারপরনাই আহ্লাদিত হইলেন।

নবম সর্গ।

মায়াবী অসুরের বৃত্তান্ত কথন।

অনন্তর সুগ্রীব শত্রুতার প্রসঙ্গে কহিতে লাগিলেন, “সখে! মহাবল বালী আমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা। তিনি বাল্য-

কালাবধি পিতার প্রিয়পাত্র ছিলেন এবং আমিও তাঁহাকে সবিশেষ ভক্তি করিতাম। পরে পিতার লোকান্তর প্রাপ্তি হইলে, মন্ত্রিগণ জ্যেষ্ঠ বলিয়া বালীকেই বানররাজ্যের একাধিপত্য প্রদান করিলেন। তিনি বিস্তীর্ণ পৈতৃকরাজ্য শাসন করিতে প্রবৃত্ত হইলে আমি চিরকাল দাসের ন্যায় তাঁহার পদানত ছিলাম।

ঐ কালে মায়াবী নামে এক মহাবীর অসুর ছিল। সে দুন্দুভি দানবের জ্যেষ্ঠ পুত্র। পূর্ব্বে উহার সহিত বালীর স্ত্রীসংক্রান্ত শত্রুতা ছিল। একদা রজনীযোগে সকলে নিদ্রিত হইলে ঐ অসুর কিষ্কিন্ধার দ্বারে আসিয়া ক্রোধভরে ঘোরতর সিংহনাদ পূর্ব্বক বালীকে যুদ্ধার্থ পুনঃ পুনঃ আহ্বান করিতে লাগিল। বালী নিদ্রিত ছিলেন, ঐ ভৈরবনাদে তাঁহার নিদ্রাভঙ্গ হইল। তেজস্বী বালী এই অবমাননা সহ্য করিতে পারিলেন না, তৎক্ষণাৎ সংগ্রামার্থ মহারোষে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। তৎকালে আমি প্রণত হইয়া তাঁহাকে নিবারণার্থ অনেক অনুনয় বিনয় করিলাম, তাঁহার পত্নীরাও প্রতিরোধ করিতে লাগিলেন; কিন্তু তিনি আমাদিগকে অপসারণ পূর্ব্বক মহাবেগে নির্গত হইলেন। তাঁহাকে নিবারণ করিতে অক্ষম হইয়া আমি অগত্যা ভ্রাতৃস্নেহবশতঃ তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলাম।

মায়াবী দূর হইতে আমাদের বলবিক্রম ও আস্ফালন দেখিয়া ভীতমনে পলায়ন করিতে লাগিল। আমরাও দ্রুতবেগে তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হইলাম। ঐ সময়ে চন্দ্রোদয় হইতেছিল। পথ সকল সুস্পষ্ট দেখা যাইতে লাগিল। মায়াবী মহাবেগে এক বিস্তীর্ণ তৃণাচ্ছন্ন দুর্গম

ভূবিবরে প্রবেশ করিল। আমরাও গিয়া উহার দ্বার অবরোধ করিলাম। বালী উহাকে গর্ত্তমধ্যে প্রবিষ্ট দেখিয়া রোষাবিষ্ট হইলেন এবং ক্ষুব্ধমনে আমাকে কহিলেন, 'সুগ্রীব! তুমি আমার আগমন পর্য্যন্ত 'সাবধান হইয়া এই দ্বারে দাঁড়াইয়া থাক।' আমি একাকীই এই বিবরে প্রবেশ করিয়া শত্রুনাশ করিব। আমি এই কথা শুনিয়া তাঁহার সহিত প্রবেশের প্রার্থনা করিলাম; কিন্তু তিনি দ্বারদেশে থাকিবার নিমিত্ত আমাকে পাদস্পর্শ পূর্ব্বক শপথ করাইয়া তন্মধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন।

অনন্তর এক বৎসরেরও অধিক কাল অতিক্রান্ত হইয়া গেল, বালী প্রত্যাগত হইলেন না। আমি বিলদ্বারে দণ্ডায়মান—ভাবিলাম বালী নিহত হইয়াছেন। স্নেহবশত মনে অত্যন্ত ভয় উপস্থিত হইল এবং নানা প্রকার অনিষ্ট আশঙ্কাও হইতে লাগিল। এইরূপে আরও অনেক দিন অতীত হইলে দেখিলাম, সেই বিবর হইতে সফেণ উষ্ণ রুধির নির্গত হইতেছে। তদ্দর্শনে আমার মুখ ভয়ে বিবর্ণ হইয়া গেল এবং সমস্ত শরীর কম্পিত হইতে লাগিল। আমি যারপর নাই দুঃখিত ও বিমর্ষ হইলাম। ইতিমধ্যে পাতাল হইতে অসুরগণের বীরনিনাদ আমার পুনঃ পুনঃ কর্ণগোচর হইতে লাগিল; কিন্তু সংগ্রামরত মহাবল বালীর সিংহনাদ একবারও শুনিতে পাইলাম না। সখে! তৎকালে আমার মন শোক ও ভয়ে যে কিরূপ অবসন্ন হইয়াছিল তাহা আর কি বলিব। আমি এই সমস্ত সুস্পষ্ট চিহ্ন দর্শনে ভ্রাতার মৃত্যুই স্থির করিলাম।

অনন্তর আমি, পাছে দুরাত্মা মায়াবী বালীবধে সাহসী হইয়া আসিয়া কিষ্কিন্ধানগর আক্রমণ করে, এই ভয়ে শৈল-প্রমাণ শিলাখণ্ড দ্বারা বিলদ্বার রোধ করিয়া ফেলিলাম এবং প্রেতোদ্দেশে যথাবিধি তর্পণ করিয়া কিষ্কিন্ধায় প্রতিনিবৃত্ত হইলাম। সখে! আমি বহুযত্নে বালীর বৃত্তান্ত গোপন করিয়াছিলাম; কিন্তু ক্রমশঃ মন্ত্রিগণ সমস্তই অবগত হইলেন এবং রাজ্য অরাজক দেখিয়া সকলে একমত হইয়া আমাকেই বানররাজ্যে অভিষেক করিলেন।

রামচন্দ্র! আমি সিংহাসনে আরোহণ করিয়া ন্যায়ানুসারে রাজ্যশাসন করিতেছি, ইত্যবসরে মহাবল বালী শক্রসংহার করিয়া বীরদর্পে প্রত্যাগত হইলেন। তিনি আমাকে রাজ্যে অভিষিক্ত দেখিয়াই ক্রোধে প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠিলেন এবং মন্ত্রিগণকে বন্ধন পূর্ব্বক আরক্তলোচনে নানা প্রকার কটূক্তি করিতে লাগিলেন। সখে! আমিও তৎকালে প্রত্যুত্তরে সমুচিত কটূক্তি করিতে পারিতাম কিন্তু ভ্রাতৃগৌরবে সঙ্কুচিত হইয়াই নিরস্ত ছিলাম। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা শক্রনাশ করিয়া পুরীপ্রবেশ করিয়াছেন ইহাতে আমি বরং অত্যন্ত আহ্লাদিত হইয়া সাদরসম্ভাষণে তাঁহাকে অভিবাদন করিলাম; কিন্তু তিনি প্রসন্নমনে আমাকে আশার্ব্বাদ করিলেন না। সখে! আমি তখন ভক্তিভাবে তাঁহার পাদপদ্মে কিরীটস্পর্শ পূর্ব্বক প্রণত হইলাম; কিন্তু তিনি ক্রোধনিবন্ধন আমার সহিত বাক্যালাপও করিলেন না।

দশম সর্গ।

বালীর সহিত সুগ্রীবের শক্রতা কথন।

"সখে! অনন্তর আমি আপনার হিতসঙ্কল্পে বালীর ক্রোধশান্তির জন্য অনেক অনুনয় বিনয় করিতে লাগিলাম; কহিলাম, 'আপনি সৌভাগ্যক্রমে রিপুসংহার করিয়া নির্ব্বিঘ্নে কিষ্কিন্ধায় প্রত্যাগত হইয়াছেন। আমি অনাথ, আপনি আমাকে আশ্রয় দান করুন। আমি আপনার এই বহু-শলাকাযুক্ত পূর্ণচন্দ্রোপম ছত্র ও চামর স্বহস্তে ধারণ করি-তেছি, অনুগ্রহ পূর্ব্বক সন্তুষ্ট হউন্। ভ্রাতঃ! আমি নিতান্ত কাতর হইয়া সম্বৎসর কাল সেই বিলদ্বারে দণ্ডায়মান ছিলাম, অবশেষে দ্বারদেশে প্রবলবেগে সফেণ উষ্ণ শোণিত উদ্গত হইতে দেখিলাম। তদ্দর্শনে আমি যৎপরোনাস্তি শোকাকুল হইয়া পড়িলাম। আমার মন অত্যন্ত চঞ্চল হইয়া উঠিল। আমি অসুরের ভয়ে শৈলশৃঙ্গ দ্বারা বিলদ্বার অবরোধ করি-লাম এবং নিতান্ত বিষণ্ণমনে কিষ্কিন্ধায় ফিরিয়া আসিলাম। রাজন্! রাজ্যশাসনে আমার কিছুমাত্র ইচ্ছা ছিল না; কিন্তু মন্ত্রীগণ ও প্রজাবর্গ রাজ্য অরাজক দেখিয়া আমাকে অভিষেক করিয়াছেন। ভ্রাতঃ! আমার যদি কোন অপরাধ হইয়া থাকে, ক্ষমা করুন্। আপনি মাননীয় রাজা। আমি পূর্ব্বে আপনার যেরূপ পদানত ছিলাম, এখনও সেইরূপ আছি। আপনার অনুপস্থিতিই আমার এ পাপ নিয়োগের

কারণ। এক্ষণে এই নগরী, এই অমাত্য, এই প্রজা সমুদায় নিষ্কণ্টক রহিয়াছে। আপনার এই রাজ্য এতকাল আমার হস্তে ন্যাসস্বরূপ অর্পিত ছিল; আমি কেবলমাত্র প্রতিনিধির ন্যায় ইহার রক্ষণাবেক্ষণ করিতেছিলাম। বীর! আমি প্রণিপাত পূর্ব্বক কৃতাঞ্জলিপুটে প্রার্থনা করিতেছি, ক্রোধ সম্বরণ পূর্ব্বক ইহা পুনরায় গ্রহণ করুন্। অরাজক রাজ্যে শত শত বিপদ ঘটিবার সম্ভাবনা এবং তাহাতে শত্রুরও লোভ হইয়া থাকে; এই নিমিত্ত মন্ত্রী ও পৌরবর্গ সকলে একমত হইয়া আমাকে বলপূর্ব্বক রাজপদে অভিষিক্ত করিযাছেন। রাজন্! সত্য করিয়া বলিতেছি, রাজ্যের প্রতি আমার কিছুমাত্র লোভ ছিল না। এক্ষণে এ অধীনের প্রতি প্রসন্ন হউন্।'

রামচন্দ্র! আমি এইরূপে কত অনুনয় বিনয় করিলাম, কত বিলাপ ও ক্রন্দন করিলাম কিন্তু সমস্তই বৃথা হইল। বালীর পাষাণ হৃদয় কিছুতেই দ্রব হইল না। তিনি ক্রোধে আমার বাক্যে কর্ণপাতও করিলেন না। প্রত্যুত আমাকে শত শত ধিক্কার প্রদান করিয়া নানা প্রকার কটূক্তি করিলেন এবং অভিমত মন্ত্রী ও প্রজাবর্গকে আহ্বান পূর্ব্বক সভামধ্যে অত্যন্ত নিষ্ঠুরবাক্যে কহিতে লাগিলেন, 'ওহে অমাত্যগণ ও প্রকৃতিবর্গ! তোমরা সকলেই জান, একদিন রাত্রিকালে মায়াবী নামক অসুর সংগ্রামার্থী হইয়া রোষাবেশে আমাকে আহ্বান করিয়াছিল। আমি তাহার সেই আস্ফালন সহ্য করিতে না পারিয়া তৎক্ষণাৎ নির্গত হইলাম। তৎকালে এই বিশ্বাসঘাতক ভ্রাতা স্নেহবশতই হউক বা অন্যরূপ

দুরভিসাধনার্থই হউক আমার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করে। অনন্তর আমরা দুই ভ্রাতা বীরদর্পে সিংহনাদপূর্ব্বক ধাবমান হইলে মায়াবী প্রাণভয়ে দ্রুতপদে পলায়ন করিতে লাগিল। আমরাও মহাবেগে তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলে, সে সহসা এক দুর্গম গর্ত্তমধ্যে প্রবেশ করিল। তখন আমি সেই বিলদ্বারে যাইয়া আমার পাষণ্ড ভ্রাতাকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলাম, "সুগ্রীব! শত্রু বিনাশ না করিয়া আমি কদাচ গৃহে প্রত্যাগমন করিব না। অতএব যে পর্য্যন্ত না আমি ফিরিয়া আসিতেছি সে পর্য্যন্ত এই বিলদ্বারে আমার প্রতীক্ষা কর।" এই বলিয়া আমি গর্ত্তমধ্যে প্রবেশ করিলাম। সুগ্রীব দ্বারে থাকিল এই বিশ্বাসে সাহসী হইয়া আমি শত্রুর অন্বেষণ করিতে লাগিলাম। ক্রমে সংবৎসরকাল অতীত হইয়া গেল। অনন্তর আমি অনেক যত্নের পর তাহার দর্শন পাইলাম এবং তৎক্ষণাৎ তাহাকে সবান্ধবে বিনাশ করিয়া ফেলিলাম। মায়াবী ভূতলে পতিত হইয়া আর্ত্তনাদ করিতে লাগিল এবং তাহার দেহরক্তে ঐ প্রকাণ্ড গর্ত্ত পূর্ণ হইয়া গেল।

আমি এই ভীষণ অসুরের প্রাণসংহার করিয়া বহির্গত হইবার মানসে গর্ত্তের দ্বারদেশে আসিলাম, দেখিলাম উহা বৃহৎ বৃহৎ শিলাখণ্ড দ্বারা অবরুদ্ধ—দ্বার পাইলাম না। তখন আমি অত্যন্ত ব্যাকুলভাবে "সুগ্রীব! সুগ্রীব!" বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে আহ্বান করিতে লাগিলাম। কোন উত্তর পাইলাম না। পুনরায় ডাকিলাম, উত্তর নাই। মনে অত্যন্ত ভয় হইল। পরে আর কোন উপায় না দেখিয়া দ্বারে পুনঃ

পুনঃ পদাঘাত করিতে লাগিলাম। কিছুকাল আঘাত করা-তেই দ্বার ভগ্ন হইয়া গেল। আমি সেই পথ দিয়া বহির্গমন পূর্ব্বক পুরপ্রবেশ করিলাম। তোমরা দেখ, আমি সুগ্রীবকে বিশ্বাস করিয়াছিলাম; কিন্তু নৃশংস, ভ্রাতৃস্নেহে জলাঞ্জলি দিয়া আমার রাজ্য অধিকার করিতে অভিলাষ করিয়াছিল। এই পাপ আশয়েই দুরাত্মা আমাকে গর্ত্তমধ্যে অবরুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিল। আমি আর এই বিশ্বাসঘাতকের মুখ দর্শন করিব না। এই মুহূর্ত্তেই উহাকে রাজ্য হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিব।'

সখে! এই বলিয়া বালী এক বস্ত্রে আমাকে রাজ্য হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিল। আরও সে বলপূর্ব্বক আমার ভার্য্যাকে অপহরণ করিয়াছে। আমি তাহার ভয়ে ভীত হইয়া বনগহনা সসাগরা পৃথিবীর সমস্ত স্থান পর্য্যটন করিয়াছি এবং ভার্য্যা-হরণে নিতান্ত কাতর হইয়া অবশেষে এই ঋষ্যমূকপর্ব্বতে আসিয়া আশ্রয় লইয়াছি। বালীর গতি এই পৃথিবীর সর্ব্বত্রই অপ্রতিহত, কিন্তু কোন বিশেষ কারণবশতঃ সে এখানে আসিতে পারে না। রাম! বালীর সহিত আমার যে কারণে শত্রুতা উপস্থিত হইয়াছে তাহা তোমাকে আদ্যো-পান্ত সমস্তই বলিলাম। দেখ, সে বিনাদোষে আমাকে কত কষ্ট দিতেছে। সখে! তুমি অনাথের নাথ, ভয়ার্ত্তের অভয়দাতা। এক্ষণে আমি তোমার শরণাপন্ন হইলাম, বালীকে বধ করিয়া আমার দুঃখ দূর কর।"

এই বলিয়া সুগ্রীব উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগি-লেন। রামচন্দ্র তাঁহার কাতরভাব দেখিয়া হাস্যমুখে তৎ-

কালোচিত বাক্যে কহিতে লাগিলেন। "সখে! আমার এই সকল সূর্য্যতুল্য প্রভাশালী অমোঘ নিশিত শর রোষাবেগে উন্মুক্ত হইয়া অচিরাৎ দুরাত্মা বালীর বক্ষঃস্থল বিদীর্ণ করিবে। বলিতে কি আমি যে পর্য্যন্ত তোমার ভার্য্যাপহারী দুশ্চরিত্র বালীকে না দেখিতেছি, সেইক্ষণ পর্য্যন্তই সে জীবিত থাকিবে। তুমি যে দুস্তর শোকসাগরে নিমগ্ন হইয়াছ তাহা আমি নিজের দৃষ্টান্তেই বুঝিতে পারিতেছি। আমি তোমাকে নিশ্চয়ই উদ্ধার করিব। তুমি অচিরেই ভার্য্যার সহিত রাজ্যলক্ষ্মী প্রাপ্ত হইবে।"

একাদশ সর্গ।

দুন্দুভির বৃত্তান্ত কথন ও বালীর প্রভাবকীর্ত্তন।

সুগ্রীব রামচন্দ্রের এই প্রতাপোদ্দীপকবাক্য শ্রবণ করিয়া বানরগণের সহিত যারপরনাই আহ্লাদিত হইলেন এবং তাঁহার ভূয়সী প্রশংসা করিতে করিতে কহিতে লাগিলেন, "সখে! তুমি ক্রুদ্ধ হইলে যুগান্তকালীন সূর্য্যের ন্যায় মুহূর্ত্তমধ্যেই ত্রিলোক ভস্মসাৎ করিতে পার সন্দেহ নাই। তোমার শর সকল অগ্নিতুল্য, সুতীক্ষ্ণ ও বেগগামী। অধিক কি তোমার ন্যায় তেজস্বী বীর জগতে আর দ্বিতীয় নাই।

এক্ষণে বালীর বলবীর্য্য ও পৌরুষের কথা কিছু কহিতেছি অনন্যচিত্তে শ্রবণ কর। তাহার পরে যাহা কর্ত্তব্য হয় করিবে। সখে! বালীও সামান্য বীর নহেন। তাঁহার শক্তির পরিসীমা করাও সহজ ব্যাপার নহে। তিনি সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে পশ্চিম সাগর হইতে পূর্ব্বে এবং দক্ষিণ সাগর হইতে উত্তরে অক্লেশে অবিশ্রান্ত গমন করিয়া থাকেন। মহাবীর, অত্যুচ্চপর্ব্বতে আরোহণ পূর্ব্বক তাহার শিখর সকল অবলীলাক্রমে উর্দ্ধে উৎক্ষেপণ এবং পুনরায় হস্তে গ্রহণ করিয়া থাকেন এবং স্বীয় অসীম বলবীর্য্য প্রদর্শনের নিমিত্ত বনের সুদৃঢ় প্রকাণ্ড বৃক্ষ সকল অনায়াসে ভগ্ন করিয়া ফেলেন। সখে! এক্ষণে তাহার রণনৈপুণ্যের কথাও কিছু বলিতেছি শ্রবণ কর।

অনেক দিন হইল দুন্দুভিনামে পর্ব্বতবৎ প্রকাণ্ডদেহ মহিষরূপী এক অসুর ছিল। সে সহস্র মত্ত হস্তীর বল ধারণ করিত। একদা সে বরগর্ব্বে গর্ব্বিত এবং বীর্য্যমদে উন্মত্ত হইয়া তরঙ্গসঙ্কুল মহাসাগরের নিকট গমন করিয়া অনাদর পূর্ব্বক কহিল, 'সমুদ্র! আমাকে যুদ্ধ প্রদান কর।' সমুদ্র অতিমাত্র ভীত হইয়া অসুরকে কহিলেন, 'মহাবীর! আপনাকে যুদ্ধ প্রদান করিতে পারি আমার এমন সাধ্য নাই; কিন্তু যিনি আপনার প্রতিদ্বন্দ্বী হইতে সক্ষম হইবেন, তাহা কহিতেছি শ্রবণ করুন্। মহারণ্যে হিমালয় নামে এক প্রকাণ্ড পর্ব্বত আছেন, তিনি ভগবান শঙ্করের শ্বশুর, বহুসংখ্যক তপস্বীর আশ্রয় এবং অনেকানেক প্রস্রবণ, কন্দরও নির্ঝরে পরিশোভিত। তাঁহার সহিত যুদ্ধ করিয়া আপনি বিশেষ প্রীতি

লাভ করিতে পারিবেন। বীর! আমার ন্যায় দুর্ব্বলের সহিত আপনার যুদ্ধ করা বিড়ম্বনামাত্র।'

সমুদ্রের এই প্রকার কাতরোক্তি শ্রবণ করিয়া মহাবীর দুন্দুভি তীরবৎ বেগে হিমালয়ের প্রান্তবর্ত্তী অরণ্যে উপস্থিত হইল এবং তদীয় প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড শ্বেতবর্ণ শিলাখণ্ড সকল চতুর্দ্দিকে নিক্ষেপ পূর্ব্বক পুনঃ পুনঃ সিংহনাদ করিতে লাগিল। তখন শুভ্রমেঘাকার সৌম্যমূর্ত্তি হিমাচল অতিমাত্র ভীত হইয়া স্বশিখরে উপবেশন পূর্ব্বক বীর্য্যোন্মত্ত দুন্দুভিকে সম্বোধন করিয়া কহিতে লাগিলেন, 'ধর্ম্মবৎসল! আমি যুদ্ধে সুপটু নহি; আমাকে ক্লেশ দেওয়া তোমার উচিত হয় না। বিশেষতঃ আমি বহুসংখ্যক তপস্বীর আশ্রয়। আমি বিনষ্ট হইলে তাঁহাদের তপস্যার বড় বিঘ্ন ঘটিবে।' হিমালয়ের এই বাক্য শ্রবণে দুন্দুভি ক্রোধে আরক্তলোচন হইয়া তর্জ্জন গর্জ্জন পূর্ব্বক কহিতে লাগিল, 'পর্ব্বত! যদি তুমি যথার্থই যুদ্ধে অসমর্থ হও অথবা ভয় বশত নিরুৎসাহ হইয়া থাক, তাহা হইলে কাহার সহিত যুদ্ধ করিয়া আমি কথঞ্চিৎ প্রীতি-লাভ করিতে পারিব সত্বর বলিয়া দাও। নতুবা তোমাকেই যুদ্ধ করিতে হইবে।'

তখন ধর্ম্মাত্মা হিমাচল কহিলেন, 'বীর! রমণীয় কিষ্কিন্ধ্যা-নগরীতে বালীনামক এক ইন্দ্রপুত্র মহাপ্রতাপ বানর আছে। দেবরাজ যেরূপ নমুচির সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন, তদ্রূপ সেই রণপণ্ডিত তোমাকে দ্বন্দ্বযুদ্ধ প্রদান করিবে। যদি তোমার রণপিপাসা অত্যন্ত বর্দ্ধিত হইয়া থাকে সত্বর তাহার নিকট গমন কর। আমি নিশ্চয় কহিতেছি তাহার সহিত

যুদ্ধ করিয়া তুমি বিশেষ প্রীতিলাভ করিতে পারিবে।' হিমালয়ের এই কথা শ্রবণ করিয়া অসুর যারপরনাই ক্রুদ্ধ হইল এবং ভয়াবহ তীক্ষ্ণশৃঙ্গ মহিষমূর্ত্তি ধারণ করিয়া, বর্ষাকালীন নভোমণ্ডলস্থ সজল মেঘের ন্যায় গর্জ্জন করিতে করিতে কিষ্কিন্ধাভিমুখে গমন করিল। মহাবীর কিষ্কিন্ধার পুরদ্বারে উপস্থিত হইয়া ভূভাগ কম্পিতকরত দুন্দুভির ন্যায় অতি ভীষণ নিনাদ আরম্ভ করিল। কখন সবলে বৃক্ষসমূহ উৎপাটন, কখন খুরপ্রহারে ধরাতল বিদীর্ণ, কখন বা মত্তমাতঙ্গের ন্যায় তীক্ষ্ণশৃঙ্গের দ্বারা ভূমি খনন করিতে লাগিল।

ঐ সময়ে মহাবল বালী অন্তঃপুরমধ্যে রমণীগণের সহিত বিহার করিতেছিলেন। অসুরের বীরনাদ এবং আস্ফালন সহ্য করিতে না পারিয়া তারাগণের সহিত চন্দ্রের ন্যায় তারা প্রভৃতি ভার্য্যাগণ সমভিব্যাহারে নির্গত হইলেন এবং দুন্দুভিকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন, 'মহাবল! তুমি কি নিমিত্ত পুরদ্বার রোধ করিয়া সিংহনাদ করিতেছ। আমি তোমাকে চিনি, তোমার বলবীর্য্যও বিলক্ষণ অবগত আছি। যদি প্রাণ বাঁচাইবার অভিলাষ থাকে শীঘ্র পলায়ন কর।'

দুন্দুভি এই কথা শুনিয়া ক্রোধে আরক্তলোচন হইয়া কহিতে লাগিল, 'বীর! তুমি এক্ষণে স্ত্রীগণে পরিবেষ্টিত হইয়া আছ। স্ত্রীলোকের সমক্ষে বৃথা আস্ফালন করা তোমার উচিত হয় না। অগ্রে আমার সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও, পরে তোমার বলবীর্য্য সকলই বুঝিতে পারিব। অথবা আমি অদ্যকার রাত্রি ক্রোধ সম্বরণ করিয়া থাকি। তোমার

শেষ ভোগসাধনের জন্য সূর্য্যোদয় কাল পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিব। তুমি বানরদিগের অধিপতি, এক্ষণে তাহাদিগকে সস্নেহে আলিঙ্গন পূর্ব্বক বিদায় গ্রহণ কর, কিষ্কিন্ধ্যানগরীকে ভাল করিয়া দেখিয়া লও, পুত্রাদির উপরি রাজ্যভার অর্পণ কর এবং সুন্দরী বিলাসিনীদিগের সহিত মনের সুখে বিহার কর। আমি তোমার দর্পহর, কাল প্রভাতে নিশ্চয়ই তোমার দর্পচূর্ণ করিব। শুনিয়াছি নিরস্ত্র, অসাবধান, দুর্ব্বল, কৃশ ও তোমার ন্যায় মদোন্মত্ত ব্যক্তিকে বধ করিলে ভ্রূণ-হত্যার পাতক জন্মে। সুতরাং আমি আজ নিরস্ত থাকিলাম। নির্ভয়ে গিয়া স্ত্রীসম্ভোগ কর।'

সখে! দুন্দুভি গর্ব্বিতবাক্যে এইরূপ বলিলে মহাবল বালী ক্রোধে প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠিলেন এবং তারা প্রভৃতি স্ত্রীগণকে বিদায় দিয়া অট্টহাস্য করিয়া কহিলেন, 'মূর্খ! বুঝিলাম তোর কাল অতি সন্নিকট। তুই মৃত্যুমোহে পতিত হইয়া বৃথা আস্ফালন করিতেছিস্। যদি যথার্থই যুদ্ধে নির্ভয় হইয়া থাকিস্ তাহা হইলে আর আমাকে মত্ত বিবেচনা করিস্ না। জানিস্, আমার এই মত্ততাই যুদ্ধে শত্রুর প্রাণনাশক। যাহা হউক তোর সঙ্গে আর বৃথা বাক্যব্যয় করিব না। এক্ষণে ইষ্টদেবের নাম স্মরণ কর্। আমি শীঘ্রই তোর রণপিপাসা নিবৃত্তি করিতেছি।'

এই বলিয়া বালী পিতৃদত্ত স্বর্ণহার কণ্ঠে ধারণ পূর্ব্বক ক্রোধভরে যুদ্ধার্থ দণ্ডায়মান হইলেন এবং ঐ পর্ব্বতাকার প্রকাণ্ডদেহ মহিষরূপী অসুরকে শৃঙ্গ দ্বারা ধারণ করিয়া ঊর্দ্ধে উৎক্ষেপন পূর্ব্বক বীরনাদ করিতে লাগিলেন। দুন্দুভির

কর্ণকুহর হইতে শোণিতধারা বহিতে লাগিল। উভয়ে পরস্পরকে পরাভব করিবার ইচ্ছায় তুমুল সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলেন। ইন্দ্রবিক্রম মহাবীর বালী দুন্দুভিকে অনবরত মুষ্টি, জানু, পদ, শিলা ও বৃক্ষ প্রহার করিতে লাগিলেন। দুন্দুভিও প্রহার করিতে লাগিল, কিন্তু ক্রমশঃ অসুরের বলবীর্য্যের হ্রাস হইতে এবং বালীর বৃদ্ধি পাইতে লাগিল।

অনন্তর মহাবীর বালী অকস্মাৎ এক ভীষণ গর্জ্জন পূর্ব্বক অসুরকে উত্তোলন করিয়া বেগে ভূতলে নিক্ষেপ করিলেন। দুন্দুভি যেমন পড়িল অমনি চূর্ণ ও পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইল। তাহার নাসা ও কর্ণ বিবর হইতে অনবরত রুধিরধারা প্রবাহিত হইতে লাগিল। মহাবল বালী ঐ মৃত অসুরকে তুলিয়া বেগে এক যোজন অন্তরে ফেলিয়া দিলেন। রামচন্দ্র! যৎকালে বালী ঐ অসুরকে নিক্ষেপ করেন, তৎকালে উহার মুখ হইতে শোণিতবিন্দু বায়ুবশাৎ মহর্ষি মতঙ্গের আশ্রমে পতিত হয়। তদ্দর্শনে মহর্ষি ক্রোধাবিষ্ট হইয়া ভাবিলেন, 'এ কি এ কোন্ দুরাচারের কার্য্য? যে দুরাত্মা অকারণ শোণিতস্পর্শে আমায় কলুষিত করিল, যে পতঙ্গের ন্যায় আমার কোপাগ্নিতে পতিত হইবার ইচ্ছা করিল, সে নির্ব্বোধ কে?'

মহর্ষি এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে আশ্রম হইতে নিক্রান্ত হইলেন এবং কিয়দ্দূর গিয়া ভূতলে পতিত এক পর্ব্বতাকার প্রকাণ্ড মহিষকে দেখিতে পাইলেন। তিনি যোগবলে জানিতে পারিলেন বানর এই দুষ্কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছে। তদনন্তর তিনি ক্রুদ্ধ হইয়া এই অভিশাপ প্রদান করিলেন; 'যে বানর দুর্ব্বুদ্ধিতাবশত এই পাপকার্য্যের

অনুষ্ঠান করিয়াছে, সে এই তপোবনে কখন আসিতে পারিবে না ; আসিলে তৎক্ষণাৎ তাহার মৃত্যু হইবে। যে দুরাচার শোণিতস্পর্শে আমার তপোবন দূষিত করিয়াছে, যে দুরাত্মা প্রকাণ্ড অসুরদেহ নিক্ষেপ পূর্ব্বক আমার আশ্রমের তরুলতা ভগ্ন করিয়াছে, আমার তপোবনের কথা দূরে থাকুক, সে যদি ইহার এক যোজনের মধ্যে আইসে, তদ্দণ্ডেই তাহার প্রাণ বিয়োগ হইবে।' এই বলিয়া মহর্ষি ক্রোধভরে আবার কহিতে লাগিলেন, 'সেই দুরাত্মা বানরের যে কেহ সহচর আছে, তাহারাও অদ্যাবধি এ বনে বাস করিতে পারিবে না ; অতঃপর তাহারা যথায় ইচ্ছা গমন করুক, নতুবা আমি তাহাদিগকেও অভিশাপ প্রদান করিব। এই তপোবনস্থ বৃক্ষলতা প্রভৃতিকে আমি অপত্যনির্ব্বিশেষে প্রতিপালন করিয়া থাকি, দুষ্ট বানরেরা উহাদের ফল, মূল, পত্র, অঙ্কুর সমস্তই ছিন্নভিন্ন করিয়া ফেলে। অতএব আমি বলিতেছি, আজিকার দিন ক্ষমা করিলাম ; পরদিন প্রভাতে যদি কাহাকেও এস্থানে দেখিতে পাই তাহা হইলে তাহাকে বহুকাল পাষাণ হইয়া থাকিতে হইবে।'

মধ্যে মহর্ষির এই রোষপূর্ণবাক্য শ্রবণ করিয়া বালীর অনুচর বানরগণ ভয়ে তথা হইতে পলায়ন করিল এবং তাহাদের অধিপতির নিকট উপস্থিত হইল। বালী তাহাদিগকে সহসা আসিতে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'বানরগণ! তোমরা কিজন্য সহসা মতঙ্গবন পরিত্যাগ করিয়া ভীতের ন্যায় আগমন করিলে। তোমাদের ত কোন অমঙ্গল ঘটে নাই ?'

তখন বানরেরা, মহর্ষি যে কারণে ক্রুদ্ধ হইয়াছেন এবং যেরূপ অভিশাপ প্রদান করিয়াছেন আদ্যোপান্ত সমস্তই বালীর নিকট কহিল। তৎশ্রবণে বালী অতিমাত্র ভীত হইয়া অবিলম্বে মহর্ষি মতঙ্গের নিকটে গমন করিলেন এবং শাপশান্তির উদ্দেশে কৃতাঞ্জলিপুটে কহিতে লাগিলেন, 'তপোধন! অজ্ঞানবশতঃ যাহা হইয়াছে তজ্জন্য এ দাসের প্রতি ক্রুদ্ধ হইবেন না। অনুগ্রহ পূর্ব্বক ক্রোধশান্তি করুন্।' মহর্ষি বালীর কাতরবাক্যে কোন উত্তর প্রদান না করিয়াই ক্রোধভরে আশ্রমে প্রবেশ করিলেন।

সখে! বালী তদবধি শাপপ্রভাবে নিতান্ত ভীত ও বিহ্বল। তিনি ঋষ্যমূক পর্ব্বতে প্রবেশ করিতে কিম্বা ইহার দিকে দৃষ্টিপাত করিতেও আর সাহস পান্ না। আমিও সেই-জন্যই আমার সহচরবর্গের সহিত নির্ভয়ে এই অরণ্যমধ্যে বিচরণ করিতেছি। রামচন্দ্র! ঐ দেখ, বালীর বীর্য্যবলে নিহত দুন্দুভির পর্ব্বতাকার কঙ্কাল অদূরে পতিত রহিয়াছে। আর এই দেখ, শাখাপ্রশাখা শোভিত সাতটী তালতরু শ্রেণীবদ্ধ হইয়া রহিয়াছে। মহাবল বালী উহাদিগকে এককালে কেবলমাত্র হস্ত দ্বারা কম্পিত করিয়া পত্রশূন্য করিতে পারেন।

সখে! এই আমি বালীর বলবীর্য্য সমস্তই তোমার নিকট কহিলাম। বলিতে কি, তাহার অলৌকিক কার্য্য সকল যখন আমার স্মৃতিপথে পতিত হইতেছে, তখন তুমি যে তাহাকে বধ করিতে পারিবে ইহা যেন আমার কিছুতেই বিশ্বাস হইতেছে না।"

তখন মহাত্মা লক্ষ্মণ সুগ্রীবের ভয় দেখিয়া ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিলেন, "ভাল কপীশ্বর! রামচন্দ্রের বীর্য্যের কি প্রমাণ পাইলে বালীবধে তোমার বিশ্বাস জন্মিবে?" ইহা শুনিয়া সুগ্রীব কহিলেন, "পূর্ব্বে এক এক সময়ে বালী অনেক বার এই সাতটী তালবৃক্ষ ভেদ করিয়াছিলেন। এক্ষণে রামচন্দ্র যদি এক শরে ইহার একটী ভেদ করেন এবং এই মৃত মহিষের অস্থি এক পদে উত্তোলন পূর্ব্বক বেগে দুই শত ধনু নিক্ষেপ করিতে সমর্থ হন্, তাহা হইলে আমি বালীবধে বিশ্বাস করিতে পারি।"

এই বলিয়া সুগ্রীব সজলনয়নে কিয়ৎকাল চিন্তা করিয়া আবার কহিলেন, "সখে! মহাবল বালীর বীর্য্য ও পরাক্রম অতীব দুঃসহ ও অপরিসীম। এপর্য্যন্ত কেহই তাহাকে রণে পরাজয় করিতে পারে নাই। তাহার দুষ্কর কার্য্যসমূহ অবলোকন করিয়া দেবতাগণও তাঁহার সম্মুখীন হইতে সাহসী হন্ না। রামচন্দ্র! আমি এই সমস্ত পর্য্যালোচনা করিয়াই অত্যন্ত ভীত হইয়াছি এবং হনূমান প্রভৃতি অনুচরবর্গের সহিত এই ঋষ্যমূক পর্ব্বতে আশ্রয় লইয়াছি। আমি ভয়ে আর এস্থান পরিত্যাগ করিয়া অন্য কোথায়ও যাইতে পারি না এবং এখানেও অতি উদ্বিগ্নভাবে কালযাপন করিতেছি। রামচন্দ্র! তুমি নিতান্ত মিত্রবৎসল। পুরুষব্যাঘ্র! বলিতে কি, তোমার ন্যায় শ্লাঘ্য সখা প্রাপ্ত হইয়া আমি যেন হিমালয়ের আশ্রয়ে আছি। কিন্তু বালীর বলবিক্রমের কথা মনে হইলে আমার আর কিছুতেই ভরসা হয় না। সখে! আমি এখনও তোমার বলবীর্য্য প্রত্যক্ষ করি নাই।

আমি বালীর সহিত তোমার তুলনা করিতেছি না এবং তোমাকে অবমাননা বা ভয়প্রদর্শনও করিতেছি না। কেবল সেই দুর্দ্ধর্ষ বীরের ভীষণ কার্য্যকলাপ পর্য্যালোচনা করিয়া আমি যারপরনাই ভীত হইয়াছি। যাহা হউক রামচন্দ্র! এক্ষণে তোমার কথাই আমার প্রমাণ; তোমার এই আকৃতি ও সাহস ভস্মাচ্ছাদিত অনলের ন্যায় অপূর্ব্ব তেজ প্রকাশ করিতেছে।"

রামচন্দ্র সুগ্রীবের এই কথা শুনিয়া কিঞ্চিৎ হাস্য করিয়া কহিলেন, "সখে! আমার বলবিক্রমে যাহাতে তোমার প্রত্যয় হয় তাহার প্রমাণ দিলে ত তুমি নিশ্চিন্ত হইবে?"

মহাবীর রামচন্দ্র এইরূপে সুগ্রীবকে প্রবোধ দিয়া চরণের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের দ্বারা অবলীলাক্রমে দুন্দুভির পর্ব্বতাকার শুষ্ক কঙ্কাল সকল দশযোজন দূরে নিক্ষেপ করিলেন। তদ্দর্শনে সুগ্রীব, লক্ষ্মণ ও বানরগণের সমক্ষে সূর্য্যের ন্যায় তেজস্বী রামচন্দ্রকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, "সখে! ইহাতেও আমার বিশ্বাস হইল না। যৎকালে বালী এই দেহ দূরে নিক্ষেপ করিয়াছিলেন, তৎকালে তিনি নিতান্ত মত্ত ও ক্লান্ত ছিলেন। আরও, সে সময়ে এই দেহটাও রসার্দ্র, মাংসল ও অভিনব ছিল। এক্ষণে উহা মাংসশূন্য ও শুষ্ক, অতএব লঘু ও তৃণতুল্য হইয়াছে। সুতরাং তুমি ইহা অক্লেশে হাসিতে হাসিতে দূরে নিক্ষেপ করিতে সমর্থ হইলে। ইহাতে তোমার বল অধিক, কি বালীর বল অধিক কিছুই নির্ণয় করা গেল না। তজ্জন্য আমার সংশয়ও দূর হইল না। যাহা হউক সখে! তুমি এক্ষণে এই শালবৃক্ষটী ভেদ

কর তাহা হইলেই উভয়ের বলাবল পরীক্ষা হইবে। তুমি এই করিশুণ্ডের ন্যায় কোদণ্ডে জ্যা যোজনা করিয়া আকর্ণ আকর্ষণ পূর্ব্বক শরমোচন কর। উহা প্রক্ষিপ্ত হইবামাত্র নিশ্চয়ই শালবৃক্ষকে ভেদ করিবে। অথবা রামচন্দ্র! আর সন্দেহ করিয়া প্রয়োজন কি? বিচার করিয়াই বা ফল কি? আমি তোমাকে দিব্য দিয়া বলিতেছি, তুমি আমার পক্ষে যাহা প্রিয় জ্ঞান করিয়া থাক তাহাই কর। যেমন তেজস্বীর মধ্যে সূর্য্য, পর্ব্বতের মধ্যে হিমালয় এবং চতুষ্পদের মধ্যে সিংহ, সেইরূপ মনুষ্যমধ্যে বিক্রমে তুমিই শ্রেষ্ঠ। এক্ষণে এই শরণাগত বন্ধুকে রক্ষা কর।"

দ্বাদশ সর্গ।

সপ্ততাল ভেদ।

এই বলিয়া সুগ্রীব বিরত হইলে, মহাতেজা রামচন্দ্র তাঁহার বিশ্বাস উৎপাদনের জন্য স্বীয় বৃহৎ ধনু গ্রহণ করিলেন এবং উহাতে এক ভীষণ শর যোজনা করত আকর্ণ সন্ধান পূর্ব্বক হুঙ্কার শব্দে দিগ্‌দিগন্ত প্রতিধ্বনিত করিয়া উহা ত্যাগ করিলেন। ঐ সুবর্ণখচিত শর বেগবলে নিক্ষিপ্ত হইবামাত্র প্রথমে সপ্ততাল, তৎপরে পর্ব্বত পর্য্যন্ত ভেদ করিয়া

রসাতলে প্রবেশ করিল এবং মুহূর্ত্তমধ্যেই আবার তূণীরে আসিয়া উপস্থিত হইল। সুগ্রীব সর্ব্বাস্ত্রবিদ্ মহাবীর রামচন্দ্রের শরবেগে সপ্ততাল বিদীর্ণ দেখিয়া যারপরনাই বিস্মিত হইলেন এবং সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত পূর্ব্বক প্রীতমনে কৃতাঞ্জলিপুটে কহিতে লাগিলেন, "প্রভো! সামান্য বালীর কথা দূরে থাকুক, তুমি শরজালে সংগ্রামে সুররাজকেও বিনাশ করিতে পার। তুমি একমাত্র শরে সপ্ততাল পর্ব্বত এবং পরিশেষে রসাতল পর্য্যন্ত ভেদ করিলে। সমরে তোমার সম্মুখে আর কে তিষ্ঠিতে পারিবে? তুমি ইন্দ্র ও বরুণতুল্য প্রভাবশালী; তোমাকে মিত্ররূপে প্রাপ্ত হইয়া, আজ আমার সমস্ত শোক দূর হইল। আজ আমি আহ্লাদসাগরে নিমগ্ন হইলাম! সখে! এক্ষণে আমার কৃতাঞ্জলিপুটে এই নিবেদন সেই ভ্রাতৃরূপী শত্রুকে অচিরাৎ সংহার করিয়া আমার প্রিয়সাধন কর।" তখন রামচন্দ্র প্রিয়দর্শন সুগ্রীবকে গাঢ় আলিঙ্গন করিয়া মধুরবাক্যে কহিলেন, "সখে! তবে আর বিলম্ব করিবার প্রয়োজন কি? চল সত্বর কিষ্কিন্ধাভিমুখে যাত্রা করি। তুমি সর্ব্বাগ্রে গমন করিয়া সেই ভ্রাতৃরূপী শত্রুকে যুদ্ধার্থ আহ্বান কর।"

এই বলিয়া তাঁহারা সকলে সমবেত হইয়া বালীর বাহুবলপালিত কিষ্কিন্ধায় গমন করিলেন এবং এক গহন বনে প্রবেশ পূর্ব্বক বৃক্ষের অন্তরালে লুক্কায়িত রহিলেন। অনন্তর সুগ্রীব বস্ত্র দ্বারা কটিতট দৃঢ়রূপে বন্ধন পূর্ব্বক কিষ্কিন্ধানগরীর বহির্দ্বারে উপস্থিত হইয়া গগনতল ভেদ করিয়াই যেন ঘোরনাদে বালীকে যুদ্ধার্থ আহ্বান করিতে লাগিলেন।

মহাবল বালী সুগ্রীবের সেই গর্জ্জন সহ্য করিতে না পারিয়া মহাবেগে বহির্গত হইলেন। তাঁহার আগমনে বোধ হইতে লাগিল যেন ভগবান সূর্য্যদেব সহসা উদয়াচলে উদিত হইলেন। অনন্তর গগনতলে যেরূপ বুধ ও শুক্রের সংগ্রাম হইয়াছিল, তদ্রূপ পৃথিবীতলে উভয় ভ্রাতার তুমুল যুদ্ধ আরম্ভ হইল। উভয়ে ক্রোধে অধীর হইয়া পরস্পর পরস্পরকে কখন বজ্রতুল্য মুষ্টি, কখন তলপ্রহার কখন বা গদাঘাত করিতে লাগিলেন। ঐ সময়ে রামচন্দ্র বৃক্ষের অন্তরালে দণ্ডায়মান ছিলেন। তিনি সংগ্রামক্ষেত্রে বালী ও সুগ্রীবকে অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের ন্যায় অভিন্নরূপ নিরীক্ষণ করিয়া অত্যন্ত সন্দিহান হইলেন এবং পাছে শত্রুবধ করিতে যাইয়া বন্ধুর প্রাণসংহার করেন এই ভয়ে সহসা অমোঘ শর নিক্ষেপ করিতে সাহসী হইলেন না।

এদিকে সুগ্রীব বালীর পরাক্রমে পরাস্ত হইয়া এবং রামচন্দ্রের সাহায্যও না পাইয়া প্রাণভয়ে ঋষ্যমূকাভিমুখে পলায়ন করিলেন। বালীও ক্রোধভরে তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হইলেন। তৎকালে সুগ্রীব প্রহারবেগে নিতান্ত জর্জ্জরিত ও পরিশ্রান্ত হইয়াছিলেন এবং তাঁহার দেহ হইতে প্রবলবেগে শোণিতধারা বহিতেছিল। তিনি প্রাণভয়ে দ্রুতবেগে এক গহন কাননে প্রবেশ করিলেন। বালী মহর্ষি মতঙ্গের শাপভয়ে আর তাহার অনুসরণ করিতে পারিলেন না ; কেবল, "পাপিষ্ঠ! আজ তোর বড় সৌভাগ্য যে বাঁচিয়া গেলি," এই বলিয়া অনিচ্ছাসত্ত্বেও প্রতিনিবৃত্ত হইলেন।

অনন্তর রামচন্দ্র, লক্ষ্মণ ও হনূমানকে সঙ্গে লইয়া সুগ্রীবের নিকট উপস্থিত হইলেন। তৎকালে সুগ্রীব ভয়ে অভিভূত হইয়া ঘন ঘন নিশ্বাস ফেলিতেছেন। তিনি উহাঁদিগকে দেখিয়া লজ্জাবশতঃ অধোবদন হইয়া রহিলেন এবং কিয়ৎকাল পরে রামচন্দ্রকে সম্বোধন পূর্ব্বক দীনস্বরে কহিতে লাগিলেন, "সখে! তুমি আমাকে বিক্রম প্রদর্শন করিয়া সাহস প্রদান করিলে, বালীকে সমরে আহ্বান করিবার জন্য উত্তেজিত করিলে, অবশেষে শত্রুর প্রহারও সহ্য করাইলে। শরণাগত ব্যক্তির প্রতি এইরূপ আচরণ কি তোমার উচিত? সেই সময়ে স্পষ্ট করিয়া বলিলেই হইত যে, 'আমি বালীকে বধ করিব না, তাহা হইলে আর আমি কিষ্কিন্ধার দিকেও যাইতাম না।' এই বলিয়া সুগ্রীব মৌনাবলম্বন করিয়া রহিলেন।

তখন রামচন্দ্র সুগ্রীবকে প্রবোধদানার্থ মধুরবাক্যে কহিতে লাগিলেন, "সখে! অকারণ ক্রোধ করিও না। আমি যে কারণে বাণ বিসর্জ্জন করি নাই তাহা কহিতেছি শ্রবণ কর। অলঙ্কার, বেশ, উচ্চতা বা গতিতে তোমরা দুই ভ্রাতা পরস্পর পরস্পরেরই অনুরূপ। তৎকালে স্বর, কান্তি, দৃষ্টি বা বিক্রমে আমি তোমাদের উভয়ের কিছুমাত্র প্রভেদ দেখিতে পাইলাম না। কপিরাজ! আমি এইরূপ সাদৃশ্য দর্শনে শঙ্কিত হইয়াই বাণ পরিত্যাগ করিতে সাহসী হই নাই। পাছে হিতে বিপরীত ঘটিয়া আমাদের মূলে আঘাত হয় তৎকালে আমার মনে এই ভয় প্রবল হইয়াছিল। সখে! বিবেচনা করিয়া দেখ যদি আমার চপলতাবশতঃ

তোমার প্রাণ নষ্ট হইত, তাহা হইলে লোকে আমাকেই মূর্খ বলিত এবং আমাকে শরণাগত বধরূপ মহাপাতকে পতিত হইতে হইত। কপিরাজ! বলিতে কি, আমি, লক্ষ্মণ এবং বরবর্ণিনী সীতা, আমরা সকলে একমাত্র তোমারই আশ্রিত। এই নিবিড় অরণ্যমধ্যে আমাদের আর কেহই সহায় নাই। সখে! এক্ষণে ক্রোধ সম্বরণ করিয়া পুনরায় যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও; কিছুমাত্র ভীত হইও না। তুমি এই মুহূর্ত্তেই বালীকে এক-মাত্র বাণে সমরে নিরস্ত এবং ভূতলে লুণ্ঠিত দেখিবে। এক্ষণে যুদ্ধকালে যাহাতে আমি তোমাকে চিনিতে পারি এরূপ কোন চিহ্ন ধারণ কর। লক্ষ্মণ! তুমি ঐ বিকসিত নাগপুষ্পী লতা উৎপাটন পূর্ব্বক মহাত্মা সুগ্রীবের কণ্ঠে পরাইয়া দাও।"

অনন্তর লক্ষ্মণ রামচন্দ্রের আদেশে কুসুমিত নাগপুষ্পী লতা উৎপাটন পূর্ব্বক সাদরে সুগ্রীবের কণ্ঠে পরাইয়া দিলেন। কপিরাজ সুগ্রীব তৎকালে বলাকাশ্রেণীশোভিত সন্ধ্যারাগরঞ্জিত জলদের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন এবং রামচন্দ্রের বাক্যে উৎসাহিত হইয়া পুনরায় কিষ্কিন্ধাভি-মুখে গমন করিলেন।

ত্রয়োদশ সর্গ।

রামচন্দ্রের কিষ্কিন্ধায় গমন।

অনন্তর রামচন্দ্র বৃহৎ ধনু ও কাঞ্চনভূষিত প্রদীপ্ত শরসমূহ গ্রহণ পূর্ব্বক সুগ্রীবের সহিত বালীর বাহুবলপালিত কিষ্কিন্ধাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। সর্ব্বাগ্রে কপিরাজ লক্ষ্মণদত্ত মাল্য ধারণ করিয়া চলিলেন; পশ্চাৎ রামচন্দ্র ও লক্ষ্মণ এবং তৎপশ্চাৎ মহাবীর হনুমান, নল, নীল ও যূথপতিগণের অধিনায়ক মহাতেজা তার গমন করিতে লাগিলেন। তাঁহারা পথিমধ্যে কোথাও পুষ্পভারাবনত বৃক্ষ, কোথাও প্রসন্নসলিলা সাগরবাহিনী নদী, কোথাও কন্দর, কোথাও বা মনোরম পর্ব্বত দেখিতে দেখিতে চলিলেন। স্থানে স্থানে সরোবরের নির্ম্মল সলিলে পদ্ম সকল প্রস্ফুটিত রহিয়াছে এবং সারস, হংস, চক্রবাক প্রভৃতি জলচর পক্ষী কলরব করিতেছে। কোন স্থানে হরিণেরা সুকোমল শ্যামল তৃণ আহার করিয়া অকুতোভয়ে সঞ্চরণ করিতেছে। কোথাও শুক্লদন্ত প্রকাণ্ডকায় মত্ত মাতঙ্গগণ জঙ্গম পর্ব্বতের ন্যায় গিরিতটে ভ্রমণ করিতেছে। কোথাও বানরেরা বৃক্ষ হইতে বৃক্ষে লম্ফ প্রদান করিতেছে। সুগ্রীব ও তৎসহচরগণ এই সমস্ত ও অন্যান্য বন্য জীব জন্তু এবং খেচর পক্ষীদিগের ক্রীড়া কৌতুক দর্শন করিতে করিতে দ্রুতপাদবিক্ষেপে গমন করিতে লাগিলেন।

অনন্তর রামচন্দ্র কিয়দ্দূর গমন করিয়া একটী নিবিড় অরণ্য দৃষ্টে সুগ্রীবকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "সখে! গগণে মেঘাবলীর ন্যায় সম্মুখে একটী বনবিভাগ দেখিতে পাওয়া যাইতেছে। উহার প্রান্ত প্রদেশ বিদ্যুন্মালার ন্যায় কদলীবৃক্ষ শ্রেণীতে সমলঙ্কৃত। ঐ বনের বিষয় অবগত হইবার জন্য আমার অত্যন্ত কৌতূহল জন্মিয়াছে। অতএব শীঘ্র উহার বিবরণ বলিয়া আমার কৌতূহল চরিতার্থ কর।"

সুগ্রীব রামচন্দ্রের এইরূপ আগ্রহ দেখিয়া গমন করিতে করিতেই কহিতে লাগিলেন, "সখে! এই রমণীয় আশ্রম শ্রান্তিনাশক ও সুবিস্তীর্ণ। ইহার মধ্যে স্থানে স্থানে মনোরম উদ্যান, সুমিষ্টফল বৃক্ষ এবং বিমলজল সরোবর সকল শোভা পাইতেছে। এই স্থানে সপ্তজন নামে সাতজন শংসিতব্রত মহর্ষি অবস্থিতি করিতেন। তাঁহারা অধঃশিরা হইয়া তপঃসাধন ও প্রতিনিয়ত জলমধ্যে শয়ন করিতেন এবং সাতদিন পরে কেবলমাত্র বায়ু ভোজন করিয়া থাকিতেন। ঐ সমস্ত অচলবাসী মহর্ষি সাতশত বৎসর কঠোর তপস্যার পর পরিণামে সশরীরে স্বর্গারোহণ করিয়াছেন। তাঁহাদের তপঃপ্রভাবে আজি পর্য্যন্ত দেবরাজ ইন্দ্রও এ বনে প্রবেশ করিতে পারেন না। অরণ্যস্থ পশুপক্ষীগণ দূর হইতে ইহাকে বর্জ্জন করিয়া যায়। যদি কেহ মোহবশতঃ এখানে প্রবেশ করে তাহাকে আর ফিরিতে হয় না। এই স্থানে সর্ব্বদা অপ্সরাদিগের ভূষণরব, সুমধুর কণ্ঠস্বর, তূর্য্যধ্বনি ও সঙ্গীতের শব্দ শুনিতে পাওয়া যায় এবং দিব্যগন্ধও অনুভূত হয়। এই অরণ্যে গার্হপত্য প্রভৃতি ত্রিবিধ অগ্নি সর্ব্বদা প্রজ্বলিত হই-

তেছে। ঐ দেখ রাম! তাহাদের কপোতবর্ণ ঘন ধূমরাশি উত্থিত হইয়া বৃক্ষের অগ্রভাগ সকল আচ্ছন্ন করিতেছে। বৃক্ষগুলিও যেন মেঘাবৃত পর্ব্বতের ন্যায় শোভিত হইতেছে। ধর্ম্মাত্মন্। তুমি ভ্রাতা লক্ষ্মণের সহিত কৃতাঞ্জলি হইয়া এই সমস্ত মহর্ষিদিগকে ভক্তিভাবে প্রণাম কর। ঐ পুণ্যাত্মাদিগকে স্মরণ করিলে শরীরের সকল অশুভ বিদূরিত এবং অন্তঃকরণ পবিত্র হয়।

অনন্তর রাম লক্ষ্মণের সহিত কৃতাঞ্জলি হইয়া ঐ সমস্ত তাপসদিগকে ভক্তিভাবে প্রণাম করিলেন এবং সুগ্রীব প্রভৃতি বানরগণের সহিত হৃষ্টমনে কিষ্কিন্ধাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন।

চতুর্দ্দশ অধ্যায়।

রামচন্দ্রের সুগ্রীবকে উৎসাহ প্রদান।

তাঁহারা সপ্তজনাশ্রম হইতে বহুদূর গমন করিয়া বালীর বাহুবলপালিত দুরাক্রমণীয় কিষ্কিন্ধানগরীতে উপস্থিত হইলেন এবং এক গহনবনে প্রবেশ পূর্ব্বক বৃক্ষের অন্তরালে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। ঐ সময়ে কাননপ্রিয় বিশালগ্রীব সুগ্রীব ক্রোধে আরক্তলোচন হইয়া বনের চতুর্দ্দিকে দৃষ্টি

নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন এবং অনুচর বানরগণে পরিবৃত হইয়া ভৈরব নাদে গগণতল বিদীর্ণ করিয়াই যেন যুদ্ধার্থ বালীকে আহ্বান করিতে লাগিলেন। তৎকালে বোধ হইতে লাগিল যেন বর্ষাকালীন মহামেঘ বায়ুবেগে প্রচালিত হইয়া গর্জ্জন করিতেছে।

অনন্তর তরুণ সূর্য্যতুল্য প্রতাপশালী সিংহপরাক্রম সুগ্রীব রামচন্দ্রের প্রতি দৃষ্টিপাত পূর্ব্বক কহিলেন, "সখে! এই ত আমরা বালীর পুরী কিষ্কিন্ধায় আসিয়া উপস্থিত হইলাম। এই পুরী বহুসংখ্যক মহাবল বানরগণে পরিপূরিত, সুবর্ণভূষিত এবং বিচিত্র পতাকা সমূহে সুশোভিত। বীর! তুমি বালী বধার্থ পূর্ব্বে যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছ, ঋতু যেমন লতাকে ফলবতী করে, তদ্রূপ এক্ষণে তাহা সফল কর।"

শত্রুনাশন মহাত্মা রামচন্দ্র সুগ্রীবের এই কথা শুনিয়া কহিতে লাগিলেন, "সখে! এই নাগপুষ্পা লতা লক্ষ্মণ কর্ত্তৃক তোমার কণ্ঠে চিহ্নস্বরূপ অর্পিত হইয়াছে। নক্ষত্রে বেষ্টিত হইলে ভগবান সূর্য্যের যেরূপ শোভা হইতে পারে ইহা দ্বারা তোমারও সেইরূপ শোভা হইয়াছে। সখে! এক্ষণে তুমি নিশ্চিন্ত হও। আমি আজি একমাত্র বাণে বালীর প্রাণনাশ করিয়া তোমার ভয় দূর করিব। তুমি একবার মাত্র সেই ভ্রাতৃরূপী শত্রুকে আমায় দেখাইয়া দাও, তাহা হইলেই সে ধূলিতে বিলুণ্ঠিত হইবে। সখে! বালী যদি আজি আমার নেত্রগোচর হইয়াও জীবিত থাকে, তাহা হইলে তুমি আমাকে দোষ দিও এবং তদ্দণ্ডেই আমার নিন্দা করিও। কপিরাজ! আমি পূর্ব্বে তোমার সমক্ষেই সপ্ত-

তাল ভেদ করিয়া নিজ বিক্রমের পরিচয় দিয়াছি, তবে এক্ষণে কেন আর বালীবধের জন্য সন্দেহ করিতেছ ? তুমি নিশ্চয়ই জানিও আমি যাহা কহিয়াছি কখন তাহার অন্যথা হইবে না। আমি প্রাণসঙ্কটে পড়িয়াও কখন মিথ্যা কথা কহি নাই এবং কখন কহিবও না। ইন্দ্র যেরূপ সময়ে বর্ষণ দ্বারা ধান্যক্ষেত্র সফল করেন তদ্রূপ আমিও আজ অবশ্যই প্রতিজ্ঞা সফল করিব। এক্ষণে স্বর্ণমাল্যধারী বালী যাহাতে পুরী হইতে নিষ্ক্রান্ত হয়, তুমি এইরূপ গর্জ্জন করিতে থাক। বালী একান্ত সমরপ্রিয় ও তেজস্বী ; তোমার আহ্বান শুনিলে সে নিশ্চয়ই তৎক্ষণাৎ বহির্গত হইবে। বীরপুরুষেরা শত্রুকৃত অবমাননা কদাচ সহ্য করিতে পারেন না। বিশেষতঃ উহা স্ত্রীলোকের সমক্ষে হইলে আরও অসহনীয় হইয়া উঠে।

পিঙ্গলবর্ণ মহাবীর সুগ্রীব রামচন্দ্রের এই উৎসাহ বাক্য শ্রবণ করিয়া গগণভেদী কঠোরনাদে গর্জ্জন করিয়া উঠিলেন। তৎকালে ধেনুগণ তাঁহার সেই ভৈরব রব শ্রবণ করতঃ ভয়ে আকুল হইয়া চতুর্দ্দিকে পলায়ন করিতে লাগিল, মৃগগণ রণ-পরাঙ্মুখ অশ্বের ন্যায় ধাবমান হইল এবং পক্ষিগণ ক্ষীণপুণ্য গ্রহের ন্যায় ভূতলে পতিত হইতে লাগিল।

তৎকালে সুগ্রীব রামচন্দ্রের বিক্রম দর্শনে এবং তাঁহার প্রতি সম্পূর্ণ বিশ্বাসবশতঃ অত্যন্ত উৎসাহিত হইয়া বায়ু বিক্ষোভিত মহাসমুদ্রের ন্যায় মেঘবৎ গম্ভীররবে অনবরত গর্জ্জন করিতে লাগিলেন।

পঞ্চদশ সর্গ।

তারার বালীকে উপদেশ প্রদান।

বালী অন্তঃপুরে তারার সহিত বিহার করিতেছিলেন এমন সময়ে সুগ্রীবের সেই আস্ফালন শব্দ তাঁহার কর্ণগোচর হইল। সেই সর্ব্বপ্রাণীভয়ঙ্কর নিনাদ শ্রবণে তাঁহার মত্ততা দূর হইল এবং রোষভরে তাঁহার সমস্ত শরীর কম্পিত হইতে লাগিল। কনকপ্রভ বালী তৎকালে ক্রোধাবেগে রাহুগ্রস্ত দিবাকরের ন্যায় নিতান্ত নিষ্প্রভ হইয়া পড়িলেন এবং কিয়ৎকাল পরে আর সুগ্রীবের গর্জ্জন সহ্য করিতে না পারিয়া পদভরে মেদিনীকে যেন বিদীর্ণ করিয়াই বেগে নিষ্ক্রান্ত হইলেন।

এমন সময়ে বালীর মহিষী তারা তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়া স্নেহাবেশে প্রীতিপ্রদর্শন পূর্ব্বক ভীতার ন্যায় কাতর বচনে কহিতে লাগিলেন, "নাথ! নদীবেগের ন্যায় সহসা আগত এই ক্রোধ সম্বরণ কর। তুমি কল্য যুদ্ধ করিতে যাইও, কিন্তু আজি তোমাকে কোনমতেই যাইতে দিব না। বীর! আমি জানি তুমি শত্রু অপেক্ষা পরাক্রমে শতগুণে শ্রেষ্ঠ, তথাপি আজ তোমার যুদ্ধযাত্রা আমার অভিমত নহে। নাথ! আমি তোমাকে যে কারণে এত নিষেধ করিতেছি তাহাও শ্রবণ কর। পূর্ব্বে সুগ্রীব ক্রোধভরে আগমন করিয়া নানারূপ আস্ফালন করত তোমাকে যুদ্ধার্থ আহ্বান করিয়া-

ছিল; কিন্তু তুমি নিষ্ক্রান্ত হইয়া তাঁহাকে নিরস্ত করিলে সে প্রাণভয়ে পলায়ন করে। নাথ! যে একবার পরাস্ত ও নিপীড়িত হইয়া প্রাণভয়ে পলায়ন করিয়াছিল সে যে আবার আসিয়া এরূপ আস্ফালন করিতেছে, ইহাতেই আমার অত্যন্ত আশঙ্কা হইতেছে। আজ সুগ্রীবের যেরূপ দর্প, যেরূপ উৎসাহ ও যেরূপ গর্জ্জনের বৃদ্ধি তাহাতে বোধ হয় ইহার অবশ্যই কোন নিগূঢ় কারণ আছে। বোধ আজ সুগ্রীব নিঃসহায় হইয়া আইসে নাই। আজ অবশ্যই সে কাহারও সহায় প্রাপ্ত হইয়াছে, যে জন্য সাহসী হইয়া এরূপ গর্জ্জন করিতেছে। সুগ্রীব স্বভাবতই অতি বুদ্ধিমান ও নিপুণ; সে যাহার বলের পরীক্ষা লয় নাই, তাহার সহিত কদাচ সখ্যতা করিবে না।

নাথ! আমি পূর্ব্বে অঙ্গদের মুখে যে কথা শুনিয়াছি তাহাও কহিতেছি শ্রবণ কর। একদা অঙ্গদ ঋষ্যমূক পর্ব্বতের নিকট কোন অরণ্যে ভ্রমণ করিতে গিয়াছিল, তথায় সে দূতমুখে নিম্নলিখিত ঘটনাটী শুনিয়া আসিয়াছিল। 'ইক্ষ্বাকুকুলসম্ভূত মহারাজ দশরথের পুত্র রামচন্দ্র ও তাঁহার অনুজ লক্ষ্মণ বনবাসী হইয়া এক্ষণে সুগ্রীবের প্রিয়কামার্থ ঋষ্যমূক পর্ব্বতে আসিয়াছেন।' নাথ! আমি শুনিলাম সেই মহাবীর রামচন্দ্রই এক্ষণে তোমার ভ্রাতাকে যুদ্ধে উৎসাহ প্রদান করিতেছেন। রামচন্দ্র শত্রুনাশন ও প্রলয়ের অগ্নি স্বরূপ। তিনি সাধুদিগের আশ্রয়, বিপন্নদিগের একমাত্র গতি ও যশোরাশির একমাত্র আধার। তিনি জ্ঞানবান, বিদ্বান ও পিতার আজ্ঞাবহ। শৈলরাজ হিমাচল যেরূপ

সকল ধাতুর আকর তদ্রূপ তিনিও সকল গুণের আকর। নাথ! সেই মহাপরাক্রম রণকুশল দুর্জ্জয় বীরের সহিত বিরোধ করা কি তোমার উচিত?

বীর! আমার আরও কিছু বলিবার ইচ্ছা আছে। আমি তোমার ক্রোধ উদ্দীপন করিতে ইচ্ছা করি না, বিবেচনা করিয়া দেখ, আমি যাহা বলিতেছি তোমার হিতের জন্যই। নাথ! সুগ্রীব তোমার কনিষ্ঠ ভ্রাতা ও স্নেহের পাত্র, তাহার প্রতি এইরূপ শক্রতাচরণ করা কি তোমার উচিত? ছি! ছি! এ কুবুদ্ধি দূর কর। অবিলম্বে সুগ্রীবকে আনিয়া যৌবরাজ্যে অভিষেক কর। বিবেচনা করিয়া দেখ, সে তোমার পর নয়। সে নিকটেই থাকুক বা দূরেই থাকুক তাহার তুল্য পরম বন্ধু জগতে তোমার আর কে আছে বল দেখি? এক্ষণে দানে মানে যেরূপেই হউক তাহাকে আপনার করিয়া রাখ। মহাবল সুগ্রীব বিরোধ দূর করিয়া নির্ভয়ে তোমার পার্শ্বে উপবেশন করুক; তুমিও ভ্রাতৃবলে বলীয়ান হইয়া পরমসুখে রাজ্যপালন করিতে থাক। ইহা ভিন্ন তোমার আর মঙ্গল দেখিতেছি না। নাথ! এক্ষণে যদি তোমার তারার কোন প্রিয়কার্য্য করিতে ইচ্ছা থাকে, যদি তাহাকে যথার্থ হিতকারিণী বলিয়া জান তাহা হইলে আর অন্যমত করিও না। নাথ! তোমার চরণে ধরিয়া বলিতেছি আমার কথা রাখ, প্রসন্ন হও। এ অধিনীর প্রতি ক্রোধ করিও না। বিবেচনা করিয়া দেখ, আমি যাহা বলিলাম তাহা তোমার হিতের জন্যই। রামচন্দ্র ইন্দ্রপ্রভাব—তাঁহার সহিত বিবাদ করিলে তুমি কি আর বাঁচিবে?”

তৎকালে মহিষী তারা এইরূপে বারম্বার বালীকে কাতর-বাক্যে নিবারণ করিতে লাগিলেন।

ষোড়শ সর্গ।

বালী ও সুগ্রীবের যুদ্ধ।

আসন্নমৃত্যু বালীর হৃদয়ে তারার এই সমস্ত সদুপদেশ কিছুমাত্র স্থান পাইল না। প্রত্যুত তিনি তারাকে যথোচিত ভৎর্সনা করিয়া কহিতে লাগিলেন, "সুন্দরি! তোমরা স্ত্রীলোক, সুতরাং স্বভাবতঃ ভীরু। বীরপুরুষের হৃদয়ের ভাব স্ত্রীলোকে কি বুঝিবে? সুগ্রীব আমার জ্ঞাতিশত্রু, আমি তাহার এই অবমাননা প্রাণ থাকিতে সহ্য করিতে পারিব না। যে বীর কখন সমরভূমি হইতে পলায়ন করে নাই, যে বাল্যকাল অবধি পরাজয় কাহাকে বলে জানে না, শত্রুর অপমান সহ্য করা তাহার পক্ষে মরণ অপেক্ষাও অধিক। বিশেষতঃ ক্ষীণপ্রাণ সুগ্রীব যখন দ্বারে আসিয়া এত আস্ফালন ও গর্জ্জন করিতেছে, তখন আমি কি কাপুরুষের ন্যায় গৃহ-মধ্যে স্ত্রীগণে পরিবেষ্টিত হইয়া বসিয়া থাকিব? ছি! ছি! একথা মনে করিতেও আমার অপমান বোধ হইতেছে। তুমি আর আমাকে নিবারণ করিও না, ছাড়িয়া দাও।"

মহাবীর বালী এইরূপে ভর্ৎসনা করিলেও তারা তাঁহার চরণ ধরিয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। তখন বালী স্নেহ-পূর্ণস্বরে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন, "প্রিয়ে! তুমি রামচন্দ্রের বিষয় চিন্তা করিয়া আমার জন্য ভীত হইও না। আমি শুনিয়াছি, তিনি অতি ধর্ম্মপরায়ণ ও দয়াশীল, তাঁহা হইতে কোন প্রকার অনিষ্টের সম্ভাবনা নাই। বিশেষতঃ আমি যখন তাঁহার কোন অনিষ্ট করি নাই, তখন তিনি কেন অকারণ আমার প্রাণবধ করিবেন। প্রিয়ে! তুমি এক্ষণে সহচরীগণের সহিত গৃহে ফিরিয়া যাও; আর কেন আমার পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিতেছ? আমি তোমার প্রণয় ও ভক্তির যথেষ্ট পরিচয় পাইলাম। তুমি কিছুতেই ভীত হইও না। আমি যাইয়া সুগ্রীবের সহিত যুদ্ধ করিব এবং তাহার দর্প চূর্ণ করিব। আমি তাহাকে কেবলমাত্র প্রাণে মারিব না; কিন্তু বৃক্ষ ও মুষ্টিপ্রহারে তাহাকে এরূপ শিক্ষা দিব, যেন সে আর কখন কিষ্কিন্ধার দিকে মুখ না করে। প্রিয়ে! তুমি আমাকে হিতকারিণীর ন্যায় সৎপরামর্শ দিলে এবং যথেষ্ট স্নেহও দেখাইলে। এক্ষণে আমার দিব্য, তুমি সখীদিগের সহিত অন্তঃপুরে ফিরিয়া যাও! আমি নিশ্চয় কহিতেছি, সুগ্রীবকে প্রাণে মারিব না, কেবলমাত্র যুদ্ধে পরাস্ত করিয়া প্রতিনিবৃত্ত হইব।"

বালী এইরূপ কহিলে, তারা তাঁহাকে স্নেহভরে আলিঙ্গন করিলেন ও মন্দ মন্দ অশ্রুবিসর্জ্জন করতঃ প্রদক্ষিণ করিতে লাগিলেন। অনন্তর স্বামীর জয়শ্রীলাভার্থ মন্ত্রোচ্চারণ পূর্ব্বক স্বস্ত্যয়ন করিয়া সখীগণের সহিত অন্তঃপুরে প্রবিষ্ট হইলেন।

তৎকালে তাঁহার হৃদয় শোকে ও মোহে একান্ত অভিভূত হইয়াছিল। কে যেন তাঁহার কর্ণে কর্ণে বলিতে লাগিল, "তোমার স্বামী আর ফিরিয়া আসিবেন না।"

এদিকে তারা সখীগণের সহিত অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলে মহাবল বালী ক্রুদ্ধ সর্পের ন্যায় নিশ্বাস ফেলিতে ফেলিতে রোষভরে মহাবেগে নগরের বহির্গত হইলেন এবং সংগ্রামক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া সুগ্রীবের দর্শনার্থ চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। তিনি দেখিতে পাইলেন স্বর্ণের ন্যায় পিঙ্গলবর্ণ সুগ্রীব, ক্রোধভরে প্রদীপ্ত অনলের ন্যায় দৃশ্যমান হইয়া অদূরেই যুদ্ধার্থে দণ্ডায়মান আছেন। তদ্দর্শনে বালী দৃঢ়তর বন্ধনে বস্ত্র পরিধান পূর্ব্বক মুষ্টি উদ্যত করিয়া ক্রোধ ভরে ধাবমান হইলেন। রণদক্ষ সুগ্রীবও কিছুমাত্র ভীত না হইয়া বজ্রমুষ্টি উত্তোলন করত আরক্তলোচনে হেমমাল্যধারী বালীর অভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। অনন্তর বালী সুগ্রীবকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন, "সুগ্রীব! দেখ, এই যে আমি অঙ্গুলি সংশ্লিষ্ট করত ভীষণ মুষ্টি বন্ধন করিয়াছি, ইহা বেগে পতিত হইলে তোর প্রাণসংহার করিবে।" তাহা শুনিয়া সুগ্রীবও কহিলেন, "আমারও এই মুষ্টি তোর মস্তকে পতিত হইয়া তোকে যমালয়ে প্রেরণ করিবে।"

অনন্তর বালী বেগে সুগ্রীবকে আক্রমণ করত প্রহার করিতে লাগিলেন। পর্ব্বত হইতে প্রস্রবণের ন্যায় সেই প্রহারবেগে সুগ্রীবের অঙ্গ হইতে শোণিতধারা বহিতে লাগিল। কিন্তু তিনি তাহাতে কিছুমাত্র ভীত বা নিরুৎসাহ



বালির সহিত সুগ্রীবের যুদ্ধ।

না হইয়া তৎক্ষণাৎ এক শালবৃক্ষ উৎপাটন পূর্ব্বক পর্ব্বতো-পরি বজ্রের ন্যায় উহা বালীর গাত্রে নিক্ষেপ করিলেন। বালী ঐ বৃক্ষ দ্বারা আহত ও ক্ষতবিক্ষত হইয়া সাগরজলে ভারাক্রান্তা নৌকার ন্যায় নিতান্ত বিহ্বল হইয়া পড়িলেন। কিন্তু মহাবীর পরক্ষণেই পূর্ব্ববল প্রাপ্ত হইলেন এবং সুগ্রীবকে রোষভরে আক্রমণ করিলেন। তৎকালে উভয় ভ্রাতার তুমুল সংগ্রাম উপস্থিত হইল। উভয়েই ভীমবল ও অসীম বিক্রমশালী, উভয়েরই বেগ গরুড়ের ন্যায় প্রবল, উভয়েই তেজস্বী, ঘোরদর্শন, রণদক্ষ এবং পরস্পরের ছিদ্রা-ন্বেষণে সুপটু। তৎকালে তাঁহাদিগকে দেখিয়া বোধ হইতে লাগিল, যেন গগনমণ্ডলে চন্দ্র ও সূর্য্য দ্বন্দ্বযুদ্ধে প্রবৃত্ত হই-য়াছেন, অথবা দেব বৃত্রঘ্ন ও বৃত্রাসুরই যেন সমরাঙ্গনে অবতীর্ণ হইয়াছেন। ভ্রাতৃদ্বয় পুনঃ পুনঃ পরস্পরকে শাখা-বহুল বৃক্ষ, শৈলশিখর, বজ্রতুল্য প্রখর নখ, মুষ্টি, জানু, পদ ও হস্ত দ্বারা প্রহার করিতে লাগিলেন। ক্রমে দুইজনেরই দেহ ক্ষতবিক্ষত ও শোণিতধারায় সিক্ত হইয়া গেল; তথাপি তাহারা মহামেঘবৎ গভীর গর্জ্জনে পরস্পরকে তর্জ্জন করিয়া যুদ্ধ করিতে লাগিলেন।

ক্রমশঃ বালীর বলের বৃদ্ধি ও সুগ্রীবের হ্রাস হইতে লাগিল, তাঁহার দর্পও চূর্ণ হইয়া গেল। তিনি পরাজিতপ্রায় বালীর প্রতি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইলেন, কিন্তু তাঁহার কিছু করিতে না পারিয়া প্রাণভয়ে চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিপাত করিতে এবং ইঙ্গিতে রামচন্দ্রকে নিজ হীনাবস্থা দেখাইতে লাগিলেন।

মহাতেজা রামচন্দ্র বন্ধুর এই কাতরভাব অবলোকন

করিয়া বালীর বধার্থ তৎক্ষণাৎ কালসর্পের ন্যায় এক ভীষণ শর গ্রহণ করিলেন এবং উহা সন্ধান করিয়া কৃতান্ত যেরূপ কালচক্র আকর্ষণ করে তদ্রূপ সবলে স্বীয় ধনু আকর্ষণ করিলেন। তৎকালে তাহার ভীষণ জ্যা-শব্দে একান্ত ভীত হইয়া অরণ্যস্থ পক্ষী ও মৃগকুল দশদিকে পলায়ন করিতে লাগিল। অনন্তর ঐ প্রদীপ্ত বজ্রতুল্য শর রামবাহু হইতে প্রমুক্ত হইবামাত্র ঘোররবে বালীর বক্ষঃস্থলে গিয়া পতিত হইল। মহাবীর বালী সহসা ঐ বেগ-প্রক্ষিপ্ত শর দ্বারা আহত ও হতচেতন হইয়া অশ্বিনী পূর্ণিমায় উত্থিত ইন্দ্রধ্বজের ন্যায় ধরাতলে পতিত হইলেন। বাষ্পভরে তাঁহার কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া গেল এবং ক্রমশঃ স্বরও কাতর হইয়া আসিল।

ইন্দ্রপুত্র বালী সাক্ষাৎ সধূম অগ্নির ন্যায় সেই শরের প্রহারে আহত ও শোণিতাক্ত হইয়া পুষ্পিত অশোকবৃক্ষের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন এবং ধরাতলে পতিত হইয়া অসহ্য মৃত্যুযন্ত্রণা ভোগ করিতে লাগিলেন।

সপ্তদশ সর্গ।

বালীর রামচন্দ্রকে ভৎর্সনা।

মহাবীর বালী রামশরে আহত হইয়া ছিন্নমূল বৃক্ষের ন্যায় ভূতলে পতিত হইলে কিষ্কিন্ধানগরী চন্দ্রহীন আকাশের ন্যায় নিতান্ত মলিন হইয়া উঠিল। তাঁহার কণ্ঠে ইন্দ্রদত্ত রত্নখচিত সুবর্ণহার—উহার প্রভাবে তখনও তাঁহার দেহ কান্তি, প্রাণ, তেজ ও পরাক্রম পরিত্যাগ করে নাই। বালী কণ্ঠস্থিত সেই সুবর্ণ হারে সন্ধ্যারাগের দ্বারা রঞ্জিত-প্রান্ত মেঘের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। তৎকালে তাঁহার মালা, দেহ ও মর্ম্মঘাতী শর এই তিন স্থানে যেন শ্রী বিভক্ত হইয়া পড়িল। রামনির্ম্মুক্ত স্বর্গসাধন শর হইতে বালীর পরম গতি লাভ হইল। তৎকালে তাঁহাকে নির্ব্বাণোন্মুখ অনলের ন্যায় সমরাঙ্গনে পতিত দেখিয়া, বোধ হইতে লাগিল যেন রাজা যযাতি পুণ্যক্ষয় হওয়াতে স্বর্গ হইতে ভ্রষ্ট হইয়াছেন, অথবা যেন কালই প্রলয়কালে আদিত্যদেবকে ভূতলে পাতিত করিয়াছেন। বালীর পরাক্রম ইন্দ্রের ন্যায় দুঃসহ; তাঁহার বক্ষঃস্থল বিশাল, বাহুদ্বয় আজানুলম্বিত, মুখকান্তি উজ্জ্বল ও নেত্রদ্বয় হরিদ্বর্ণ। রামচন্দ্র ও লক্ষ্মণ সাদরে তাঁহাকে দেখিতে লাগিলেন এবং মৃদুপদে তাঁহার নিকটে উপস্থিত হইলেন।

তখন আসন্নমৃত্যু বালী রণগর্ব্বিত রামচন্দ্র ও মহাবীর

লক্ষ্মণকে অবলোকন করিয়া ধর্ম্মানুকূল, সুসঙ্গত অথচ কঠোরবাক্যে কহিতে লাগিলেন, "রাম! আমি অন্যের সহিত যুদ্ধ করিতেছিলাম এমত সময়ে আমাকে বিনাশ করিয়া তোমার কি লাভ হইল? আমি শুনিয়াছিলাম, তুমি সদ্বংশীয় মহাবীর, তেজস্বী ও পরম দয়ালু; ব্রতপালনে তোমার দৃঢ় নিষ্ঠা আছে। তুমি প্রজাবর্গের হিতসাধনে সতত যত্ন-বান, উৎসাহশীল, সুধার্ম্মিক ও সুধীর। পৃথিবীস্থ যাবতীয় লোকই তোমার যশঃ ও কীর্ত্তির কীর্ত্তন করিয়া থাকে। তথাপি তুমি যে কেন আজ স্বীয় পবিত্র চরিত্রে কলঙ্কলেপন করিয়া কাপুরুষের ন্যায় আমার অঙ্গে অস্ত্রক্ষেপ করিলে বুঝিতে পারিলাম না। রাম! আরও দেখ, জিতেন্দ্রিয়তা, বীরত্ব, ক্ষমা, ধর্ম্ম ও দোষী ব্যক্তির উপযুক্ত দণ্ডবিধান এই-গুলি রাজগুণ। তোমার সেই সমস্ত গুণ আছে এবং তুমি উচ্চবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছ জানিয়াই আমি তারার নিষেধ না শুনিয়া নিঃসংশয়ে সুগ্রীবের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া-ছিলাম। বিশেষ আমি যখন রণস্থলে আসিয়া তোমাকে দেখিতে পাইলাম না, তখন আমার এই বিশ্বাস দৃঢ়ীভূত হইল এবং ভাবিলাম আমি এক্ষণে অন্যের সহিত যুদ্ধ করি-তেছি সুতরাং ধর্ম্মাত্মা রামচন্দ্র কেন এ সময়ে এখানে আসিবেন। কিন্তু এক্ষণে বুঝিলাম তুমি অতি দুরাত্মা, অধার্ম্মিক ও কপট। তুমি তৃণাচ্ছন্ন কূপ ও ভস্মাবৃত অগ্নির ন্যায়, নিতান্ত দুরাচার হইয়াও সাধুর আকার ধারণ করিয়া আছ। আমি এতদিন তোমাকে চিনিতে পারি নাই; কিন্তু আজ বিশেষরূপে চিনিলাম। ভাল রাম! আমি

তোমার গ্রাম বা নগরে কখন কোন অনিষ্ট করি নাই এবং কখন তোমাকে অবজ্ঞাও করি নাই। আমি ফলমূলাহারী বনের বানরও নিতান্তই নির্দ্দোষী। আমি তোমার সহিত যুদ্ধও করি নাই, অন্য ব্যক্তিকে আক্রমণ করিয়াছিলাম, এমন সময়ে তুমি কিজন্য আমাকে বধ করিলে? দেখিতেছি তুমি রাজপুত্র ও প্রিয়দর্শন। তোমার অঙ্গে জটাবল্কলাদি ধর্ম্মচিহ্নও রহিয়াছে! কিন্তু কোন্ ব্যক্তি ক্ষত্রিয়কুলে উৎপন্ন, বিদ্বান ও সংশয়শূন্য হইয়া ধর্ম্মচিহ্ন ধারণ পূর্ব্বক এইরূপ ক্রূর কর্ম্মের অনুষ্ঠান করে? রাম! তুমি আজ পবিত্র ইক্ষ্বাকু-বংশে দুরপনেয় কলঙ্ক লেপন করিলে। তুমি আপনাকে বীর বলিয়া পরিচয় দিয়া থাক। আমরা বনের বানর; বন্য ফলমূল ভক্ষণ করিয়া জীবনধারণ করাই আমাদের প্রকৃতি। আমাদের অঙ্গে অস্ত্রক্ষেপ করিতে তোমার লজ্জা বোধ হইল না? জানিলাম সাম, দান প্রভৃতি রাজোচিত কোন ধর্ম্মই তোমার শরীরে নাই।

রামচন্দ্র! আরও দেখ, ভূমি ও স্বর্ণ, রৌপ্য প্রভৃতি লোভনীয় পদার্থই প্রাণনাশের হেতু; কিন্তু আমাদের বন্য ফলমূলে তোমার ত লোভ জন্মিবার কোনই সম্ভাবনা নাই। ন্যায়াচরণ রাজাদিগের অবশ্য কর্ত্তব্য। স্বেচ্ছাচার তাঁহা-দিগের কদাচ কর্ত্তব্য নহে। কিন্তু দেখিতেছি তুমি নিতান্ত উচ্ছৃঙ্খল, অব্যবস্থিত, উগ্র এবং রাজকার্য্যের নিতান্ত অনু-পযুক্ত। তোমার নিকট ধর্ম্মের গৌরব নাই এবং তোমার শরীরে দয়ার লেশমাত্রও নাই। তুমি কামপরতন্ত্র হইয়া নিরন্তর ইন্দ্রিয় দ্বারা আকৃষ্ট হইতেছ। এক্ষণে বল দেখি, তুমি

নিরপরাধে আমাকে বিনাশ করিয়া সাধুসমাজে কি বলিয়া মুখ দেখাইবে? রাজহন্তা, ব্রহ্মঘাতক, গোঘ্ন, চৌর, লোক-হিংসক, নাস্তিক, পরিবেত্তা, * খল, কদর্য্য, মিত্রঘ্ন ও গুরু-পত্নীগামী ইহারা নরকস্থ হইয়া থাকে। আমি বানরদিগের রাজা, আমাকে অকারণ বধ করাতে তোমারও সেই দশা হইবে সন্দেহ নাই।

রামচন্দ্র! আমার চর্ম্ম, লোম, অস্থি ও মাংস তোমার ন্যায় ধার্ম্মিক লোকের ব্যবহার্য্য হইতে পারে না। শল্যক, শ্বাবিৎ, গোধা, শশ ও কূর্ম্ম এই পাঁচটী জন্তুকে পণ্ডিতেরা পঞ্চনখী বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিযগণ ইহাদের মাংস ভক্ষণ করিতে পারেন। আমার নখ যদিও পাঁচটী, তথাপি পঞ্চনখীমধ্যে পরিগণিত না হওয়াতে আমার মাংস ভক্ষণ শাস্ত্রবিরুদ্ধ। রাম! বিবেচনা করিয়া দেখ, আমাকে বধ করা তোমার নিতান্তই নিষ্ফল হইল।

হায়! বুদ্ধিমতী তারা আমাকে সত্য কথাই বলিয়া-ছিল, আমি মোহবশতঃ তাহার কথা অবহেলা করিয়া কালের বশবর্ত্তী হইলাম। রাম! তুমি নিতান্ত ধূর্ত্ত, শঠ ও ক্ষুদ্রমনা। ধর্ম্মাত্মা মহারাজা দশরথ হইতে তোমার তুল্য পাপিষ্ঠের কিরূপে জন্ম হইল বুঝিতে পারি না। হায়! বিধাতঃ! পরিশেষে আমাকে এই নীচ ক্ষত্রিয়ের হস্তে প্রাণ হারাইতে হইল।

রাম! আমি কদাচ তোমার কোন অপকার করি নাই অথচ আমাকে বধ করিলে; কিন্তু যে তোমার পত্নীকে

---

* অবিবাহিত জ্যেষ্ঠ বিদ্যমানে কৃতদার কনিষ্ঠের নাম।

অপহরণ করিয়া লইয়া গেল তাহার কিছুই করিতে পারিলে না। যাহা হউক যদি তুমি আমার সহিত সম্মুখযুদ্ধ করিতে, তাহা হইলে আজই তোমাকে যমালয়ে প্রেরণ করিতাম। কিন্তু তুমি তাহা করিতে সাহসী না হইয়া সর্প যেরূপ নিদ্রিত ব্যক্তিকে দংশন করে, তদ্রূপ আমাকে বিনাশ করিলে। বলিতে কি এই পাপের জন্য তোমাকে ঘোর নরক যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইবে। রাম! তুমি সুগ্রীবের সাহায্য প্রাপ্তির আশায়, তাহার প্রিয়সাধনোদ্দেশে আমাকে বিনাশ করিলে, কিন্তু যদি পূর্ব্বে জানকীর আনয়নার্থ আমাকে বলিতে, তাহা হইলে তাঁহাকে একদিনেই আনিয়া দিতে পারিতাম। আমি তোমার ভার্য্যাপহারী সেই দুরাত্মা রাক্ষসকে কণ্ঠে বন্ধন পূর্ব্বক জীবন্ত তোমার হস্তে সমর্পণ করিতাম। হয়গ্রীব যেরূপ শ্বেতাশ্বতরীরূপিণী শ্রুতিকে আনিয়াছিলেন, তদ্রূপ তোমার আদেশে আমি সীতাকে সাগরগর্ভ বা পাতালতল, যেস্থান হইতে হউক, আনিতে পারিতাম।

রাম। আমার মৃত্যুর পর আমার ভ্রাতা সুগ্রীব যে রাজ্য-শাসন করিবে ইহাতে আর আক্ষেপের বিষয় কি; কিন্তু তুমি যে অধর্ম্মতঃ আমাকে বিনাশ করিলে ইহাই একমাত্র দুঃখের বিষয়। প্রাণীমাত্রেই মৃত্যুর বশীভূত, সুতরাং মৃত্যুতে আমার কিছুমাত্র ক্ষোভ নাই। কিন্তু আমাকে বধ করিয়া তোমার যে কি লাভ হইল, এক্ষণে ইহার প্রকৃত উত্তর তুমিই স্থির কর।”

বানরাধিপতি বালীর মুখ শুষ্ক ও সর্ব্বাঙ্গ শরাঘাতে ব্যথিত। তিনি সূর্য্যের ন্যায় তেজস্বী রামচন্দ্রকে এইরূপে

ভৎর্সনা করিয়া এক দৃষ্টে তাঁহার প্রতি দৃষ্টিপাত পূর্ব্বক মৌনাবলম্বন করিলেন।

অষ্টাদশ সর্গ।

বালীকে রামচন্দ্রের প্রবোধ দান।

মহাবীর বালী প্রভাহীন সূর্য্যের ন্যায়, জলহীন মেঘের ন্যায় এবং নির্ব্বাণ অনলের ন্যায় পতিত আছেন। রামচন্দ্র তাঁহার ধর্ম্মার্থ-পূর্ণ কঠোরবাক্যে তিরস্কৃত হইয়া কহিতে লাগিলেন, "বানররাজ! তুমি ধর্ম্ম, অর্থ, কাম এবং লৌকিক আচার না জানিয়া বালকত্বনিবন্ধন কেন আমার নিন্দা করিতেছ? তুমি কুলজ্ঞ বুদ্ধিমান বৃদ্ধদিগের নিকট কিছুমাত্র শিক্ষালাভ না করিয়া বানরসুলভ চপলতাবশতঃ আমাকে তিরস্কার করিতে সাহসী হইয়াছ। দেখ, পর্ব্বত অরণ্যাদি পরিশোভিত এই বিস্তীর্ণা পৃথিবী ইক্ষ্বাকুবংশীয় রাজাদিগের অধিকৃত। এই স্থানের মৃগ, পক্ষী ও মনুষ্যগণের দণ্ড বা পুরস্কার তাঁহারাই করিয়া থাকেন। এক্ষণে সত্যপ্রতিজ্ঞ সরলস্বভাব ধর্ম্মাত্মা ভরত এই রাজ্য পালন করিতেছেন। তিনি ধর্ম্ম, কাম ও অর্থের তত্ত্বজ্ঞ, নয়জ্ঞ, বিনয়ী, দুষ্টদমন ও শিষ্টপালনে সুপটু। দেশ কাল ও পাত্র কিছুই তাঁহার

অবিদিত নাই। আমরা ও অন্যান্য নৃপতিরা এক্ষণে তাঁহার আদেশে ধর্ম্মবৃদ্ধির জন্য সমগ্র ভূমণ্ডল পর্য্যবেক্ষণ করিয়া বেড়াইতেছি। নৃপতিশ্রেষ্ঠ ধর্ম্মবৎসল ভরত যখন রাজ্য পালন করিতেছেন, তখন আর ধর্ম্মবিপ্লব কে করিবে? আমরা ধর্ম্মনিষ্ঠ—স্বধর্ম্মে থাকিয়া রাজনিয়োগে ধর্ম্মভ্রষ্ট ব্যক্তিদিগকে উপযুক্ত শাস্তি দেওয়া আমাদিগের কর্ত্তব্য কার্য্য। তুমি অধার্ম্মিক দুরাচার ও কামপরতন্ত্র; তোমা হইতে রাজধর্ম্মের বিশেষ ব্যতিক্রম ঘটিয়াছে। পণ্ডিতেরা যে জ্যেষ্ঠ-ভ্রাতা, জন্মদাতা ও অধ্যাপক ইহাঁরা পিতা এবং কনিষ্ঠভ্রাতা, আত্মজ ও গুণবান শিষ্য, এই তিন জনকে পুত্র বলিয়া ব্যবস্থা করিয়াছেন ধর্ম্মই তাহার মূল কারণ। সাধুদিগের ধর্ম্ম একান্ত সূক্ষ্ম, তাহা সহজে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারা যায় না। একমাত্র পরমাত্মা সকলের হৃদয়ে অবস্থান করিতেছেন এবং তাহা-দের কৃত শুভাশুভ পর্য্যালোচনা করিতেছেন। বানররাজ! তুমি স্বভাবতঃ নিতান্ত অস্থির; তোমার সহচর বানরেরাও নিতান্ত চপল ও মূর্খ; সুতরাং জন্মান্ধ যেরূপ জন্মান্ধকে পথ দেখাইতে পারে না, তদ্রূপ তুমি তাহাদিগের সহিত মন্ত্রণা করিয়া কি প্রকারে ধর্ম্ম বুঝিতে পারিবে? তুমি ক্রোধভরে আমার নিন্দা করিও না; যে কারণে তোমায় বধ করিলাম শ্রবণ কর।

বালি! তোমার পাপের কথা বলিতেও ঘৃণাবোধ হয়। তুমি সনাতন ধর্ম্ম উল্লঙ্ঘন করিয়া ভ্রাতৃবধূ রুমাকে গ্রহণ করিয়াছ। মহাত্মা সুগ্রীব জীবিত আছেন, ইহাঁর পত্নী রুমা শাস্ত্রানুসারে তোমার পুত্রবধূ, তথাপি তুমি কামপরায়ণ

হইয়া এই ঘৃণিত কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছ। তুমি ধর্ম্মভ্রষ্ট ও স্বেচ্ছাচারী, এই জন্যই আমি তোমার প্রাণদণ্ড বিধান করিলাম। বানররাজ! যে ব্যক্তি লোকবিরুদ্ধ ও লোক-মর্য্যাদার অতীত পথ অবলম্বন করে, বধদণ্ড ব্যতীত তাহার অন্য কোন উপযুক্ত নিগ্রহ দেখিতে পাই না। বালি! বিবেচনা করিয়া দেখ, আমি সদ্বংশীয় ক্ষত্রিয় সুতরাং দণ্ডাধিকারী; অতএব কিরূপে তোমার এই গুরুতর পাপ উপেক্ষা করিব। যে ব্যক্তি কামপ্রভাবে ঔরসী কন্যা, ভগিনী অথবা ভ্রাতৃবধূতে আসক্ত হয়, তাহাকে বধ করা ধর্ম্মসঙ্গত। মহাত্মা ভরত এক্ষণে ধর্ম্মতঃ রাজ্যপালনে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। যে ব্যক্তি ধর্ম্মভ্রষ্ট, তিনি তাহাদিগের উপযুক্ত দণ্ডবিধান করিয়া থাকেন। আমরাও তাঁহারই আদেশে পাপীদিগের দণ্ড-বিধানার্থ সর্ব্বত্র পর্য্যটন করিতেছি, সুতরাং তোমার প্রাণ-দণ্ড করা আমার পক্ষে অন্যায় না হইয়া কর্ত্তব্য কার্য্যই হইয়াছে।

বালি! তোমাকে বধ করিবার আমার আরও অনেক-গুলি কারণ আছে, ক্রমশঃ কহিতেছি, শ্রবণ কর। লক্ষ্মণের সহিত আমার যেরূপ সৌহার্দ্দ আছে, মহাত্মা সুগ্রীবের সহিতও তদ্রূপ। তিনি রাজ্য ও স্ত্রীলাভ উদ্দেশে আমার কার্য্যসাধনে প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, আমিও বানরগণের সমক্ষে তাঁহার সংকল্পসিদ্ধির জন্য প্রতিশ্রুত হইয়াছি। এক্ষণে মাদৃশ লোক প্রতিজ্ঞা করিয়া কিরূপে তাহা উপেক্ষা করিবে? কপিরাজ! আমি এই সকল ধর্ম্মানুগত মহৎ কারণেই তোমার সমুচিত দণ্ডবিধান করিলাম। যাঁহারা ধার্ম্মিক,

বয়স্যের উপকার করা তাঁহাদিগের অবশ্য কর্ত্তব্য। আরও তুমি যদি কিছুমাত্র ধর্ম্মের অপেক্ষা রাখিতে তাহা হইলে ইচ্ছাপূর্ব্বক দণ্ডগ্রহণ করাই তোমার উচিত ছিল। মহর্ষি মনু চরিত্রসংশোধক দুইটী শ্লোক লিখিয়াছেন। তিনি কহিয়াছেন, 'মনুষ্যেরা পাপাচরণ পূর্ব্বক রাজদণ্ড ভোগ করিলে নিষ্পাপ হয়েন এবং পুণ্যশীল সাধুর ন্যায় স্বর্গে গমন করিয়া থাকেন। পাপী ব্যক্তি নিগ্রহ বা মুক্তি উভয় প্রকারেই পাপশূন্য হয়, কিন্তু যে রাজা দণ্ডের পরিবর্ত্তে মুক্তি দিয়া থাকেন, পাপ তাঁহাকেই স্পর্শ করে।' বালি! বিবেচনা করিয়া দেখ, আমি তোমাকে দণ্ড প্রদান করিয়া পাপ হইতে মুক্ত হইয়াছি। কপিরাজ! পূর্ব্বে কোন এক বৌদ্ধ সন্ন্যাসী তোমারই অনুরূপ পাপকার্য্য করিয়াছিল; আমার পূর্ব্বপুরুষ আর্য্য মান্ধাতা তাহাকে উপযুক্ত দণ্ড প্রদান করেন। অন্যান্য মহীপালেরাও চিরকাল অসৎ ব্যক্তির শাসন করিয়া আসিতেছেন। রাজদণ্ড ব্যতীত পাপীর পাপ শান্তির জন্য প্রায়শ্চিত্তেরও বিধান আছে। তদ্দ্বারাও এককালে পাপ হইতে মুক্ত হওয়া যায়। এক্ষণে তুমি আর বৃথা পরিতাপ করিও না। আমি ধর্ম্মের অনুরোধেই তোমাকে বধ করিলাম। আমরা স্বাধীন নহি—ধর্ম্মেরই অধীন।

বানররাজ! আমার আরও কিছু বলিবার আছে; ক্রোধ করিও না, মনোযোগ পূর্ব্বক শ্রবণ কর। আমি তোমাকে প্রচ্ছন্নবধ করিয়া কিছুমাত্র ক্ষুণ্ণ নহি এবং তজ্জন্য পরিতাপও করি না। লোকে প্রচ্ছন্ন বা প্রকাশ্যভাবে থাকিয়া বাগুরা,

পাশ প্রভৃতি নানাবিধ কূট উপায় দ্বারা মৃগ ধরিয়া থাকে। মৃগ ভীতই হউক বা বিশ্বস্তই হউক, অন্যের সহিত বিবাদই করুক বা ধাবমানই হউক, সতর্কই হউক বা অসতর্কই হউক মাংসাশী মনুষ্যেরা যে তাহাকে বধ করে তাহাতে অণুমাত্রও দোষ নাই। দেখ, ধর্ম্মশীল রাজর্ষিগণও মৃগয়া করিতে সঙ্কুচিত হন্ না। কপিরাজ! তুমি শাখামৃগ, সুতরাং যুদ্ধ কর বা নাই কর আমি তোমাকে মৃগয়াচ্ছলে বধ করিতে পারি। বীর! রাজা, প্রজাদিগকে ধর্ম্ম, শুভ ও জীবন সমস্তই প্রদান করিয়া থাকেন। রাজা দেবতা, মনুষ্যরূপে পৃথিবীতে বিচরণ করিতেছেন। তাঁহার হিংসা, নিন্দা বা অবমাননা করা অথবা তাঁহাকে কটুবাক্য বলা কদাচ উচিত নহে। আমি কুলক্রমাগত ধর্ম্ম প্রতিপালন করিলাম, কিন্তু তুমি না বুঝিয়া আমাকে অকারণ দোষী করিলে।”

রামচন্দ্রের এই বাক্যে বালীর দিব্যজ্ঞান লাভ হইল। সাধুদিগের সূক্ষ্মধর্ম্ম হৃদয়ঙ্গম হওয়াতে তিনি রামচন্দ্রকে নির্দ্দোষ বলিয়া জানিতে পারিলেন এবং তাঁহার প্রতি কটূক্তির কথা স্মরণ করিয়া যারপরনাই ব্যথিত হইলেন। অনন্তর তাঁহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কৃতাঞ্জলিপুটে কহিতে লাগিলেন, “রাম! তুমি যাহা কহিলে তাহা সমস্তই সত্য তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। তুমি উৎকৃষ্ট, আমি অপকৃষ্ট হইয়া কিরূপে তোমার কথার উত্তর দিব? যাহা হউক আমি ইতিপূর্ব্বে তোমাকে প্রমাদ বশতঃ যে সমস্ত অপ্রিয় কথা বলিয়াছি, তাহা নিজগুণে ক্ষমা করিবে। তুমি ধর্ম্মজ্ঞ ও প্রজাদিগের হিতসাধনে তৎপর; পাপ,

প্রমাণ ও দণ্ডবিধান বিষয়ে তোমার অনশ্বর বুদ্ধি নিয়তই প্রসন্ন। আমি অধার্ম্মিকের অগ্রগণ্য; দেব এক্ষণে ধর্ম্মসঙ্গত কিঞ্চিৎ উপদেশ দিয়া আমাকে রক্ষা কর।”

ঐ সময়ে বালীর কণ্ঠরোধ হইয়া আসিল; স্বর ক্রমশঃ কাতর হইতে লাগিল। তিনি পঙ্কমগ্ন হস্তীর ন্যায় মৃতপ্রায় হইয়া রামচন্দ্রকে নিরীক্ষণ পূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন, “রাম! আমি আমার জন্য কিছুমাত্র দুঃখিত নহি, তারার জন্যও শোকাকুল নহি এবং বান্ধবদিগের জন্যও কিছুমাত্র চিন্তিত নহি। এক্ষণে কেবল স্বর্ণাঙ্গদশোভী গুণবান পুত্র অঙ্গদের চিন্তাই আমাকে ব্যাকুল করিয়া তুলিতেছে। রাম! আমি বাল্যাবধি তাহাকে লালনপালন করিয়াছি, এক্ষণে বৎস আমাকে না দেখিতে পাইলে শোকে জলাশয়ের ন্যায় শুষ্ক হইয়া যাইবে। রাম! অঙ্গদ আমার একমাত্র পুত্র ও অত্যন্ত প্রিয়। আহা! সে বালক, এখন পর্য্যন্তও তাহার বুদ্ধির পরিণতি হয় নাই; এক্ষণে তুমি তাহাকে রক্ষা করিও। সুগ্রীব ও অঙ্গদের প্রতি তোমার যেন সুমতি থাকে। অতঃপর তুমিই তাহাদের কার্য্যে রক্ষক ও অকার্য্যে প্রতিষেধক হইলে। তুমি, ভরত ও লক্ষ্মণকে যেরূপ দেখ, ইহাদিগকেও সেইরূপ দেখিও। রাম! অনাথিনী তারা আমার জন্য সুগ্রীবের নিকট অপরাধিনী আছেন, দেখিও সুগ্রীব যেন রাজ্যপ্রাপ্ত হইয়া তাঁহার অবমাননা না করে। রাম! যে ব্যক্তি তোমার বশম্বদ হয়, সে তোমার প্রসাদে রাজ্য ও পৃথিবী শাসন করিতে সমর্থ হয়, এমন কি স্বর্গও তাহার পক্ষে সুলভ হইয়া থাকে। এক্ষণে তোমার অনুগ্রহে সুগ্রীব

সুখে রাজ্যপালন করুক। রাম! তোমার হস্তে মৃত্যু আমার ন্যায় লোকের প্রার্থনীয়। জানিলাম পাপীর অগ্রগণ্য হইলেও আমার আজ সদ্গতি হইবে, নতুবা তারা বারম্বার নিষেধ করিলেও সুগ্রীবের সহিত দ্বন্দ্বযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইব কেন?

তখন রামচন্দ্র বালীকে সংশয়শূন্য দেখিয়া সাধুসম্মত ধর্ম্মানুগত বাক্যে আশ্বাসপ্রদান পূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন, "কপিরাজ! তুমি আমাকে দোষী বোধ করিও না এবং অকারণ আপনাকেও অপরাধী বিবেচনা করিও না। আমরা তোমা অপেক্ষা ধর্ম্মের সূক্ষ্ম মর্ম্ম অনুধাবন করিয়াছি সুতরাং যাহা কহিতেছি শ্রবণ কর। যে ব্যক্তি দণ্ডার্হকে দণ্ডপ্রদান করে এবং যে দণ্ডপ্রাপ্ত হয় তাহারা উভয়েই, আর পাপদ্বারা আক্রান্ত হয় না। এক্ষণে তুমি এই দণ্ডপ্রাপ্ত হইয়া নিষ্পাপ হইয়াছ। অতঃপর ভয়, শোক ও মোহ দূর কর। অঙ্গদের জন্য কিছুমাত্র চিন্তিত হইও না। সে যেমন তোমার নিকট প্রতিপালিত হইয়াছিল, আমার নিকটও তদ্রূপ হইবে। সুগ্রীবও তাহাকে অবশ্যই স্নেহনয়নে দেখিবে।"

বালী রণবিজয়ী সুগ্রীবের এই সুমধুর বাক্য শ্রবণ করিয়া যুক্তিযুক্ত বাক্যে কহিলেন, "রাম! আমি শরপীড়িত ও হতজ্ঞান হইয়া অজানত যাহা কহিয়াছিলাম তজ্জন্য ক্ষমা কর।"

বালীর সর্ব্বাঙ্গ বৃক্ষ ও প্রস্তরাঘাতে ছিন্নভিন্ন। তিনি রামচন্দ্রের শরাঘাতে অত্যন্ত কাতর হইয়া মৃত্যুযন্ত্রণা ভোগ করিতে লাগিলেন।

ঊনবিংশ সর্গ।

যুদ্ধস্থলে তারার আগমন।

এদিকে তারা "রামের প্রাণান্তকর শরে বালীর মৃত্যু হইয়াছে" এই নিদারুণ বাক্য শ্রবণ করিলেন। তিনি এই অপ্রিয় সংবাদ শ্রবণমাত্র শোকে বিহ্বলা হইয়া উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে করিতে অঙ্গদকে ক্রোড়ে লইয়া পুরী হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। পথিমধ্যে দেখিলেন, অঙ্গদের সহচর মহাবল বানরেরা রণস্থলে ধনুর্ধারী রামচন্দ্রকে নিরীক্ষণ করিয়া চকিতমনে পলায়ন করিতেছে। যূথপতি বিনষ্ট হইলে, মৃগগণ যেরূপ যূথভ্রষ্ট হইয়া যায়, বানরগণও সেইরূপ ছিন্নভিন্ন হইয়া গিয়াছে। তারা তাহাদিগকে দেখিয়া সকাতরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "বানরগণ! তোমরা যে রাজাধিরাজের অগ্রে অগ্রে গিয়াছিলে, আজ তাঁহাকে ত্যাগ করিয়া কেন এরূপ দুরবস্থায় ভীতমনে পলায়ন করিতেছ? শুনিলাম বিশ্বাসঘাতক সুগ্রীব রাজ্যের জন্য রামের সাহায্য প্রার্থনা করিয়াছিল। রাম দূর হইতে শর নিক্ষেপ পূর্ব্বক বালীর প্রাণসংহার করিয়াছেন; রাম ত এখন দূরে আছেন, তবে তোমরা কিজন্য সুগ্রীবের বিশ্বাসঘাতকতার প্রতিশোধ না লইয়া ভীতমনে ফিরিয়া আসিলে?"

তারার এই কথা শুনিয়া বানরগণ একবাক্যে কহিতে লাগিল, "মহিষি! এখনও তোমার পুত্র জীবিত আছেন,

এখনও ফিরিয়া চল এবং অঙ্গদকে রক্ষা কর। স্বয়ং যম, রামরূপ ধারণ করিয়া বালীকে বধ করিয়া লইয়া যাইতেছে। রামচন্দ্রের শর সকল অতি ভীষণ। উহা প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বৃক্ষ ও বৃহৎ শিলাখণ্ড সকলও বিদ্ধ করিয়াছে। মহাবীর ঐ বজ্রতুল্য শরে যেন বজ্রদ্বারাই নিহত হইয়াছেন। ইন্দ্র-প্রভাব বালী বিনষ্ট হওয়াতে এই বানরসৈন্য ভয়ে অভিভূত হইয়া পলায়ন করিতেছে। অতঃপর বীরগণ দ্বারা কিষ্কিন্ধা রক্ষার্থ যত্নবান হউন এবং অঙ্গদকে রাজ্যে অভিষেক করুন্। বালীর পুত্র রাজা হইলে বানরমাত্রেই অবশ্য তাঁহার অনুগত হইবে। অথবা মহিষি! আমাদিগের মতে আপনার আর কিষ্কিন্ধায় অবস্থিতি করা উচিত নয়। এক্ষণে সুগ্রীব, হনূমান প্রভৃতি বানরেরা অবিলম্বে দুর্গে প্রবেশ করিবে। পূর্ব্বে আমরা তাহাদিগকে উৎপীড়ন করিয়াছিলাম সুতরাং তাহাদের হইতে, আমাদের বিশেষ ভয়ের সম্ভাবনা।

মনস্বিনী তারা বানরদিগের এই কথা শ্রবণ করিয়া অনুরূপ বাক্যে কহিতে লাগিলেন, "কপিগণ! আমার স্বামী বানররাজ যখন প্রাণত্যাগ করিয়াছেন, তখন আর আমার পুত্রে প্রয়োজন কি? রাজ্যেই বা আবশ্যক কি? প্রাণধারণ করিয়াই বা ফল কি? যে মহাত্মা আজ রামচন্দ্রের শরে বিনষ্ট হইয়াছেন, আমি তাঁহারই চরণে শরণ লইব। এই বলিয়া তারা শোকে বিহ্বলা হইয়া দুঃখভরে বক্ষে ও মস্তকে করাঘাত পূর্ব্বক উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে করিতে ধাবমান হইলেন। তিনি যুদ্ধক্ষেত্রে উপনীত হইয়া দেখিলেন যিনি এককালে ভীমপরাক্রম বানরগণকে অনায়াসে বিনাশ করিয়া-

ছিলেন, যিনি অবলীলাক্রমে প্রকাণ্ড পর্ব্বত সকল নিক্ষেপ করিতে পারিতেন, যিনি বায়ুর ন্যায় অপ্রতিহত গতিতে যুদ্ধস্থলে প্রবেশ করিতেন, যাঁহার ভয়ঙ্কর সিংহনাদ শ্রবণ করিলে বিপক্ষের প্রাণ শুষ্ক হইয়া যাইত, সেই ইন্দ্রতুল্য পরাক্রমশালী মহাবীর বালী একমাত্র শরে গতপ্রাণ হইয়া, রণস্থলে শয়ান আছেন; যেন মৃগরাজ সিংহ মাংসলোলুপ ব্যাঘ্র দ্বারা বিনষ্ট হইয়াছে; যেন মেঘ জলধারা বর্ষণ করিয়া প্রশান্ত হইয়াছে, যেন বেদীপতাকা পরিশোভিত চতুষ্পথবর্ত্তী বল্মীক গরুড়ের দ্বারা সর্প ভক্ষণার্থ উন্মথিত হইয়াছে। পতিশোকবিধুরা তারা আরও দেখিলেন, অদূরে রামচন্দ্র এক প্রকাণ্ড শরাসনে দেহভার অর্পণ পূর্ব্বক সুগ্রীব ও লক্ষ্মণের সহিত দণ্ডায়মান আছেন। তারা তাঁহাদিগকে অতিক্রম করিয়া বেগে বালীর সন্নিহিত হইলেন এবং তাঁহাকে ধরাতলে লুণ্ঠিত দেখিয়া শোকভরে মূর্চ্ছিত ও ভূতলে পতিতা হইলেন। কিয়ৎকাল পরে বানরমহিষী, "আর্য্যপুত্র" এই বলিয়া যেন নিদ্রা হইতে উত্থিত হইলেন এবং স্বামীর মৃতদেহ সম্মুখে নিরীক্ষণ করিয়া অপার শোকসিন্ধুতে নিমগ্ন হইলেন এবং দীনস্বরে বিলাপ ও রোদন করিতে লাগিলেন।

তৎকালে সুগ্রীব তারাকে কুররীর ন্যায় রোরুদ্যমানা এবং অঙ্গদকে উপস্থিত দেখিয়া যারপরনাই লজ্জিত, দুঃখিত ও বিষণ্ণ হইলেন।

বিংশ সর্গ।

তারার বিলাপ।

অনন্তর শোকার্ত্তা তারা পর্ব্বতপ্রমাণ মাতঙ্গতুল্য বালীকে রামচন্দ্রের প্রাণান্তকর শরে নিহত ও উন্মূলিত বৃক্ষের ন্যায় ভূতলে পতিত দেখিয়া তাঁহাকে আলিঙ্গন পূর্ব্বক শোকভরে কাতরবচনে বিলাপ ও পরিতাপ করিতে করিতে কহিতে লাগিলেন, "বীর! তুমি আজ অধিনীর সহিত বাক্যালাপ করিতেছ না কেন? নাথ! আমি ত শ্রীচরণে কোন অপরাধ করি নাই, তবে কেন হতভাগিনীর প্রতি এত রুষ্ট হইলে? উঠ, উৎকৃষ্ট শয্যায় গিয়া শয়ন কর; তোমার ন্যায় মহী-পালের কি ভূতলে শয়ন শোভা পায়? প্রাণনাথ! তুমি বুঝি আমা অপেক্ষা পৃথিবীকে অধিক ভাল বাস, নতুবা আমায় ছাড়িয়া দেহান্তেও ইহাকে আলিঙ্গন করিবে কেন? বীর! আজ বুঝি ধর্ম্মযুদ্ধে দেহত্যাগ করিয়া নিশ্চয়ই স্বর্গে কিষ্কিন্ধা অপেক্ষা কোন রমণীয় পুরী নির্ম্মাণ করিয়া থাকিবে, নতুবা কিরূপে ইহার মমতা পরিত্যাগ করিলে। নাথ! তুমি মধুগন্ধী অরণ্যমধ্যে আমাদিগকে লইয়া যে নানারূপ বিহার করিতে, এক্ষণে জন্মের মত সে সমস্ত ফুরাইল! তুমি আমাকে নানারূপ মধুরবাক্যে কত আদর করিতে, এক্ষণে আমি তোমার বিরহে নিরাশ, নিরানন্দ ও শোকসাগরে নিমগ্ন হইয়াছি তাহার কিছুই জানিতেছ না। হায়! আজ

জানিলাম আমার হৃদয় অতি কঠিন যে তোমাকে ধূলায় ধূসরিত দেখিয়াও উহা শতধা বিদীর্ণ হইল না। বীর! তুমি সুগ্রীবের পত্নী অপহরণ করিয়াছ এবং সেই মহাবীরকে রাজ্য হইতে দূর করিয়া দিয়াছ, আজ কি সেই পাপের পরিণাম উপস্থিত হইল? আমি তোমার শুভাকাঙ্ক্ষিণী, তোমার হিতেচ্ছায় যাহা বলিলাম তুমি মোহবশতঃ তাহাতে উপেক্ষা করিলে। অথবা জানিলাম কালই তোমাকে বিনাশ করিল। তুমি অন্যের আয়ত্ত না হইলেও নিদারুণ কাল তোমাকে বলপূর্ব্বক সুগ্রীবের নিকট লইয়া আসিল। হায়! শুনিয়াছিলাম রাম অতি ধর্ম্মশীল। তুমি অপরের সহিত যুদ্ধ করিতেছিলে এমন সময়ে যে তিনি তোমাকে দূর হইতে বধরূপ গর্হিত আচরণ করিয়া আমার সর্ব্বনাশ করিবেন তাহা স্বপ্নেও জানিতাম না। নাথ! তুমি এতক্ষণ রূপযৌবনগর্ব্বিত রসালাপচতুর অপ্সরাদিগের মন উন্মত্ত করিয়া তুলিয়াছ, কিন্তু যে তারাকে এত ভালবাসিতে তাহাকে যে এক্ষণে অন্যের মুখ অপেক্ষা করিয়া অনাথার ন্যায় বৈধব্যযন্ত্রণা সহ্য করিতে হইবে তাহা ত একবার ভাবিলে না? বৎস অঙ্গদ অতিশয় সুকুমার ও চিরকাল সুখে প্রতিপালিত; জানি না এক্ষণে বৎসকে ক্রুদ্ধ পিতৃব্যের আশ্রয়ে থাকিয়া কতই কষ্ট ভোগ করিতে হইবে। অঙ্গদ! তোমার ধর্ম্মবৎসল পিতা জন্মের মত চলিলেন, এই সময়ে উহাঁকে একবার ভাল করিয়া দেখিয়া লও। নাথ! তুমি প্রবাসে চলিলে এক্ষণে অঙ্গদের মস্তক আঘ্রাণ পূর্ব্বক প্রবোধ দাও এবং আমাকেও যাহা বলিবার থাকে বল। বীর! তোমাকে

বধ করিয়া রামের একটী মহৎ কার্য্য সাধিত হইল। তিনি বন্ধুর প্রতিজ্ঞা হইতে মুক্ত হইলেন। সুগ্রীব! তুমি ও ধন্য! তোমার শত্রুনিপাত হইয়াছে এক্ষণে তোমার মনস্কামনা পূর্ণ হইল। তুমি রুমাকে লইয়া সুখে নিরুদ্বেগে রাজ্য-ভোগ কর।

নাথ! আমি তোমার চির অধিনী, এত করুণভাবে বিলাপ করিতেছি, তথাপি কেন আমার সহিত সম্ভাষণ করিতেছ না? না হয় আমিই তোমার নিকট অপরাধিনী হইয়াছি, তোমার এই সমস্ত সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী পত্নী নিরাশ্রয়া হইয়া ক্রন্দন করিতেছে। একবার ইহাদের প্রতি কটাক্ষ-পাত কর।"

এই বলিয়া তারা উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। তদ্দর্শনে অন্যান্য বানরীগণও অঙ্গদকে বেষ্টন করিয়া হাহা-কার শব্দে চতুর্দ্দিক পূর্ণপরি করিয়া তুলিল।

কিয়ৎকাল পরে তারা করুণস্বরে পুনরায় কহিতে লাগি-লেন, "নাথ! অঙ্গদ অতি শিশু, তুমি ইহাকে ফেলিয়া চিরদিনের মত প্রবাসে যাইও না। বীর! আমি যদি কখন তোমার অপ্রিয় আচরণ করিয়া থাকি, তবে চরণে ধরি, ক্ষমা কর।"

এই বলিয়া তারা বানরীগণের সহিত রোদন করিতে করিতে অনাহারে প্রাণত্যাগের সঙ্কল্প করিলেন।

একবিংশ সর্গ।

তারাকে হনূমানের প্রবোধ দান।

অনন্তর যূথপতি হনূমান তারাকে গগনচ্যুত তারকার ন্যায় প্রভাশূন্য ও ভূতলে নিপতিত দেখিয়া মৃদুবাক্যে সান্ত্বনা করতঃ কহিতে লাগিলেন, "মহিষি! অনর্থক ক্রন্দন করিও না, শান্ত হও। জীবগণ স্বীয় গুণ বা দোষে পুণ্য বা পাপজনক যে যে কার্য্য করে দেহান্তে নিজেই তাহার ফলভোগ করিয়া থাকে। অতএব নিজের জন্য চিন্তা কর। তুমি নিজেই শোচনীয়, আবার কোন্ শোচনীয় ব্যক্তির জন্য শোক করিতেছ? তুমি নিজেই দীন আবার কোন্ দীনের প্রতি অনুকম্পা প্রকাশ করিতেছ? জানি না, এই জলবুদ্বুদ তুল্য দেহে কে কাহার জন্য দুঃখ প্রকাশ করিতে পারে। মহিষি! তোমার পুত্র অঙ্গদ জীবিত রহিয়াছেন, এক্ষণে ইহাঁকে দেখ এবং বালীর দেহান্তে কি কর্ত্তব্য তাহাই চিন্তা কর। এই সংসারে জীবমাত্রেরই মৃত্যু অবশ্য-ম্ভাবী সুতরাং তজ্জন্য শোক প্রকাশ না করিয়া অতঃপর যাহা শুভ তাহাই কর। যাঁহার অধীনে সহস্র সহস্র বানর নানা আশয়ে কালযাপন করিত আজ তিনি কালপ্রাপ্ত হইয়াছেন। দেবি! মহারাজ বালী নীতিনির্দ্দিষ্ট প্রণালী-ক্রমে রাজকার্য্যের অনুষ্ঠান করিতেন এবং সাম, দান, ক্ষমা প্রভৃতি রাজগুণে ভূষিত ছিলেন। তিনি দেহান্তে অবশ্যই

উৎকৃষ্ট গতি প্রাপ্ত হইয়াছেন, সুতরাং তাঁহার জন্য শোক করা কর্ত্তব্য নহে। এক্ষণে এই সকল আশ্রিত বানর, এই অঙ্গদ এবং এই বিস্তৃত কপিরাজ্য সমস্ত তোমারই। দেবি! দেখ, সুগ্রীব ও অঙ্গদ অত্যন্ত শোকাকুল হইয়াছেন, তুমি ইহাদিগকে বালীর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার জন্য নিয়োগ কর। লোকে যে জন্য পুত্র কামনা করিয়া থাকে এক্ষণে সেই কার্য্য উপস্থিত; অঙ্গদ তাহার অনুষ্ঠান করুক। অতঃপর তোমার পুত্র তোমার মতে থাকিয়া রাজ্যশাসন করিবে। মহিষি! তুমি অঙ্গদকে সিংহাসনে উপবেশন পূর্ব্বক বানর-রাজ্য শাসন করিতে দেখিলে অবশ্যই সুখী হইবে।"

ভর্ত্তৃশোকবিধুরা তারা হনূমানের এই প্রবোধ বাক্য শ্রবণ করিয়া কাতরবচনে কহিলেন, "আমি অঙ্গদের মত শত পুত্রও চাহি না। এক্ষণে এই মৃতবীরের সহমরণই আমার পক্ষে শ্রেয়ঃ। কপিরাজ্য গ্রহণ বা অঙ্গদের অভিষেকে আর আমার কি প্রভুত্ব আছে? সুগ্রীব অঙ্গদের পিতৃব্য সুতরাং এক্ষণে এ বিষয়ে তাঁহারই সম্পূর্ণ অধিকার। আমি যে নিজে অঙ্গদকে রাজ্য দিব ইহা কদাপি মনে করিও না। পুত্রের পক্ষে পিতাই প্রভু, মাতা নহে। এক্ষণে স্বামীর সহিত সহমরণ ব্যতীত আমার পক্ষে ঐহিক ও পার-ত্রিক শুভ আর কিছুই নাই।"

দ্বাবিংশ সর্গ।

মৃত্যুকালে বালীর সুগ্রীবকে অনুনয়।

ঐ সময়ে বালী মৃতকল্প হইয়া অল্প অল্প নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক ইতস্ততঃ দৃষ্টিপাত করিতেছিলেন, দেখিলেন সম্মুখে সুগ্রীব দণ্ডায়মান। তিনি বিজয়ী ভ্রাতাকে স্পষ্টবাক্যে সম্ভাষণ করিয়া সস্নেহে কহিতে লাগিলেন, "ভাই! আমি পাপমোহে বলপূর্ব্বক আকৃষ্ট হইয়া তোমার প্রতি কত অত্যাচার করিয়াছি, এক্ষণে আমার সে সমস্ত অপরাধ লইও না। সুগ্রীব! বিধাতা আমাদের ভাগ্যে ভ্রাতৃ-সৌহার্দ্দ এবং এককালে রাজ্যসুখভোগের কথা লিখেন নাই, নতুবা এরূপ ঘটিবে কেন? যাহা হউক তুমি আজ অবধি এই বনবাসীদিগের শাসনভার গ্রহণ কর; আমি জন্মের মত চলিলাম—জীবন, বিস্তৃত রাজ্য, শ্রী এবং নির্ম্মল যশ আজ সমস্তই চিরদিনের মত পরিত্যাগ করিলাম। ভাই! আমার এক্ষণে কিছু ব্যক্তব্য আছে তাহা কষ্টদায়ক হইলেও তোমাকে করিতে হইবে। সুগ্রীব! চাহিয়া দেখ, আমার প্রাণাধিক অঙ্গদ ধূলায় ধূসরিত হইয়া ক্রন্দন করিতেছে। ভাইরে! আমি অঙ্গদকে প্রাণ অপেক্ষাও ভালবাসিতাম। সে অতি বালক, সুখভোগের উপযুক্ত এবং চিরকাল সুখে প্রতিপালিত হইয়া আসিয়াছে, দেখিও পিতৃহীন হইয়া তাহার যেন কোন কষ্ট না হয়। অঙ্গদ যখন যাহা চাহিবে

তুমি পুত্র নির্ব্বিশেষে তখনই উহাকে তাহাই দিও। আজ অবধি তুমিই উহার রক্ষক, পিতা ও দাতা হইলে। অতঃপর ভয় উপস্থিত হইলে তুমিই আমার ন্যায় অঙ্গদকে অভয় দান করিবে। এই শ্রীমান তোমার তুল্য পরাক্রমশালী এবং রাক্ষসবধে তোমার অগ্রসর হইবে। এই তেজস্বী যুবক রণস্থলে বিক্রম প্রকাশ পূর্ব্বক কালে আমারই অনুরূপ কার্য্য করিবে। সুষেণদুহিতা তারা সূক্ষ্মার্থ নির্ণয় করিতে এবং বিপদে সৎপরামর্শ দিতে অতিশয় বিচক্ষণা। ইনি যাহা শ্রেয়ঃ বলিবেন, নিঃসংশয়ে তাহার অনুষ্ঠান করিবে। আমি দেখিয়াছি ইহাঁর মত কদাচ অন্যথা হয় না। তুমি অতঃপর অবিচারিতমনে রামচন্দ্রের কার্য্য অনুষ্ঠান করিও। নতুবা প্রতিজ্ঞাভঙ্গ নিবন্ধন ঘোর অধর্ম্ম হইবে, আরও রামচন্দ্র অপমানিত হইলে, নিশ্চয়ই তোমার অনিষ্ট করিবেন। ভাই! আমি আর কিছু বলিতে পারিতেছি না। এক্ষণে তুমি এই দিব্য স্বর্ণহার কণ্ঠে ধারণ কর, ইহাতে জয়শ্রী সর্ব্বদা বিরাজমান। কিন্তু আমার প্রাণবিয়োগ হইলে শবস্পর্শ নিবন্ধন ইহার সে শ্রী বিলুপ্ত হইবে।”

বালী ভ্রাতৃস্নেহবশতঃ এইরূপ বলিলে, সুগ্রীবের বৈরানল দূর হইল। তিনি জয়লাভের হর্ষ পরিত্যাগ করিয়া সহসা রাহুগ্রস্ত শশধরের মলিন হইয়া উঠিলেন এবং ভ্রাতৃদত্ত সেই স্বর্ণহার গ্রহণ করিয়া নিতান্ত বিষণ্ণবদনে জ্যেষ্ঠের তৎকালোচিত শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন।

অনন্তর বালী মৃত্যু আসন্ন দেখিয়া সন্নিহিত অঙ্গদকে স্নেহভরে কহিতে লাগিলেন, “বৎস! আমি চলিলাম,

এক্ষণে যাহা বলিতেছি মনোযোগ পূর্ব্বক শ্রবণ কর। অতঃপর তুমি দেশ, কাল, পাত্র বিবেচনা করিয়া চলিবে, ইষ্ট ও অনিষ্টে উপেক্ষা এবং সুখ দুঃখ সহ্য করিয়া সর্ব্বদা তোমার পিতৃব্যের অনুগত হইয়া থাকিবে। আমি এতকাল বহু কষ্টে তোমায় লালনপালন করিয়াছি, এক্ষণে তোমার সেবার সময় উপস্থিত। সুতরাং সেবার ব্যতিক্রম ঘটিলে সুগ্রীব তোমার সমাদর করিবেন না। যাহারা সুগ্রীবের শত্রু তুমি তাহাদের হইতে দূরে থাকিও এবং ইন্দ্রিয়নিরোধ পূর্ব্বক একান্ত বশ্যভাবে সর্ব্বদা রাজার প্রিয়কার্য্য সাধন করিও। রাজার সহিত অতিশয় প্রণয় বা অপ্রণয় করিও না, এই উভয়ই দোষের, অতএব ইহার মধ্যপথ অবলম্বন করিয়া চলিবে।"

এই বলিতে বলিতে বালীর নেত্রদ্বয় উদ্বর্ত্তিত হইয়া গেল। বিকট দন্ত শ্রেণীবিবৃত হইয়া পড়িল, তিনি ভীষণ শর প্রহারে যারপরনাই কাতর হইয়া প্রাণত্যাগ করিলেন।

এদিকে বানরগণ যূথপতির মৃত্যু হইল দেখিয়া হাহাকার শব্দে বিলাপ ও ক্রন্দন করিতে লাগিল এবং সজলনয়নে পরস্পরকে কহিতে লাগিল, 'হায়! কপিরাজ স্বর্গারোহণ করিলেন, আজ কিষ্কিন্ধা অন্ধকার হইল; বন, পর্ব্বত ও উদ্যান সমুদয় শূন্য হইল এবং আমরাও প্রভাশূন্য হইয়া গেলাম। কালের কি আশ্চর্য্য প্রভাব! যে মহাবীর দিবা-রাত্রি অবিশ্রান্ত পঞ্চদশবর্ষ যুদ্ধ করিয়া ষোড়শবর্ষে গোলভ নামক দুর্ব্বিনীত গন্ধর্ব্বকে বিনাশ ও আমাদিগকে অভয় দান করিয়াছিলেন তাঁহাকে যে একদিন এইরূপে ভূমিতে শয়ন

করিতে হইবে তাহা কে ভাবিয়াছিল!” বানরেরা এইরূপে বহুবিধ বিলাপ ও ক্রন্দন করিতে লাগিল এবং বৃষ বিনষ্ট হইলে সিংহসঙ্কুল মহাবনে বন্য-গো সকল যেরূপ ভীত হয় বালীর বিনাশে বানরেরাও সেইরূপ ভীত হইয়া উঠিল।

এদিকে মহিষী তারা মৃত পতির মুখ নিরীক্ষণ করিয়া অপার শোকসাগরে নিমগ্না হইলেন এবং আশ্রিতা লতা যেরূপ ছিন্নতরুকেও আশ্রয় করিয়া থাকে তদ্রূপ বালীকে আলিঙ্গন পূর্ব্বক ধরাতলে শয়ন করিয়া উচ্চৈঃস্বরে রোদন ও বিলাপ করিতে লাগিলেন।

ত্রয়োবিংশ সর্গ।

তারার বিলাপ।

অনন্তর তারা মৃতপতির মুখ আঘ্রাণ করিয়া ক্রন্দন করিতে করিতে কহিতে লাগিলেন, “নাথ! আমি তোমাকে বারম্বার নিষেধ করিলাম, আমার কথা না শুনিয়া এই প্রস্তর খণ্ডপূর্ণ ক্লেশকর বন্ধুর ভূমিতে আসিয়া শয়ন করিয়াছ। ইহাতে বোধ হয় তুমি আমা অপেক্ষা বসুন্ধরাকেই অধিক ভালবাস। নতুবা উহাকে আলিঙ্গন করিয়া আছ কিন্তু আমি এত কাতর ভাবে বিলাপ ও আর্ত্তনাদ করিতেছি, তথাপি আমার সহিত

সম্ভাষণ করিতেছ না কেন? বীর! জানিলাম বিধাতা তোমার প্রতি বড়ই প্রতিকূল, নতুবা রামচন্দ্র নির্ব্বোধের ন্যায় তোমাকে ছাড়িয়া সুগ্রীবের সাহায্য প্রার্থনা করিবেন কেন? নাথ! যেসকল ঋক্ষ ও বানরেরা সর্ব্বদা তোমার সেবা করিত ঐ দেখ, তাহারা বিলাপ করিতেছে, অঙ্গদ ধূলায় ধূসরিত হইয়া নয়নজলে ভাসিতেছে এবং আমিও অনবরত ক্রন্দন করিতেছি; নাথ! ইহাতেও কি তোমার নিদ্রাভঙ্গ হইল না? উঠ, তুমি পূর্ব্বে যে বীরশয্যায় শত্রুদিগকে শয়ন করাইতে, সেখানে স্বয়ং শয়ন করা শোভা পায়? প্রিয়তম! তুমি বীর এবং পবিত্রবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছ; এ অধিনীকে অনাথিনী করিয়া যাওয়া কি তোমার উচিত? হায়! অতঃপর যেন আর কেহ বীরপুরুষকে কন্যাদান না করে। মহাবীর বালীর পত্নী হইয়াও আজ আমাকে বৈধব্য-যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইল। আজ আমার গৌরব দূর হইল এবং আমাকে অপার শোকসাগরে নিমগ্ন হইতে হইল। আমার হৃদয় নিশ্চয়ই বজ্রের ন্যায় কঠিন যে প্রাণ-কান্তের এই অবস্থা স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়াও শতধা বিদীর্ণ হইল না। হায়! যে স্ত্রীলোকের স্বামী নাই, পুত্র, ধন, ঐশ্বর্য্য থাকিলেও এ জগতে তাহার কিছুই নাই। নাথ! উঠ, আর এ অধীনীকে কষ্ট দিও না।” এই বলিয়া তারা উচ্চৈঃস্বরে বিলাপ ও ক্রন্দন করিতে লাগিলেন।

অনন্তর নল বালীর গাত্র হইতে গিরিগুহাপ্রবিষ্ট ভীষণ সর্পের ন্যায় সেই শর উদ্ধার করিয়া দিলেন! উহা শোণিতাক্ত হওয়াতে যেন অস্তগামী সূর্য্যের রশ্মিজালে

রঞ্জিত হইয়াই শোভা পাইতে লাগিল। এদিকে শর উদ্ধার করিবামাত্র বালীর বক্ষঃস্থল হইতে অনর্গল রুধিরধারা প্রবাহিত হইতে লাগিল। তৎকালে বোধ হইতে লাগিল যেন শৈলপার্শ্ব হইতে গৈরিকমিশ্রিত জলধারা নির্গত হইতেছে। বালীর সর্ব্বাঙ্গ রণভূমির ধূলিজালে আচ্ছন্ন; শোকাকুলা তারা স্নেহভরে তাহা মার্জ্জনা করিয়া অশ্রুজলে তদীয় শোণিতাক্ত শরীর অভিষেক করিতে করিতে পুত্র অঙ্গদকে কহিলেন, "অঙ্গদ! তোমার পিতার অন্তিমকাল উপস্থিত, এই সূর্য্যের ন্যায় তেজস্বী মহাবীর আজ লোকান্তরে চলিলেন। তুমি ইহাঁকে অভিবাদন কর।"

তখন অঙ্গদ আপনার নামোল্লেখ পূর্ব্বক ক্রন্দন করিতে করিতে ভক্তিভাবে পিতার চরণে প্রণাম করিলেন। তদ্দর্শনে তারাও রোদন করিতে করিতে কহিলেন, "নাথ! তোমার প্রিয় অঙ্গদ প্রণাম করিতেছে উঠিয়া আশীর্ব্বাদ কর। বীর! অন্য দিন অঙ্গদ প্রণাম করিলে তুমি তৎক্ষণাৎ 'দীর্ঘায়ু হও' বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিতে, আজ কিজন্য মৌনাবলম্বন করিয়া রহিলে?

নাথ! সিংহনিহত বৃষের সমীপে যেরূপে সবৎসা গাভী বিলাপ করে সেইরূপ আমিও পুত্রের সহিত তোমার নিকট ক্রন্দন করিতেছি উঠিয়া আমাদিগকে সান্ত্বনা কর। বীর! তুমি রণযজ্ঞে দীক্ষিত হইয়াছিলে, কিন্তু আমি তোমার ধর্ম্মপত্নী, আমাকে পরিত্যাগ করিয়া কিরূপে একাকী যজ্ঞান্তে রামের অস্ত্রজলে স্নান করিলে? নাথ! দেবরাজ সংগ্রামে সন্তুষ্ট হইয়া তোমাকে যে মাল্য প্রদান করিয়াছিলেন তাহা

কোথায়? বীর! সূর্য্যদেব অস্তগত হইলেও যেমন তদীয় প্রভা অস্তাচল পরিত্যাগ করে না, তদ্রূপ তোমার প্রাণ বহির্গত হইলেও রাজশ্রী তোমায় পরিত্যাগ করে নাই।

হায় নাথ! আমি তোমাকে তখন অনেক নিষেধ করিয়াছিলাম কিন্তু তুমি আমার হিতবাক্যে উপেক্ষা করিলে। এক্ষণে তোমার মৃত্যুতে আমিও নিহত হইলাম, বৎস অঙ্গদকেও চিরদিনের মত অনাথ হইতে হইল।"

চতুর্ব্বিংশ সর্গ।

সুগ্রীবের অনুতাপ।

মহিষী তারা শোকসাগরে নিমগ্না হইয়া এইরূপ বহুবিধ বিলাপ ও পরিতাপ করিতে লাগিলেন। তদ্দর্শনে সুগ্রীব যারপরনাই দুঃখিত, লজ্জিত ও সন্তপ্ত হইয়া অনুচরবর্গের সহিত শুষ্কমুখে মৃদুপদে রামচন্দ্রের নিকটে গমন করিলেন; দেখিলেন, উদারচেতা যশস্বী রামচন্দ্র সেই ভীষণ শর ও শরাসন ধারণ করিয়া দণ্ডায়মান আছেন। তাঁহার সর্ব্বাঙ্গে রাজচিহ্ন প্রকাশ পাইতেছে। সুগ্রীব তাঁহার নিকটে উপস্থিত হইয়া ধীরে ধীরে কহিতে লাগিলেন, "সখে! তোমার প্রতিজ্ঞা সফল হইল; বালী নিহত হইলেন এবং আমিও

বানররাজ্য প্রাপ্ত হইলাম। কিন্তু রাম! আমার আর রাজ্যে কিছুমাত্র স্পৃহা নাই। রাজমহিষী তারার বৈধব্যযন্ত্রণা, পুরবাসীদিগের বিলাপ ও হাহাকার, অসহায় পিতৃহীন বালক অঙ্গদের অশ্রুপূর্ণ মুখমণ্ডল স্বচক্ষে দর্শন করিয়া আমার মনে দারুণ ঔদাস্য উপস্থিত হইয়াছে। পূর্ব্বে আমি অপমানিত হইয়া ক্রোধভরে ভ্রাতৃবধে অনুমতি দিয়াছিলাম—দারুণ প্রতিহিংসা তৎকালে হৃদয়ের স্বাভাবিক স্নেহ দূর করিয়াছিল; কিন্তু এক্ষণে বুঝিতে পারিলাম কি চণ্ডালের ন্যায় কার্য্যই করিয়াছি, এক্ষণে আমার হৃদয় নিরন্তর অনুতাপের বৃশ্চিকদংশনে দগ্ধ হইতেছে। আমি আর কিষ্কিন্ধায় গমন করিব না। জীবনের অবশিষ্টকাল এই পাপের প্রায়শ্চিত্ত জন্য ঋষ্যমূক পর্ব্বতেই বাস করিব। যেরূপে হউক ফলমূল ভক্ষণ করিয়া জীবনধারণ করিব। সখে! প্রাণতুল্য প্রিয় সহোদর ভ্রাতাকে বধ করিয়া স্বর্গরাজ্যেও সুখ নাই। হায়! আমি কি কুকার্য্যই করিয়াছি।" এই বলিয়া মহাত্মা সুগ্রীব বালকের ন্যায় রোদন করিতে লাগিলেন।

অনন্তর কিয়ৎকাল পরে সুগ্রীব অপেক্ষাকৃত সুস্থ হইয়া কহিতে লাগিলেন, "রাম! সেই মহাত্মা যুদ্ধ করিতে করিতে আমাকে কতবার বলিয়াছেন, 'সুগ্রীব! তুমি যাও, আমি তোমাকে প্রাণে মারিব না।' হায়! একথা তাঁহারই উপযুক্ত হইয়াছিল। কিন্তু আমার বাক্য ও কার্য্য উভয়ই আমার অনুরূপ। হায়! আমি কি নির্ব্বোধ যে, রাজ্য ও ভ্রাতৃবধ দুঃখের কিছুমাত্র তারতম্য বিচার না করিয়া অনায়াসে এই নিষ্ঠুর কার্য্যে অগ্রসর হইলাম। বয়স্য!

আমি যখন বৃক্ষপ্রহারে মৃতপ্রায় হইয়া তোমাকে উদ্দেশ পূর্ব্বক আক্রোশ করিতেছিলাম তখনও সেই স্নেহময় ভ্রাতা আমাকে সান্ত্বনা প্রদান করিয়া কহিয়াছিলেন, 'দেখ, সুগ্রীব! তুমি আর এরূপ কার্য্য করিও না।' বস্তুতঃ আমাকে প্রাণে বিনাশ করিতে তাঁহার অভিলাষ ছিল না। তিনি ভ্রাতৃস্নেহ, ঔদার্য্য ও প্রকৃত ধর্ম্মের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছেন; কিন্তু আমি কি করিয়াছি; আমি সম্পূর্ণ বানরত্ব প্রকাশ করিয়া কাম, ক্রোধ ইত্যাদি দ্বারা তাঁহার মহত্বের প্রতিশোধ দিয়াছি।

রাম। দেবরাজ ইন্দ্র বিশ্বরূপ বধ করিয়া যেরূপ পাপ-গ্রস্ত হইয়াছিলেন, সেইরূপ আমিও পিতৃতুল্য ভ্রাতাকে বধ করিয়া, অচিন্তনীয় অপ্রার্থনীয় ও ঘৃণিত পাপরাশিতে নিমগ্ন হইয়াছি। কিন্তু ইন্দ্রের পাপ পৃথিবী, বৃক্ষ, জল ও স্ত্রীজাতিরা বিভাগ করিয়া লইয়াছিল; আমি বানর আমার এ পাপের অংশ কে লইবে? সুতরাং আমি অনন্তকাল সকলের ঘৃণিত হইয়া রহিলাম।

রাম! আমি যে কুলক্ষয়কর অধর্ম্মের কার্য্য করিয়াছি তাহাতে আমি আর প্রজাদিগের সম্মান পাইবার উপযুক্ত নহি। আমার ন্যায় লোক রাজাসনে আরোহণ করিলে তাহা কলঙ্কিত হইবে। রাম! আমি এই লোকবিগর্হিত জঘন্য পাপকার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া নীচত্ব প্রাপ্ত হইয়াছি সুতরাং নিম্নভূমিকে জলবেগের ন্যায় শোকাবেগ আমাকে অতিশয় অভিভূত করিতেছে। ভ্রাতৃবধ যাহার দেহ, শোক যাহার শুণ্ড ও অনুতাপ যাহার দন্ত সেই পাপময় মত্তহস্তী নদীকূলের ন্যায় আমাকে নিরন্তর দন্তাঘাত করিতেছে।

হায়! অগ্নিসংযোগে যেরূপ স্বর্ণ হইতে মল নির্গত হয় সেইরূপ পাপসংযোগে আমার চিরসঞ্চিত পুণ্যরাশি সমস্ত বিদূরিত হইয়া যাইতেছে। সখে! এই পাপিষ্ঠের ক্রূরাচরণ হইতেই প্রসিদ্ধ বানরকুল বিনষ্ট হইল, আর্য্যা তারা অনাথা হইলেন, বৎস! অঙ্গদকেও পিতৃহীন হইয়া পথে পথে ভ্রমণ করিতে হইল।

রাম। অঙ্গদের যেরূপ অবস্থা দেখিতেছি তাহাতে বোধ হয় বৎস আর অধিক দিন বাঁচিবে না। দুঃখিনী তারা পুত্রের মুখ চাহিয়া জীবন ধারণ করিতে পারিতেন, কিন্তু এক্ষণে পুত্রশোক পাইলে উহাঁকেও রক্ষা করা কঠিন হইবে; সুতরাং ভ্রাতা, ভ্রাতৃবধূ ও ভ্রাতুষ্পুত্রের যে পথ, আমিও অতঃপর সেই পথ অবলম্বন করিব। আমি প্রজ্জলিত অগ্নিতে এই পাপদেহ বিসর্জ্জন করিব। সখে! এই সমস্ত মহাবীর বানরগণ তোমার আদেশের বশীভূত হইয়া প্রাণপণে আর্য্যা জানকীর অন্বেষণ করিবেন। আমার মৃত্যু হইলেও তোমার কার্য্যের কোনরূপ বিঘ্ন ঘটিবে না। রাম! ভ্রাতৃবধ করিয়া আমার আর বাঁচিয়া থাকিতে সাধ নাই, অতএব আমার বাক্যে অনুমোদন কর। সখে! বিবেচনা করিয়া দেখ, আমার পক্ষে এক্ষণে মৃত্যুই শ্রেয়ঃ।”

অসাধারণ গম্ভীরপ্রকৃতি রামচন্দ্র সুগ্রীবের এই সমস্ত কাতর বাক্য শ্রবণ করিয়া কিয়ৎকাল বিমনায়মান হইয়া রহিলেন; তাঁহার উৎপলনিন্দিত নেত্রদ্বয় সহসা বাষ্পাকুল হইল। তিনি সুগ্রীবকে কি বলিয়া সান্ত্বনা প্রদান করিবেন, কিছুই স্থির করিতে না পারিয়া, ভর্ত্তৃশোকবিধুরা সজলনয়না

তারার প্রতি পুনঃ পুনঃ দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন। তৎকালে অনবরত ক্রন্দনে তারার নেত্রদ্বয় রক্তবর্ণ হইয়াছিল; তিনি মৃতপতিকে আলিঙ্গন করিয়া ভূতলে শয়ান ছিলেন। বানরেরা তাঁহাকে তথা হইতে তুলিয়া অন্যত্র লইয়া চলিল। অদূরে রামচন্দ্র শর ও শরাসন হস্তে দণ্ডায়মান হইয়া স্বতেজে প্রজ্বলিত সূর্য্যের ন্যায় শোভা পাইতেছিলেন। তারা তাঁহাকে রাজলক্ষণাক্রান্ত দেখিয়াই চিনিতে পারিলেন। বানরমহিষী শোকে বিহ্বল হইয়া স্খলিতপদে সেই মহানুভাবের নিকটে গমন পূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন, "রাম! তুমি ধার্ম্মিকের অগ্রগণ্য, তোমার গুণ অপরিচ্ছেদ্য, যোগিরাও তোমাকে ধ্যানে প্রাপ্ত হন না। তুমি জিতেন্দ্রিয়, তোমার অক্ষয় কীর্ত্তি ও নির্ম্মল যশ সর্ব্বত্র বিরাজমান আছে। তুমি মনুষ্যদেহসৌষ্ঠবের পরাকাষ্ঠা অতিক্রম করিয়া দিব্যমূর্ত্তির সৌষ্ঠব লাভ করিয়াছ। দেব! আমি পতিহীনা হইয়া আর জীবিত থাকিতে ইচ্ছা করি না অতএব নিবেদন, যে বাণে আমার প্রাণনাথের প্রাণসংহার করিয়াছ, আমাকেও সেই বাণে বিনাশ কর। আমি নিহত হইয়া তাঁহার চরণপার্শ্বে গমন করিব; তিনি ক্ষণকাল এ দাসীকে ছাড়িয়া থাকিতে পারেন না। প্রভো! সুরলোকে অপ্সরা সকল নানাবিধ রক্তবর্ণ পুষ্পে কেশপাশ অলঙ্কৃত করিয়া বিচিত্রবেশে তাঁহার নিকটে আগমন করিবে, কিন্তু তিনি আমাকে না দেখিতে পাইয়া অত্যন্ত অসুখী আছেন সুতরাং তাঁহাদের সহিত বাক্যালাপও করিবেন না। রাম! বিবেচনা করিয়া দেখ, তুমি এই রমণীয় শৈলতলে জানকীবিরহে

যেরূপ কাতর হইয়াছ, বালীও কি আমাকে দেখিয়া সেইরূপ কাতর হইবেন না? দেব! পুরুষ স্ত্রীবিরহে যেরূপ কাতর হয় তাহা তোমার অবিদিত নাই। সেইজন্যই তোমাকে অনুরোধ করিতেছি আমাকে বিনাশ কর। বালী আমাকে বড়ই ভাল বাসিতেন, সুতরাং আমার অদর্শন-ক্লেশ সহ্য করিতে পারিবেন না। রাম! আমাকে বধ করিলে স্ত্রীহত্যার পাতক হইবে, তুমি যদি এই ভয় করিয়া থাক তাহা দূর কর। স্ত্রী ও পুরুষ অভিন্নাত্মা ইহা সকল বেদ ও ধর্ম্মশাস্ত্রে অবিসম্বাদিতরূপে প্রতিপন্ন করিতেছে। আমিও বালীর আত্মা; তাঁহাতে ও আমাতে কোন প্রভেদ নাই। অতএব আমাকে বধ করিলে স্ত্রীহত্যাপাতকের সম্ভাবনা নাই। রাম, তুমি ধর্ম্মজ্ঞ; বিবেচনা করিয়া দেখ, এই জগতে জ্ঞানীলোকের পক্ষে স্ত্রীদান অপেক্ষা উৎকৃষ্ট দান আর নাই। তুমি আমাকে ধর্ম্মের অনুরোধে বধ করিয়া স্বামীর হস্তে প্রদান করিবে; সেই দানজন্য তোমাকে অধর্ম্ম স্পর্শ করিতেই পারিবে না। দেব! আমি নিতান্তই শোকার্ত্তা ও অনাথা এবং বলপূর্ব্বক প্রাণপতির ক্রোড় হইতে বিচ্ছিন্না হইয়াছি: অতএব তোমার চরণে ধরি আমার বিনাশে অবহেলা করিও না। আমি সেই স্বর্ণহার-শোভিত গজরাজগতি প্রাণনাথকে না দেখিয়া কখনই প্রাণধারণ করিতে পারিব না।”

এই বলিয়া তারা বিরত হইলে মহাত্মা রামচন্দ্র তাঁহাকে করুণবাক্যে সান্ত্বনা প্রদান করিয়া কহিতে লাগিলেন, “বীরপত্নি! ক্ষান্ত হও, যাহা হইয়া গিয়াছে তজ্জন্য আর শোক করিয়া কি হইবে? বিধাতা এই পৃথিবীস্থ সকলকে সৃষ্টি

করিয়াছেন এবং তিনিই উহাদিগকে সুখদুঃখের সহিত সংযুক্ত করিয়াছেন। ত্রিলোকের সকলেই সেই বিধাতার অধীন; তাঁহার বিহিত বিধান অতিক্রম করা কাহারও সাধ্য নাই। তুমি কিছুদিন পরেই এই শোক ভুলিয়া যাইবে এবং অঙ্গদকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত দেখিয়া সুখী হইতে পারিবে। তারা! তুমি বীরপত্নী, তোমার এরূপ শোকে অবসন্ন হওয়া উচিত নয়।"

রামচন্দ্রের আশ্বাসবাক্যে মহিষী তারার শোক অনেক পরিমাণে শান্ত হইল।

পঞ্চবিংশ সর্গ।

তারা ও সুগ্রীবের প্রতি রামচন্দ্রের প্রবোধবাক্য।

অনন্তর মহাত্মা রামচন্দ্র সুগ্রীব, অঙ্গদ ও তারাকে একত্রিত করিয়া অর্থপূর্ণ প্রবোধবাক্যে কহিতে লাগিলেন, "দেখ, আর বৃথা শোকপ্রকাশ করিয়া কি হইবে? প্রাণীমাত্রেরই মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী, সুতরাং যাহা অবশ্যম্ভাবী তাহাতে অভিভূত হওয়া বুদ্ধিমান ব্যক্তির কদাচ কর্ত্তব্য নহে। এক্ষণে যাহা কর্ত্তব্য তৎসাধনে তৎপর হও। লোকাচার অনুষ্ঠান করা উচিত, অতএব আর অশ্রুপাত না করিয়া মৃত্যুর অনন্তর

কার্য্য সম্পাদন কর। মহাবীর বালী এক্ষণে কালের বশে গমন করিয়াছেন। দেখ, কালের প্রভাব অতি আশ্চর্য্য! কালই সমুদয় সৃষ্টি করিতেছে, কালই সমস্ত কার্য্য সম্পাদন করিতেছে এবং কালই সমস্ত প্রাণীকে স্ব স্ব কার্য্যে নিয়োগ করিতেছে। কালনিরপেক্ষ হইয়া কেহই কোন কার্য্য করিতে পারে না, এমন কি স্বয়ং ঈশ্বরকেও কালের অধীন হইয়া চলিতে হয়। জীবগণ পূর্ব্বজন্মকৃত শুভাশুভ কর্ম্মের অধীন, কিন্তু কাল সেই পূর্ব্বকৃত কার্য্যের সহকারী। কালকে কেহ অতিক্রম করিতে পারে না এবং ইহা কদাপিও ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় না। কালের পক্ষপাত নাই, হেতু নাই, পরাক্রমও নাই। বন্ধুত্ব, জ্ঞাতিত্ব ইত্যাদি সম্বন্ধ কালকে রোধ করিতে পারে না। কাল সম্পূর্ণই স্বাধীন। কিন্তু পণ্ডিতেরা জ্ঞানময় চক্ষুদ্বারা কালকৃত স্ব স্ব কর্ম্মের পরিণাম প্রত্যক্ষ করিয়া থাকেন। ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম সমুদায় কাল হইতেই উৎপন্ন হয়। বানররাজ বালী সাম, দান প্রভৃতি রাজগুণ-সঞ্চিত ঐশ্বর্য্যের দ্বারা ইহলোকে ভোগসুখের পরাকাষ্ঠা লাভ করিয়াছিলেন, এক্ষণেও পরলোকে আপনার প্রকৃতি প্রাপ্ত হইয়াছেন। তিনি স্বোপার্জ্জিত পুণ্যবলে এবং যুদ্ধে প্রাণত্যাগ করিয়া অবশ্যই স্বর্গে গমন করিয়াছেন। তিনি যে গতিলাভ করিয়াছেন তাহা অবশ্যই কালকৃত বলিতে হইবে। অতএব তজ্জন্য শোকপ্রকাশ করা নিষ্ফল। এক্ষণে যাহা কালোচিত কার্য্য তাহাই সম্পাদন করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য।”

রামচন্দ্র এই বলিয়া বিরত হইলে মহাবীর লক্ষ্মণ শোকার্ত্ত সুগ্রীবকে সম্বোধন করিয়া কহিতে লাগিলেন,

"মহাত্মন্! আর বৃথা শোকে সময়াতিপাত না করিয়া, মহিষী তারা ও অঙ্গদের সহিত বালীর প্রেতকার্য্য সম্পাদনে যত্নবান হউন। শুষ্ক কাষ্ঠ ও দিব্য চন্দন আনয়নার্থ ভৃত্যবর্গকে আদেশ করুন। কুমার অঙ্গদ অত্যন্ত কাতর হইয়া পড়িয়াছেন, ইহাঁকে সান্ত্বনা প্রদান করুন। এ সময়ে আপনিও যদি এরূপ বালকের ন্যায় শোকে অবসন্ন হইয়া পড়েন তাহা হইলে আর অন্য সকলকে কে বুঝাইবে? অঙ্গদ! তুমি তোমার পিতার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার জন্য মাল্য, বস্ত্র, ঘৃত, তৈল এবং গন্ধদ্রব্য প্রভৃতি আনয়ন কর। তার! তুমিও সত্বর শিবিকা লইয়া আইস। এ সময়ে ত্বরাই বিশেষ আবশ্যক। বাহক বানরেরাও শীঘ্র সজ্জিত হউক।" এই বলিয়া লক্ষ্মণ রামচন্দ্রের সন্নিহিত হইলেন।

লক্ষ্মণের আদেশমাত্র মহাবীর তার অবিলম্বে গিরিগুহায় প্রবেশ করিলেন এবং বলবান বানরের দ্বারা বাহিত একখানি শিবিকা আনয়ন করিলেন। ঐ শিবিকা স্বর্গীয় বিমানের ন্যায় দেখিতে অতি মনোহর; উহার মধ্যে বহুমূল্য আসন এবং চতুর্দ্দিকে নানাবিধ পক্ষী, পদাতিক প্রভৃতি অঙ্কিত রহিয়াছে। উহাতে জালবেষ্টিত সুদৃশ্য গবাক্ষ এবং সুনিপুণ শিল্পীকৃত রমণীয় কাষ্ঠপর্ব্বত অতি কৌশলে সন্নিবেশিত রহিয়াছে। উহা তরুণ সূর্য্যের ন্যায় উজ্জ্বল রক্তপদ্মের মাল্যে, রক্তচন্দনে এবং নানাবিধ অলঙ্কারে অতিশয় শোভা পাইতেছিল। রামচন্দ্র সেই মনোহর শিবিকা দর্শন করিয়া লক্ষ্মণকে কহিলেন, "ভাই! আর বিলম্ব কি? সত্বর বালীকে শ্মশানে লইয়া চল এবং ইহাঁর প্রেতকার্য্য সম্পন্ন কর।"

অনন্তর সুগ্রীব ও অঙ্গদ রোদন করিতে করিতে বালীকে বস্ত্র, মালা ও নানাবিধ অলঙ্কারে সজ্জিত করিয়া ধীরে ধীরে শিবিকায় উত্তোলন করিলেন। পরে বাহকগণকে কহিলেন, "তোমরা ইহাঁকে নদীতীরে লইয়া চল। বানরগণ প্রচুর পরিমাণে রত্নবৃষ্টি করিতে করিতে শিবিকার অগ্রে অগ্রে গমন করুক। জীবিতাবস্থায় পৃথিবীস্থ রাজাদিগের যেরূপ সমৃদ্ধি দেখা যায়, সেইরূপ সমারোহে আর্য্যের প্রেত-কার্য্য সম্পন্ন হউক।"

আদেশমাত্র বাহকগণ শিবিকা লইয়া নদীতীরাভিমুখে গমন করিতে লাগিল। তার প্রভৃতি বানরগণ অঙ্গদকে ক্রোড়ে লইয়া ক্রন্দন করিতে করিতে পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিলেন। তারা প্রভৃতি রাজপত্নীরা "হা বীর! হা নাথ! হা প্রিয়!" বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে করিতে ভর্ত্তার অনুসরণে প্রবৃত্ত হইলেন। তাঁহাদের সেই চীৎকার শব্দে তৎকালে বনান্তর, পর্ব্বত ও দিগ্‌দিগন্ত যেন প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল।

অনন্তর বানরগণ নদীতীরে উপস্থিত হইয়া এক নির্জ্জন সলিলপরিষ্কৃত পবিত্র স্থানে চিতা প্রস্তুত করিল। বাহকগণ সেই চিতার নিকটে শিবিকা স্থাপন পূর্ব্বক শোকাকুল মনে এক পার্শ্বে গিয়া দণ্ডায়মান হইল। অনন্তর তারা শিবিকা-তলশায়ী পতিকে দর্শন করিয়া তাঁহার মস্তক সাদরে ক্রোড়ে ধারণ পূর্ব্বক উচ্চৈঃস্বরে বিলাপ করিতে করিতে কহিতে লাগিলেন, "নাথ! আমাকে এত ভালবাসিতে কিন্তু অনাথিনী করিয়া চলিয়া যাইতে একটু দয়া হইল না? আমি যে এত ক্রন্দন করিতেছি তথাপি মুখপানে চাহিলে না? অথবা

প্রাণনাথ! তোমায় আর কি দোষ দিব; স্বয়ং যম, রামরূপ ধারণ করিয়া তোমাকে লইয়া চলিল। মহারাজ! তোমার প্রাণ বহির্গত হইয়াছে তথাপি তোমার মুখখানি যেন হাস্য করিতেছে, যেন এখনও পূর্ব্বের ন্যায়ই অরুণবর্ণ দেখাইতেছে। বীর! তোমার এই সমস্ত সুন্দরী পত্নী কখন কষ্ট কাহাকে বলে জানে না, তথাপি উঁহারা রোদন করিতে করিতে পাদচারে তোমার পশ্চাৎ পশ্চাৎ এতদূর আসিয়াছে। অতএব ইহাদের প্রতি একবার কৃপাকটাক্ষপাত কর। নাথ! চাহিয়া দেখ, সুগ্রীব, অঙ্গদ, তার প্রভৃতি সচিব এবং পুরবাসীগণ তোমাকে বেষ্টন করিয়া বিলাপ ও পরিতাপ করিতেছে; ইহাদিগকে অনুমতি দাও, গৃহে গমন করুক, পরে আমরা উভয়ে নদীতটে বিহার করিব।"

পতিশোকবিধুরা তারা এইরূপে বিলাপ ও পরিতাপ করিতে লাগিলেন। তদ্দর্শনে বানরীগণ ক্রন্দন করিতে করিতে তাঁহাকে উঠাইয়া স্থানান্তরে লইয়া গেল। অনন্তর অঙ্গদ ও সুগ্রীব রোদন করিতে করিতে বালীকে চিতায় আরোহণ করাইলেন এবং যথাবিধি অগ্নি প্রদান করিয়া ব্যাকুলহৃদয়ে দক্ষিণাবর্ত্তে উহা প্রদক্ষিণ করিতে লাগিলেন।

বানরগণ এইরূপে যথাবিধি বালীর অগ্নিসংস্কার সম্পন্ন করিয়া পবিত্রসলিলা নদীতে উদককার্য্যের জন্য অবতরণ করিল এবং অঙ্গদ, সুগ্রীব ও তারার সহিত যথাবিধি তর্পণ করিতে লাগিল।

ষড়বিংশ সর্গ।

সুগ্রীবের রাজ্যাভিষেক।

সুগ্রীব ভ্রাতৃশোকে একান্ত অভিভূত হইয়া দাহান্তে আর্দ্রবসন পরিধান করিয়া আছেন, এমত সময়ে প্রধান প্রধান বানরেরা তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া রামচন্দ্রের নিকট লইয়া চলিল এবং মহর্ষিগণ ভগবান পিতামহের নিকট যেরূপ কৃতাঞ্জলি হইয়া থাকেন সেইরূপ রামচন্দ্রের সম্মুখে কৃতাঞ্জলি হইয়া দণ্ডায়মান হইল। অনন্তর সুবর্ণ-শৈলাকার তেজস্বী পবনতনয় হনূমান কৃতাঞ্জলিপুটে কহিতে লাগিলেন, "রাজকুমার! আপনার প্রসাদে সুগ্রীব এই সুবিস্তীর্ণ পৈতৃক-রাজ্য অধিকার করিলেন। এই সমস্ত মহাবল বানরদিগের উপরি আধিপত্য লাভ ইহাঁর পক্ষে অতি দুর্লভ ছিল কিন্তু আপনার কৃপাকটাক্ষে তাহা অনায়াসেই সম্পন্ন হইয়াছে। এক্ষণে অনুমতি করুন, ইনি বন্ধুগণের সহিত নগরে প্রবেশ করিয়া স্বহস্তে রাজ্যভার গ্রহণ করিবেন। প্রভো! সুগ্রীব যথাবিধি স্নান করিয়াছেন, তিনি আপনাকে গন্ধ, ওষধি এবং বিবিধ রত্নমাল্যে অর্চ্চনা করিবেন। আপনিও ঐ মনোরম পুরীতে চলুন এবং সুগ্রীবকে রাজ্যে অভিষেক করিয়া বানরবর্গকে পুলকিত করুন।"

মহাত্মা রামচন্দ্র হনূমানের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, "বীর। আমি পিতার আদেশে চতুর্দ্দশ বৎসরের

জন্য বনবাসব্রতে দীক্ষিত হইয়াছি। এই চতুর্দ্দশ বৎসর আমার কোন গ্রাম বা নগরে প্রবেশ করিবার অধিকার নাই। এক্ষণে তুমিই সুগ্রীবকে লইয়া রমণীয় কিষ্কিন্ধাপুরীতে গমন কর এবং সত্বর যথাবিধি রাজ্যে অভিষেক কর।

রামচন্দ্র হনূমানকে এই কথা বলিয়া সুগ্রীবকে কহিলেন, "সখে! তুমি কুমার অঙ্গদকে অবশ্য অবশ্য যৌবরাজ্যে অভিষেক করিও। ইনি তোমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার পুত্র, পবিত্র-চরিত্র এবং বিক্রমেও স্বীয় পিতার অনুরূপ সুতরাং যৌব-রাজ্যলাভের সর্ব্বতোভাবে উপযুক্ত। সখে! এক্ষণে বর্ষাকাল উপস্থিত। এই শ্রাবণ মাস হইতে চারিমাস ঐ কাল থাকিবে। এ সময়ে যুদ্ধযাত্রা নিষিদ্ধ অতএব তুমি কিষ্কি-ন্ধায় গমন কর, আমি এই চারিমাস লক্ষ্মণের সহিত এই পর্ব্বতে বাস করিব। এই রমণীয় গিরিগুহার জল অতি সুখসেব্য এবং বায়ুও পরিষ্কৃত। এস্থানে পদ্মও প্রচুর পরিমাণে প্রাপ্ত হওয়া যায়। আমাদের এখানে কোন কষ্ট হইবে না। সখে! আমার অনুরোধ, তুমি এক্ষণে গৃহে গমন কর এবং রাজ্যভার গ্রহণ করিয়া সুহৃদ্বর্গের আনন্দবর্দ্ধন কর। কিন্তু কার্ত্তিকমাসের প্রারম্ভেই তোমাকে রাবণবধের জন্য যত্ন করিতে হইবে।"

সুগ্রীব রামচন্দ্রের আজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া অনুচরবর্গের সহিত রমণীয় কিষ্কিন্ধায় গমন করিলেন। নগরীমধ্যে প্রবেশ-কালে বহুসংখ্য বানর তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া চলিল। প্রজারা নূতন রাজাকে দেখিয়া সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিতে লাগিল। মহাবীর সুগ্রীবও তাহাদিগকে সস্নেহে সম্ভাষণ করিয়া অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন।

অনন্তর দেবগণ যেরূপ দেবরাজের অভিষেকে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন তদ্রূপ বানরগণ সুগ্রীবের অভিষেকে প্রবৃত্ত হইল। তাহারা সুবর্ণদণ্ডপরিশোভিত শ্বেত ছত্র ও দুই শ্বেত চামর, বহুবিধ রত্ন ও ওষধি, ক্ষীরবৃক্ষের অঙ্কুর ও কুসুম, শুভ্রবস্ত্র, শ্বেতচন্দন, সুগন্ধি মাল্য, স্থলজ ও জলজ পুষ্প, নানাবিধ গন্ধদ্রব্য, দধি, মধু, ঘৃত, অক্ষত, কাঞ্চন, ব্যাঘ্রচর্ম্ম, পাদুকা, কুঙ্কুম ও মনঃশিলা প্রভৃতি অভিষেকোপযোগী দ্রব্যজাত এবং ষোলজন সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী কন্যা আনয়ন করিল। মন্ত্রজ্ঞেরা কুশাস্তীর্ণ বেদীতে প্রদীপ্ত অগ্নি সংস্থাপন পূর্ব্বক বেদবিহিত মন্ত্রোচ্চারণ করিয়া অগ্নিতে আহুতি প্রদান করিল।

অনন্তর গয়, গবাক্ষ, গবয়, শরভ, গন্ধমাদন মৈন্দ, দ্বিবিদ হনূমান ও জাম্বুমান প্রভৃতি প্রধান বানরেরা পতাকা ও মাল্যশোভিত প্রাসাদশিখরে উৎকৃষ্ট আস্তরণাচ্ছাদিত স্বর্ণময় পীঠে মন্ত্রোচ্চারণ পূর্ব্বক সুগ্রীবকে পূর্ব্বাস্যে উপবেশন করাইলেন। নদ, নদী এবং সমুদ্র সকল হইতে আহৃত পবিত্র সলিল স্বর্ণকলশে রক্ষিত ছিল। তাঁহারা ঐ সমস্ত কলশ এবং বৃষশৃঙ্গের দ্বারা মহর্ষি-নির্দ্দিষ্ট পদ্ধতি ও বেদবিধানানুসারে, বসুগণ যেমন দেবরাজ ইন্দ্রকে স্বর্গরাজ্যে অভিষেক করিয়াছিলেন, তদ্রূপ সুগ্রীবকে বানররাজ্যে অভিষেক করিলেন। বানরগণ আহ্লাদে কোলাহল করিয়া উঠিল। রত্ন, বস্ত্র এবং ভক্ষ্যভোজ্য দ্বারা ব্রাহ্মণদিগকে পরিতুষ্ট করা হইল। সকলেই নিজ নিজ ইষ্টবস্তু লাভ করিয়া নূতন রাজার যশোগান করিতে লাগিল।

অভিষেকান্তে সুগ্রীব রামচন্দ্রের আদেশানুসারে অঙ্গদকে আলিঙ্গন করিয়া যৌবরাজ্যে অভিষেক করিলেন। তদ্দর্শনে অন্যান্য বানরেরা তাঁহাকে ভূরি ভূরি সাধুবাদ প্রদান করিতে লাগিল। কেহ বা রামচন্দ্র ও লক্ষ্মণকে অগণ্য ধন্যবাদ প্রদান করিতে লাগিল।

তৎকালে কিষ্কিন্ধানগরী যেন আনন্দে পূর্ণ হইয়া উঠিল। সুগ্রীব পরম আহ্লাদে রামচন্দ্রকে নিজ অভিষেকের সম্বাদ প্রদান করিলেন এবং বিস্তৃত রাজ্য ও ভার্য্যা রুমাকে প্রাপ্ত হইয়া মহাসুখে কালযাপন করিতে লাগিলেন।

সপ্তবিংশ সর্গ।

রামের প্রস্রবণ পর্ব্বতে গমন।

এদিকে রামচন্দ্র লক্ষ্মণের সহিত প্রস্রবণ পর্ব্বতে গমন করিলেন। ঐ পর্ব্বত নানাবিধ মৃগ, ব্যাঘ্র ও সিংহের বাসস্থান। স্থানে স্থানে বহুবিধ বৃক্ষ, লতা ও গুল্ম সকল অপরূপ শোভায় শোভিত হইয়া রহিয়াছে। কোথাও ঋক্ষ, বানর, গোপুচ্ছ ও মার্জ্জার সকল ক্রীড়া করিতেছে। নীল পর্ব্বত-শ্রেণী সর্ব্বদা সজল মেঘাবলীর ন্যায় পরিদৃশ্যমান। রামচন্দ্র উহার শিখরদেশে এক গুহায় বাসস্থান মনোনীত

করিলেন এবং লক্ষ্মণকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন, "ভাই! আমরা বর্ষার চারিমাস এই বিস্তীর্ণ গিরিগুহায় অতিবাহিত করিব। লক্ষ্মণ! দেখ, এই গিরিশৃঙ্গ অতি রমণীয়। ইহা নানাবিধ ধাতুরাগে রঞ্জিত এবং শ্বেত, রক্ত ও কৃষ্ণবর্ণের শিলাসকলে শোভিত। স্থানে স্থানে নদী ও প্রস্রবণ সকল ইহার রমণীয়তা বর্দ্ধন করিতেছে। বিশাল বৃক্ষ সকল লতায় জড়িত হইয়া রহিয়াছে। চতুর্দ্দিকে মালতী, কুন্দ, সিন্দুবার, শিরীষ ও সালপুষ্প বিকসিত হইয়াছে। নানাবিধ পক্ষী কলরব করিতেছে, মধ্যে মধ্যে ময়ূরের কেকারবও শ্রুত হইতেছে। বৎস! আবার এদিকে দেখ, আমাদের গুহার অনতিদূরেই বিকসিত কমলশোভিত একটী সুরম্য সরোবর শোভা পাইতেছে। এই গুহা ঈশানদিকে ক্রমশঃ নিম্ন এবং পশ্চাৎভাগে ক্রমশঃ উচ্চ, সুতরাং পূর্ব্ব-দিকের বায়ু ইহাতে প্রবেশ করিতে পারে না। সম্মুখে এক সমতল সুপ্রশস্ত শিলাখণ্ড আছে, উহা এরূপ কৃষ্ণবর্ণ যে, দূর হইতে দলিত অঞ্জনপুঞ্জ ভিন্ন আর কিছুই বোধ হয় না। ঐ শিলা আমাদের একটী বসিবার স্থান হইবে। ভাই! উত্তরদিকে দৃষ্টিপাত কর, মেঘের ন্যায় নীলবর্ণ কেমন একটী সুন্দর শৃঙ্গ উত্থিত হইয়াছে। আবার দক্ষিণদিকে একটী শৃঙ্গ রজতের ন্যায় শুভ্রবর্ণ ও নানাবিধ ধাতুরাগে রঞ্জিত হইয়া কৈলাসপর্ব্বতের ন্যায় শোভিত হইয়াছে। চিত্রকূটে যেরূপ মন্দাকিনী, সেইরূপ এই গুহার সম্মুখে একটী নদী পশ্চিমমুখে প্রবাহিত হইয়াছে। ইহার তীরে চন্দন, তিলক, সাল, তমাল, অতিমুক্ত, পদ্মক, সরল, অশোক, বাণীর, তিমিদ,

বকুল, কেতক, হিন্তাল, তিনিশ, নীপ, বেতস, কৃতমালক প্রভৃতি নানাবিধ বৃক্ষ পুষ্পিত হওয়াতে এই নদী বসনভূষণে সজ্জিতা প্রমদার ন্যায় শোভা পাইতেছে। চক্রবাক মিথুন অনুরাগভরে সর্ব্বদা ইহাতে ক্রীড়া করিতেছে; হংস ও সারসগণ কলরব করিয়া ইতস্ততঃ সঞ্চরণ করিতেছে। ভাই! এই রম্যপুলিনা নদীর স্থানে স্থানে নানা প্রকার রত্নরাজী বিরাজিত থাকায় বোধ হইতেছে যেন ইহা আহ্লাদভরে হাস্য করিতেছে। ইহার কোথাও নীলোৎপল, কোথাও রক্তোৎপল, কোথাও বা শ্বেত শতদল সকল প্রস্ফুটিত রহিয়াছে এবং ঋষিগণ এই নদীতে স্নান ও তর্পণাদি করিতেছেন।

ভাই! এদিকে দেখ, সুদৃশ্য চন্দনতরু সকল শ্রেণীবদ্ধ হইয়া দণ্ডায়মান রহিয়াছে। লক্ষ্মণ! এস্থান অতি রমণীয়; আমরা এখানে বাস করিলে সুখী হইতে পারিব। সুগ্রীবের রমণীয় পুরী কিষ্কিন্ধা এস্থান হইতে অধিক দূরে নয়, সুতরাং মধ্যে মধ্যে তাঁহারও সংবাদ প্রাপ্ত হওয়া যাইবে। লক্ষ্মণ! ঐ শুন, মৃদঙ্গধ্বনির সহিত বানরদিগের গীত শুনিতে পাওয়া যাইতেছে। সখা সুগ্রীব বহুদিনের পর রাজা, ভার্য্যা ও অতুল ঐশ্বর্য্য প্রাপ্ত হইয়া আহ্লাদ সাগরে নিমগ্ন হইয়াছেন।”

এই বলিয়া রামচন্দ্র লক্ষ্মণের সহিত ঐ পর্ব্বতে বাস করিতে লাগিলেন। উহার নিকুঞ্জ ও গহ্বরমধ্যে অনেক রমণীয় ও দ্রষ্টব্য পদার্থ ছিল, কিন্তু তিনি ঐ সমস্ত দেখিয়াও সুখী হইতে পারিলেন না। প্রাণ অপেক্ষাও প্রিয়তরা জানকীর কথা স্মরণ হওয়াতে তাঁহার হৃদয়ে শোকাগ্নি প্রজ্বলিত

হইয়া উঠিল। রাত্রিকালে চন্দ্রদেব উদিত হইলে তিনি কিয়ৎকাল তাঁহার প্রতি একদৃষ্টে দৃষ্টিপাত করিতেন—অসহ্য বোধ হইত, পরে শয্যায় গিয়া শয়ন করিতেন, কিন্তু নিদ্রা হইত না। এইরূপে রামচন্দ্র ক্রমশঃ শোকে অতিশয় অভিভূত হইয়া পড়িতে লাগিলেন।

অনন্তর লক্ষ্মণ অগ্রজের এই প্রকার অবস্থা দর্শনে অত্যন্ত কাতর হইয়া অনুনয় পূর্ব্বক কহিলেন, "আর্য্য। ক্ষান্ত হউন, আপনার ন্যায় গম্ভীর প্রকৃতি লোকের কি এরূপ শোকে অভিভূত হওয়া উচিত? বিবেচনা করিয়া দেখুন, শোকে মনুষ্যের হৃদয়কে অবসন্ন করিয়া ফেলে। আপনার ন্যায় উদ্যোগশীল বীরপুরুষও যদি এরূপ উৎসাহহীন হইয়া পড়েন তাহা হইলে সেই কুটিল রাক্ষসকে আর কে বিনাশ করিবে? অতএব শোক দূর করিয়া উৎসাহ অবলম্বন পূর্ব্বক সেই পাপিষ্ঠকে যথোচিত শাস্তি প্রদান করুন! আপনি ইচ্ছা করিলে ক্ষুদ্র রাক্ষস কি, সসাগরা পৃথিবীকেও বিপর্য্যস্ত করিতে পারেন। এক্ষণে বর্ষাকাল—যুদ্ধযাত্রা নিষিদ্ধ; আপনি শরতের প্রতীক্ষা করুন, শরৎকাল উপস্থিত হইলেই রাবণকে সবান্ধবে বিনাশ করিবেন। আর্য্য! আপনাকে উপদেশ দিই আমার এমন সাধ্য নাই, তবে হোমকালে আহুতি যেরূপ ভস্মাচ্ছন্ন বহ্নিকে প্রদীপ্ত করে তদ্রূপ আমি কেবল আপনার প্রচ্ছন্ন শক্তিরই উদ্বোধন করিলাম।

এই বলিয়া লক্ষ্মণ বিরত হইলে রামচন্দ্র তাঁহার উপদেশের যথেষ্ট প্রশংসা করিয়া কহিলেন, "বৎস! ভ্রাতা, বন্ধু এবং বীরপুরুষের যাহা বলিবার তুমি তাহা বলিলে।

আমি এই কার্য্যনাশক শোক পরিত্যাগ করিলাম এবং শত্রুবধার্থ প্রচণ্ড তেজের উদ্রেক করিলাম। তুমি যে আমাকে শরৎকাল পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিতে কহিলে আমি তাহাতেও সম্মত হইলাম। ঐ সময়ে নদীজলের সহিত মহাত্মা সুগ্রীবেরও অন্তঃকরণ প্রসন্ন হইবে। যাঁহারা বীর-পুরুষ তাঁহারা উপকৃত হইলে কদাচ প্রত্যুপকার করিতে বিস্মৃত হন না। তবে যদি সুগ্রীব অকৃতজ্ঞ হইয়া আমার কথা ভুলিয়া যান তাহা হইলেই নিরুপায়।”

সুধীর লক্ষ্মণ কহিলেন, “আর্য্য! আপনি বৃথা এরূপ আশঙ্কা করিবে না। মহাত্মা সুগ্রীব ধর্ম্মপরায়ণ, তিনি কদাচ প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিবেন না। শরৎকাল উপস্থিত হইলেই তিনি আপনার অভীষ্ট সিদ্ধ করিবেন। এই চারিমাস আপনাকে ধৈর্য্য অবলম্বন পূর্ব্বক আমার সহিত এই পর্ব্বতে বাস করিতে হইবে।”

অষ্টাবিংশ সর্গ।

বর্ষাবর্ণন।

অনন্তর বর্ষাগমে রামচন্দ্র জানকীর কথা স্মরণ করিয়া অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া লক্ষ্মণকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিতে

লাগিলেন, "ভাই! দেখ, বিরহীদিগের চিত্ত বিকৃত করিয়া বর্ষাকাল উপস্থিত হইয়াছে। আকাশমণ্ডল পর্ব্বতপ্রমাণ নিবিড় মেঘজালে আবৃত হইয়াছে। মেঘ সকল সূর্য্যরশ্মি দ্বারা সমুদ্রের রস পান করতঃ নয়মাস গর্ভধারণ করিয়াছিল, এক্ষণে প্রচুর পরিমাণে জল প্রসব করিতেছে। স্তরে স্তরে এত মেঘ সজ্জিত হইয়াছে যে, বোধ হয় মেঘরূপ সোপান দ্বারা আকাশে আরোহণ পূর্ব্বক কুটজ ও অর্জ্জুনপুষ্পের মাল্য দ্বারা ভগবান সূর্য্যদেবকে সজ্জিত করা যায়। লক্ষ্মণ! দেখ, মেঘ সকলে সন্ধ্যারাগ সংক্রান্ত হইয়াছে এবং উহাদের প্রান্তভাগ শ্বেতবর্ণ ও স্নিগ্ধ; বোধ হইতেছে যেন ঐ সকল মেঘরূপ ছিন্নবস্ত্র দ্বারা গগণমণ্ডলের ব্রণমুখ আবৃত রহিয়াছে। ভাই! আরও দেখ, আকাশ যেন বিরহী হইয়াছে; মন্দ মারুত উহার নিঃশ্বাস, সন্ধ্যারাগ উহার চন্দন এবং জলহীন মেঘই উহার পাণ্ডুতা। এতকাল পৃথিবী সীতার ন্যায় উত্তাপ সহ্য করিতেছিলেন এক্ষণে নববারিধারায় অভিসিক্ত হইয়া প্রিয়সঙ্গমে বিরহিণীর ন্যায় উষ্মা ত্যাগ করিতেছেন। বায়ু কর্পূরদলবৎ শীতল ও কেতককুসুমের পরাগ সহযোগে সুগন্ধি হইয়া মন্দ মন্দ প্রবাহিত হইতেছে।

লক্ষ্মণ! এদিকে চাহিয়া দেখ, এই পর্ব্বত অর্জ্জুন ও কেতকীপুষ্পে অভিবাসিত হইয়া বর্ষাগমে যেন নিঃশত্রু সুগ্রীবের ন্যায় বৃষ্টিজলে অভিসিক্ত হইতেছে। ইহা মেঘরূপ কৃষ্ণাজিন ও ধারারূপ যজ্ঞসূত্র ধারণ করিয়া মারুতপূরিত গুহামুখ দ্বারা যেন আপনাকে বেদাধ্যয়নশীল বিপ্রের ন্যায় দেখাইতেছে। নভোমণ্ডল বিদ্যুৎরূপ কনককশা প্রহারে

অশ্বের ন্যায় মেঘরবে গর্জ্জন করিতেছে। বৎস! নীলমেঘের কোলে বিদ্যুৎ দেখিয়া আমার রাবণের অঙ্কগতা দুঃখিনী সীতার কথা স্মরণ হইতেছে। গিরিশৃঙ্গে কুটজ পুষ্প সকল প্রস্ফুটিত হইয়া আমার শোকার্ত্ত হৃদয়কে আরও কাতর করিয়া তুলিতেছে। এক্ষণে চতুর্দ্দিকে কোথায়ও ধূলি নাই, বায়ু অতিমাত্র শীতল, গ্রীষ্মের উত্তাপদোষ প্রশান্ত, ক্ষত্রিয়েরা যুদ্ধযাত্রায় নিরত এবং প্রবাসীরা স্বানন্দচিত্তে স্বদেশে গমনে উদ্যত। চক্রবাক সকল মানসসরোবরবাসে লুব্ধ হইয়া প্রিয়ার সহিত গমন করিতেছে। পথঘাট সমস্ত কর্দ্দমময়, সুতরাং রথাদির গমনাগমন একপ্রকার বন্ধ হইয়াছে। আকাশ কোথাও সুপ্রকাশ কোথাও বা মেঘাবৃত হইয়া অপ্রকাশ হওয়ায় শৈলনিরুদ্ধ প্রশান্ত মহাসাগরের ন্যায় দৃষ্ট হইতেছে। নদীর জলে কদম্ব ও কুটজপুষ্প সকল ভাসিতেছে। উহা পার্ব্বতীয় ধাতুরাগে রঞ্জিত হইয়া বেগে প্রবাহিত হইতেছে। ময়ূরগণ উচ্চৈঃস্বরে কেকারব করিতেছে। বৃক্ষোপরি ভ্রমরের ন্যায় কৃষ্ণবর্ণ জম্বুফল রহিয়াছে ও বায়ুবেগে পক্ক আম্রফল সকল পতিত হইতেছে।

ভাই! দেখ, দেখ, পর্ব্বতশৃঙ্গের ন্যায় নিবিড় মেঘখণ্ড সকল বিদ্যুৎরূপ পতাকা এবং বলাকারূপ মুক্তামালায় পরিশোভিত হইয়া প্রকাণ্ড রণহস্তীর ন্যায় ঘোর গর্জ্জন করিতেছে। বর্ষাগমে ভূমি তৃণাচ্ছন্ন এবং নব বারিধারায় অভিষিক্ত হইয়াছে; ময়ূরেরা আহ্লাদভরে নৃত্য করিতেছে। দিবার শেষভাগের শোভা অতিশয় রমণীয় হইয়াছে। মেঘ সকল জলভারে পূর্ণ হইয়া পর্ব্বতশৃঙ্গে পুনঃ পুনঃ বিশ্রাম

পূর্ব্বক গভীর গর্জ্জন সহকারে গমন করিতেছে। বকশ্রেণী মেঘে অনুরাগবশতঃ আহ্লাদভরে উড্ডীন হইয়া পবনচালিত শ্বেতপদ্মের মালার ন্যায় শোভা পাইতেছে। তৃণ এবং স্থানে স্থানে রক্তবর্ণ কীটে সমাচ্ছন্ন থাকায় ভূমিকে যেন শুকশ্যামল লাক্ষারঞ্জিত কম্বলে আবৃত রমণীর ন্যায় দেখা যাইতেছে। এক্ষণে নিদ্রা মনুষ্যের, নদী সমুদ্রের, বলাকা মেঘের, গাভী বৃষের এবং কান্তা প্রিয়তমের নিকট গমন করিতেছে। বর্ষাগমে শস্যক্ষেত্রের শোভা অতিশয় বৃদ্ধি পাইতেছে। এক্ষণে নদী বেগে প্রবাহিত হইতেছে, মেঘ বর্ষণ করিতেছে, মত্তহস্তী গর্জ্জন করিতেছে, বনান্ত শোভা পাইয়াছে, বিরহী চিন্তা করিতেছে, ময়ূরেরা নৃত্য করিতেছে এবং বানরগণ আহ্লাদিত হইয়াছে। মদমত্ত মাতঙ্গগণ কেতকীপুষ্পের গন্ধ আঘ্রাণ পূর্ব্বক বননির্ঝরের সুমধুর জলপ্রপাত শব্দে আকুল হইয়া ময়ূরগণের সহিত সগর্ব্বে নৃত্য করিতেছে। ভ্রমরগণ মধুগন্ধে আকুল হইয়া পুষ্পিত বৃক্ষের শাখায় আশ্রয় গ্রহণ করিতেছে, আবার পরক্ষণেই ধারাপাতে আহত হইয়া উহা পরিত্যাগ করিতেছে। জম্বু-বৃক্ষের শাখায় সুপক্ক রসাল জম্বুফল সকল লম্বমান রহিয়াছে, দেখিলে সহসা বোধ হয় যেন মধুকরেরা সানন্দে মধুপান করিতেছে। মেঘ সকল রণোন্মত্ত হস্তীর ন্যায় তড়িৎরূপ পতাকায় অলঙ্কৃত হইয়া সুগম্ভীর রবে গর্জ্জন করিতেছে।

লক্ষ্মণ! এদিকে চাহিয়া দেখ, একটী মত্তহস্তী বনমধ্যে প্রবেশ করিতেছিল, সহসা মেঘগর্জ্জন শুনিতে পাইয়া প্রতি-দ্বন্দ্বীর আশঙ্কায় যুদ্ধার্থই যেন আবার ফিরিয়া দাঁড়াইল।

ভাই! বর্ষাগমে এই বনান্তের কোন স্থানে ভ্রমরেরা গান করিতেছে, কোথাও ময়ূরেরা নৃত্য করিতেছে, কোথাও বা মাতঙ্গগণ গর্জ্জন করিতেছে। অধিক কি এই অরণ্যস্থ সমস্ত জীবজন্তুই যেন মত্ত হইয়াছে এবং ইহা কদম্ব, স্থলোৎপল প্রভৃতি পুষ্পে পরিশোভিত এবং নির্ম্মল বারিতে প্লাবিত হইয়া যেন এক বিশাল আপানভূমির ন্যায় শোভা পাইতেছে।

ভাই। দেখ, দেখ, বর্ষাজলে সিক্ত হইয়া বিহঙ্গগণের পক্ষ সকল বিবর্ণ হইয়াছে, উহারা পিপাসার্ত্ত হইয়া পল্লব-দললগ্ন মুক্তাফলতুল্য সুনির্ম্মল জলবিন্দু সকল হৃষ্টমনে পান করিতেছে। লক্ষ্মণ! ঐ শুন সমস্ত অরণ্যেই যেন সঙ্গীত-লহরী উত্থিত হইয়াছে; ভ্রমরদিগের গুণ গুণ স্বর উহার সুমধুর বীণাধ্বনি, ভেকের রব উহার কণ্ঠতাল এবং মেঘের গর্জ্জনই উহার মৃদঙ্গ। ময়ূরগণ বিচিত্র পুচ্ছ বিস্তার করিয়া কখন নৃত্য করিতেছে, কখন কেকারবে চীৎকার করিতেছে কখন বা বৃক্ষাগ্রে শরীরভার অর্পণ করিতেছে। নানাবিধ বর্ণ, আকৃতি ও রূপের ভেক সকল মেঘগর্জ্জন শ্রবণে এবং ধারাপ্রহারে বহুদিনের প্রগাঢ় নিদ্রা পরিত্যাগ পূর্ব্বক জাগরিত হইয়া নানা প্রকার শব্দে বনবিভাগ প্রতিধ্বনিত করিতেছে। নদী বর্ষার নূতন জলে প্লাবিত হইয়া বেগে সাগরাভিমুখে গমন করিতেছে; উহার মধ্যস্থলে চক্রবাক প্রবাহিত এবং ধারাবর্ষণে উহার তীরদেশ স্খলিত হইতেছে। ভাই! এদিকে দেখ, নববারিপূর্ণ বিদ্যুৎপ্রভাজড়িত একখণ্ড নিবিড় নীলবর্ণ মেঘ অপর একখানি ঐরূপ মেঘে আসিয়া মিলিত হইল; দেখিলে বোধ হয় যেন দাবাগ্নি প্রজ্জ্বলিত

একটী বৃহৎ শৈল অপর একটী প্রজ্জ্বলিত শৈলে আসক্ত হইল। ভাই! এক্ষণে ভ্রমরগণ নবজলধারায় ধৌতকেশর পদ্মকে আলিঙ্গন পূর্ব্বক কেসরশোভিত কদম্বপুষ্পে উপবেশন করিয়া আনন্দভরে মধুপান করিতেছে। মাতঙ্গ সকল মত্ত, বৃষ সকল হৃষ্ট ও পর্ব্বত সকল রমণীয় হইয়াছে। এ সময়ে সুরপাল মেঘদিগকে লইয়া ক্রীড়া করিতেছেন কিন্তু নরপালেরা একবারে নিশ্চেষ্ট হইয়া আছেন। মেঘ সকল জলভারে গগণতলে লম্বিত হইয়া সমুদ্রের ন্যায় সুগম্ভীর গর্জ্জন পূর্ব্বক জলধারায় নদ, নদী, তড়াগ, সরোবর দীর্ঘিকা এবং একবারে সমস্ত পৃথিবীকে প্লাবিত করিতেছে। বর্ষার ধারা বেগে পতিত হইতেছে, বায়ু বেগে প্রবাহিত হইতেছে এবং নদীর প্রবাহ তট উৎপাটন এবং পথ অবরোধ পূর্ব্বক বেগে সাগরে গিয়া পতিত হইতেছে। পর্ব্বত সকল সুরেন্দ্রপ্রদত্ত পবনোপনীত মেঘরূপ জলকুম্ভ দ্বারা নরপালের ন্যায় অভিষিক্ত হইয়া যেন আপনার শোভাসমৃদ্ধি প্রদর্শন করিতেছে।

এক্ষণে গগনমণ্ডল মেঘে আচ্ছন্ন। সূর্য্য, চন্দ্র, গ্রহ, নক্ষত্র আর কিছুই লক্ষিত হয় না। দিঙ্মণ্ডল অন্ধকার লিপ্ত হইয়া একান্ত অপ্রকাশ হইয়াছে। পৃথিবী নূতন জলধারায় সিক্ত। পর্ব্বতের বৃহৎ শৃঙ্গ সকল ধৌত হইতেছে, উহাদিগের গাত্রে বিপুল জলপ্রপাত সকল মুক্তামালার ন্যায় শোভা পাইতেছে। নির্ঝরবেগ প্রস্তরখণ্ডে পতিত হইয়া ছিন্ন হারের ন্যায় ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইতেছে। দশদিকে অবিরল জলধারা পতিত হইতেছে, দেখিলে বোধ হয় যেন ক্রীড়াকালে স্বর্গরমণীগণের মুক্তাহার ছিন্ন হইয়া পড়িতেছে।

দিবাভাগেও ঘোর অন্ধকার; কেবলমাত্র বিহঙ্গদিগের নীড়ে গমন, পদ্মের নিমীলন এবং মালতীপুষ্পের বিকাশ দ্বারা সূর্য্যের অস্তগমনকাল অনুমিত হইতেছে। সেনাগণ যাইতে যাইতে পথিমধ্যেই অবস্থিতি করিয়াছে। চতুর্দ্দিকে বিস্তৃত অনন্ত সলিলরাশি পথঘাট সমস্ত একাকার করিয়া দিয়াছে; উহা রাজাদিগের হৃদয়স্থ শত্রুতাকেও নিরোধ করিয়াছে। যে সমস্ত সামগ ব্রাহ্মণ ভাদ্রমাসের অপেক্ষা করিতেছিলেন এই তাঁহাদিগের বেদ পাঠ করিবার সময়। এ সময়ে কোশলাধিপ মহাত্মা ভরত নিশ্চয়ই গৃহসংস্কার কার্য্য সমাপন পূর্ব্বক সাংসারিক দ্রব্যসমূহ সঞ্চয় করিয়া ব্রতনিষ্ঠ হইয়া আছেন। আমার দর্শনে অযোধ্যাবাসীদিগের আনন্দধ্বনির ন্যায় এক্ষণে পূর্ণসলিলা সরযূর বেগ অতিশয় বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছে। ভাই! সখা সুগ্রীব শত্রুবিনাশ দ্বারা রাজ্য ও স্ত্রী প্রাপ্ত হইয়া এক্ষণে পরমসুখে এই সুখময় বর্ষাকাল অতিবাহিত করিতেছেন। কিন্তু লক্ষ্মণ! আমি বিস্তীর্ণরাজ্য হইতে বিচ্যুত হইয়া এবং প্রাণাধিকা জানকীকে হারাইয়া এই সমস্ত নদীর তীরভূমির ন্যায় অতিশয় অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছি।

ভাই! এই বর্ষা অতিশয় প্রবল, রাবণও এক দুর্দ্দান্ত শত্রু, সুতরাং আমি যে বৈরনির্য্যাতন দ্বারা জানকীর উদ্ধার সাধনে সমর্থ হইব এরূপ সম্ভাবনা নাই। লক্ষ্মণ! এই সমস্ত চিন্তা করিয়া আমার হৃদয় বিস্তীর্ণ শোকসাগরে নিমগ্ন হইতেছে। আর যে জানকীর সেই অকলঙ্ক মুখখানি দেখিতে পাইব সে আশা নাই। সুগ্রীব আমার একান্ত অনুগত সত্য, কিন্তু পথঘাট অত্যন্ত দুর্গম হইয়াছে বলিয়া আমি সীতার উদ্ধারের

কথা তাঁহার নিকটে উত্থাপনই করি নাই। সুগ্রীব বহু ক্লেশভোগের পর স্ত্রী লাভ করিয়াছেন, এদিকে আমার এই গুরুতর কার্য্য অল্প আয়াসে বা অল্পদিনে সম্পন্ন হইবে না এইজন্য আমার তাঁহাকে কিছু বলিতে ইচ্ছা হইল না। সুগ্রীব কৃতজ্ঞ, উপকার কখন বিস্মৃত হইবেন না। তিনি কিয়ৎ দিন পরে স্বয়ংই আসিয়া সীতার অন্বেষণ করিবেন, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। লক্ষ্মণ! আমি সেই আশাতেই কাল-প্রতীক্ষা করিয়া আছি। শরতের প্রারম্ভে সুগ্রীবের অবশ্যই আমাকে মনে হইবে। বীরপুরুষেরা কদাচ উপকারের কথা বিস্মৃত হন না, তবে যদি আমার ভাগ্যদোষে সুগ্রীব অকৃতজ্ঞ হয়েন তবেই নিরুপায়।"

রামচন্দ্রের এই কথা শুনিয়া লক্ষ্মণ কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন, "আর্য্য! আপনি মহাত্মা সুগ্রীব সম্বন্ধে এরূপ বৃথা আশঙ্কা করিবেন না। সেই বীর কদাচ আপনার উপকারের কথা ভুলিবেন না। আপনি ধৈর্য্যাবলম্বন পূর্ব্বক শরৎকাল পর্য্যন্ত অপেক্ষা করুন তাহা হইলে নিশ্চয়ই আপনার অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে।"

ঊনত্রিংশ সর্গ।

শরদাগমে সুগ্রীবের প্রতি হনূমানের উপদেশ।

এদিকে কপিরাজ সুগ্রীব বহুদিন ক্লেশভোগের পর রাজ্য প্রাপ্ত হইয়াছেন। তাঁহার সকল মনোভীষ্ট পূর্ণ হইয়াছে। তিনি এক্ষণে প্রিয়তমা রুমা এবং তারা প্রভৃতি মহিষীগণকে লইয়া, অপ্সরাগণমধ্যস্থিত সুররাজের ন্যায় অহোরাত্র সুখে যাপন করিতেছেন। রাজ্যভার সমস্তই মন্ত্রিহস্তে ন্যস্ত, তিনি উহাদের কার্য্য-পরীক্ষায় সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ এবং বিশ্বাসে নিঃসংশয় হইয়া আছেন। ধর্ম্ম ও অর্থ সংগ্রহে তাঁহার দৃষ্টি নাই। তিনি সাধুজনবিনিন্দিত ভোগপথ আশ্রয় করিয়া অহর্নিশি প্রমদাগণের সহিত অন্তঃপুরেই বাস করিতে লাগিলেন।

ক্রমে শরৎকাল উপস্থিত; আকাশ নির্ম্মল এবং মেঘশূন্য হইল, রমণীয় জ্যোৎস্না প্রাণীগণের মন হরণ করিতে লাগিল। মন্ত্রিপ্রধান হনূমান আর বিলম্ব অবিধেয় বিবেচনা করিয়া বিশ্বাসপ্রবণ সুগ্রীবের নিকটে গমন করিলেন এবং যুক্তিসঙ্গত মধুর বাক্যে তাঁহাকে প্রসন্ন করিয়া সামাদিগুণসম্পন্ন হিত ও সত্য বাক্যে কহিতে লাগিলেন, "রাজন্! তুমি সৌভাগ্যবলে বিস্তৃত রাজ্য, নির্ম্মল যশ এবং চিরস্থায়িনী কুলশ্রী অধিকার করিয়াছ, এক্ষণে মিত্রসংগ্রহই অবশিষ্ট আছে, সুতরাং তদ্বিষয়ে চেষ্টা করা তোমার উচিত। দেখ, যে ব্যক্তি প্রকৃত

সময়ে মিত্রের সহায়তা করেন, তাঁহার রাজ্য কীর্ত্তি ও প্রতাপ দিন দিন বর্দ্ধিত হইতে থাকে। যাঁহার কোশ, সৈন্য, মিত্র-বর্গ ও বুদ্ধিবৃত্তি স্বাধীন, তিনি বিস্তীর্ণ রাজ্যভোগে সমর্থ হয়েন। কপিরাজ! তুমি সুশীল ও ধার্ম্মিক, অঙ্গীকৃত মিত্র কার্য্যের অনুষ্ঠান তোমার অবশ্য কর্ত্তব্য। দেখ, যে ব্যক্তি অন্য সকল কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া মিত্রকার্য্য না করে তাহার নানা অনর্থ ঘটিয়া থাকে। বীর! আরও বিবেচনা করিয়া দেখ, উপযুক্ত সময় অতীত হইলে মিত্রকার্য্য করা নিরর্থক, ইহাতে মহৎ উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইলেও কোন ফল দর্শে না। কপিরাজ! আমাদের মিত্রকার্য্য সাধনের অনেক বিলম্ব ঘটিতেছে অতএব সত্বর বৈদেহীর অন্বেষণে যত্নবান হও। রামচন্দ্র অতি বিচক্ষণ ও কালজ্ঞ, তিনি কাল অতীত দেখিয়াও এপর্য্যন্ত তোমায় কিছুই বলিতেছেন না। জানকীর উদ্ধারে সবিশেষ ব্যগ্রতাসত্ত্বেও তিনি তোমার প্রতীক্ষায় আছেন। অতএব আর ঔদাস্য কোনমতেই উচিত হয় না। কপিরাজ! আরও বিবেচনা করিয়া দেখ, রামচন্দ্রই তোমার উন্নতির একমাত্র হেতু এবং অসময়ের একমাত্র বন্ধু; তাঁহার গুণের পরিসীমা নাই এবং প্রভাবও অলৌকিক। পূর্ব্বে তিনি তোমার যথেষ্ট উপকার করিয়াছেন, এক্ষণে তোমার প্রত্যুপকারের সময়, অতএব অবিলম্বে প্রধান বানরদিগকে জানকীর অন্বেষণে আজ্ঞা দাও। যতদিন রামচন্দ্র কিছু না বলিতেছেন, ততদিন বিলম্ব দোষাবহ হইবে না, কিন্তু তাঁহার বলিবার পর ক্ষণমাত্র বিলম্ব হইলেও অত্যন্ত লজ্জার বিষয়। বীর! যে ব্যক্তি কোন দিন তোমার উপকার করে নাই

তুমি তাহারও কার্য্য করিয়া থাক, কিন্তু যিনি শত্রুসংহার করিয়া তোমায় রাজ্য অর্পণ করিয়াছেন তাঁহার কার্য্যে কি জন্য অবহেলা করিতেছ? এ কার্য্যে তাঁহার আদেশ প্রতীক্ষা করা কি তোমার উচিত? রামচন্দ্র মহাবীর, তিনি মনে করিলে সুরাসুর ও উরগগণকে অস্ত্রপ্রভাবে বশীভূত করিতে পারেন, তবে তিনি কেবল প্রণয়ের অনুরোধে তোমার অঙ্গীকৃত কাল প্রতীক্ষা করিতেছেন। তিনি লোকনিন্দার ভয়ে ভীত না হইয়া বালীবধ দ্বারা তোমার বিলক্ষণ উপকার করিয়াছেন অতএব আমরা এক্ষণে পৃথিবী ও অন্তরীক্ষ পর্য্যটন পূর্ব্বক প্রাণপণে জানকীর অনুসন্ধান করিব। কপিরাজ! রামের শক্তি অতি অদ্ভুত, তুচ্ছ রাক্ষসের কথা কি দেবাসুর পর্য্যন্ত তাঁহার বিক্রমে ভীত হইয়া থাকেন, অতএব এরূপ মিত্রের প্রাণপণে প্রিয়সাধন করা তোমার সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। এই সমস্ত অসংখ্য মহাবল বানর রহিয়াছে, তোমার আজ্ঞা পাইলে, ইহাদের গতি স্বর্গ, মর্ত্ত্য কি পাতালেও প্রতিহত হইবে না; এক্ষণে বল কে কোথায় যাইয়া কি করিবে?"

মহাত্মা সুগ্রীব হনূমানের এই সুসঙ্গত বাক্যে সম্মত হইলেন এবং উৎসাহশীল মহাবল নীলকে নানাস্থান হইতে বানরসৈন্য সংগ্রহে অনুমতি দিয়া কহিলেন, "আমার সৈন্য ও যূথপতিগণ সেনাধ্যক্ষের সহিত যাহাতে সত্বর আগমন করে তুমি তাহাই কর। দূরপথের বানরেরা দ্রুতপদে আসিয়া উপস্থিত হউক। উহারা আসিলে তুমি স্বয়ং গিয়া উহাদিগকে গণনা করিয়া লও। পঞ্চদিবসের মধ্যে যে এঁখানে

না আসিবে আমি নিশ্চয়ই তাহার প্রাণদণ্ড করিব। অতঃপর তুমিও বৃদ্ধ বানরগণকে আনয়নার্থ অঙ্গদকে সঙ্গে লইয়া প্রস্থান কর।" কপিরাজ সুগ্রীব নীলকে এইরূপ আদেশ দিয়া পুনরায় অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন।

ত্রিংশ সর্গ।

শরৎ বর্ণন।

মহাত্মা রামচন্দ্র জানকী-বিরহে অতি কষ্টে বর্ষাকাল অতিবাহিত করিলেন। ক্রমে শরৎকাল উপস্থিত। ঐ সময়ের পাণ্ডুবর্ণ আকাশ, নির্ম্মল চন্দ্রমণ্ডল এবং কৌমুদী-ধৌত রজনী দর্শন করিয়া তাঁহার শোকানল শতগুণ প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠিল। কপিরাজ সুগ্রীব শরতের প্রারম্ভেই জানকীর উদ্ধারার্থ সাহায্য করিবার প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন কিন্তু তিনিও সুখে মগ্ন হইয়া নিজ প্রতিজ্ঞা বিস্মৃত হইয়াছেন। এই সমস্ত চিন্তা করিয়া রামচন্দ্র শোকে একান্ত বিহ্বল হইয়া পড়িলেন। তিনি পাণ্ডুবর্ণ ধাতুস্তূপে পরিশোভিত শৈলশৃঙ্গে উপবেশন পূর্ব্বক শরতের সৌন্দর্য্য অবলোকন করিয়া অনন্যমনে সেই হৃদয়বাসিনীকে চিন্তা করিতে লাগিলেন এবং কিয়ৎকাল পরে নিতান্ত দীনস্বরে কহিলেন,

"হায়! যিনি আশ্রমমধ্যে সাদরে সারসস্বরে সারসগণকে কলরব করাইতেন, যিনি কলহংসের মধুর ও অস্ফুট স্বরে প্রাতে প্রবোধিত হইতেন, না জানি সেই সরলা জানকী আমায় না দেখিয়া কত কষ্টেই আছেন। হায়! সেই পদ্মপলাশলোচনা পতিপ্রাণা দ্বন্দ্বচর চক্রবাকের রব শুনিয়া কিরূপে জীবিত থাকিবেন? আমি সেই মৃগনয়নার বিরহে নদ, নদী, সরোবর ও কাননে কাননে পর্য্যটন করিয়াও শান্তি লাভ করিতে পারিলাম না; তিনি একান্ত সুকুমার ও নিতান্ত বিরহকাতরা, তাহাতে শরতের প্রারম্ভে অনঙ্গ শতগুণে বর্দ্ধিত হইয়া যে তাঁহাকে অত্যন্ত ক্লেশ দিতেছে তাহাতে সন্দেহ নাই।"

চাতক যেরূপ জলবিন্দু পাইবার প্রত্যাশায় মেঘের জন্য ব্যাকুল হয়, তৎকালে রামচন্দ্রও সীতার জন্য সেইরূপ ব্যাকুল হইলেন।

ঐ সময়ে লক্ষ্মণ ফলসংগ্রহার্থ গিরিশৃঙ্গে পর্য্যটন পূর্ব্বক প্রত্যাগমন করিয়া দেখিলেন রামচন্দ্র অপার চিন্তায় নিমগ্ন হইয়া নির্জ্জনে শূন্যমনে উপবিষ্ট আছেন। তদ্দর্শনে ভ্রাতৃ-বৎসল সৌমিত্রি অত্যন্ত ব্যথিত হইয়া কাতরবাক্যে কহিতে লাগিলেন, "আর্য্য! পুনঃ পুনঃ এরূপ শোকের বশীভূত হইলে কি ফল হইবে? এক্ষণে পৌরুষ আশ্রয় করিয়া কর্ম্মযোগে মনঃসমাধান করুন। যে সমাধিবলে আপনার দুঃখ হ্রাস হইবে, শোক প্রবল হইয়া সেই সমাধিকেই নষ্ট করিতেছে; অতএব অতঃপর উৎসাহী হইয়া সতত প্রসন্ন মনে থাকুন এবং স্বকার্য্যসাধনের হেতুস্বরূপ সহায় ও সামর্থ্য

অবলম্বন করুন। আপনি আর্য্যা জানকীর জন্য বৃথা উৎকণ্ঠিত হইবেন না। তিনি আপনার ভার্য্যা, তাঁহার অঙ্গে কেহই হস্তক্ষেপ করিতে পারিবে না। কোন্ মূর্খ ইচ্ছা পূর্ব্বক জ্বলন্ত অগ্নিশিখা স্পর্শ করিবে?"

রামচন্দ্র লক্ষ্মণের এই সুসঙ্গত বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, "ভাই! তুমি যাহা কহিলে, তাহা নীতিসঙ্গত, ধর্ম্মার্থপূর্ণ, প্রিয় ও হিতকর; সুতরাং ইহাতে অনুমোদন করা আবশ্যক! সমাধি দ্বারা তত্ত্বদর্শন এবং কর্ম্মযোগের অনুষ্ঠান সর্ব্বতোভাবে বিহিত; ইহা ত্যাগ করিয়া কর্ম্মফল অনুসন্ধান করা বৃথা। কিন্তু ভাই! আমি ইহা বুঝিয়াও ধৈর্য্যধারণ করিতে পারিতেছি না। পতিপ্রাণা জানকীর অকলঙ্ক মুখখানি যখনই আমার স্মৃতিপটে পতিত হইতেছে, তখনই আমার হৃদয় ধৈর্য্য, গাম্ভীর্য্য পরিত্যাগ করিয়া শোকে অবসন্ন হইতেছে। লক্ষ্মণ! এক্ষণে আবার শরৎকাল উপস্থিত হইয়া আমায় যে কিরূপ অধীর করিয়া তুলিয়াছে তাহা আর কি বলিব।" এই কথা বলিতে বলিতে মহাত্মা রামচন্দ্রের উৎপলনিন্দিত নেত্রে জল আসিল, মুখমণ্ডল শুষ্ক হইয়া গেল, তিনি কিয়ৎকাল আর কিছুই বলিতে পারিলেন না।

অনন্তর রামচন্দ্র ক্ষণকাল পরে ধৈর্য্যধারণ করিয়া লক্ষ্মণকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন, "ভাই! এক্ষণে শরৎকাল উপস্থিত। ইন্দ্রদেব বৃষ্টি দ্বারা পৃথিবীর তৃপ্তিসাধন এবং শস্য উৎপাদন করিয়া কৃতকার্য্য হইয়াছেন, যে সমস্ত মেঘ এতদিন গভীর গর্জ্জনে সর্ব্বত্র বর্ষণ এবং নীলোৎপলবৎ শ্যামরাগে দশদিক অন্ধকার করিত, তাহারা

এক্ষণে মদশূন্য মাতঙ্গের ন্যায় একান্ত শান্তভাব ধারণ করিয়াছে। বায়ু আর কুটজ ও অর্জ্জুনপুষ্পের গন্ধ বহন পূর্ব্বক বেগে প্রবাহিত হন্ না। মেঘের গর্জ্জন, হস্তীর বৃংহিতধ্বনি, ময়ূরের কেকারব এবং নির্ঝরের ঝর ঝর শব্দ এক্ষণে আর কিছুই শুনিতে পাওয়া যায় না। পর্ব্বতের সুরম্য শিখরদেশ সকল বৃষ্টিজলে ক্ষালিত ও নির্ম্মল হইয়া এক্ষণে যেন পুনরায় কৌমুদীরাশিতে ধৌত হইতেছে। শরৎ ঋতু সপ্তপর্ণ বৃক্ষের শাখায়, চন্দ্র সূর্য্য ও নক্ষত্রের প্রভায় এবং হস্তীর লীলায় আপনার শ্রী বিভক্ত করিয়াই যেন প্রাদুর্ভূত হইয়াছে। সরোবরে কমলদল সূর্য্যকিরণ-স্পর্শে বিকসিত। শরতের প্রারম্ভে সকল পদার্থেরই শ্রী বৃদ্ধি হইয়াছে সত্য, কিন্তু কমলের তুল্য রমণীয় শোভা আর কাহারও নাই। সপ্তপর্ণের সুগন্ধ বিস্তৃত হইতেছে, বৃষ ও মাতঙ্গগণ গর্ব্বিতভাবে ভ্রমণ করিতেছে এবং চতুর্দ্দিকে ভৃঙ্গের রব শ্রুত হইতেছে।

লক্ষ্মণ! ঐ দেখ, চক্রবাকেরা মানস সরোবর হইতে আসিয়াছে। উহারা পদ্মরাগে রঞ্জিত বৃহৎ ও সুন্দর পক্ষ প্রসারণ পূর্ব্বক পুলিনে হংসের সহিত বিচরণ করিতেছে। নদীর জল এক্ষণে নির্ম্মল। ময়ূরগণ আকাশ মেঘশূন্য দেখিয়া পুচ্ছরূপ আভরণ পরিত্যাগ পূর্ব্বক চিন্তিত ও নিরানন্দের ন্যায় বৃক্ষশাখায় উপবিষ্ট আছে। প্রিয়তমা ময়ূরীর প্রতি আর উহাদের পূর্ব্বের ন্যায় অনুরাগ নাই এবং ভোগসুখেও স্পৃহা নাই। স্বর্ণবর্ণ অসন বৃক্ষের শাখাগ্র পুষ্পভরে অবনত হইয়া সুগন্ধ বিস্তার করিতেছে। ভাই! দেখ দেখ, এই

সমস্ত সুদৃশ্য বৃক্ষে বনবিভাগ যেন আলোকিত হইয়াছে। মাতঙ্গগণ মদমত্ত ও মদলালস হইয়া করিণীগণের সহিত কখন পদ্মবনে, কখন অরণ্যে, কখন বা সপ্তপর্ণ বৃক্ষের গন্ধ আঘ্রাণ পূর্ব্বক মন্দগমনে ভ্রমণ করিতেছে। এক্ষণে আকাশ অসিশ্যামল, নদী সকল ক্ষীণপ্রবাহ, বায়ু কহ্লারপুষ্পে সুগন্ধি ও শীতল এবং দিক সকল অন্ধকারমুক্ত ও সুপ্রকাশ। রৌদ্রের উত্তাপে পথের কর্দ্দম শুষ্ক হইয়া গিয়াছে এবং বহুদিনের পর ঘনীভূত ধূলিজাল উত্থিত হইতেছে। যে সমস্ত নৃপতি পরস্পরের প্রতি বদ্ধবৈর এক্ষণে তাহাদের যুদ্ধযাত্রার সময় উপস্থিত। শরতের প্রভাবে বৃষদিগের রূপ ও শোভা বর্দ্ধিত হইয়াছে; উহারা মদমত্ত, হৃষ্ট ও ধূলিতে লুণ্ঠিত হইয়া গো-সমূহের মধ্যে নিনাদ করিতেছে। করিণী অরণ্যমধ্যে প্রগাঢ় অনুরাগের সহিত মন্মথাবেশে মৃদুগমনে উন্মত্ত মাতঙ্গের অনুসরণে প্রবৃত্ত হইয়াছে। ময়ূরেরা পুচ্ছ-রূপ আভরণশূন্য হইয়া নদীতটে আসিয়াছিল, এক্ষণে যেন সারসগণের ভর্ৎসনায় দুঃখিত হইয়া দীনভাবে প্রতিনিবৃত্ত হইতেছে। মদবারিবর্ষী করি সকল ভীমরবে হংস ও চক্রবাকগণকে চকিত করিয়া প্রস্ফুটিত কমলশোভিত সরোবর আলোড়ন পূর্ব্বক জলপান করিতেছে। নদীতে এখন আর পঙ্ক নাই, বালুকা বিকীর্ণ, জল স্বচ্ছ; উহাতে সারসগণ কলরব করিতেছে এবং হংসগণ হৃষ্টমনে ক্রীড়া করিতেছে। এই সময়ে ভেকেরা নীরব, প্রস্রবণ শুষ্কপ্রায় এবং বায়ু মৃদুগতি। ঘোরবিষ নানা বর্ণের ভুজঙ্গ এতদিন বর্ষার প্রভাবে আহার না পাইয়া মৃতকল্প হইয়াছিল, এক্ষণে ক্ষুধার্ত্ত

হইয়া বহুদিনের পর গর্ত্ত হইতে বহির্গত হইতেছে। সারসেরা সুপক্ক ধান্য আহার করিয়া পরিতৃপ্ত; এক্ষণে আকাশে শ্রেণীবদ্ধ হইয়া হৃষ্টমনে মহাবেগে পবনকম্পিতা মাল্লার ন্যায় উড়িয়া যাইতেছে।

সন্ধ্যা রাগরঞ্জিত হইয়া গগনতল পরিত্যাগ করিতেছে এবং চন্দ্রের রমণীয় কিরণসংস্পর্শে কুসুমের ন্যায় তারকা সকল প্রস্ফুটিত হইতেছে। চন্দ্রই রজনীর সুন্দর মুখমণ্ডল, তারাগণ উন্মীলিত নেত্র এবং কৌমুদী বস্ত্র; সুতরাং উহা শুভ্রবসনপরিহিতা রমণীর ন্যায় দৃষ্ট হইতেছে। ভাই! দেখ দেখ, ঐ হ্রদের কি রমণীয় শোভা হইয়াছে; উহাতে একটী রাজহংস নিদ্রিত এবং চতুর্দ্দিকে কুমুদপুষ্প বিকসিত রহিয়াছে সুতরাং উহা মেঘবিমুক্ত পূর্ণশশাঙ্কলাঞ্ছিত তারকা-খচিত নির্ম্মল নভোমণ্ডলের ন্যায় দৃষ্ট হইতেছে! আজ সরসী চপলহংসশ্রেণীরূপ রসনা এবং প্রফুল্ল পদ্মরূপ মাল্য ধারণ করিয়া উজ্জ্বলবেশা যুবতীর ন্যায় শোভিতা হইয়াছে। প্রাভাতিক বায়ুসংযোগে উৎপন্ন গিরিগহ্বর ও বৃষের রব বেণুস্বরের সহিত মিলিত হইয়া যেন পরস্পরের বৃদ্ধি লালসায় সহায়তা করিতেছে। নদীতটে বিকসিত অভিনব কাশকুসুম সকল মৃদুমন্দ পবনহিল্লোলে আন্দোলিত হইয়া শুভ্র পট্টবস্ত্রের ন্যায় লক্ষিত হইতেছে। ভ্রমরগণ মধুপানে উন্মত্ত এবং পদ্মপরাগে গৌরবর্ণ হইয়া প্রিয়ার সহিত হৃষ্টমনে গর্ব্বিতগমনে বায়ুর অনুগমন করিতেছে। স্বচ্ছ জল, প্রস্ফুটিত পুষ্প, নিরবচ্ছিন্ন কলরবকারী ক্রৌঞ্চ, সুপক্ক ধান্য এবং মৃদুগতি বায়ু সমস্তই যেন একবাক্যে